স্থানীয় সরকার বিভাগ আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের
ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬২	৬১	০১	-	৩১	৫৯	২৬৬.৬৬% ২৫%	২৮	৩.৪০% (-) ৯৯.৯১%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৬২টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;

(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;

(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;

(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;

(ঙ) প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

(চ) বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;

(ছ) জটিল ও ব্যতিক্রমধর্মী কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় টার্ণকী ঠিকাদারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় এবং চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সকল শর্তাবলী সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা হয়না বিধায় টার্ণকী ঠিকাদার বিভিন্ন সময় বাড়তি বিল দাবী করার সুযোগ পায়।

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;

(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;

(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;

(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;

(ঙ) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি,টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়;

(চ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;

(ছ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নের সময় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কনকারেন্স পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;

(জ) ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পের যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়;

(ঝ) প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতার কারণে এবং দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
৩.২ ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	৩.২ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
৩.৩ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	৩.৩ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন;
৩.৪ কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত	৩.৪.১ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষৎতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ৩.৪.২ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক।
৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত	৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩.৬ প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত	৩.৬ বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আব্যশ্যক।
৩.৭ প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত	৩.৭.১ প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। ৩.৭.২ বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষৎতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোদী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৩.৮ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৩.৮ যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
৩.৯ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	৩.৯ প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
৩.১০ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব	৩.১০ প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

"ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০)

পরিদর্শনের তারিখ: ১১/০৯/২০২২

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: মো: শাহীনূর রহমান, পরিচালক

পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এলাকা: ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুর, আদাবর, মিরপুর, ইব্রাহিমপুর, শেওড়াপাড়া এবং কাজীপাড়া

১.০ প্রকল্পের নাম: ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন প্রকল্প

১.১ প্রকল্পের অবস্থান: ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুর, আদাবর, মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ সংলগ্ন আবাসিক এলাকাসমূহ, কল্যাণপুর, ধানমন্ডি, দারুস সালাম, মিরপুর, রূপনগর, দুয়ারীপাড়া, ইব্রাহিমপুর, কচুক্ষেত, শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, কাফরুল, আগারগাঁও, উত্তরা, আবদুল্লাহপুর প্রভৃতি এলাকাসমূহ

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা

৪.০ প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অবশিষ্ট অর্থ (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
*৫৫০৫০.০০	-	** ১৩৭৫৮.৬৬ (১৩৭৫৮.৬৬)	জুলাই, ২০১৮ - ডিসেম্বর, ২০২০	-	জুলাই, ২০১৮ - ডিসেম্বর, ২০২০	৪১২৯১.৩৪ (৭৫%)	জুলাই, ২০১৮ - ডিসেম্বর, ২০২০ (সময় অতিক্রান্ত হয়নি)

* প্রকল্প সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত

** ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং শুরু হতে প্রকল্পে অবমুক্ত করা হয় মোট ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবে মোট ব্যয় হয়েছে ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট প্রকল্প ব্যয়ে তুলনায় আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ২৪.৯৯ % এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৭১%। প্রায় ৭৫% অর্থ অব্যয়িত রয়েছে।

ক) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের আদেশে সমাপ্ত করা হয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি।
খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): একই কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি হয়নি।

৫.০। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৫.১। পটভূমি:

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) সম্মানিত ঢাকা মহানগরবাসীদের সুপেয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। ঢাকা মহানগরীর বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার দায়িত্ব বিগত ১৯৮৯ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিকট হতে ঢাকা ওয়াসাতে ন্যাস্ত হয়। সে সময় হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ অবধি ঢাকা ওয়াসা অন্যান্য সেবা সংস্থার পাশাপাশি নগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক আদেশ বলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের (নর্দমা) দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রায় ১৫১ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ৪৪টি খাল, ১০ কি.মি. বক্স কালভার্ট ও বিভিন্ন সংস্থার কয়েক হাজার কি.মি. পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। যে কোন স্থানের ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রাইমারি অবকাঠামো হচ্ছে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রাকৃতিক/নতুন সৃষ্ট খাল যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে নদ-নদীতে নিষ্কাশিত হয়। ঢাকা মহানগরীতে ৪৩টি প্রাকৃতিক খাল বিদ্যমান রয়েছে যার মধ্যে ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন খালের সংখ্যা ২৬টি। এ ২৬টি খালের বেশিরভাগ অংশই অদ্যবধি স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির সময় বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে না পারায় নগরীতে জলজটের সৃষ্টি হচ্ছে।

ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থা সুচারূভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানে DAP এ উল্লেখিত ১৪৩৫.৮৯ বর্গ কি.মি. এলাকাকে ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় মোট ১৩ টি ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা জোন (DMZ) এবং ৪৯৭ টি সাব-ক্যাচমেন্টে বিভক্ত করা হয়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা জোন-১ (গোড়ানচটবাড়ী/উত্তরা) এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা জোন-২ (কল্যানপুর/মিরপুর) এর অধীন এলাকাসমূহে খাল উন্নয়ন, পাইপলাইন স্থাপন এবং পাইপলাইন স্থাপনকালে ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্বক ঢাকা মহানগরীর বিস্তৃর্ণ এলাকার জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখার নিমিত্ত ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ মেয়াদে আলোচ্য এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

তবে, গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক আদেশ বলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের (নর্দমা) দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি যে পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সে পর্যন্ত সমাপ্ত করে ঢাকা ওয়াসাকে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, প্রকল্পটি মোট ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় না হয়ে ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকায় প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর গত ১০/৮/২০২২ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ করে এবং এ প্রকল্পের উপ গত ১১/০৯/২০২২ তারিখে আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মো: শাহীনূর রহমান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

৫.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত) :

- ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়নের মাধ্যমে মহানগরীর জলজট দূরীকরণ ও নগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই বসবাস নিশ্চিতকরণ।

- প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পভূক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা জোন-১ ও ২ এলাকার ৫২ লক্ষাধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং বিপুল সংখ্যক জনগণ পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। তাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হবে।

৬.০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- প্রকল্পের আওতায় ২০.০৬৭ কি.মি. খাল পুনঃখনন উন্নয়ন
- ১১.৩৩৯ কি.মি. খাল রক্ষণাবেক্ষণ
- ১.২৭ কি.মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ
- ১.১০০ কি.মি. ইউ-টাইপ চ্যানেল নির্মাণ
- ০.২০০ কি.মি. ব্রীজ/কালভার্ট
- ৮.২১১ কি.মি স্ট্রর্ম সূয়্যার নির্মাণ

- ❖ ৮.২১১ কি.মি পাইপ ও ১০০০ টি কভার ক্রয়
- ❖ হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ক্রয়

৭.০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়) মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১।	স্টেশনারী সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	১০০%	১০.০০	৮৫%	৮.৫০
২।	কনসালটেন্সি (সম্ভাব্যবতা সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি)	জনমাস	২১৪	১৭০.০০	১৫৫	৮৪.১৮
৩।	সম্মানি ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	১০০%	৮.০০	৯৩.৭৫%	৭.৫০
৪।	অন্যান্য ব্যয় (অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি)	থোক	১০০%	১১.৫৩	১০০%	১১.৫৩
৫।	সড়ক, সেতু ও মহাসড়ক (সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ও সড়ক মেরামত)	কি.মি.	৭.১৩	৮৭৮.৬৭	৬.৪২	৬৬৩.২৯
৬।	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (ইডিএম, জিপিএস ইত্যাদি)	থোক	১০০%	১০.০০	১০০%	১০.০০
৭।	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (আরসিসি পাইপ ক্রয়)	কি.মি.	৮.২১১	১১৭৫.৫৬	৮.২১১	১১৭৫.৫৬
৮।	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (সি.আই./এস.এম.সি কভার/গ্রেটিংস)	সংখ্যা	১০০০	১৮৯.৭৫	১০০০	১৮৯.৭৫
৯।	ভুমি অধিগ্রহণ/ক্রয় (স্লাজ ডাম্পিং স্টেশন)	একর	০.৩	১৩০.০০	০.০০	০.০০
১০।	পল্লী সড়ক ও কালভার্ট (সড়ক ক্রসিং ব্রীজ/কালভার্ট)	কি.মি.	০.২	১৩৮২.৪০	০.১৬৬	১০৪২.৭২
১১।	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ)	কি.মি.	১.২৭	৪৪৪৫.০০	০.৩৬০	১০৩২.৬৫
১২।	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (ইউ টাইপ চ্যানেল নির্মাণ)	কি.মি.	১.১০০	৫৮৮৫.০০	০.০০	০.০০
১৩।	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (স্ট্রর্ম সিউয়ার নির্মাণ)	কি.মি.	৮.২১১	২৪৫২.৬২	৮.৩৫০	২২০৪.১১
১৪।	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (খাল পুনঃখনন ও উন্নয়ন)	কি.মি.	২০.০৬৭	২৮৯৩১.২২	৩.০৯০	৩২০৫.২৪
১৫।	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (খাল রক্ষণাবেক্ষণ)	কি.মি.	১১.৩৩৯	৭৭৯০.১৪	৫.৫৭০	৪১২৩.৬৩
১৬।	ফিজিকাল কন্টিনজেন্সি (১%)			৫২৩.৯২	০.০০	০.০০
১৭।	প্রাইস কন্টিনজেন্সি (২%)			১০৫৬.১৯	০.০০	০.০০
মোট				৫৫০৫০.০০		১৩৭৫৮.৬৬

** ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং শুরু হতে প্রকল্পে অবমুক্ত করা হয় মোট ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবে মোট ব্যয় হয়েছে ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট প্রকল্প ব্যয়ে তুলনায় আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ২৪.৯৯ % এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৭১%। প্রায় ৭৫% অর্থ অব্যয়িত রয়েছে।

৮.০। প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অধিভূক্ত ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, শঙ্কর, ঝিকাতলা, রায়েরবাজার এলাকা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিভূক্ত মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, শেরে-বাংলা নগর, দারুস সালাম, মিরপুর, পল্লবী, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা ও বিমান বন্দর থানা এলাকা।

৯.০। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ

প্রকল্পটির শতভাগ কার্যক্রম শেষ না করেই সমাপ্ত করা হয়েছে । প্রকল্পে ৭.১৩ কি.মি ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৬.৭২ কি.মি (৯৪.২৪%) সড়ক মেরামত ও খননের ক্ষতিপূরণ প্রদান, ডিপিপি'র ১১.৩৩৯ কি.মি. সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, আবদুল্লাহপুর খাল, রূপনগর খালে মোট ৫.৫৭০ কি.মি (৪৯.১২%) খাল রক্ষণাবেক্ষণ নির্মাণ কাজ, ডিপিপি'র ১.২৭০ কি.মি. সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবে মিরপুর দুয়ারীপাড়া খাল এবং রামচন্দ্রপুর খালে মোট ০.৩৬০ কি.মি. (২৮.৩৪%) রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ এবং ডিপিপি'র ২১৪ জনমাস পরামর্শক সেবার স্থলে বাস্তবে ১৫৫ জনমাস (৭২.৩৪%) পরামর্শক সেবার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অপরদিকে, ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভ বৃদ্ধির কথা বিবেচনায় ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে ১.১০০ কি.মি ইউ-টাইপ চ্যানেল নির্মাণের কাজ করা হয়নি। এ ছাড়া, ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে রামচন্দ্রপুর খাল, বাউনিয়া খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, আবদুল্লাহপুর এবং কাটাঁসুর খালের ২০.০৬৭ কি.মি. পুন:খনন ও উন্নয়নের কাজের মধ্যে বাস্তবে ৩.০৯০ কি.মি. (১৫.৩৯%) কাজ করা হয়েছে এবং ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, আবদুল্লাহপুর খাল, রূপনগর খালের ১১.৩৩৯ কি.মি পুন:খনন ও উন্নয়নের কাজের মধ্যে বাস্তবে ৫.৫৭০ কি.মি (৪৯.১২%) কাজ করা হয়েছে। ০.৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। সার্বিকভাবে, প্রকল্পের সমাপ্তির মেয়াদ ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অগ্রগতি ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা (২৪.৯৯ %) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৭১% অর্জিত হওয়ার প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের আদেশে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার ফলে মোট ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা (২৪.৯৯ % ব্যয় হয় এবং ৪১২৯১.৩৪ লক্ষ টাকা (৭৫%) অব্যয়িত থাকে যা সরকারী কোষাগারে রয়েছে।

উল্লেখ্য, ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক আদেশ বলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের (নর্দমা) দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয় বিধায় গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক এ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে আলোচ্য প্রকল্প ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত করা হয়। কিন্তু, স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের (নর্দমা) দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হলেও আলোচ্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের উপর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রকল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

আরও উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার আগে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যার উপর গত ২০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় (পিসিআর পৃষ্ঠা ১৭ দ্রষ্টব্য) এবং উক্ত সভায় ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের সুপারিশও করা হয় কিন্তু গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে ও পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে ২৮/০৩/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের যতটুকু কাজ সমাপ্ত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের হস্তান্তর আদেশে সমাপ্ত করা হলেও সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জুন,২০২২ এর পরিপত্রের ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠার ১৮.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম রয়েছে যা আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে মানা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উক্ত পরিপত্রের ৩৬ পৃষ্ঠার ১৮.২.৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণের নিয়ম রয়েছে।

১০.০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

গত ২২ মে, ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়েওঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন' প্রকল্পটি ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে ২০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের সুপারিশও করা হয় কিন্তু মন্ত্রণালয়ের আদেশে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হওয়ায় যাওয়ায় উহা অনুমোদনের জন্য আর উপস্থাপিত হয় নাই।

১১.০। বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৮-১৯	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০
২০১৯-২০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	০.০০
২০২০-২১	৮০০০.০০	৮০০০.০০	০.০০	৮০০০.০০	৫৭৫৮.৬৬	৫৭৫৮.৬৬	০.০০
মোটঃ	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	০.০০	১৬০০০.০০	১৩৭৫৮.৬৬	১৩৭৫৮.৬৬	০.০০

১২.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের ধরণ	মেয়াদকাল
০১	শওকত মাহমুদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক	১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০

১৩.০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

- ❖ কনসালটেন্সি - ২১৪ জনমাস (ডিপিপি অনুযায়ী) : বাস্তবে ১৫৫ জনমাস কনসালটেন্সি কাজ হয়েছে
- ❖ সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ/সড়ক মেরামত - ৭.১৩ কি.মি. (ডিপিপি অনুযায়ী) : বাস্তবে ৬.৪২ কি.মি. সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ/সড়ক মেরামতের কাজ হয়েছে
- ❖ হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ক্রয় - ডিপিপি অনুযায়ী সমস্ত হালকা যন্ত্রপাতি যা ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন, তা ক্রয় করা হয়েছে
- ❖ আর.সি.সি, পাইপ ক্রয় - ৮.২১১ কি.মি. (ডিপিপি অনুযায়ী): বাস্তবে ৮.২১১ কি.মি. পাইপ ক্রয় করা হয়েছে, যা স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে
- ❖ ম্যানহোল কভার ক্রয় - ১০০০ টি (ডিপিপি অনুযায়ী) : বাস্তবে ১০০০ টি সি.আই. ম্যানহোল কভার ক্রয় করা হয়েছে।
- ❖ স্লাজ ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় - ০.৩ একর (ডিপিপি অনুযায়ী): বাস্তবে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ হয় নাই
- ❖ সড়ক ক্রসিং ব্রীজ/কালভার্ট - ০.২০০ কি.মি. (ডিপিপি অনুযায়ী): মোহাম্মদপুর, বছিলা এলাকায় কাটাসুর খালের উপর ৫ টি সড়ক ক্রসিং ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে, উহাতে মোট ০.১৬৬ কি.মি, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজ করা হয়েছে
- ❖ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ - ১.২৭০ কি.মি. (ডিপিপি অনুযায়ী) : বাস্তবে মিরপুর দুয়ারীপাড়া খাল এবং রামচন্দ্রপুর খালে মোট ০.৩৬০ কি.মি, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ করা হয়েছে
- ❖ ইউ-টাইপ চ্যানেল নির্মাণ - ১.১০০ কি.মি (ডিপিপি অনুযায়ী) : ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভ বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে কোন খালেই ইউ-টাইপ চ্যানেল নির্মাণ করা হয় নাই
- ❖ স্টর্ম সুয়্যার নির্মাণ - ৮.২১১ কি.মি. (ডিপিপি অনুযায়ী): বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের মিরপুর ১০ নং-আগারগাঁও (রোকেয়া স্মরণী), নিকুঞ্জ -১ ও ২, কসাইবাড়ী এলাকা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ প্রভৃতি এলাকায় ৮.৩৫০ কি.মি. স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ করা হয়েছে
- ❖ খাল পুনঃখনন ও উন্নয়ন - ২০.০৬৭ কি.মি. (ডিপিপি অনুযায়ী) - বাস্তবে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, বাউনিয়া খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, আবদুল্লাহপুর খালে ৩.০৯০ কি.মি খাল পুনঃখনন ও উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে
- ❖ খাল রক্ষণাবেক্ষণ – ১১.৩৩৯ কি.মি. (ডিপিপি অনুযায়ী) - বাস্তবে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, আবদুল্লাহপুর খাল, রূপনগর খালে মোট ৫.৫৭০ কি.মি খাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে।

১৪.০। স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত :

সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভা এবং পিআইসি সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও বায়বায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

ক্র.নং	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	ক) প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধিত ডিপিপি পুনগর্ঠন করা যেতে পারে। খ) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সহিত আলোচনা করে স্টর্ম সিউয়ার নির্মাণ কাজের স্থান ও পরিমান নির্ধারণ এবং ব্যয় প্রাক্কলন করে সংশোধিত ডিপিপি'তে প্রতিফলন করতে হবে। (গ) প্রকল্পের আওতায় ৪টি Amphibian Excavator, ৪টি Dump Truck এবং ১টি ওয়াটার ডোজার ক্রয়ের আইটেম সংশোধিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভূক্ত এবং স্লাজ ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের আইটেমটি বাদ দেয়া যেতে পারে। (ঘ) সংশোধিত প্রস্তাবে নতুন অঙ্গ অন্তর্ভূক্তিরপ্রয়োজনীতা/যৌক্তিকতা এবং বিদ্যমার অঙ্গ বাদ দেয়ার কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। (ঙ) ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণসহ যথাসময়ে কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং – ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.২২.৮৩.২০২০.৮৪৬, তারিখ-৩০ ডিসেম্বর, ২০২০ প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার দয়িত্ব ঢাকা ওয়াসা হতে ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত হওয়ায় এবং গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে উক্ত প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র সভায় 'প্রকল্পটি যে পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সে অবস্থায় সমাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে' মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করায় প্রকল্পের রিভাইজড ডিপিপি অনুমোদিত হয় নাই। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের রিভাইজড ডিপিপি তৈরি করে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং গত ২০/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সভাকক্ষে উক্ত প্রকল্পের রিভাইজড ডিপিপি'র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, উক্ত সভায় প্রকল্পের রিভাইজড ডিপিপি অনুমোদনের সুপারিশও করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে উক্ত রিভাইজড ডিপিপি অনুমোদনের জন্য আর উপস্থাপিত হয় নাই।

ক্রমিক	পিআইসি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	উক্ত প্রকল্পের পিআইসি কমিটি'র কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।	

১৫.০। সর্বশেষ আইএমইডি'র পরিদর্শনের সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর আইএমইডি'র কোন প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন নাই মর্মে অবহিত করা হয়েছে।

১৬.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ঢাকা মহানগরীর মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, উত্তরা প্রভৃতি এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান	৭.১৩ কি.মি ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৬.৭২ কি.মি (৯৪.২৪%) সড়ক মেরামত ও খননের ক্ষতিপূরণ প্রদান, ডিপিপি'র ১১.৩৩৯ কি.মি. সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, আবদুল্লাহপুর খাল, রূপনগর খালে মোট ৫.৫৭০ কি.মি (৪৯.১২%) খাল রক্ষণাবেক্ষণ নির্মাণ কাজ, অপরদিকে, ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভ বৃদ্ধির কথা বিবেচনায় ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে ১.১০০ কি.মি ইউ-টাইপ চ্যানেল নির্মাণের কাজ করা হয়নি। এ ছাড়া, ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে রামচন্দ্রপুর খাল, বাউনিয়া খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, আবদুল্লাহপুর এবং কাটাঁসুর খালের ২০.০৬৭ কি.মি. পুন:খনন ও উন্নয়নের কাজের মধ্যে বাস্তবে ৩.০৯০ কি.মি. (১৫.৩৯%) কাজ করা হয়েছে এবং ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, আবদুল্লাহপুর খাল, রূপনগর খালের ১১.৩৩৯ কি.মি পুন:খনন ও উন্নয়নের কাজের মধ্যে বাস্তবে ৫.৫৭০ কি.মি (৪৯.১২%) কাজ করা হয়েছে। যেহেতু, প্রকল্পের শতভাগ কাজ সমাপ্ত হয়নি সেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর শতভাগ জলাবদ্ধতা দূর হয়নি। প্রায় ৩৫%-৪০% জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে মর্মে পরিদর্শনের প্রাক্কালে প্রতীয়মান হয়েছে।

পরিবেশ উন্নয়ন	মোহাম্মদপুর, আদাবর, মিরপুর কল্যাণপুর প্রভৃতি এলাকায় বিদ্যমান খালসমূহ উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে সে সমস্ত এলাকায় সার্বিক পরিচ্ছন্নতা এবং পুন:খননকৃত খালের মাধ্যমে জলাবদ্ধতাজনিত ময়লা পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে পরিবেশের কিছুটা উন্নয়ন ঘটেছে।
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	প্রকল্পের কিছু এলাকায় যেমন-কাটাসুর খালে সড়ক ক্রসিং ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের ফলে উক্ত এলাকার জনগণ এবং স্কুল/কলেজগামী ছাত্র/ছাত্রীগণের যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবসা বানিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৭.০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology)/ তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে :

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিসিআর পর্যালোচনা
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি বিশ্লেষণ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা
(চ) প্রকল্প দপ্তর/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা ইত্যাদি।

১৮.০। প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব:

১৮.১। প্রত্যক্ষ প্রভাব: জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

১৮.২। পরোক্ষ প্রভাব: জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই বসবাস নিশ্চিতকরণ, পানিবাহিত স্বাস্থ্যঝুঁকি লাঘব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

১৯.০। মনিটরিং : প্রকল্পটি (আইএমইডি'র) নিম্নবর্নিত টেবিল মোতাবেক বিভিন্ন কর্মকর্তা পরিদর্শন তথ্যাদি: প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর আইএমইডি'র কোন প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন নাই মর্মে অবহিত করা হয়েছে।

২০.০। অডিট সম্পর্কিত তথ্য :

এক্সটার্নাল অডিট :

Audit Period	Date of submission of Audit Report	Major findings/objections	Whether objections resolved or not.
1	2	3	4
২০১৯-২০	২০/০৮/২০২০	১। বিভিন্ন সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের ৫৪,০৬,৪৬০ (চুয়ান্ন লক্ষ ছয় হাজার চারশত ষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতি। ২। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি লংঘন করে বিশেষায়িত এবং জরুরী কাজ না হওয়া সত্বেও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিবর্তে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ১২,৩৪,৭৪,৯১৯ (বার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শত উনিশ) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন করে অনিয়মিতভাবে ৮,৬৭,৮৮,৭৬৩ (আট কোটি সাতষট্টি লক্ষ আটাশি হাজার সাত তেষটি) টাকা পরিশোধ। ৩। প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে অর্জিত সুদের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৪০,৮৪,৭১৯ (চল্লিশ	সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে

Audit Period	Date of submission of Audit Report	Major findings/objections	Whether objections resolved or not.
1	2	3	4
		লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত উনিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি। ৪। পিপিআর লংঘন করে একক উৎসভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং অনিয়মিতভাবে ১,৬৩,৯৩,৬৫৭ (এক কোটি তেষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত সাতান্ন) টাকার চুক্তি সম্পাদন।	

২১.০। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি: (Procurement of goods, Works and Consultancy Services):

প্রকল্পের ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩ টি পন্য, ৪৩ টি কার্য এবং ৩ টি সেবা মোট ৫৯ টি প্যাকেজে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে ২১.৩২৩ কোটি টাকা মূল্যের পন্য এবং ৩৫.৫৫৮ কোটি টাকা মূল্যের ক্রয়কার্যের বিবরণ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে:

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in core Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Construction of Shore Protection work including Walkway ,fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in both side of Ramchandrapur Khal, Chainage 1+404 to 1+904 = 500 Meter . (Package-2) WD-02.	43.2520	3.9557	21/03/19	29/03/19	28/07/19	20/08/19
Construction of Shore Protection work including Walkway ,fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in both side of Ramchandrapur Khal, Chainage 1+904 to 2+404 = 500 Meter . (Package-3) WD-03.	43.2520	3.95636	25/07/19	17/09/19	16/03/20	17/05/20
Construction of Shore Protection work including Walkway ,fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in both side of Ramchandrapur Khal,Chainage 2+404 to 2+904 = 500 Meter . (Package-4) WD-04.	29.2015	4.29876	05/01/20	14/02/20	13/08/20	Due to rainy season work was stopped in the khal and as directed by LGD,work was stopped from 31st December, 2020

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in core Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Construction of Shore Protection Work including Walkway ,fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in both side of Baunia Khal,Chainage 0+290 to 0+820 = 530 Meter. (WD-07)	18.7425	3.68269	25/07/19	20/09/19	19/03/20	Due to problem in demarcation of the khals and dispute with National Housing Authority (NHA) work could not be completed
Construction of shore protection work including walkway, fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in bothside of Baunia Khal, Chainage 0+820 to 1+076 KM=256 Meter, Package-01, Lot-01	18.7425	2.5298	26/08/19	16/09/19	15/03/20	Due to problem in demarcation of the khals and dispute with National Housing Authority (NHA) work could not be completed
Construction of shore protection work including walkway, fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in bothside of Baunia Khal, Chainage 1+076 to 1+361 KM=285 Meter, Package-01, Lot-02	18.7425	2.3467	26/08/19	15/09/19	14/03/20	Due to problem in demarcation of the khals and dispute with National Housing Authority (NHA) work could not be completed

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in core Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Construction of shore protection work including walkway, fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in bothside of Baunia Khal, Chainage 1+361 to 1+611 KM=250 Meter, Package-02, Lot-01	18.7425	2.12109	26/08/19	14/09/19	13/03/20	Due to problem in demarcation of the khals and dispute with National Housing Authority (NHA) work could not be completed
Construction of shore protection work including walkway, fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in bothside of Baunia Khal, Chainage 1+846 to 1+2+179 KM=333 Meter, Package-03, Lot-01	37.9597	2.82851	26/08/19	16/09/19	15/03/20	Due to problem in demarcation of the khals and dispute with National Housing Authority (NHA) work could not be completed
Road restoration for construction of 1200 mm dia. storm drainage line at Nikunja-1 Khilkhet Dhaka Length-820 M, Lot-02	3.4560	2.3282	28/10/19	5/11/19	4/2/20	31/01/2020
Construction of shore protection work including walkway, fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in both side of Abdullahpur Khal, Chainage 1+900 to 2+120 KM = 220 Meter, Package -19, Lot-03	28.8346	2.26475	18/12/19	03/01/20	02/07/20	Work has been stopped due to objection of RAJUK as khal has been engulfed in their lake
Construction of shore protection work including walkway, fencing and demarcation pillar as necessary as per drawing in both side of Abdullahpur Khal, Chainage 2+340 to 2+575 KM = 235 Meter, Package -19, Lot-05	18.7425	2.48701	18/12/19	07/01/20	06/07/20	Work has been stopped due to objection of RAJUK as khal has been

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in core Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
						engulfed in their lake
Maintenance works of Kallyanpur Regulatory Pond under the project 'Expansion of drainage network and Development of canals in Dhaka City' Drainage (R & D) Circle, Dhaka WASA.	8.5878	2.7583	17/08/20	05/09/20	04/12/20	30/11/2020
Manufacture and Supply of 1830 & 1680 mm dia. Machine Made R.C.C. pipe (1830 mm dia. = 1200 M & 1680 mm dia. = 272 M)	1.4317	3.5933	23/02/19	29/03/19	22/06/19	15/06/2019
Manufacturing and Supply of 1680,1370,1200 & 1050 mm dia machine made RCC Pipe (Package No-02)	1.4317	3.6774	25/04/19	10/05/19	9/09/19	30/08/19
Manufacture and Supply of 1524, 1200, 1050, 750 & 450 mm dia. machine made RCC pipe Package No -03	1.4317	3.35267	25/04/19	10/05/19	9/09/19	30/08/19
Purchase of 2200 & 2000 mm dia. machine made RCC Pipes (2200 mm = 650 M, 2000 mm = 550 M)	1.4317	5.0628	19/12/19	7/01/20	6/07/20	30/06/20
Purchase of 1200, 900 & 450 mm dia. machine made RCC Pipes (1200 mm=2000 M, 900 mm=200 M, 450 mm=2500 M)	1.4317	2.80353	19/12/19	8/01/20	7/07/20	25/06/20
Purchase of 1524, 1370 mm dia. machine made RCC Pipes (1524 mm =1000 M, 1370 mm=900 M)	1.140	2.8337	19/12/19	7/01/20	6/07/20	30/06/20
Consultancy services for design, drawing, construction supervision for implementation of all components of drainage works under the project 'Expansion of Drainage Network and Development of Canal in Dhaka City'	175.00	161.49	20/01/19	24/02/19	31/12/20	31/12/20

২২.০। পরিদর্শিত এলাকা: বছিলা, কাটাসুর, রামচন্দ্রপুর খাল, মোহাম্মদপুর, আদাবর, কল্যাণপুর, মিরপুর ১০ হতে আগারগাঁও তালতলা (বেগম রোকেয়া স্মরণী), মিরপুর ১০ হতে ১৪ পর্যন্ত এলাকা, বাউনিয়া খাল, ইব্রাহিমপুর খাল প্রভৃতি এলাকাসমূহ।

২৩.০। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পিসিআর পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

২৩.১। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক্ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খাল ও ড্রেইনেজ সিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণই ছিল আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । প্রকল্পের সমাপ্তির মেয়াদ

ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অগ্রগতি ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা (২৪.৯৯ %) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৭১%। প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৭৫% অর্থই অব্যয়িত থাকে। ফলে, প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয় যা প্রকল্পের পূর্ণ সুফল অর্জনে সমীচীন হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৩.২। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের (নর্দমা) মাধ্যমে ঢাকা জলাবদ্ধতা দূরীকরণের দায়িত্ব গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক আদেশ বলে ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি যে পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সে পর্যন্ত সমাপ্ত করে ঢাকা ওয়াসাকে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, মোট ৫৫০৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় না হয়ে ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকায় প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হলেও আলোচ্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের উপর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রকল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। আরও উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার আগে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যার উপর গত ২০ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় (পিসিআর পৃষ্ঠা ১৭ দ্রষ্টব্য) এবং উক্ত সভায় ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের সুপারিশও করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ ও সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কাজ অসমাপ্ত রেখে ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। অপরদিকে, সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জুন,২০২২ এর পরিপত্রের ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠার ১৮.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম থাকলেও তা আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি । এ প্রেক্ষিতে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উক্ত পরিপত্রের ৩৬ পৃষ্ঠায় ১৮.২.৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করতে হবে।

২৩.৩। প্রকল্পের আওতায় ৭.১৩ কি.মি ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৬.৭২ কি.মি সড়ক মেরামত ও খননের ক্ষতিপূরণ প্রদান, ৮.২১১ কি.মি. ড্রেইনেজ পাইপ ক্রয়, ১০০০টির মধ্যে ১০০০টি ম্যানহোল কাভার ক্রয়, মোহাম্মদপুর, বছিলা ও কাটাঁসুর এলাকায় ০.২০০ কি.মি. সড়ক ক্রসিং ব্রীজ নির্মাণ এবং, ০.১৬৬ কি.মি কালভার্ট নির্মাণ, ঢাকা শহরের মিরপুর ১০ নং-আগারগাঁও (রোকেয়া স্মরণী), নিকুঞ্জ -১ ও ২, কসাইবাড়ী এলাকা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ প্রভৃতি এলাকায় ৮.৩৫০ কি.মি. স্টর্ম সূয়্যার লাইন নির্মাণ, ডিপিপি'র ১১.৩৩৯ কি.মি. সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, আবদুল্লাহপুর খাল, রূপনগর খালে মোট ৫.৫৭০ কি.মি খাল রক্ষণাবেক্ষণ নির্মাণ কাজ, ডিপিপি'র ১.২৭০ কি.মি. সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবে মিরপুর দুয়ারীপাড়া খাল এবং রামচন্দ্রপুর খালে মোট ০.৩৬০ কি.মি, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ এবং ডিপিপি'র ২১৪ জনমাস পরামর্শক সেবার স্থলে বাস্তবে ১৫৫ জনমাস পরামর্শক সেবার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

অপরদিকে, ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভ বৃদ্ধির কথা বিবেচনায় ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে ১.১০০ কি.মি ইউ-টাইপ চ্যানেল নির্মাণের কাজ করা হয়নি। এ ছাড়া, ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে রামচন্দ্রপুর খাল, বাউনিয়া খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, আবদুল্লাহপুর এবং কাটাঁসুর খালের ২০.০৬৭ কি.মি. পুন:খনন ও উন্নয়নের কাজের মধ্যে বাস্তবে ৩.০৯০ কি.মি কাজ করা হয়েছে এবং ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে কাটাসুর খাল, রামচন্দ্রপুর খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, বাউনিয়া খাল, আবদুল্লাহপুর খাল, রূপনগর খালের ১১.৩৩৯ কি.মি পুন:খনন ও উন্নয়নের কাজের মধ্যে বাস্তবে ৫.৫৭০ কি.মি কাজ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, প্রকল্পের সমাপ্তির মেয়াদ ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অগ্রগতি ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা (২৪.৯৯ %) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৭১% অর্জিত হওয়ার প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের আদেশে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীতে বিশেষত: বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা একটি গুরুতর সমস্যা। আলোচ্য প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়নে এ সমস্যার অনেকখানিই সমাধান করা যেত। মন্ত্রণালযের আদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করার ফলে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য/ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন।

২৩.৪। প্রকল্পের অনুকূলে পিসিআরে দেয়া তথ্যানুযায়ী ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ তিন অর্থবছরে যথাক্রমে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা, ৫৫০০ লক্ষ টাকা এবং ৮০০০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তির মেয়াদ ডিসেম্বর,২০২২ পর্যন্ত ১৩৭৫৮.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট ২২৪১.৩৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প সমাপ্তির পর পরই সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও তা জমা দেয়া হয়েছে জুন, ২০২২ এ অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৬ মাস পর। এ দেড় বছরে ২২৪১.৩৪ লক্ষ টাকার উপর পুঞ্জিভূত সুদ বিষয়ে কোন তথ্যাদি পিসিআরে নেই এবং এতদবিষয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তরও মন্ত্রণালয় কিংবা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে পাওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসার মত সংস্থা সরকারের কোন উন্নয়ন সহায়তা অনুদান পেলে

অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/০৫/২০১১ এবং ০৩/০৫/২০২২ তারিখের আদেশ অনুসারে সে বরাদ্দ এবং এর উপর সুদ ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হিসেবে গণ্য। কিন্তু, সরকারী প্রকল্প তহবিলের উপর পুঞ্জিভূত সুদ উক্ত আদেশ অনুসারে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল নয় বিধায় তা সরকারে কোষাগারে জমা দিতে হবে যা আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি । মন্ত্রণালয়েকে এ সুদ যথাসম্ভব দ্রুত সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৩.৫। প্রকল্পটি ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও প্রায় ১ বছর ৮ মাস অর্থাৎ ২০ মাস পর প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয় যা ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয়। প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের আদেশে আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হলে প্রকল্পে চুক্তি স্বাক্ষরকারী ঠিকাদারের চলমান কাজ ও বিল পরিশোধে বিঘ্ন ঘটায় ঠিকাদারগণ কোর্টে রীট পিটিশন দাখিল করে। এ প্রেক্ষিতে, কোর্টে স্থগিতাদেশ থাকার কারণে পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এ প্রেক্ষিতে, যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৩.৬। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের উপর অডিট পরিচালনা করা হয় এবং উত্থাপিত ৪টি আপত্তির প্রত্যোটিই নিষ্পত্তি হয় মর্মে জানা যায়। এ ছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সমস্ত ক্রয় কাজ ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। উপরন্তু, প্রকল্পের সকল নির্মাণ কাজের গুণগতমান BUET এর ল্যাবে পরীক্ষাপূর্বক বজায় রাখা হয়েছে।

২৩.৭। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) যথেষ্ট ভূ-ভ্রান্তি রয়েছে। যেমন- পিসিআরের ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় C অধ্যায়ে Financial and Pysical Programme এর ০১ (বি) অনুচ্ছেদে অংকের হিসেবে ২.০০ কোটি টাকার ভুল ছিল যা প্রকল্প দপ্তর কয়েকবার সংশোধনপূর্বক হিসাব মিলিয়েছে। এ ছাড়া, পিসিআররে ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় D অধ্যায়ে Acheivements and Objectives of the Project এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অগ্রগতি শুধু বর্ণনা দেয়া হয়েছে কোন সংখ্যাগত অর্জনের পরিমাপ দেয়া হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পিসিআরটি দায়সারাভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাযথভাবে প্রণীত পিসিআর সময়মত আইএমইডি'তে প্ররণ করতে হবে।

২৪.০। চিত্রসহ ছবির বর্ণনা :



প্রকল্পের আওতায় পুন:খননকৃত ঢাকার রামচন্দ্রপুর খাল



রামচন্দ্রপুর খালের পাশে নির্মিত রেলিং ও সাইডওয়ে

	
পুন:খননকৃত কাঁটাসুর খাল ও এর উপর নির্মিত ব্রীজ	মিরপুর ১৪ নম্বরে পুন:খননকৃত বাওনিয়া খাল

২৫.০। মতামত/সুপারিশ:

(ক) প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জুন,২০২২ এর পরিপত্রের ১৮.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুসরণের আবশ্যকতা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি । এ প্রেক্ষিতে, উক্ত পরিপত্রের ১৮.২.৬ অনুচ্ছেদের মর্ম অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করা যেতে পারে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়নে ঢাকা মহানগরীতে বিশেষত: বর্ষাকালে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা সমস্যার অনেকখানিই সমাধান করা যেত যা মন্ত্রণালযের আদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার ফলে সম্ভব হয়নি। এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের লিখিত বক্তব্য/ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

(গ) প্রকল্পটি ডিসম্বের,২০২০ এ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের অব্যয়িত ২২৪১.৩৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প সমাপ্তির দীর্ঘ ১ বছর ৬ মাস পর জুন, ২০২২ এ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। কিন্তু এর বিশাল অংকের উপর সুদ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখে যথাসম্ভব দ্রুত এ সুদ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পটি ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও প্রায় ১ বছর ৮ মাস অর্থাৎ ২০ মাস পর প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয় যা ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয়। এ প্রেক্ষিতে, যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ঙ) আলোচ প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআরের ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় C অধ্যায়ে Financial and Pysical Programme এর ০১ (বি) অনুচ্ছেদে অংকের হিসেবে ২.০০ কোটি টাকার ভুল ছিল যা প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক কয়েকবার সংশোধনপূর্বক হিসাব মিলানো হয়েছে। এ ছাড়া, পিসিআরের ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় D অধ্যায়ে Acheivements and Objectives of the Project এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অগ্রগতির শুধু বর্ণনা দেয়া হয়েছে; কোন সংখ্যাগত অর্জনের পরিমাপ দেয়া হয়নি। এ সকল ভুল ও অসংগতির বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৬.০। উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ২৩.০ ও ২৫.০ এ বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সম্বলিত এ প্রতিবেদনের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারে।

মো: শাহীনূর রহমান
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

"হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুনঃ খনন"
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ৩১/১২/২০২০)

পরিদর্শনের তারিখ: ১১/১১/২০২২
পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: মো: শাহীনূর রহমান, পরিচালক
পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এলাকা: ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ী এলাকা

১.০।
(ক) প্রকল্পের নাম: হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুনঃ খনন প্রকল্প
(খ) প্রকল্পের অবস্থান: ঢাকা
২.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা

৪.০। প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (মোট টাকা জিওবি, প্রকল্প সাহায্য)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্তব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৬০৭১৬.০০ (০.০০)	৬৪৫৫১.৩২	৩৯১৪.০৩	এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০১৯	এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০	এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০	৩৯১৪.০৩ (৬.৪৪%)	এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০ (৫৭%)
প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি				এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২২			

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

ক) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, মূল প্রাক্কলনের ৬.০০% মাত্র ব্যয়িত হয়েছে।
খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে প্রকল্প ডিসেম্বর, ২০২০ এসমাপ্ত হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির হার প্রায় ৫৭%।

৫.০। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৫.১। পটভূমি: সুদুর অতীত হতেই ঢাকা মহানগরীর বিপুলসংখ্যক খাল বন্যার পানি নিষ্কাশনপূর্বক জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে, বর্তমানে বেশীর ভাগ খালই দখল ও ভরাট হয়ে যাওয়ায় ঢাকা তথা রাজধানীর জলাবদ্ধতার ক্রমশ: অবনতি হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগ, বাইশটেকী, বেগুনবাড়ী, কুর্মিটোলা এবং মান্ডা ইত্যাদি প্রধান ৫টি খাল পুন:খনন, রেলিং ও ওয়াকওয় নির্মাণ এবং পাড় বাঁধাই ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩০.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক ৫টি খালের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ৬০৭১৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত

আলোচ্য প্রকল্প গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৮/০১/২০২০ তারিখে ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এরও পরে আইএমইডি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধিপূর্বক এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

তবে, গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক আদেশ বলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের (ড্রেইনেজ ও খাল) দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, প্রকল্পটি মোট ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় না হয়ে ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকায় প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর গত ১০/৮/২০২২ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ করে এবং এ প্রকল্পের উপ গত ১১/১১/২০২২ তারিখে আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মো: শাহীনূর রহমান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

৫.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে ঢাকা মহানগরীর জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও মহানগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবশবান্ধব টেকসই বসবাস নিশ্চিত করাই আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৬.০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পের আওতায় ৩০.৫৬১ একর ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪টি খাল পুনবার্সন ও ১টি নতুন খাল খননপূর্বক মোট ৫টি খালের উন্নয়নই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম। এ জন্য ১৩.১৩ কি.মি. খাল খনন/পুনখনন, পাঁড় বাধাই, ওয়াকওয়ে এবং সীমানা চিহ্নিত করার জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৭.০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	স্টেশনারী সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	১৫.০০	১০০%		২.২৭
২	বিল্ডিং ঘরবাড়ি ক্ষতিপুরন ইত্যাদি	থোক	৫০০০.০০	১০০%		
৩	সম্মানী ভাতা /ফি /পারিশ্রমিক	থোক	৭.০০	১০০%		৪.৫৫
৪	সার্ভে (ভূমি জরিপ, রিসেটেমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান ও অনান্য)	থোক	২০০.০০	১০০%		৫৪.৫১
৫	অনান্য ব্যয়	থোক	২০.০০	১০০%		৭.৪০
৬	ভূমি	একর	৫০৬১.৩৩			০.০০
	ক) হাজারীবাগ খাল	একর	১৯৬০১.৩১			০.০০
	খ) বাইশটেকী ও সাংবাদিক কলোনী খাল	একর	৩৭৯২.৩৫			০.০০
	গ) কুর্মীটোলা খাল	একর	৩৭২৬.২৬			০.০০
	ঘ) বেগুনবাড়ী খাল	একর	১০০০৭.২৭			০.০০
	ঙ) মান্ডা খাল	একর	১৫৮০.৫২			০.০০
৭	পল্লী সড়ক ও কালভার্ট (সড়ক ক্রসিং, ব্রীজ/ কালভার্ট)	কি:মি:	১৫৮০.৫২			০.০০
৮	পানি নিষ্কাশন এর কাঠামো (সীমানা পিলার)	সংখ্যা	২৭৩.৭৪			৩২.৩৭
৯	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (খাল খনন ও পাড় উন্নয়ন)	কি:মি:	১৩৫৩৯.০৮			৩৮১২.৯৩
					সর্বমোট	৩৯১৪.০৩

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রেরিত পিসিআর

** ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা এবং শুরু হতে প্রকল্পে অবমুক্ত করা হয় মোট ৭৩৭৯.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট প্রকল্প ব্যয়ে তুলনায় আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৬.০০ % এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২০%।

৮.০। প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/উপজেলা/থানা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরশন এলাকার মান্ডা ও হাজারীবাগ এলাকা ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার বৃহত্তর মিরপুর ,বনশ্রী ও কুর্মিটোলা এলাকা

৯.০। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ প্রকল্পটির শতভাগ কার্যক্রম শেষ না করেই সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পে খাল খনন ও পাড় উন্নয়ন অংগে ১৩৫৩৯.০৮ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৩৮১২.৯৩ (২৮%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সীমানা পিলার নির্মাণ অংগে ২৭৩.৭৪ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৩২.৩৭ (১১.৮০%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ভূমি জরিপ অংগে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৫৪.৫১ (২৭%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সম্মানী বাবদ ৭.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪.৫৫ লক্ষ টাকা (৬৫%) লক্ষ টাকা এবং স্টেশনারী বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২.২৭ লক্ষ টাকা (১৫%) ব্যয় করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, প্রকল্পের সমাপ্তির মেয়াদ ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অগ্রগতি ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকা (৬.০০ %) এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০% অর্জিত হওয়ার প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের আদেশে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার ফলে মোট ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকা (৬.০০ %) ব্যয় হয় এবং ৬০৬৩৭.২৯ লক্ষ টাকা (৯৪%) অব্যয়িত থাকে যা সরকারী কোষাগারে রয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্পের আওতায় ৩০.৫৬ ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি অনেকদূর এগিয়ে গেলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কোন ভূমিই অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক আদেশ বলে খাল ও ড্রেইনেজ উন্নয়নের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয় বিধায় গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক এ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে আলোচ্য প্রকল্প ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত করা হয়। কিন্তু, স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে খাল ও ড্রেইনেজ উন্নয়নের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হলেও আলোচ্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের উপর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রকল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের হস্তান্তর আদেশে সমাপ্ত করা হলেও সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জুন,২০২২ এর পরিপত্রের ১৮.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম রয়েছে যা আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে মানা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে, উক্ত পরিপত্রের ১৮.২.৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করতে হবে।

১০.০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৬০১৭৬.০০০ লক্ষ টাকা প্রক্কলিত "হাজারীবাগ, বাইশটকৌ, কুমটোলা, মান্ডা ও বগেুনবাড়ী খালে ভূমি অধগ্রিহণ এবং খনন/পুনঃ খনন প্রকল্প" প্রকল্পটি এপ্রিল , ২০১৮ ইং হতে ডিসেম্বর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমেদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় মূলত: ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বের কারণে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনীর প্রস্তাব মোট ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ২৮/০১/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে করোনা মহামারীর কারনে কাজগুলি সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশ প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই।

১১.০। বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৭-২০১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০১৮-২০১৯	১২৫০.০০	১২৫০.০০	০.০০	১২৫০.০০	৫৪৩.৪২	৫৪৩.৪২	০.০০
২০১৯-২০২০	৩৬৩৭.০০	৩৬৩৭.০০	০.০০	৩৬৩৭.০০	১২৯১.৬১	১২৯১.৬১	০.০০
২০২০-২০২১	১০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	২৪৯২.৫০	২০৬৩.৬৯	২০৬৩.৬৯	০.০০

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০২১-২০২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.৩০	১৫.৩০	০.০০
মোটঃ	১৪৮৮৭.০০	১৪৮৮৭.০০		৭৩৭৯.৫	৩৯১৪.০৩	৩৯১৪.০৩	

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রেরিত পিসিআর

১২.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের ধরণ	মেয়াদকাল
০১।	আব্দুল ওয়াসেত, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক	১লা এপ্রিল, ২০১৮ হইতে ০৯ মে ২০২১ পর্যন্ত
০২।	মো: মিজানুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক	৩১ মে ২০২১ হইতে বর্তমান পর্যন্ত

১৩.০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

- ❖ হাজারীবাগ খাল: খাল পুন: খনন করা হয়। ৭০০ মিটার খালের দুইপারে পাড় বাধাই ও ওয়াক ওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।
- ❖ বাইশটেকী খাল : পুন: খনন ও প্রায় ৩০০ মিটার এ উভয় পাড়ে শাল কাঠের বল্লি দ্বারা পাইলিং এর কাজ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আদেশে প্রকল্পটি মাঝ পথে বন্ধ হওয়ায় সম্পূর্ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।
- ❖ বেগুনবাড়ী খাল : প্রায় ১ কি: মি: পুন: খনন করা হয় এবং এক পাশে পাড় বাধাই ও রেলিংসহ ওয়াক ওয়ে তৈরী করা হয়। প্রকল্পটি মাঝ পথে বন্ধ হওয়ায় অন্য পাশের পার বাধাই করা হয়নি।
- ❖ মান্ডাখাল: অবৈধ বসবাসকারী উচ্ছেদ সহ প্রায় ৩ কি: মি: পাড় বাধাই এর জন্য শাল বল্লি দ্বারা পাইলিং করা , সীমানা পিলার নির্মাণ ও পুন:খনন কাজ করা শুরু হলেও পাড় বাঁধাই, রেলিং নির্মাণ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ
- ❖ কুর্মিটোলা খালের কোন কাজই শুরু করা সম্ভ হয় নাই।

১৪.০। স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত :

সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভা এবং পিআইসি এরসভার সিদ্ধান্তসমূহ ও বায়বায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

ক্রমিক	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	ক) মান্ডা খাল, বাইশটেকী খাল , কুর্মিটোলা খাল এর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। খ) বেগুনবাড়ী খালের ওয়াকওয়ে এবং রেলিং নির্মাণ কাজ ডিজাইন মোতাবেক গুনগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন করতে হবে । গ) প্রকল্পটির অবশিষ্ট কার্যক্রম বর্ধিত সময়ে সম্পাদনের জন্য সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অুমোদন সাপেক্ষে উদ্যোগী মন্ত্রানালয় ও আইএমইডি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে হবে। ঘ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে ভবিষ্যতে কোনক্রমে প্রকল্প সংশোধন করা যাবে না। ঙ) নির্মাণ সামগ্রী ও কজের গুনগত মান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় ৪(১) ধারা পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছিল। স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩০ ডিসেম্বর , ২০২০ প্রজ্ঞাপনের মূলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের দ্বায়িত্ব ঢাকা ওয়াসা হতে অধিক্ষেত্র অনুযায়ী ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত হওয়ায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই।

ক্রমিক	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	চ) বর্ধিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঢাকা ওয়াসার প্রকৌশলীগণকে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার কতে হবে; এবং ছ) প্রকল্প শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রস্তুত কওে মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	

ক্রমিক	পিআইসি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	উক্ত প্রকল্পের পিআইসি কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।	

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রেরিত পিসিআর

১৫.০। সর্বশেষ আইএমইডি'র পরিদর্শনের সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক	আইএমইডি'র সর্বশেষ মতামত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	১৫/০৬/১০১৯ ইং তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম পরিদর্শন করে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ তরান্বিত করার নির্দেশনা দেন।	নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহন কাজ তরান্বিত করা হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩০ ডিসেম্বর , ২০২০ প্রজ্ঞাপনের মূলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনের দ্বায়িত্ব ঢাকা ওয়াসা হতে অধিক্ষেত্র অনুযায়ী ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তরিত হওয়ায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই।
০২।	৩১/১০/২০২০ ইং তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক জনাব মো: আমিনুল হক প্রকল্প পরিদর্শন করে মান্ডা খাল, বাইশটেকী খাল , কুর্মিটোলা খাল এর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন, বেগুনবাড়ী খালের ওয়াকওয়ে এবং রেলিং নির্মাণ কাজ ডিজাইন মোতাবেক গুনগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলমান ছিল কিন্তু প্রকল্পটি মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।

১৬.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগ , মিরপুর , মান্ডা বনশ্রী প্রভৃতি এলাকায় জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান।	প্রকল্পটির শতভাগ কার্যক্রম শেষ না করেই সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পে খাল খনন ও পাড় উন্নয়ন অংগে ১৩৫৩৯.০৮ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৩৮১২.৯৩ (২৮%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সীমানা পিলার নির্মাণ অংগে ২৭৩.৭৪ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৩২.৩৭ (১১.৮০%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ভূমি জরিপ অংগে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৫৪.৫১ (২৭%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সম্মানী বাবদ ৭.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৪.৫৫ লক্ষ টাকা (৬৫%) লক্ষ টাকা এবং স্টেশনারী বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২.২৭ লক্ষ টাকা (১৫%) ব্যয় করা হয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্পের আওতায় ৩০.৫৬ ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি অনেকদূর এগিয়ে গেলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কোন ভূমিই অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যেহেতু, প্রকল্পের শতভাগ কাজ সমাপ্ত হয়নি সেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর শতভাগ জলাবদ্ধতা দূর হয়নি। প্রায় ১০%-১৫% জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে মর্মে পরিদর্শনের প্রাক্কালে প্রতীয়মান হয়েছে।

উদ্দেশ্য	অর্জন
পরিবেশ উন্নয়ন	হাজারীবাগ ও বেগুনবাড়ী এলাকায় খাল উন্নয়ন ,পাড় বাধাই ও ওয়াক ওয়ে নির্মাণ করার ফলে পরিবেশের কিছুটা উন্নয়ন হয়েছে।
জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন	হাজারীবাগ ও বেগুনবাড়ী এলাকায় খাল উন্নয়ন ,পাড় বাধাই ও ওয়াক ওয়ে নির্মাণ করার ফলে খালের পাশে বসবাস কারী মানুষের যাতায়াতসহ সার্বিক জীবন যাত্রার মানের আংশিক উন্নতি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৭.০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology)/ তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে :

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিসিআর পর্যালোচনা
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি বিশ্লেষণ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা
(চ) প্রকল্প দপ্তর/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা ইত্যাদি।

১৮.০। প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব:

১৮.১। প্রত্যক্ষ প্রভাব: জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান, পরিবেশ উন্নয়ন, ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
১৮.২। পরোক্ষ প্রভাব: জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, পরিবেশ বান্ধব, টেকসই বসবাস নিশ্চিতকরণ, পানিবাহিত স্বাস্থ্য ঝুকিঁ লাঘব, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছে।

১৯.০। মনিটরিং : প্রকল্পটি (আইএমইডি'র) নিম্নবর্নিত টেবিল মোতাবেক বিভিন্ন কর্মকর্তা পরিদর্শন তথ্যাদি:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তর	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকৃত এলাকা
১	২	৩	৪	৫
০১।	জনাব মো: আমিনুল হক উপ-পরিচালক,	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৫/০৬/১০১৯	হাজারীবাগ, বেগুনবাড়ী, মান্ডা ও সাংবাদিক ও বাইশটেকীখাল
০২।	জনাব মো: আমিনুল হক পরিচালক, (উপ সচিব)	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৩১/১০/২০২০	হাজারীবাগ, বেগুনবাড়ী, মান্ডা ও সাংবাদিক ও বাইশটেকীখাল

২০.০। অডিট সম্পর্কিত তথ্য :

এক্সটার্নাল অডিট :

Audit Period	Date of submission of Audit Report	Major findings/objections	Whether objections resolved or not.
1	2	3	4

** প্রকল্পের আওতায় কোন অডিট হয়নি মর্মে প্রকল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

২০.১। অডিট আপত্তি/অনিষ্পন্ন সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	আপত্তির বিবরণ	অর্থবছর	জড়িত টাকা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫

** প্রকল্পের আওতায় কোন অডিট হয়নি মর্মে প্রকল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

২১.০ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি: (Procurement of goods, Works and Consultancy Services): প্রকল্পের ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২টি কার্য এবং ২টি সেবাসহ মোট ১৪টি প্যাকেজে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে ...কোটি টাকা মূল্যের পন্য এবং ... কোটি টাকা মূল্যের ক্রয়কার্যের বিবরণ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে:

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Constraction of Bank Protection and walk way with railing at Hazaribag khal P-1	41.263	39.917	19/12/18	10/02/19	05/04/19	16/06/19 Due to khal demarcation & revised Work
Constraction of Bank Protection and walk way with railing at Hazaribag khal P-2	41.263	39.918	19/12/18	10/02/19	05/04/19	16/06/19 Due to khal demarcation & revised Work
Bank Protection and walkway with railing at Hazaribugh Khal Dhaka (0+108m to 0+164.00m) Package-03	42.646	41.073	19/12/18	10/02/19	5/04/19	20/06/19 Due to khal demarcation & revised Work
Bank Protection at Hazaribag Khal East side, Dhaka (0+000m to 0+172m)P-4	43.268	49.827	19/12/18	10/02/19	05/04/19	19/06/19 Due to khal demarcation & revised Work
Re-Excavation, Cleaning & Removal of sludge at Hazaribag Khal Including U-channel , Box culvert, Open	27.876	26.482	28/03/19	12/05/19	01/07/19	19/06/19

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Pond in south side etc 380m (G-2)						
Re-Excavation, Cleaning & Removal of sludge at Manda Khal Chainage 2500m (G-1)	165.312	157.025	27/03/19	20/05/19	01/07/19	07/07/19 Due Eid eul-fitor vacation
Re-Excavation, Cleaning & Removal of sludge at Manda Khal Chainage (2500m to 5000m) =2500m (G-2)	186.875	177.528	27/03/19	20/05/19	01/07/19	08/07/19 Due Eid eul-fitor vacation
Re-excavation Cleaning and Removal of slaudge at Baisteki Khal Chainage (0+650 m to 1+300 m) = 650m (G-4)	39.243	37.278	28/03/19	12/05/19	01/07/19	23/06/19
Re-Excavation, Cleaning & Removal of sludge at Begunbari Khal Chainage (0+000m to 1+000m) =1000m (G-1)	99.187	108.359	28/03/19	12/05/19	01/07/19	09/07/19 Due Eid eul-fitor vacation
Re-Excavation, Cleaning & Removal of sludge at Hazaribag Khal including U channel Box Culvert,Open Pond in North side ete. 1160m (G-1)	76.917	72.757	28/03/19	12/05/19	01/07/19	30/06/19
Re-Excavation, Cleaning & Removal of sludge at Baisteki Khal Chainage (0+000m to 0+650m) =650m (G-3)	39.243	37.278	28/03/19	12/05/19	23/06/19	02/07/19 Due Eid eul-fitor vacation
Consultancy Service for khal development Works of land acquisition &	40.000	33.075	20/01/19	02/05/19	10/06/20	10/06/20

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Excavation/ reexcavation of Hazaribagh , Baisteki, Kurmitola, Manda & Begunbari Khal Under dhaka wasa.						
Re-Excavation, Cleaning & Removal of sludge at Baisteki (Sangbadik colony) Khal Chainage (0+000m to 0+500m) =500m (G-1)	30.187	28.672	28/03/19	12/05/19	23/06/19	22/06/19
Re-Excavation,Cleaning and Removal of Slaudge at Baisteki Khal (Sangbadik colony Khal Chainage 450m (.G-2)	27.168	25.794	28/03/19	12/05/19	23/06/19	23/06/19
Demolishing and removal of unauthorized structures at Hazaribag Khal when and where necessary	3.890	3.869	25/03/19	07/04/19	13/04/19	11/04/19
Providing transporation services by suitable vehicks for various site works. Fesibility survey , resettlement stludy & works	3.975	3.956	25/03/19	07/04/19	15/06/19	14/06/19
Cleaning and Removal of Slaudge at Hazaribag Khal (Chainage 0+000m to 0+800m)=800m	30.209	28.698	17/02/20	19/04/20	15/05/20	01/06/20 Due to cov-19
Cleaning and Removal of Slaudge at Sagnbadik Khal (Chainage 0+000m to	25.705	24.419	17/02/20	19/04/20	15/05/20	02/06/20 Due to cov-19

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
0+800m)=800m .						
Cleaning and Removal of Slaudge at Baisteki Khal (Chainage 0+000m to 1+200m)=1200m .	38.557	42.123	17/02/20	19/04/20	15/05/20	22/06/20 Due to cov-19,
Cleaning and Removal of Slaudge at Manda Khal Dhaka (Chainage 0+000m to 1+000m)=1000m G-1	64.312	61.096	17/02/20	19/04/20	15/05/20	21/06/20 Due to cov-19,
Cleaning and Removal of Slaudge at Manda Khal Dhaka (Chainage 1+000m to 2+000m)=1000m G-2	64.455	61.231	17/02/20	19/04/20	15/05/20	21/06/20 Due to cov-19
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Hazaribag Khal Dhaka (Chainage 1+710m) to 1+810m)= 100m G-1	164.047	155.844	26/12/19	12/03/19	09/05/20	01/11/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Hazaribag Khal Dhaka (Chainage 1+810m) to Chainage 1+910m)= 100m G-2	164.575	156.346	26/12/19	23/02/20	22/04/20	22/11/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Hazaribag Khal Dhaka (Chainage 1+910m) to Chainage 1+010m)= 100m G-3	164.602	156.372	26/12/19	23/02/20	22/04/20	30/10/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion and walk	163.896	155.701	26/12/19	03/03/20	15/05/20	26/11/20 Due to

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
way with railing at Hazaribag Khal Dhaka (Chainage 1+010m) to Chainage 1+110m)= 100m G-4						cov-19, demarktion, and rainy season
Constraction of Bank Protection and walk way with railing at Hazaribag khal Dhaka (Chainage 1+110m to Chainage 1+210m) =G-5	164.273	156.059	26/12/19	01/03/20	29/04/20	05/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Constraction of Bank Protection and walk way with railing at Hazaribag khal Dhaka (1210-1310)=100m, G-6	164.876	156.632	26/12/19	01/03/20	29/04/20	01/11/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Constraction of Bank Protection and walk way with railing at Hazaribag khal Dhaka ,Chainage 1+310m to Chainage 1+370m to 1+765m to 1+810m)=30m.G-7	164.740	156.503	26/12/19	23/02/20	22/04/20	02/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Proeurement and installation of Boundary piller as per design to Demarcation the boundery of Manda Khal Dhaka (Chainage 2+000m to chainage 3+500m) =1500m. G-1	39.070	37.116	09/01/20	02/03/20	23/04/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Proeurement and installation of Boundary piller as per design to Demarcation the boundery of Manda	39.070	37.116	09/01/20	02/03/20	23/04/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Khal Dhaka (Chainage 3+500m to chainage 5+000m) =1500m. G-2						season
হাজারী বগ, বাইশটেশী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহন এবং খনন/পুণঃখনন প্রকল্পে আউটসোসিং এর মাধ্যমে ০৬ (ছয়) মাসের জন্য ০১ (এক) জন কানুনগো সরবরাহ কাজ।	1.483	1.483		23/01/20	23/07/20	29/06/20
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Begunbari Khal Dhaka (Chainage 0+601m to 0+700m)= 100m G-7	175.959	167.161	31/08/20	12/11/20	13/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Begunbari Khal Dhaka (Chainage 0+701m to 0+800m)= 100m G-8	178.884	166.400	31/08/20	11/11/20	09/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Begunbari Khal Dhaka (Chainage 0+501m to 0+601m)= 100m G-6	165.077	156.823	31/08/20	11/11/20	13/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Baisteki Khal Dhaka (Chainage 0+18m to Chainage 0+280m)= 100m G-3	160.588	152.558	31/08/20	12/11/20	10/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at	167.681	159.297	31/08/20	12/11/20	10/01/21	31/12/20 Incomplete work

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Baisteki Khal Dhaka (Chainage 0+281m to 0+360m)= 80m G-4						
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Begunbari Khal Dhaka (Chainage 0+000m to 0+100m)= 100m G-1	130.259	123.746	31/08/20	11/11/20	09/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Baisteki Khal Dhaka (Chainage 0+081m to Chainage 0+180m)= 100m G-2	154.084	146.380	31/08/20	12/11/20	10/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Begunbari Khal Dhaka (Chainage 0+901m to 1+000m)= 100m G-10	155.634	147.852	31/08/20	11/11/20	13/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Begunbari Khal Dhaka (Chainage 0+401m to 0+500m)= 100m G-5	165.489	157.215	31/08/20	11/11/20	09/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Begunbari Khal Dhaka (Chainage 0+801m to 0+900m)= 100m G-9	167.400	159.030	31/08/20	11/11/20	09/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Baisteki Khal Dhaka (Chainage 0+00m to	136.182	129.373	17/09/20	12/11/20	10/01/21	31/12/20 Incomplete work

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Chainage 0+080m)= 080m G-1						
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Baisteki Khal Dhaka (Chainage 0+081m to Chainage 0+180m)= 100m G-2	140.684	133.65	17/09/20	12/11/20	10/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Baisteki Khal Dhaka (Chainage 0+18m to Chainage 0+280m)= 100m G-3	135.819	129.028	17/09/20	12/11/20	10/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion and walk way with railing at Baisteki Khal Dhaka (Chainage 0+281m to 0+360m)= 80m G-4	136.545	129.718	17/09/20	12/11/20	10/01/21	31/12/20 Incomplete work
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 2+100m) to Chainage 2+350m)= 250m G-2	150.068	142.565	07/01/20	10/03/20	15/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 2+350m) to Chainage 2+600m)= 250m G-3	149.681	142.197	07/01/20	03/03/20	15/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 2+600m) to	149.262	141.799	07/01/20	01/03/20	29/04/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Chainage 2+850m)= 250m G-4						season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 2+850m) to Chainage 3+100m)= 250m G-5	149.642	142.160	07/01/20	03/03/20	02/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 3+100m) to Chainage 3+350m)= 250m G-6	149.086	141.631	07/01/20	01/03/20	29/04/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 3+350m) to Chainage 3+600m) = 250m G-7	149.892	142.398	07/01/20	03/03/20	15/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 3+600m) to Chainage 3+850m)= 250m G-8	149.505	142.030	07/01/20	10/03/20	15/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 3+850m) to Chainage 4+100m)= 250m G-9	149.380	141.911	07/01/20	03/03/20	15/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 4+100m) to Chainage 4+350m)= 250m G-10	149.630	142.149	07/01/20	18/03/20	15/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 4+350m) to Chainage 4+600m)= 250m G-11	149.767	142.279	07/01/20	02/03/20	15/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 4+600m) to Chainage 4+850m)= 250m G-12	149.348	141.880	07/01/20	02/03/20	01/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Construction of Bank Protcetion by shalbollah plasading at Manda Khal Dhaka (Chainage 4+850m) to Chainage 5+000m)= 150m G-13	92.221	87.610	07/01/20	02/03/20	01/05/20	31/12/20 Due to cov-19, demarktion, and rainy season
Eviction Unauthorized Structure at Baisteki khal G-1	2.952	2.901	04/02/21	15/02/21	06/03/20	25/02/20
Eviction Unauthorized Structure at Baisteki khal G-2	2.97	2.955	04/02/21	15/02/21	06/03/20	25/02/20
Providing of daily Labour & necessary Tools G-1	2.967	2.942	27/08/20	07/09/20	07/10/20	07/10/20
Providing of daily Labour & necessary	2.952	2.93	09/09/20	20/09/20	19/11/20	07/10/20

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Tools G-2						
Procurement of 5 (Five) set computer, 3 (Three) NOS Printers & other related accessories for 5 Khal ,Dhaka WASA	4.980	4.967	29/10/19	29/10/19	13/11/19	12/11/20
Survey, Soil test for2 (two) bridge/culvert in Hazari bag Khal, Dhaka WASA	1.924	1.898	24/11/19	08/12/19	27/12/19	26/12/19
Evication of unauthorized Structure at Hazaribag Khal-G-1	2.466	2.445	18/05/20	27/05/20	11/06/20	04/06/20
Evication of unauthorized Structure at Hazaribag Khal-G-2	2.482	2.476	11/02/20	12/02/20	01/03/20	01/03/20
Providing transportation services by suitable vehicles for various site works, feasibility survey, resettlement study & works G-1	3.614	3.60	02/01/20	13/01/20	13/03/20	11/03/20
Providing transportation services by suitable vehicles for various site works, feasibility survey, resettlement study & works G-2	3.975	3.927	09/09/20	27/09/20	26/11/20	26/11/20
Evication of unauthorized Structure at Manda Khal-G-1	2.957	2.934	18/05/20	27/05/20	11/06/20	07/06/20

সূত্র: প্রকল্প দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত

২২.০। পরিদর্শিত এলাকা: ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগ, বেগুনবাড়ী, মান্ডা ও সাংবাদিক ও বাইশটেকীখালের এলাকাসমূহ।

২৩.০। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পিসিআর পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

২৩.১। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক‌ওহাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মান্ডা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুনঃ খনন' শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত

ব্যয় এবং এপ্রিল, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮/০১/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খাল পুন:খনন/খননের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণই ছিল আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । পরবর্তীতে প্রকল্পের ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির করে এপ্রিল, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ পুন:নির্ধারণ করা হয়। ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অগ্রগতি ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকা (৬.০০ %) এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০% অর্জিত হয়। এর মধ্যেই মন্ত্রণালয়ের আদেশে কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয় যা প্রকল্পের পূর্ণ সুফল অর্জনে সমীচীন হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৩.২। উল্লেখ্য,খাল ও ড্রেইনেজের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের দায়িত্ব গত ৩০/১২/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক আদেশ বলে ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, গত ২৮/০৩/২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি সমাপ্ত করে প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, মোট ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় না হয়ে ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকায় প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হলেও আলোচ্য প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের উপর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রকল্প দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। আরও উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার আগে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ ও সিদ্ধান্তের কারণে কাজ অসমাপ্ত রেখে ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়।

অপরদিকে, সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জুন,২০২২ এর পরিপত্রের ১৮.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকলেও তা আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি । এ প্রেক্ষিতে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উক্ত পরিপত্রের ১৮.২.৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের একই আদেশে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত অনুরুপ সমাপ্ত ঘোষিত “ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন” শীর্ষক অন্য একটি প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি’র অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

২৩.৩। প্রকল্পটির শতভাগ কার্যক্রম শেষ না করেই সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পে খাল খনন ও পাড় উন্নয়ন অংগে ১৩৫৩৯.০৮ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৩৮১২.৯৩ (২৮%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সীমানা পিলার নির্মাণ অংগে ২৭৩.৭৪ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৩২.৩৭ (১১.৮০%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ভূমি জরিপ অংগে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৫৪.৫১ (২৭%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সার্বিকভাবে, ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় আর্থিক অগ্রগতি ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকা (৬.০০ %) এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০% অর্জিত হওয়ার প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের আদেশে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার ফলে মোট ৬৪৫৫১.৩২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকা (৬.০০ %) ব্যয় হয় এবং ৬০৬৩৭.২৯ লক্ষ টাকা (৯৪%) অব্যয়িত থাকে যা সরকারী কোষাগারে রয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্পের আওতায় ৩০.৫৬ ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি অনেকদূর এগিয়ে গেলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কোন ভূমিই অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উ্ল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীতে বিশেষত: বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা একটি গুরুতর সমস্যা। আলোচ্য প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়নে এ সমস্যার অনেকখানিই সমাধান করা যেত। মন্ত্রণালযের আদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করার ফলে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য/ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন।

২৩.৪। প্রকল্পের অনুকূলে পিসিআরে দেয়া তথ্যানুযায়ী ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ তিন অর্থবছরে যথাক্রমে ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, ৩৬৩৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ২৪৯২.৫০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৭৩৭৯.৫০ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দ অবমুক্ত করা হয় যার মধ্যে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত ৩৯১৪.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট ৩৪৬৫.৪৭০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও এ টাকার মধ্যে আগষ্ট,২০১৯ এ জমা দেয়া হয়েছে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা, জুলাই,২০২০ এ জমা দেয়া হয়েছে ২৪৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন,২০২২ এ জমা দেয়া হয়েছে ৪২৪.০৮ লক্ষ টাকা । লক্ষণীয় যে, জুন, ২০২২ এ ৩য় বারে জমাকৃত ৪২৪.০৮ লক্ষ টাকা প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার ১ বছর ৬ মাস পর সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। এ দেড় বছরে ৪.২৪.০৮ লক্ষ টাকার উপর পুঞ্জিভূত সুদ বিষয়ে কোন তথ্যাদি পিসিআরে নেই এবং এতদবিষয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তরও মন্ত্রণালয় কিংবা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে পাওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসার মত সংস্থা সরকারের কোন উন্নয়ন সহায়তা অনুদান পেলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২/০৫/২০১১ এবং ০৩/০৫/২০২২ তারিখের আদেশ অনুসারে সে বরাদ্দ এবং এর উপর সুদ ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হিসেবে গণ্য। কিন্তু, সরকারী প্রকল্প তহবিলের উপর পুঞ্জিভূত

সুদ উক্ত আদেশ অনুসারে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল নয় বিধায় তা সরকারে কোষাগারে জমা দিতে হবে যা আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। মন্ত্রণালয়েকে এ সুদ যথাসম্ভব দ্রুত সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩.৫। প্রকল্পটি ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও প্রায় ১ বছর ৮ মাস অর্থাৎ ২০ মাস পর প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয় যা ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয়। এত বিলম্বে প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণে মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য জানা প্রয়োজন।

২৩.৬। আলোচ্য প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এ তিন অর্থ বছরে প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ব্যয় করা হলেও একবারও প্রকল্পের সিভিল অডিট পরিচালনা করা হয়নি যা আর্থিক শৃংখলার ব্যত্যয়। এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রয়োজন।

২৩.৭। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে ১২টি কার্য ও ২টি সেবা প্যাকেজসহ মোট ১৪টি প্যাকেজে ক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার জন্য নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে তা ১৪টিরও অধিক প্যাকেজে বিভক্তিপূর্বক ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এতদবিষয়ে কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কি না তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। তবে, প্রকল্পের আওতায় যেটুকু কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে তার গুণগত মান বজায় রাখা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৪.০। চিত্রসহ ছবির বর্ণনা :

<table>
<tr><td></td><td>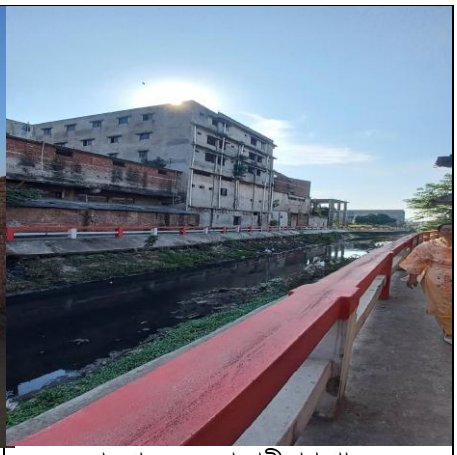</td></tr>
<tr><td>হাজারীবাগ খালে নির্মিত রেলিং, বাঁধানো পাড় ও ওয়াকওয়ে</td><td>পুন:খননকৃত হাজারীবাগ খাল</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>বেগুনবাড়ী খালের বাধানো এক পাড়</td><td>মান্ডা খালে বসানো শালের পিলার</td></tr>
</table>

২৫.০। মতামত/সুপারিশ:

(ক) প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জুন,২০২২ এর পরিপত্রের ১৮.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুসরণের আবশ্যকতা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে, উক্ত পরিপত্রের ১৮.২.৬ অনুচ্ছেদের মর্ম অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করা যেতে পারে।

(খ) আলোচ্য প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়নে ঢাকা মহানগরীতে বিশেষত: বর্ষাকালে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা সমস্যার অনেকখানিই সমাধান করা যেত যা মন্ত্রণালযের আদেশে প্রকল্পের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার ফলে সম্ভব হয়নি। এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের লিখিত বক্তব্য/ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

(গ) প্রকল্পটি ডিসম্বের,২০২০ এ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থের মধ্যে ৪৪২.০৮ লক্ষ টাকা প্রকল্প সমাপ্তির দীর্ঘ ১ বছর ৬ মাস পর জুন, ২০২২ এ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। কিন্তু এ বড় অংকের উপর সুদ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখে যথাসম্ভব দ্রুত এ সুদ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পটি ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও প্রায় ১ বছর ৮ মাস অর্থাৎ ২০ মাস পর প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয় যা ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয়। এ প্রেক্ষিতে, এত বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রয়োজন।

(ঙ) আলোচ্য প্রকল্প শুরু হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশে ডিসেম্বর,২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষণার আগে ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এ তিন অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন থাকলেও প্রকল্পের উপর একবারও সিভিল অডিট পরিচালনা করা হয়নি যা আর্থিক শৃংখলার ব্যত্যয়। এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রয়োজন।

(চ) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত মোট ১৪টি প্যাকেজের অধিক প্যাকেজে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কি না তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৬.০। উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ২৩.০ এবং ২৫.০ এ বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সম্বলিত এ প্রতিবেদনের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

মো: শাহীনূর রহমান
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিদর্শনের তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২২ খ্রি:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: মো: আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, সেক্টর ৩, আইএমইডি।

পরিদর্শনকৃত এলাকা: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা।

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

০১। প্রকল্পের নাম : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নবসংযুক্ত ডেমরা, মান্ডা, নাসিরাবাদ ও দক্ষিণগাঁও এলাকার সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

০২। অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।

০৩। প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ।

০৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

০৬। প্রকল্প এলাকা : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার নবসংযুক্ত ডেমরা, মান্ডা, নাসিরাবাদ ও দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন।

০৭। প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল: (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	হ্রাসকৃত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৭৬২৮.৯৬	৫১৫৫৫.২৯	৪২৯৯২.৪৮	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি হয় জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১	-৮৫৬২.৮১ (১৭.৯৮%)	১২ মাস (৪০%)

০৮। প্রকল্পের পটভূমি:

সম্প্রতি শ্যামপুর, মাতুয়াইল, দনিয়া, সারুলিয়া, নাসিরাবাদ, দক্ষিণগাঁও, ডেমরা ও মান্ডা ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্তির ফলে ৫৫.৮০ বর্গ কিলোমিটার নতুন এলাকা নগর হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ নবসংযুক্ত এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ১১ (এগার) লাখ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর ২০১১ শুমারী অনুযায়ী)। নতুন সংযোজিত ইউনিয়নের অধিবাসীদের পৌরসভার সুবিধার খুব প্রয়োজন, কারণ এই ইউনিয়নগুলি আধা শহরে অবস্থা রয়েছে। ইউনিয়নের অধিবাসীদের সারা বছর নৌকা/বাঁশের সাকো দিয়ে খাল পাড়াপাড় হতে হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি এলাকা প্লাবিত করে সঠিক পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। অসংখ্য প্রাকৃতিক খাল (খাল) দিয়ে পনি যায়। উল্লেখ্য যে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে এই প্রাকৃতিক খালগুলি অবাধ পানি প্রবাহের জন্য অক্ষত রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে বাসিন্দারা চলাচলে অনেক সমস্যায় পড়ে এবং তাদের চলাচল সীমিত হয়ে যায়। অধিকাংশ পাকা ও আধা পাকার রাস্তা জরাজীর্ণ। এগুলি পানিতে ডুবে যায় এবং কাদা হয়ে যায়। নাগরিকরা ন্যূনতম নগর/পৌর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জনগণ তাদের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম করতে পারে না। শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে ঢাকা শহরে জমির দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায়, নতুন সংযোজিত ইউনিয়ন সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমিতে উন্নয়নের চাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, এলাকায় অপরিকল্পিত নগরায়ন দ্রুত ঘটছে। সবুজ মাঠ এবং খোলা জায়গাগুলি জনবহুল ভবনে পরিণত হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তাগুলো সরু ও যানজটে পরিণত হয়েছে।

পৌর সুবিধা, খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ, রাস্তাঘাট এবং ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের উন্নতির জন্য সৌন্দর্যবর্ধন করা, স্ট্রিট লাইট স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে, খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন, রাস্তাগুলি ব্যবহার উপযোগী করে তোলা এবং বিশেষ করে নতুন সংযোজিত ইউনিয়নের মানুষদের জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

০৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নাসিরাবাদ, দক্ষিণগাঁও, ডেমরা ও মান্ডা এলাকার রাস্তা, নর্দমা এবং ফুটপাতের উন্নয়ন কাজ;
- সড়কবাতি স্থাপন;
- ব্রিজ নির্মাণ; এবং
- আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন করা।

১০। প্রল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

১১। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অনুমোদিত অঙ্গের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(ক)	রাজস্ব :					
(১)	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি	থোক	২০.০০	থোক	৮.৮৫	থোক
(২)	পরামর্শক	জনমাস	৬৯৩.২৫	৪০৭	৬০৮.২০	৪০৭
	উপ-মোট রাজস্ব		৭১৩.২৫		৬১৭.০৫	
(খ)	মূলধন :					

ক্রমিক	অনুমোদিত অঙ্গের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	৬০.০০	১ টি	৫২.২০	১ টি
(২)	মটর সাইকেল (১৫০ সিসি) রেজিস্ট্রেশন ও ইন্সুরেন্স	সংখ্যা	১২.০০	৪ টি	৯.৪৮	৪ টি
(৩)	কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ ক্রয়	সংখ্যা	৫.০০	ডেস্কটপ-১টি ল্যাপটপ-২টি	৪.৯৮	ডেস্কটপ-১টি ল্যাপটপ-২টি
(৪)	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	৩.০০	১টি	২.৯৪	১টি
(৫)	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	কি.মি.	২২২৮৮.৯৮	৮১.৩৬	২২১৩০.৭৫	৭৩.৮৩৮
(৬)	ফুটপাত নির্মাণ	কি.মি.	৩৩১.০০	৭.৯৫	১৩৪.১৬	২.৯৭
(৭)	আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ (এপ্রোচ রোডসহ)	সংখ্যা, মি.	১২৭২৬.০০	১২টি, (৩৮৩ মি.)	৫৭৭৩.৯৪	৬টি, (১৭৮.৪৫ মি.)
(৮)	নর্দমা নির্মাণ	কি.মি.	৮৪৩৩.১৬	৬১.৭৯	৮৪২৯.০৬	৬১.১৭
(৯)	রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপন	কি.মি.	৫৬৬৯.৬৮	১১৬.১৮	৫৬৬৪.৪৩	১১৬.১৮
(১০)	ইউটিলিটি লাইন স্থানান্তর	থোক	৩৯৩.৩০	থোক	১৭৩.৪৯	থোক
	উপ-মোট (মূলধন)		৪৯৯২২.১২		৪২৩৭৫.৪৩	
(গ)	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	১%	৪৫৯.৯৬	১%	০.০০	থোক
(ঘ)	প্রাইস কনটিনজেন্সি	১%	৪৫৯.৯৬	১%	০.০০	থোক
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৫১৫৫৫.২৯		৪২৯৯২.৪৮	

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।

১২। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

অংগের নাম	পরিমাণ
রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	৮১.৩৬ কি.মি.
ফুটপাত নির্মাণ	৭.৯৫ কি.মি.
আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ (এপ্রোচ রোডসহ)	১২টি, ৩৮৩ মি.
নর্দমা নির্মাণ	৬১.১৭ কি.মি.
রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপন	১১৬.১৮ কি.মি.

১২.১। রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন: আরডিপিপি সংস্থান বাবদ ৮১.৩৬ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ২২২৮৮.৯৮ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ২২১৩০.৭৫ লক্ষ টাকা বাবদ ৭৩.৮৩৮ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন করা হয়। এ অংগে ৭.৫২২ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন করা হয়নি এবং ১৫৮.২৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১২.২। ফুটপাত নির্মাণ: আরডিপিপি সংস্থান বাবদ ৭.৯৫ কি.মি. ফুটবাদ নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ৩৩১.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ১৩৪.১৬ লক্ষ টাকা বাবদ ২.৯৭ কি.মি. ফুটপাত উন্নয়ন করা হয়। এ অংগে ৪.৯৮ মিটার রাস্তা উন্নয়ন করা হয়নি এবং ১৯৬.৮৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১২.৩। আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ (এপ্রোচ রোডসহ): আরডিপিপি সংস্থান বাবদ ১২ টি ব্রিজ (৩৮৩ মিটার) বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ১২৭২৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ৬ টি ব্রিজ (১৭৮.৪৫ মিটার) উন্নয়ন বাবদ ব্যয় করা হয় ৫৭৭৩.৯৪ লক্ষ টাকা। এ অংগে ৬টি ব্রিজ (২০৫ মিটার) উন্নয়ন করা হয়নি এবং ৬৯৫২.০৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১২.৪। নর্দমা নির্মাণ: আরডিপিপি সংস্থান বাবদ ৬১.৭৯ কি.মি. নর্দমা নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ৮৪৩৩.১৬ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ৮৪২৯.০৬ লক্ষ টাকা বাবদ ৬১.৭৯ কি.মি. নর্দমা নির্মাণ করা হয়। এ অংগে ৪.১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১২.৫। রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপন: আরডিপিপি সংস্থান বাবদ ১১৬.১৮ কি.মি. রাস্তায় এলইডি বাতি স্থাপন বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ৫৬৬৯.৬৮ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ৫৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকা বাবদ ১১৬.১৮ কি.মি. নর্দমা নির্মাণ করা হয়। এ অংগে ৫.২৫ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১৩। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

আরডিপিপিতে ০৪টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয় বাবদ ৮০.০০ লক্ষ টাকা, ৩৭টি প্যাকেজে কার্য ক্রয় বাবদ ৪৯৪৪৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং ০২টি প্যাকেজে সেবা ক্রয় বাবদ ৬৯৩.২৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ৫০২২২.০৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৭.৪১% এবং ভৌত অগ্রগতি- ১০০%।

১৪। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পের আওতায়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩টি এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১টি অডিট আপত্তি রয়েছে। উত্থাপিত অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির পর্যায়ে রয়েছে।

১৫। বছরভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, অর্থ ব্যয় ও অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ সংক্রান্ত তথ্য:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আরডিপিপি'র সংস্থান		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		অর্থছাড় (জিওবি)	ব্যয়		সমর্পণকৃত অর্থ
	মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১৮-১৯	২৫৬৩৩.৩০	২৫৬৩৩.৩০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	-
২০১৯-২০	২৫৯২১.৯৯	২৫৯২১.৯৯	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	১৮১৪৭.০০	১৮১৪৭.০০	৪৩৫৩.০০
২০২০-২১	-	-	১৯৪৭৭.০০	১৯৪৭৭.০০	১৯৪৭৭.০০	১৪৮৪৫.৪৮	১৪৮৪৫.৪৮	৪৬০৫.০০ ২৬.৪৩
মোট:	৫১৫৫৫.২৯	৫১৫৫৫.২৯	৫১৯৭৭.০০	৫১৯৭৭.০০	৫১৯৭৭.০০	৪২৯৯২.৪৮	৪২৯৯২.৪৮	৮৯৮৪.৪৩

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।

নোট: প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৫১৯৭৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্থ ছাড় হয় ৫১৯৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ৪২৯৯২.৪৮ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত অর্থ ৮৯৮৪.৪৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৬। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পে পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
তানভীর আহমেদ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১	নিয়মিত

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল
ক) খ) গ) ঘ)	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নাসিরাবাদ, দক্ষিণগাঁও ডেমরা ও মান্ডা এলাকার রাস্তা, নর্দমা এবং ফুটপাতের উন্নয়ন কাজ; সড়কবাতি স্থাপন; ব্রিজ নির্মাণ; এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন করা।	ক) প্রকল্পটির প্রথম উদ্দেশ্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নাসিরাবাদ, দক্ষিণগাঁও ডেমরা ও মান্ডা এলাকার রাস্তা, নর্দমা, ফুটপাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাস্তা উন্নয়নের সংস্থান ছিল ৮১.৩৬ কি.মি. এর বিপরীতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ৭৩.৮৩৮ কি.মি. (৯০.৭৫%), ফুটপাত নির্মাণের সংস্থান ছিল ৭.৯৫ কি.মি. এর বিপরীতে বাস্তাবায়ন করা হয়েছে ২.৯৭ কি.মি. (৩৭.৩৫%) এবং নর্দমা নির্মাণের সংস্থান ছিল ৬১.৭৯ কি.মি. এর বিপরীতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ৬১.১৭ কি.মি. (৯৮.৯৯%)। খ) সংশোধিত ডিপিপিতে ১১৬.১৮ কি.মি. সড়ক বাতি স্থাপনের সংস্থান ছিল। সংস্থান অনুযায়ী এ অংগটি শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গ) সংশোধিত ডিপিপিতে ১২টি ব্রিজ (৩৮৩ মি.) নির্মাণের সংস্থান ছিল, এর বিপরীতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ৬টি ব্রিজ (১৭৮.৪৫মি.)। অর্থাৎ এ অংগের বাস্তব অগ্রগতি ৪৬.০৬%। ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল এলাকায় রাস্তা, ব্রিজ, ফুটপাত ও নর্দমা নির্মাণ করা হয়েছে সে সকল এলাকায় আর্থ সামাজিক পরিবেশ উন্নয়ন হয়েছে। উপরিউক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রকল্পটির মূল্য উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জন হয়নি। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণের আলোকে ৬০%-৭০% উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৮। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক মো: আজগর আলী গত ৩০-০৭-২০২২ তারিখে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। পরিদর্শন বিবরণ ও পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১৮.১। প্যাকেজ নং-১:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: নাসিরাবাদ ইউনিয়ন এর ত্রিমোহনী ব্রিজ হতে টেকপাড়া মোড় হয়ে ডেমড়া রামপুরা প্রধান সড়কের সংযোগ পর্যন্ত, জনাব আলী মার্কেট হতে রামপুরা বনশ্রী খাল পর্যন্ত, ইমামবাগ ও ত্রিমোহনী কবর স্থান এলাকার লেন বাইলেন এবং হাজী বাড়ী মোড় হতে ত্রিমোহনী পানির পাম্প পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ৪.২১ কি.মি সড়ক (গড় প্রস্থ ৬.০০ মিটার) এবং ৪.২১ কি.মি.ড্রেন নির্মাণ বাবদ ১৬৬৫.২১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১৬৬৫.২১ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ১৬৬৪.৪৩ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ০২/০১/২০১৯। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ৭/০২/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ০৬/০৫/২০২০। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/১২/২০২০। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৬৬২.৮৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সরকসমূহ আরসিসি মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়েছে। রাস্তার মাঝে আরসিসি পাইপ ড্রেন রয়েছে, রাস্তা উভয় পার্শ্বে গার্ডওয়াল করা আছে। বিভিন্ন রাস্তার নর্দমার ম্যানহোল কভার উঠিয়ে দেখা যায় পানি প্রবাহ সচল রয়েছে। তবে রাস্তার মাঝে বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুটি এবং গাছ রয়েছে, যে কারণে সড়কটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।




১৮.২। প্যাকেজ নং-৩:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: নাসিরাবাদ ইউনিয়ন এর কায়েত পাড়া বাজার হতে বালুর পাড় বাশেঁর ব্রিজ পর্যন্ত এবং দাসেরকান্দি কালর্ভাট হতে জেলা পরিষদের রাস্তা এবং নুরুল হক সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ৩.৫৪ কি.মি সড়ক (গড় প্রস্থ ৪.৪৪ মিটার) এবং ১.৭৩ কি.মি.ড্রেন নির্মাণ বাবদ ১৫২০.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১৫২০.৫০ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ১৪৬৯.১৮ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৪৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রাস্তাটি আরসিসি রাস্তা। রাস্তার একপাশে ব্রিক ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার একপাশে গার্ডওয়াল করা আছে। রাস্তার সারফেস ভাল অবস্থায় রয়েছে। তবে সড়কের আশেপাশের বাড়ী/ অবকাঠামোসমূহ মূল সড়ক হতে উচু হওয়ায় পানিসহ ময়লা আবর্জনা সড়কে এসে পরছে। এছাড়া কিছু রাস্তার পাশে নির্মাণাধীন বিল্ডিং এর মালিক কর্তৃক রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রাখার ফলে রাস্তায় যান চলালের বিঘ্নতা ঘটছে।




১৮.৩। প্যাকেজ নং-৬:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: নাসিরাবাদ অহেরিয়া মাদরাসা মোড় হতে ত্রিমোহনী ব্রিজ পর্যন্ত জিরানী খাল সংলগ্ন ত্রিমোহনী প্রধান সড়ক ও লেন বাইলেনের উন্নয়ন কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ২.০৬৭ কি.মি সড়ক (প্রস্থ ৯.০০ মিটার) এবং ০.৬২৯ কি.মি.ড্রেন নির্মাণ বাবদ ১৯৪৮.০৭লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১৯৪৮.০৭ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ১৯৪৭.৪৩ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৯৩৯.২৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় , রাস্তাটি বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং কার্পেটিং এর নিচে আরসিসি রয়েছে। রাস্তার দুইপাশে গার্ডওয়াল করা আছে। এছাড়া রাস্তার মাঝ বরাবর বৈদ্যুতিক খুটি এবং কিছু রাস্তার পাশে নির্মাণাধীন বিল্ডিং এর মালিক কর্তৃক রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী রাখা হয়েছে।







১৮.৪। প্যাকেজ নং-১১:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের নন্দিপাড়া ব্রিজ হতে শেখের জায়গা হয়ে ডেমরা মেরাদিয়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত গভীর নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ২.৭৫ কি.মি সড়ক (গড় প্রস্থ ৯.০০ মিটার) এবং ১.৭৫ কি.মি.ড্রেন নির্মাণ বাবদ ১৯৫০.২৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১৯৫০.২৫লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ১৯৪৯.৭৮ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ২২/১১/২০১৮। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৯/১২/২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ০৮/০৫/২০২০। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৯৩৯.৪৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রাস্তাটি বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা। রাস্তার মাঝখানে আরসিসি পাইপ নর্দমা রয়েছে। রাস্তার দুইপাশে গার্ডওয়াল করা আছে। রাস্তার সারফেস ভাল অবস্থায় রয়েছে।





১৮.৫। প্যাকেজ নং-১২:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: ডেমরা ইউনিয়ন এর কোনাপাড়া বাস ষ্ট্যান্ড হতে সালেহীয়া দাখিল মাদরাসা পর্যন্ত এবং শূণ্যাটেংরা প্রধান সড়ক হতে পূর্ব দিক হয়ে আক্কেল আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ২.৪৭৩ কি.মি সড়ক (গড় প্রস্থ ৪.৭৯ মিটার), ১.১০ কি.মি.ড্রেন নির্মাণ বাবদ ১৩৯৪.০৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১৩৯৪.০৭ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ১৩৮৯.৬২ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ২০/১১/২০১৮। বাস্তবতার নিরীখে রাস্তা উন্নয়ন আইটেম হ্রাস/বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রয়চুক্তি পূর্ণগঠন করা হয়। পূর্ণগঠন চুক্তিমূল্য ১৩৮৯.২৪ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২০/১২/২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৯/০৫/২০২০। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৮/২০২০। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৩৮৭.৫১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রাস্তাটি আরসিসি রাস্তা। রাস্তার মাঝে আরসিসি পাইপ ড্রেন রয়েছে। রাস্তা উভয় পার্শ্বে গার্ডওয়াল করা আছে। তবে রাস্তার দুই পাশে ময়লা/আবর্জনা রয়েছে যা নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।





১৮.৬। প্যাকেজ নং-১৫:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: ডেমরা ষ্টাফ কোয়ার্টার বটতলা হতে লতিফ বাওয়ানী জুট মিল ২২নং গেইট পর্যন্ত এবং কামারগোপ কবরস্থান হতে ষ্টাফ কোয়ার্টার পর্যন্ত বাইপাস সড়ক নির্মাণ কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ১.১৬৫ কি.মি সড়ক (গড় প্রস্থ ৬.৯৭ মিটার) এবং ০.২০৫ কি.মি.ড্রেন নির্মাণ বাবদ ৫৭৭.২৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ৫৭৭.০১ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ৫৭৭.০১ লক্ষ টাকা। বাস্তবতার নিরীখে রাস্তা উন্নয়ন আইটেম হ্রাস/বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রয়চুক্তি পূর্ণগঠন করা হয়। পূর্ণগঠন চুক্তিমূল্য ৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ০১/০১/২০১৯। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৫/০২/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ০১/০৫/২০২০ খ্রি:। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০/১২/২০২০। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৫৭৬.৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় রাস্তাটি আরসিসি এবং হেরিং বন্ড এর রাস্তা। রাস্তার কিছু অংশে ব্রিক ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার অধিকাংশ জায়গায় খাল/জলাশয় থাকায় নর্দমা নির্মাণ করা হয়নি, যা প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত ছিল না। পরিমাপ বহির সাথে কাজের হিসাব পরীক্ষা করে সঠিক পাওয়া গেছে।





১৮.৭। প্যাকেজ নং-১৯:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: মান্ডা ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান বাড়ী হতে মারকাজুল আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা হয়ে দক্ষিণ মান্ডা কদম আলী প্রজেক্ট পর্যন্ত ও মান্ডা ব্রিজ হতে গ্রীন মডেল টাউন পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ২.৩৫ কি.মি সড়ক (গড় প্রস্থ ১৩.৫০ মিটার), ১.৩৫ কি.মি.ড্রেন এবং ১.৭৬ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ বাবদ ১৭২৬.০১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১৭২৫.৭০ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ১৭২৫.৭০ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ১৩/১১/২০১৮। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৫/১২/২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ০৫/১২/২০২০। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৭০৮.৬০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় কাজের প্রধান সড়কটি বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং গলি উপগলি সিসি রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বের ফুটপাতের নিচে ব্রিক ড্রেন রয়েছে। ফুটপাতের নিচের নর্দমার ম্যানহোল কভার উঠিয়ে দেখা যায় পানি প্রবাহ সচল রয়েছে।





১৮.৮। প্যাকেজ নং-২৯:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: নাসিরাবাদ দাসের কান্দি গজারিয়া খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজ (এপ্রোচ রোডসহ)।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ব্রিজ দৈর্ঘ্য (৫৪.৮০ মি. x ৯.৮০ মি.) এবং এপ্রোচ সড়ক ১.৪৪ কি.মি নির্মাণ বাবদ ১৮০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১৭৯৮.৯৪ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ১৭৪৮.৯৪ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ০৭/০৮/২০১৯। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৬/০৯/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৫/০৬/২০২০। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০২১। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৭৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় ব্রিজটি আরসিসি দ্বারা নির্মিত। ব্রিজের এপ্রোচ রোডসমূহ হেরিং বোনবন্ড রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে গার্ডওয়াল করা আছে। ব্রিজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ পরিমাপ করা হয়েছে; যা পরিমাপ আরডিপিপি'র সাথে মিল পাওয়া গেছে। ব্রিজটি নির্মাণের ফলে এক এলাকার সাথে অন্য এলাকার সংযোগ স্থাপন হয়েছে।





১৮.৯। প্যাকেজ নং-৩৩:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: মান্ডা প্রধান সড়ক মান্ডা খালের উপর ব্রিজ এবং মান্ডা শাপলা সিটি খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজ (এপ্রোচ রোডসহ) ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ব্রিজ দৈর্ঘ্য (৩০.০০ মি. x ৯.৮০ মি.) এবং এপ্রোচ সড়ক ১.৩২ কি.মি নির্মাণ বাবদ ১২৭৫.৫৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ১২৭৫.৫৩ লক্ষ টাকা নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১১৫৪.৬৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: পরিদর্শনকালে দেখা যায় ব্রিজটি আরসিসি দ্বারা নির্মিত পিসি গার্ডার ব্রীজ। ব্রীজের এপ্রোচ রোডসমূহ হেরিং বোনবন্ড রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে গার্ডওয়াল করা হয়েছে। রাস্তার এপ্রোচ সড়কের দুই পাশে রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে ময়লা আবর্জনায় ছেয়ে আছে, যা অতী দ্রুত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।





১৯। সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১৯.১। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২০ অর্থ্যাৎ ২ (দুই) বছর ৬ (ছয়) মাস। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ধরা ছিল ৪৭৬.২৯ কোটি টাকা এবং সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় ৫১৫.৫৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ১০০% জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে ৫১৯.৭৭ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং প্রকল্পে বাস্তব প্রকৃত ব্যয় ৪২৯.৯২ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৮৯.৮৪৪৩ কোটি টাকা চালানের মাধ্যমে রাষ্টীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় (চালান কপি পিসিআর এ সংযুক্ত)।

১৯.২। প্রকল্পটির অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায় আরডিপিপি রাস্তা উন্নয়নের সংস্থান ছিল ৮১.৩৬ কি.মি., এর বিপরীতে উন্নয়ন করা হয়েছে ৭৩.৮৩৮ কি.মি.। এ অংগে ৭.৫২২ কি.মি রাস্তা উন্নয়ন করা হয়নি। অনুরুপভাবে ফুটপাত অংগে ৭.৯৫ কি.মি এর বিপরীতে ২.৯৭ কি.মি. উন্নয়ন করা হয়েছে। এ অংগে ৪.৯৮ কি.মি ফুটপাত উন্নয়ন করা হয়নি। আরডিপিপিতে ১২টি ব্রিজ(৩৮৩মি.) নির্মাণের সংস্থানের বিপরোীত ৬টি ব্রিজ (১৭৮.৪৫মি.) নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৬টি ব্রিজ (২০৪.৫৫ মিটার) বাস্তবায়ন করা হয়নি। আরডিপিপি সংস্থানের বিপরিতে ০.৬২ কি.মি. ড্রেন কম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় প্রকল্পটি গ্রহণকালে কোন ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়নি। তাছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে আওতায় একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত মাস্টার প্ল্যানের আলোকে প্রকল্পের অবাস্তবায়িত যাবতীয় অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। উল্লেখিত পরিপ্রেক্ষিতে আরডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পের বিভিন্ন অংঙ্গের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প শেষ করতে হলে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্রের বিধি ১৮ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক হলেও আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

১৯.৩। প্রকল্পটির আওতায় ডেমরা, মান্ডা, নাসিরাবাদ ও দক্ষিণগাঁও এলাকার রাস্তা, নর্দমা, ফুটপাত উন্নয়ন ও ব্রীজ নির্মাণ এবং রাস্তায় অবৈধ স্থাপনা, কনস্ট্রাকশন মালামাল ইত্যাদি থাকার কারণে রাস্তাসমূহ হতে সর্বোত্তম সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। এতে করে সড়কে যানযটের সৃষ্টি হচ্ছে।

১৯.৪। প্রকল্পের আওতায় মোট ১২টি ব্রিজের সংস্থান ছিল, কিন্তু বাস্তবায়ন পর্যায়ে ৬টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। বাকী ৬টি ব্রিজ নির্মাণ না করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক উক্ত প্রকল্প এলাকাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একটি মাস্টার প্ল্যানের আলোকে উক্ত এলাকায় রাস্তা ঘাট প্রস্তুতকরণসহ ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। উক্ত ৬টি ব্রিজ বাবদ অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে চলানের মাধ্যমে জমাপ্রদান করা হয়েছে (অর্থ জমা দানের চালান কপি পিসিআর এ সংযুক্ত)।

২০। সুবিধাভোগীদের মতামত:

প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজ পরিদর্শনকালে স্থানীয় এলাকাবাসীর সাথে আলাপকালে জানান প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনসাধারন উপকৃত হয়েছে এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার রাস্তা সমূহ জনসাধারন ও যানবাহন চলাচলে সচল আছে। এলাকাবাসী আরো জানান নির্মিত সড়কসমূহের মাঝে বৈদ্যুতিক খুটি ও গাছ থাকার কারণে সড়কসমূহে প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটছে। এছাড়া ৬টি ব্রিজ নির্মাণ না করার ফলে উক্ত এলাকার বাসিন্দাগন এখনো বাশেঁর সাকো এবং নৌকার মাধ্যমে যাতায়াত করছে। এলাকাবাসী দ্রুত বৈদ্যুতিক খুটি অপসারণসহ বাকী ব্রিজসমূহ নির্মাণের জোর দাবী জানান।

২১ । পরিদর্শনের আলোকে আইএমডির সুপারিশ/মতামত:

ক) প্রকল্পের বিভিন্ন অংঙ্গের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হলে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্রের বিধি ১৮ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক হলেও আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে প্রকল্পটির পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিধি ১৮ অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রেরণ করা যেতে পারে;

খ) প্রকল্পটির সকল অংগের কাজ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যও শতভাগ অর্জন হয়নি। এ বিষয়ে সংশিষ্ট সংস্থা কর্তৃক লিখিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন;

গ) আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফ্যিজিবিলিটি স্ট্যাডি না করার ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পটির রাস্তা এবং ব্রিজের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ভবিষ্যতে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ ধরণের ত্রুটিপূর্ণ প্রাক্কলন প্রস্তুত পরিহার করতে হবে;

ঘ) রাস্তার মাঝে অবস্থিত বৈদ্যুতিক খুটি থাকার কারণে রাস্তাসমূহ হতে সর্বোত্তম সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না, এতে করে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। রাস্তাসমূহ হতে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য অতি দ্রুত অপসারণ করতে হবে;

ঙ) স্থানীয় সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি জন-সাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে কী/কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা বিস্তারিত প্রভাব সমীক্ষার মাধ্যমে নিরুপণ করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

চ) উন্নয়নকৃত রাস্তাসমূহ পরিষ্কারকরণসহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাতের জায়গা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;

ছ) প্রকল্পের আওতায় যে ৬টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়নি সেগুলো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাস্টার প্ল্যানের আলোকে দ্রুত নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

জ) আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়নকালে জিওবি সংস্থানের পাশাপাশি সংস্থার নিজস্ব অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে; এবং

ঝ) এ পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃআজগর আলী)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : জনাব মোঃ আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, সেক্টর ৩, আইএমইডি।

পরিদর্শনের তারিখ : ০৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ

পরিদর্শনকৃত এলাকা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা।

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১। প্রকল্পের নাম : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প ।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৩। প্রকল্পের ধরন : বিনিয়োগ।

৪। প্রকল্পের অর্থায়ন : জিওবি ও ডিএনসিসি (নিজস্ব)।

৫। প্রকল্প পরিচালকের নাম : খন্দকার মাহবুব আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৬। প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল ১, ২, ৩, ৪ ও ৫

৭। প্রকল্প অনুমোদন:

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
ডিপিপি	১৪-০৭-২০১৬	একনেক কর্তৃক অনুমোদন।
১ম সংশোধিত	২৫-০২-২০১৯	স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন।
২য় সংশোধিত	২৭-০৯-২০২০	একনেক কর্তৃক অনুমোদন।

৮। প্রকল্পের ব্যয়:

(লক্ষ টাকা)

ডিপিপি/ আরডিপিপি	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/নিজস্ব অর্থ	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
মূল	১০২৫৮৬.৫৪২০	৭১৮১০.৫৭৯৪	৩০৭৭৫.৯৬২৬	-
১ম সংশোধিত	১০২৫৮৬.৫০০০	৭১৮১০.৫৫০০	৩০৭৭৫.৯৫০০	-
২য় সংশোধিত	১০৮১৭৬.০৩৬০	১০২৭৬৭.২৩৪২	৫৪০৮.৮০১৮	৫.৪৪৮৬%

৯। বাস্তবায়নকাল:

ডিপিপি/ আরডিপিপি	বাস্তবায়নকাল	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
মূল	জুলাই ০১, ২০১৬ - ডিসেম্বর ৩১, ২০১৮	-
সংশোধিত (১ম)	জুলাই ০১, ২০১৬ - ডিসেম্বর ৩০, ২০১৯	১ বৎসর
সংশোধিত (২য়)	জুলাই ০১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০২১	২ বছর ৬ মাস

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।
- পথচারীদের হাটার সুবিধা প্রদান।
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

১১। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

- সাইট পরিদর্শন
- ডিপিপি ও নথি পর্যালোচনা
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার
- উপকারভোগীদের মতামত

১২। প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা দেশের সর্ববৃহৎ এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বর্ধনশীল শহর। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে শহরটির ৪০০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। যা পূর্ব পার্কিস্থানের প্রাদেশিক রাজধানী ছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকায় জনসংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে যেখানে জনসংখ্যা মাত্র ১.৬ মিলিয়ন ছিল সেখানে বর্তমান জন্যসংখ্যা প্রায় ১৫ মিলিয়ন। শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা প্রায় ৪ ভাগ যা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী। জনসংখ্যার দিক বিবেচনা করে ঢাকাকে মেগাসিটি বলা হলেও পরিচালিত শহরের কোন বৈশিষ্ট এখানে বিদ্যমান নেই। যেমনঃ পর্যাপ্ত সড়ক, পরিবহন অবকাঠামো, গণপরিবহন সুবিধা, সামাজিক পরিবেশ সেবা প্রভৃতি।

বিগত কয়েক দশকের নগরায়নের ফলে ঢাকা দেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আবাসিক, ব্যানিজিক, প্রশাসনিক এবং শিল্পকারখানা জন্য অবকাঠামোসহ ভবনের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব উন্নয়নের সাথে আনুপাতিকহারে সড়ক এবং পরিবহন অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা বাড়লেও ঢাকা শহরে সড়কের পরিমাণ মোট আয়তনের শতকরা ৭ ভাগ-যা আন্তর্জাতিক মানদন্ড শতকরা ২৫ ভাগের তুলনায় অনেক নিম্নে। পরিবহন অবকাঠামো সেবা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের সাথে শহরের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের সামঞ্জস্য নেই। ঢাকা শহরের যানবাহন এবং গণপরিবহন ব্যবস্থার অসহনীয় মাত্রায় পৌছেছে। ট্রাফিক জ্যাম, আন্তঃশহরে যাতায়াতের দীর্ঘ বিলম্ব এবং উচ্চ সড়ক দূর্ঘটনা শহরের সার্বিক পরিবহন পরিস্থিতিকে জটিল আকারে তৈরি করেছে।

অপর্যাপ্ত রাস্তা কভারেজ ছাড়াও বিদ্যমান রাস্তাগুলোর অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোচনীয়। অনেক রাস্তা ভাঙ্গা এবং পর্যাপ্ত পরিমানে প্রশস্থ নয়। এসব কারণে রাস্তাগুলোর ধারণ ক্ষমতা প্রত্যাশিত মাত্রায় চেয়ে অনেক কম। জীর্ণ সড়ক ব্যবস্থা, কিছু গূরুত্বপূর্ণ সংযোগ সড়কের অভাবে ট্রাফিক জ্যাম এবং অকার্যকর যানবাহন চলাচলের মূল কারণ বলে বিবেচিত করা হয়। এর ফলে ঢাকা শহরে সড়ক দূর্ঘটনা সংগঠিত হয়।

তাছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ড্রেনেজ সুবিধা অপর্যাপ্ত হওয়ার কারনে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, রাস্তার প্রশস্থতা কমে যায় এবং জনগণকে মারাত্মক দূর্ভোগ পোহাতে হয়। ২০১৬ সালের সাম্প্রতিক প্রবল এবং অবিরাম বর্ষণের ফলে ডিএনসিসি'র বিভিন্ন রাস্তার মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। ঢাকা শহরের অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট মারাত্মক জলাবদ্ধতা ট্রাফিক জ্যাম, জনদূর্ভোগ, পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। পর্যাপ্ত প্রাইমারি ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে বিদ্যমান অধিকাংশ সেকেন্ডারী/ টারশিয়ারি ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করে না। ফলে ডিএনসিসি কর্তৃক নির্মিত রাস্তাগুলো ডিজাইন লাইফ পর্যাপ্ত টেকে না এবং জলাবদ্ধতার কারণে আগেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যা ডিএনসিসি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নৈতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতার সবচেয়ে খারাপ প্রভাব হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব। যেসব এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা দূর্বল সেখানে বৃষ্টির পানি টয়লেট ও নর্দমার ময়লা পানির সাথে মিশে দূষনের সৃষ্টি করে এবং পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধ এলাকায় ম্যালেরিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা, চক্ষু ও চর্মরোগ হরহামেশাই দেখা যায়। অন্যদিকে দীর্ঘ সময় ধরে পানি জমে থাকা এবং অবিরত নোংরা পানির নিঃসরণ শহরের এবং এর আশেপাশের গাছপালা ধ্বংস করে। জলাবদ্ধতা যানবহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দেখা গেছে ২৫ মিঃমিঃ এর অধিক বৃষ্টিপাতে স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। জলাবদ্ধতা অবকাঠামোর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি করে। কেননা জলাবদ্ধতা রাস্তা এবং মাটির নিচের বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবা যেমন পানি, টেলিফোন, নর্দমা প্রভৃতির মেয়াদকাল কমায় এবং ক্ষতিসাধন করে। ফলে এসব সেবা সুবিধাসমূহ মেরামত করতে অনেক ব্যয় হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি পায়।

মেগা শহর ঢাকার উত্তর পার্শ্ব নিয়ে সম্প্রতি সৃষ্ট ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৩৬টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত। যা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত এবং আয়তন ৮২.৩৬ বর্গকিলোমিটার। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক পরিবহন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ উক্ত সংস্থাটি কাজে নিয়োজিত। সড়কের মেয়াদকাল ডিজাইন লাইফ বজায় রাখার জন্য ডিএনসিসি সড়কের পাশে এবং নীচে ড্রেন তৈরী করে। কাজেই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সমন্বিতভাবে রাস্তা এবং ড্রেনের সুবিধা উন্নয়নের কাজ করে। ডিএনসিসি'র প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক) ট্রাফিক জ্যাম কমানোর জন্য কার্যকরী সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন এবং সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।
খ) সড়ক এবং আশপার্শ্বের এলাকা হতে জলাবদ্ধতা নিরসন।
গ) পথচারীদের চলাচলের সুবিধা প্রদান।
ঘ) শহরের আধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

উপরের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সড়কের সাথে পথচারীদের চলাচলের সুবিধা এবং ড্রেনেজ নেটওয়ার্কযুক্ত করে সমন্বয় উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা । ডিএনসিসি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে এবং সংস্থাটির নিজস্ব আয় শহরের এই বিশাল পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ডিএনসিসি'র রাজস্ব আয় আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আবার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য সাধারন কার্যক্রম নির্বাহ করতে ডিএনসিসিকে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়। কাজেই ডিএনসিসি'র নিজস্ব আয় থেকে এই বিশাল নির্মাণ খরচ বহন করা সম্ভব নয়।

ডিএনসিসি আওতায় ১৩৪০ কিঃমিঃ সড়ক এবং ১২০০ কিঃমিঃ ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান আছে। এগুলো সাধারনত চার থেকে পাঁচ বছর পরপর রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রতি বছরে মাত্র ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার রাস্তা ডিএনসিসি'র নিজস্ব ফান্ড থেকে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামতবিহীন দেখা যায় এবং জনভোগান্তির চরমে পৌছেঁ। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন, ফুটপাত সুবিধাসহ কার্যকরী ও নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এই প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫(পাঁচ) টি অঞ্চলের (অঞ্চল-১-৫) ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য ১০২৫৮৬.৫৪২০ কোটি টাকার ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক বিগত ১২/০৫/২০১৬ ইং তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ১৪/০৭/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন হয়।

১৩। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :

১৩.১। দ্বিতীয় সংশোধনের কারণঃ

আন্তঃখাত ব্যয় সমন্বয়:

- দুইটি প্যাকেজের (W-৩৭ ও W-৩২) মধ্যে আন্তঃ প্যাকেজ ব্যয় সমন্বয় প্রয়োজন। W-৩৭ প্যাকেজের বিপরীতে আরডিপিপিতে বর্ণিত প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে কম ব্যয় প্রয়োজন হওয়ায় এবং W-৩২ প্যাকেজের বিপরীতে আরডিপিপিতে বর্ণিত প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে অধিক ব্যয় প্রয়োজন হওয়ায় আন্তঃ প্যাকেজ ব্যয় সমন্বয় করা প্রয়োজন হয়।

- প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত প্যাকেজ W-37 Rupnagar Link Road (Road No-2, Road No-6 to 11 Road No1, Road-23) রূপনগর আবাসিক এলাকার পশ্চিম এবং রূপনগর খালের পূর্ব পার্শ্বের রাস্তা। রূপনগর খালের সীমানা

নির্ধারন নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ এর সুয়ো-মোটোরূল নং-১৮/২০১৭ জারীর প্রেক্ষিতে W-37 তে অন্তর্ভূক্ত উপোরোক্ত রাস্তাটি নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে উপরোক্ত রাস্তাটি প্রকল্প হতে বাদ দিয়ে উহার পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্থ রূপনগর আবাসিক এলাকা রোড নং-৫,৬,৭,৮,৯,১০,১২,১৩,১৪, রোড নং-২/১,রোড ৭/১২ হতে রোড নং-৫, রোড নং-৩৯ রাস্তাগুলি প্যাকেজ W-৩৭ অন্তর্ভূক্ত করে উন্নয়ন হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নসহ জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং প্রকল্পের ব্যয় কিছুটা হ্রাস পায়।

- প্যাকেজ W-৩২ এ ভাষানটেক মেইন রাস্তা ফুটপাত ও নর্দমাসহ উন্নয়নের জন্য ১ম আরডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উক্ত রাস্তায় বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করায় রাস্তা প্রসস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাস্তাটির সম্পূর্ণ প্রস্থতায় উন্নয়ন করলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

নতুন ০২টি প্যাকেজ অন্তর্ভূক্তি:

- মিরপুর এলাকার সমন্বিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোমধ্যে প্রায় সকল প্রধান সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বিদ্যমান বাস্তবতায় মিরপুর এলাকায় ৫৮৫৯.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট ০২টি প্যাকেজ (W-৬৪ ও W-৬৫) জরুরী বিবেচনায় অত্র প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- আলোচ্য ২টি নতুন প্যাকেজের মধ্যে ১টি প্যাকেজ অর্থাৎ ৬৪নং প্যাকেজের আওতায় মিরপুর-১ সনি সিনেমা হল হতে মিরপুর-১৪ হয়ে দক্ষিণ কাফরুল এমপি চেক পোষ্ট পর্যন্ত সড়কের উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। মিরপুর এলাকার ভিআইপি সড়ক সংলগ্ন মিরপুর জাতীয় ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম থাকায় খেলা চলাকালীন বিদেশী খেলোয়াড়সহ বিদেশি অতিথি ও ভিভিআইপি চলাচল করেন বিধায় এ প্যাকেজের আওতায় পার্শ্ব নর্দমা ও সড়কদ্বীপ (মিডিয়ান) সংস্কারসহ রাস্তা উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়। অপর ১টি প্যাকেজ অর্থাৎ ৬৫নং প্যাকেজে কালশী সড়কসহ বর্ধিত পল্লবীর ক্ষতিগস্থ সড়কসমূহ উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়।
- ডিএনসিসি'র নিজস্ব বাজেটের সীমাবদ্ধতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ সড়কসমূহ উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি। জরাজীর্ণ ও অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকায় সড়কসমূহে অল্প বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছিল। ফলে এই দুইটি প্যাকেজ বাস্তবায়িত হলে সমন্বিত সুষম উন্নয়নসহ মিরপুর এলাকার উন্নয়ন দৃশ্যমান হবে।

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি:

- প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত সড়কের উপর বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা, গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তরিত রাস্তায় খন্ড জমি বরাদ্দ, রূপনগর খালের সীমানা বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের সুয়োমোটো রূল জারী ইত্যাদি কারনে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ক্ষেপন হয়। এছাড়া প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত সড়কের উপর বিভিন্ন ইউটিলিটি সংস্থার লাইন স্থানান্তর সময় সাপেক্ষ বিষয়। ফলে উক্ত বাধা সমূহ দূর করে পরিকল্পিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ক্ষেপন হয়।
- গত ১৪/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (একনেক) সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সেজন্য প্রকল্পের মেয়াদ ২য় বারের মত জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়।

প্রকল্পে ডিএনসিসি'র অর্থায়ন:

- সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে নগরীর রাস্ত-ঘাট উন্নয়ন ও মেরামত, ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, রাস্তার বাতি প্রজ্জ্বলন, মশক নিধন, যানজট নিরসনসহ যাবতীয় সেবা করতে হয়। অথচ রোড ট্যাক্স বাবদ সমুদয় অর্থ বিআরটিএ কর্তৃক আদায় হয়ে থাকে।
- সিটি কর্পোরেশন প্রতিবছর রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় নতুনভাবে ৮টি ইউনিয়ন (১৮ টি ওয়ার্ড) অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় উক্ত এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- অপরদিকে প্রায় ২৭ বছর আগের রেট অনুযায়ী হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করায় রাজস্ব আয় অনেক কম হয়। কিন্তু এ ২৭ বছরে কর্পোরেশনের উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয় বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিএনসিসি'র রাজস্ব আয় পর্যাপ্ত না হওয়ায় বিভিন্ন

প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কাজের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ম্যাচিং ফান্ডের অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব হয়নি।

- তৎপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশী হওয়ায় কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভবপর না হওয়ায় প্রকল্পটি সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল।
- উপরোক্ত বাস্তবতা বিবেচনায় গত ১৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (একনেক) সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০৮১৭৬.০৩৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি বাবদ ৯৫% অর্থাৎ ১০২৭৬৭.২৩ লক্ষ টাকা এবং ডিএনসিসি'র নিজস্ব অর্থ বাবদ ০৫% অর্থাৎ ৫৪০৮.৮০ লক্ষ টাকা রেখে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণ করা হয়।

১৩.২। প্রথম সংশোধনের কারণঃ

আন্ত:প্যাকেজ ব্যয় সমন্বয়:

অনুমোদিত ডিপিপিতে পূর্তকাজের সর্বমোট ৬২ (বাষট্টি) টি প্যাকেজ রয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি'র প্যাকেজ নং W-১৮ কাজটির দরপত্র আহবান করা হলেও MRT প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উক্ত প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়ন সমীচীন নয় বিধায় বাতিল করা হয়েছে। W-৩২ স্লোপ প্রোটেকশন দেয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সময়ের ব্যবধানে রাস্তার স্লোপ স্থিতিশীল হয়ে যাওয়ায় উক্ত কাজটির বাস্তবায়নের প্রয়োজন নাই। তাই অনুমোদিত ডিপিপি উক্ত প্যাকেজ ২টির কাজের নামের সংশোধন করা প্রয়োজন। তাছাড়া খিলক্ষেত তালারটেক এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এবং এলাকার রাস্তাসমূহ খারাপ থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ চরম দূর্ভোগ পোহাচ্ছে। উক্ত এলাকার রাস্তাসমূহ উন্নয়নকল্পে নতুনভাবে একটি প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থের মধ্যেই বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

মেয়াদ বৃদ্ধি:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বৈদ্যুতিক পোল স্থানান্তর, ইউটিলিটি স্থানান্তরের জন্য প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

১৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর প্রভাব:

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রাস্তার জলাবদ্ধতা আংশিক নিরসন হয়। এলাকার রাস্তায় যান চলাচলে সুবিধা বৃদ্ধি পায়। পথচারীদের জন্য আলাদা পথ চলার রাস্তা নির্দিষ্ট হয় । এই সকল ভৌতকাজ বাস্তবায়নের ফলে ফলে পানি, বাতাস, কিংবা জীব বৈচিত্রের কোন ক্ষতিসাধন হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রাস্তা ও পানি নিষ্কাসন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অল্প সময়ে অধিক বর্ষনে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি সম্ভবনা হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন: ভূমিকম্পের সময় নিরাপদ আশ্রয় গ্রহনে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারনে ক্ষয়ক্ষতি ঝুঁকি হ্রাস পায়।

১৫। অর্থ বছর ভিত্তিক প্রকল্প দলিল অনুযায়ী (ক) আর্থিক লক্ষমাত্রা; (খ) এডিপি বরাদ্দ ও (গ) ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক লক্ষমাত্রা (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)		এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	
	জিওবি	ডিএনসিসি		জিওবি	ডিএনসিসি
২০১৬-১৭	১৩০৪২.০০	৪২২০.০০	৮৮২০.০০	৮৮২০.০০	৪২২২.০০
২০১৭-১৮	৩৩১৮৪.৮০	১১৮৬.৮০	৩১৯৯৮.০০	৩১৯৯৮.০০	১০৯৯.৫৬
২০১৮-১৯	২৮৪২৪.০০	-	২৮৪২৪.০০	২৮৪২৪.০০	-
২০১৯-২০	২৫৬৮.৫৫	-	২৫৬৮.৫৫	২৫৬৮.৫৫	-
২০২০-২১	৩০৯৫৬.৬৮	-	৩০৯৫৬.৬৮	২৯২৯৯.১২	-

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ ও পরিমাণ:

ক্রমিক নং	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিমান
১	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	-
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-
৩	সম্মানী ভাতা (পিএসি, পিআইসি ও টিইসি)	থোক	-
৪	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	১৫ জন
৫	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	জন	২৫ জন
৬	উপদেষ্টা সেবা	থোক	-
৭	মোটরযান মেরামত	থোক	-
৮	মোটর সাইকেল	টি	১০টি
৯	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপি মেশিন,	থোক	-
১০	সড়ক উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২৪৫.৫৩
১১	নর্দমা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩৫৫.৫৫
১২	ফুটপাত উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২১৬.৬৪
১৩	ইউটিলিটি/ইপিডেন্ডাল ডেসকো, ওয়াসা, বিটিসিএল, তিতাস এবং অন্যান্য ইউটিলিটি	থোক	-

১৬.১। সড়ক উন্নয়ন: আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় ২৪৭.৯২ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ৫০৪৯৮.০০৬০ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ২৪৫.৫৫ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন বাবদ ব্যয় করা হয়ছে ৫১৮৫৩.১০১ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে এ অংগে ২.৩৯ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, অবৈধ দখলদারিত্বের কারণে ২.৩৯ কি.মি সড়ক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯০.০৪%।

১৬.২। ড্রেন নির্মাণ: আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় ৩৫৬.২১ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ৪৫৬৮৫.৪৯০০ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ৩৫৫.৫৫ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ বাবদ ব্যয় করা হয়ছে ৪৪৮৯৩.৫৩২ লক্ষ টাকা। উল্লেখ যে এ অংগে ০.৭১ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, অবৈধ দখলদারিত্বের কারণে ০.৭১ কি.মি ড্রেন নির্মাণ সম্ভব হয়নি। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৮০%।

১৬.৩। ফুটপাত নির্মাণ: আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় ২১৭.৭৬ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান রাখা হয় ৮৮৭১.২৯০০ লক্ষ টাকা। উক্ত সংস্থানের বিপরীতে ২১৬.৬৪ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ বাবদ ব্যয় করা হয়ছে ৭৬৭৬.৯৪০৩৪ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, অবৈধ দখলদারিত্বের কারণে ১.১২ কি.মি ফুটপাত নির্মাণ সম্ভব হয়নি। স্কিমটির ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৪৮%।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

১৭। অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড / সাব কোড	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	৩২৪৩১০১	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৭.০০০০	-	১.৪৮৫২২	-
২	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.০০০০	-	২.০০০০০	-
৩	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা (পিএসি, পিআইসি, টিওসি ও টিইসি)	থোক	১৫.০০০০	-	১১.৪৯৫০০	-
৪	৩২৩১১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	১৫০.০০০	৩২	৭৭.৩৩৮৮	১৫
৫	৩২৩১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	জন	৩.৫০০০	২৫	৩.৪৮৭৬৬	২৫
৬	৩২৫৭১	উপদেষ্টা সেবা	থোক	৪৭২.০০০	-	৪৬৯.৩৩৯	-
৭	৩২৫৮১	মোটরযান মেরামত	থোক	২.০০০০	-	০.০০০০	-

ক্রমিক নং	কোড / সাব কোড	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
৮	৪১১২১	মোটর সাইকেল	টি	১৯.৭৫০০	১০	১৯.৭৫০০	১০
৯	৪১১২২ ০২	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপি মেশিন, অফিস ফার্ণিচার	থোক	৫০.০০০০	-	০.০০০০	-
১০	৪১১১৩	সড়ক উন্নয়ন	কিঃ	৫০৪৯৮.০	২৪৭.	৫০০১১.১	২৪৫.
১১		নর্দমা উন্নয়ন	কিঃ	৪৫৬৮৫.৪	৩৫৬.	৪৫৬০০.৪	৩৫৫.
১২		ফূটপাত উন্নয়ন	কিঃ	৮৮৭১.২৯	২১৭.	৮৮১১.৮৯	২১৬.
১৩	৪১১১৩ ১২	ইউটিলিটি/ইপিডেন্ডাল ডেসকো, ওয়াসা, বিটিসিএল, তিতাস এবং অন্যান্য ইউটিলিটি	থোক	২৪০০.০০	-	১৪২২.৫১ ২৭৮	-
						১০৬৪৩১. ২৬	

১৭.১। সরবরাহ ও সেবাঃ

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	পরিমান
১	পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	থোক	-
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	-
৩	সম্মানি ভাতা	থোক	-
৪	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	১৫ জন
৫	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	জন	২৫ জন
৬	উপদেষ্টা সেবা	থোক	-

১৭.২। মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ প্রযোজ্য নয়।

১৭.৩। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা (নাম ও পদবী)	পরিদর্শনের তারিখ	সুপারিশসমূহ	মন্তব্য
সাইফুল ইসলাম উপপরিচালক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ০৩, আইএমইডি	১৮/০৯/২০২০ এবং ১৯/০৯/২০২০	➢ নতুন অনুমোদনকৃত ৬৪ ও ৬৫ নং প্যাকেজের মূল্যায়ন সমাপ্ত করে দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। গুনগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সমাপ্ত করে প্রকল্পে পিসিআর প্রদান করতে হবে। ➢ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সম্পন্নের জন্য সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় অর্থ ৩০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। ➢ নিয়মিত নির্মাণ সামগ্রী ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক মান বজায় রেখে কার্যস্থলে ব্যবহার করতে হবে। ➢ বাস্তবসম্মত সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্তির যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	➢ সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা (নাম ও পদবী)	পরিদর্শনের তারিখ	সুপারিশসমূহ	মন্তব্য
জনাব খলিল আহমেদ পরিচালক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ আইএমইডি	৩০/১০/২০১৯	➢ Result Based Monitoring এর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের out comes সৃষ্টি করা। প্রকল্পের টাকায় যে সকল ফুটপাত তৈরী করা হয়েছে তা দখলমুক্ত করে জনগণের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ➢ পিআইসি (PIC) ও পিএসসি (PSC) কমিটির সভাগুলো করে প্রকল্পে উদ্ভুত সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ➢ প্রকল্পে যে সকল নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হবে সেগুলোর নমুনা ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক মান বজায় রেখে ব্যবহার করতে হবে। কোনভাবেই নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী রাস্তায় ব্যবহার করা যাবে না। ➢ রাস্তার ফুটপাতে পেভমেন্টে যে সকল টাইলস ব্যবহার করা হবে সেগুলো যাতে সহজেই ভেংগে না যায় তাই টাইলসগুলোর গুনগতমান সঠিক রাখতে টাইলসের compressive strength টেন্ডার স্পেসিফিকেশনে উল্লেখ করে ঠিকাদারকে সরবরাহ করতে হবে এবং যে সকল ফুটপাতের টাইলস ইতোমধ্যে ভেংগে গেছে সেগুলো দ্রুত পুনঃস্থাপন করতে হবে। ➢ বেনারশী পল্লীতে বিহার ক্যাম্প সংলগ্ন ০৫টি রাস্তা উচ্চ আদালতে মামলা থাকার কারণে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা যায়নি। যার ফলে রাস্তাগুলোর কাজ করা যাচ্ছে না। আরডিপিপি নির্দেশিত প্রকল্পের কাজগুলো সমাপ্ত করতে মামলার স্থিতিবস্থা Vacate করতে জরুরীভাবে সিটি করপোরেশনকে উদ্যোগ নিতে হবে।	➢ সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
সাইফুল ইসলাম উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টর	২৩/০৩/২০১৮	➢ রাস্তার formation level ও ড্রেনের ঢাল সঠিকভাবে করার জন্য level machine এবং Staf গেজ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য প্রকল্প পরিচালকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ➢ র‍্যাম্পে mild slope সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। ➢ প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য প্রধান প্রধান কার্যক্রমের Time Bound Action Plan প্রণয়ন পূর্বক তা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।	➢ সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা (নাম ও পদবী)	পরিদর্শনের তারিখ	সুপারিশসমূহ	মন্তব্য
		➢ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামোসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণিত সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে হবে।	
জনাব মো: মফিজুল ইসলাম সচিব বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১০/০৭/২০১৭	➢ ড্রেনের পানি নিস্কাশন সহজতর করার লক্ষ্যে upstream এবং down stream এর ঢাল (slope) ঠিক রাখার জন্য Level Machine ও Staf গেজ ব্যবহার করতে হবে। ➢ প্রকল্পের কাজ সূষ্ঠভাবে ও প্রকল্প মেয়াদে সমাপ্ত করতে হলে ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। ➢ সর্বক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের গুনগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে কাজটি সমাপ্ত করতে হবে। প্রকল্পের গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য TQM (Total Quality Management) এর সকল ক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। ➢ প্রকল্পের কাজ পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদন করার নিমিত্ত কাজের একটি work/activity List তৈরী করতে হবে এবং সে মোতাবেক Work break down structure করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ➢ Project Steering কমিটি (PSC) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা ডিপিপি অনুযায়ী সময়ে সময়ে সম্পদান করতে হবে।	➢ সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
নাসিমা মহসিন মহাপরিচালক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২৬/০৪/২০১৭	➢ ২০৪.৮২ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন অঙ্গের বিপরীতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ২৬৬১১.২৮ লক্ষ টাকা ও ২৬৭.২৭ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ অঙ্গের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ২৭৬৪৭.৪৮ লক্ষ টাকা কম ব্যয়ের বিষযে প্রকল্প কার্যালয়ের কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে। ➢ ১১৯.২৭ কিঃমিঃ ফুটপাত নির্মাণ অঙ্গের বিপরীতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কোন ব্যয় সম্পন্ন না হওয়ায় বিষয়ে কার্যালয়ের কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে। ➢ মিরপুরের গাবতলীতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রিজিভ পেভমেন্টের পার্শ্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জমিতে অবৈধ দোকানপাট দ্রুত উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহণ করবে ➢ প্রকল্প এলাকায় নির্মাণ কাজ চলমান থাকার কারণে এলাকাবাসীর চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে বলে দেখা যায়। এ কারণে দ্রুততর সময়ে সকল কার্যক্রম মানসম্পন্নভাবে	➢ সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা (নাম ও পদবী)	পরিদর্শনের তারিখ	সুপারিশসমূহ	মন্তব্য
		সম্পন্নের বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকবে ➢ প্রকল্পের পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত করতে হবে এবং ➢ প্রকল্পের অডিট যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	

১৭.৪। সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন:

অবকাঠামো	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিমান	উন্নয়নকৃত কাজের পরিমান
সড়ক উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২৪৭.৯২	২৪৫.৫৩
নর্দমা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩৫৬.২১	৩৫৫.৫৫
ফুটপাত উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২১৭.৭৬	২১৬.৬৪

১৮। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ নং	প্রাক্কলিত মূল্য		চুক্তির তারিখ		কাজ সমাপ্তির তারিখ	
	ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য/সংশোধিত চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
W-01	১০.৭৯৯৯	১২.৫৯১৭	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৪-০৭-১৭	২৮-০২-১৮
W-02	২১.৭৬৩৩	২০.৯১১২	১০-০৮-১৬	২৭-০৮-১৭	০৯-০৯-১৮	২০-০৩-১৯
W-03	২৩.০০৯৬	২৪.৮৪৮৭	১০-০৮-১৬	২২-১২-১৬	৩১-১২-১৭	২৫-১২-১৭
W-04	১৭.৯১৮৫	১৮.৫৩৪৫	৩১-০৮-১৬	১১-০১-১৭	১৭-০৯-১৭	২৮-০২-১৮
W-05	১৯.৩০৫১	১৫.৭০১৮	১৪-১২-১৭	১১-০৪-১৮	১৫-১২-১৮	৩০-০৭-১৯
W-06	২২.৮৫৩১	১২.৯৯২৩	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	৩০-১১-১৮	৩০-০৭-১৯
W-07	১১.০৩২৬	১১.৪৪২২	৩১-০৮-১৬	১৬-০১-১৭	২১-০১-১৭	২৮-০২-১৮
W-08	১৭.৩২৯৫	১৭.২৬২৭	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১২-১৮	২৮-১২-১৯
W-09	৮.৯১৪২১	৮.৪৫৪৭	৩১-০৭-১৬	০৬-০২-১৭	১০-০৮-১৭	৩১-০১-১৮
W-10	১৩.৯০৫৯	১৩.২৯৭৭	১৪-১২-১৭	২১-০৩-১৮	৩০-১১-১৮	২০-০৬-২১
W-11	৯.৯৩৩১	১০.১৫৯৫	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১১-১৮	২০-০৬-২১
W-12	১৫.৪১০৪	১২.৬৬২৯	১৪-১২-১৭	২১-০৩-১৮	৩০-১১-১৮	২০-০৬-২১
W-13	৯.৫৭৯৯	১০.২৪২৭	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৪-০৬-১৭	২৪-০৬-১৭
W-14	৭.৫০৭১	৬.৬২৪১	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১১-১৮	১৫-০২-১৯
W-15	১৫.৯৫৮০	১৭.৪৮২৫	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৪-০৮-১৭	১৫-১২-১৭
W-16	১৬.১৯৪২	১৬.৬৮৮৭	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১২-১৮	১০-০৩-১৯
W-17	২৬.৭৫৭৮	২৬.৬৭৯২	১২-০৪-১৮	২৭-০৫-১৮	২৫-১২-১৮	৩০-০৭-২০
W-18	১৬.৮১১৩	১৫.৪৭৩৬	০৩-০৭-১৮	০১-১১-১৮	০৬-০৩-১৯	৩০-০৭-২০
W-19	১১.১২৩৫	১১.১৬৪৪	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৫-১১-১৬	৩০-১২-১৭
W-20	১০.৭০০২	১১.৬২৩৬	১০-০৮-১৬	২৭-১২-১৬	৩০-০৮-১৭	১৫-১২-১৭
W-21	১৩.৫৮৩৫	১৪.৩৮১৯	১০-০৮-১৬	১৬-০১-১৭	২০-০৯-১৭	১৫-০২-১৮

প্যাকেজ নং	প্রাক্কলিত মূল্য		চুক্তির তারিখ		কাজ সমাপ্তির তারিখ	
	ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য/সংশোধিত চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
W-22	১০.৪১২৩	১০.৪২০২	৩১-০৮-১৬	০৩-০১-১৭	০৪-০৯-১৭	০৮-০৮-১৮
W-23	১১.১৩৯৮	৯.৮৭৪৭	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	৩০-১১-১৮	২৮-০২-১৯
W-24	১০.৫৫০৫	৬.৯৮৭৪	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	৩০-১১-১৮	১৫-০২-১৯
W-25	১০.০৯৮৬	৯.৫৯২৪	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	৩০-১১-১৮	২৮-০২-১৯
W-26	১০.৩১৭৬	১০.৬৬৩৭	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	৩০-১১-১৮	৩০-০৬-১৯
W-27	১৫.৯১২৪	১৬.৬৮৬০	১০-০৮-১৬	২৬-০১-১৭	৩০-১০-১৭	৩০-০৯-১৯
W-28	১৫.৯৩৯৬	১২.৩০৮৪	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১২-১৮	১৩-০৪-১৯
W-29	৯.৭০৩৫	৮.৯৫৩৬	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	৩০-১১-১৮	৩০-০৬-১৯
W-30	১৪.০২৬৯	১২.৪৯৭১	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	৩০-১১-১৮	১৫-০৩-১৯
W-31	১৩.৮৫৫৫	১২.৮৮৩৫	১৪-১২-১৭	০৫-১৪-১৮	৩০-১১-১৮	১৫-০৩-১৯
W-32	১৯.১৬৫০	২৩.৫৭৮৩	০৩-০৭-১৮	০১-১১-১৮	০৬-০৩-১৯	২৮-১২-১৮
W-33	১৪.৮৫৩৯	১৬.০৯৭৬	৩১-০৭-১৬	০৬-০২-১৭	১০-১০-১৭	১৯-১২-১৭
W-34	১৬.১১২৩	১৭.৪৪৯৯	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১২-১৮	৩০-০৬-১৯
W-35	১০.৬৮৪৮	১১.৬১১০	১০-০৮-১৬	০৯.০১-১৭	১৩-০৯-১৭	৩১-১০-১৭
W-36	১৬.৪৫৮৫	১৬.১১৩৮	১৪-১২-১৭	১৯-০৪-১৮	২০-১২-১৮	১৫-০৭-১৯
W-37	১১.১৫৭৫	৯.৮৭৮০	৩১-০৮-১৬	২৬-০১-১৭	৩০-০৯-১৭	১৫-১২-১৯
W-38	১৫.২০২৯	১৬.২১১৩	৩১-০৮-১৬	২৬-০১-১৭	৩০-১০-১৭	১০-০৫-১৮
W-39	১৩.৮৫৫১	১২.৪৬৫১	১৪-১২-১৭	১৯-০৪-১৮	২০-১২-১৮	৩০-০৭-১৯
W-40	১৯.৫৮৪০	২০.২৪৮৩	৩১-০৮-১৬	০৩-০১-১৭	০৪-১০-১৭	১৫-১২-১৭
W-41	১৭.৩৯১০	১৭.৮৪১১	৩১-০৮-১৬	০৩-০১-১৭	০৪-০৯-১৭	১৫-১১-১৮
W-42	১৫.৪৮৫৩	১৪.৪৯৩৫	১৪-১২-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১২-১৮	২৮-১২-১৯
W-43	১৯.৪২৪১	১৭.৪৭৮১	১৪-১২-৭৭	০৭-০৬-১৮	১৫-১২-১৮	১৫-০৩-১৯
W-44	১৯.৫৭২৪	১৯.৭২২৩	৩১-০৭-১৬	২২-১২-১৬	০১-০১-১৭	৩০-০১-১৮
W-45	১৪.৪৩২২	১৫.৩৯৪৭	৩১-০৮-১৬	২৬-০১-১৭	০১-০২-১৭	২৮-০২-১৮
W-46	২৪.৭৪০০	২৫.৬৮১৬	১০-০৮-১৬	২৬-১২-১৬	৩০-১২-১৭	৩০-১২-১৭
W-47	২৪.২৯৪০	২৫.৯০৯৪	১০-০৮-১৬	২৭-১২-১৬	৩০-১২-১৭	১৫-০৪-১৮
W-48	২৪.২৩৫৫	২৫.০২২০	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৪-১১-১৭	২০-০৭-১৮
W-49	১৮.৮১৬৯	২১.২৮৫৩	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৪-০৮-১৭	২৫-০২-১৮
W-50	১৫.৮১৩৮	১৭.৩০৭৯	১০-০৮-১৬	২৭-১২-১৬	৩০-০৯-১৭	২৩-১১-১৭
W-51	১৫.৮৮০৮	১৯.১০৪৯	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	১৫-১১-১৬	১৮-০২-১৮
W-52	১৩.১৮৩৯	৯.১৫৫১	১১-০৪-১৭	০১-০৬-১৭	০৪-০২-১৮	৩০-০৬-১৯
W-53	২৪.৪৮৯১	২৫.২৭৭৫	১১-০৪-১৭	০১-০৬-১৭	০৪-০৭-১৮	৩০-০৭-১৯
W-54	১৯.৭৬৩৮	১৭.৭৪ ৪১	১৫-১১-১৭	০৫-০৪-১৮	১৫-১২-১৮	৩০-০৮-১৯
W-55	১৭.৩৩১১	১৮.০৮০৪	৩১-০৮-১৬	২৮-১২-১৬	৩০-০৯-১৭	২৮-০২-১৮
W-56	২২.০৩০৪	২৩.৬৫০৪	১৫-১১-১৭	১১-০২-১৮	৩০-০৯-১৮	১৫-০৬-১৯
W-57	২৮.২২৭১	২৯.৮৩৮৪	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৪-১১-১৭	২৮-০২-১৮

প্যাকেজ নং	প্রাক্কলিত মূল্য		চুক্তির তারিখ		কাজ সমাপ্তির তারিখ	
	ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য/সংশোধিত চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
W-58	১০.০৯০১	৯.৫৭৪১	৩১-০৮-১৬	০১-০১-১৭	০৪-০৯-১৭	১৫-১২-১৭
W-59	১২.২১৫৩	১৪.৪৩৯৪	৩১-০৭-১৬	১৫-১১-১৬	২৪-০৭-১৭	২৪-১১-১৭
W-60	১২.৭৬৯৯	১৩.২১৫৭	৩১-০৮-১৬	১৬-০১-১৭	২০-০৯-১৭	২০-১২-১৭
W-61	২৬.০৫৫৯	২২.৭২১২	১৫-১১-১৭	১১-০২-০৭	৩০-১০-১৮	৩০-০৩-১৯
W-62	২৪.৪৩০৮	২২.৫০৪২	১৫-১১-১৭	১১-০৩-১৮	১৩-১১-১৮	৩০-০৫-১৯
W-63	৫.৪৯৫৮	৪.৯৪৫৮	০৮-১১-১৮	১৪-০৩-১৯	১৫-০৮-১৯	১৫-০৮-১৯
W-64	২৯.৩৩৬১	২৮.২৫৩৪	২২-০৭-২০	১৫-১০-২০	২৯-০১-২১	০৭-০৬-২১
W-65	২৯.২৫৪৬	২৯.২১৪৫	২২-০৭-২০	১৫-১০-২০	২৯-০১-২১	০৭-০৬-২১
S-01	৩.০০০০	৪.৭১৮৫	২৮-০৬-১৬	২৭-১১-১৬	৩১-১২-১৯	৩১-১২-১৯

১৯। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পে পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
সৈয়দ কুদরতউল্লাহ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৫-২০১৯	অতিরিক্ত
খন্দকার মাহবুব আলম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	০৩-০৬-২০১৯ থেকে অদ্যবধি	অতিরিক্ত

২০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
• প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। • সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। • পথচারীদের হাটার সুবিধা প্রদান। • সংশ্লিষ্ট এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।	• প্রকল্পের আওতায় ২৪৫.৫৩ কি.মি সড়ক, ৩৫৫.৫৫ কি.মি. ড্রেন, ২১৬.৬৪ কি.মি ফুটপাত নির্মাণের ফলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পুরাতন এলাকার ১৫% সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি জলাবদ্ধতা হ্রাস এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য : প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ নেই।

২২। অডিট সম্পাদন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পের ৩টি অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অঞ্চল- ২ এর প্রকল্পের ৪৪টি প্যাকেজ সহ অন্যান্য অঞ্চলের অবশিষ্ট ২১টি প্যাকেজসহ মোট ৬৫টি প্যাকেজের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প অফিস হতে জানানো হয়েছে প্রকল্পের আওতায় কোন অডিট আপত্তি নেই।

২৩। পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধির অনুসরণঃ

পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট আইন-২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর আলোকে ইজিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয় এবং সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসরণ করে চুক্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

২৪। পর্যবেক্ষণ ও পরিলক্ষিত সমস্যা :

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন অঞ্চল-১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬৫ টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। তম্মধ্যে অঞ্চল ১ এ ০৪ টি, অঞ্চল ২ এ ৪৪ টি, অঞ্চল ৩ এ ০৩ টি, অঞ্চল ৪ এ ০৮টি এবং অঞ্চল ৫ এ ০৬টি প্যাকেজ বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বাধিক প্যাকেজ বাস্তবায়িত অঞ্চল-২ এ ৮টি প্যাকেজ নিবিড় পরিদর্শন করা হয়েছে।

২৪.১। স্কিমের নাম: Improvement and construction of different Roads, Lane, Bi-Lane. Drains and Footpaths of Block-D Section-13 of ward -04 under Zone-02 (Mirpur) (Package W-16).

আলোচ্য স্কিমটির কাজটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৬.১৯৪২ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-16/2017-18, Date-12/03/2018 চুক্তিমূল্য ১৪৫২.৩৫ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ১৬৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ২.৭৪৫ কিঃ মিঃ, পাইপ নর্দমা ০.৮০৯ কিঃ মিঃ, খোলা নর্দমা ৫.২৮০ কিঃ মিঃ, ফুটপাত ৫.১০ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ১৬৬২.৪১৫ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শন করা হয়।





প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা

২৪.২। স্কিমের নাম: Improvement of Different roads, drain & footpath of Extension Pallabi and Avenue-04, Ward-6, Including road safety under Zone-2 (Mirpur) (Package W-65).

আলোচ্য স্কিমটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ২৯২৫.৪৬ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-65/2020-2021, Date-03/10/2020 চুক্তিমূল্য ২৬২৮.৮৭ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ২৯২১.৪৫ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩.১৪৫ কিঃ মিঃ, পাইপ নর্দমা ১.৮৪৮ কিঃ মিঃ, কভার্ড ড্রেন ৩.৩৮৪ কিঃ মিঃ, ফুটপাত ০.৭৩৮ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ২৯২০.০৮৮ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শন করা হয়।




প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা

২৪.৩। স্কিমের নাম: Improvement of road, drain & footpath from Sony Hall To Sarnali Check post (South Kafrul) via Mirpur Section-14 and Purnima to Proshikha Bhaban Including road safety under Zone-2 (Mirpur). (Package W-64).

আলোচ্য স্কিমটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ২৯৩৩.৬১ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-64/2020-2021, Date-03/10/2020 চুক্তিমূল্য ২৮২৫.৩৪ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ২৯৩২.৫০২ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫.৪৩৭ কিঃ মিঃ, পাইপ নর্দমা ০.১৯১ কিঃ মিঃ, কভার্ড ড্রেন ৯.২৬৭ কিঃ মিঃ, ফুটপাত ১০.৮৭৪৮ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ২৯২৭.৮৭ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শন করা হয়।




২৪.৪। স্কিমের নাম: Improvement and construction of different Roads, Drains and Footpaths of Block-A, Section-10 of ward -03 under Zone-02 (Mirpur). (Package W-12).

আলোচ্য কাজটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৫৪১.০৪ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-12/2017-18, Date-12/03/2018 চুক্তিমূল্য ১৩৮৫.৮০৩ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ১২৬৬.২৮৯ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ২.৫২ কিঃ মিঃ, পাইপ নর্দমা ০.৮৯ কিঃ মিঃ, খোলা নর্দমা ৪.৬৭ কিঃ মিঃ, ফুটপাত ৪.৫৯ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ১২৬৬.২৯ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শন করা হয়।



২৪.৫। স্কিমের নাম: Improvement and construction of different Roads, Drains and Footpaths of Block C Section 10 of ward -03 under Zone-02 (Mirpur).(Package W-11).

আলোচ্য স্কিমটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ৯৯৩.৩১ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-11/2017-18, Date-14/03/2018 চুক্তিমূল্য ৮৯২.৭১২ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ১০১৫.৯৫ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ২.০০৮ কিঃ মিঃ, পাইপ নর্দমা ০.৭৬১ কিঃ মিঃ, কভার্ড ড্রেন ৩.৪৪৩ কিঃ মিঃ, ফুটপাত ৩.৭২৪ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ১০১৫.৭৯ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শন করা হয়। কার্যস্থল পরিমাপ করে সঠিক পাওয়া গিয়েছে।





২৪.৬। স্কিমের নাম: Improvement and construction of different Roads, Lane, Drains and foothpath at Arambag Main Road and Different Lanes, By-Lanes of ward -06 under Zone-02 (Mirpur). (Package W-28).

আলোচ্য স্কিমটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৫৯৩.৯৬ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-28/2017-18, Date-14/03/2018 চুক্তিমূল্য ১২৩১.৩৬১ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ১২৩০.৮৪ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ২.৩৬৪ কিঃ মিঃ, নর্দমা ৭.০৯২ কিঃ মিঃ, ফুটপাত ১.০০ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ১২২৯.৬৫৫ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শন করা হয়। বর্তমানে কার্যস্থল ভাল আছে।





২৪.৭। স্কিমের নাম: Improvement and construction of different Roads, Lane, Drains and foothpath at Arifabad, Chayaneer, Doaripara Main Road and different Lanes, ByeLanes of ward -06 under Zone-02 (Mirpur).(Package W-29).

আলোচ্য কাজটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ৯৭০.৩৫ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-29/2017-18, Date-12/03/2018 চুক্তিমূল্য ৮৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ৮৯৫.৩৬ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ২.২০১ কিঃ মিঃ, নর্দমা ৬.৬০৩ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ৮৯০.৯১২ লক্ষ টাকা।




২৪.৮ স্কিমের নাম: Improvement and construction of different Roads & Footpaths of Avenue-1, Avenue-3, Avenue-4, Avenue-7, Bauniabadth Area line-1, 10,17,18 & Block-D at Section-11 of ward-05 under Zone-2 (Mirpur). (Package W-17).

আলোচ্য স্কিমটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ২৬৭৫.৭৮ লক্ষ টাকা, NOA e-Gp-CONTRACT/PD/IDIP/W-17/2017-18, Date-14/05/2018 চুক্তিমূল্য ২৬১৫.৭৭ লক্ষ টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ২৬৬৭.৯২ লক্ষ টাকা। কৃত কাজের রাস্তার দৈর্ঘ্য ২.৯০৮ কিঃ মিঃ, পাইপ নর্দমা ১.১১১ কিঃ মিঃ, কভার্ড ড্রেন ৪.৩৪৬ খোলা, ফুটপাত ৪.১২৩ কিঃ মিঃ, সর্বমোট ব্যয় ২৬৬৭.৫০ লক্ষ টাকা।




২৪.৯। Package W-01: Improvement of Road, Drain and Footpath of Ward17 under Zone-01 (Uttara)

আলোচ্য স্কিমটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিলো ১০.৭৯৯৯ কোটি টাকা এবং চুক্তি মূল্য করা হয় ১২.৫৯১৭ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ১৫-১১-২০১৬ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৮-০২-২০১৮।

২৪.১০। Package W-02: Improvement of Road, Drain and Footpath of Ward-01 (Part) under Zone-01 (Uttara)

আলোচ্য স্কিমটির নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিলো ৭১.৭৬৩৩ কোটি টাকা এবং চুক্তি মূল্য করা হয় ২০.৭৬৩৩ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২৭-০৮-২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০-০৩-২০১৯।

২৫। অন্যান্য পর্যবেক্ষণ:

২৫.১) পরিদর্শনকালে দেখা যায় মিরপুর ১০,১১ এবং কালশী এলাকায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা কৃর্তক কিছু রাস্তা ও ফুটপাত ক্ষতিসাধিত হয়েছে। অনেক জায়গায় ফুটপাত এখনো দখলমুক্ত হয়নি। ফুটপাতের উপর ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়ীঘর দেখা গেছে। এছাড়া রাস্তার মধ্যে বৈদ্যুতিক পোল এবং গাছ দেখা গেছে। ফুটপাত এবং রাস্তার সাথে দোকানপাট, নির্মাণ সামগ্রী, যানবাহন পার্কিং এসব কারণে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তার মাঝখানে বৈদ্যুতিক খুটি রয়েছে। যা অদ্যাবধি স্থানান্তর করা হয়নি। এর ফলে অত্ররাস্তায় যানযটসহ প্রতিনিয়ত নানাবিধ দূর্ঘটনা ঘটছে। জনদূর্ভোগ এড়াতে অনতিবিলম্বে রাস্তা থেকে এই বৈদ্যুতিক খুটি স্থানান্তরিত করতে হবে।	
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তার ফুটপাত ও রাস্তারপাশে আবর্জনা স্তুপ আকারে রাখা হয়েছে। যার ফলে মানুষ, যানবাহন চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে।	

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফুটপাতে ব্যক্তিমালিকানীধীন দখলদারিত্ব রয়েছে। জনসাধারণের হাটার জন্য দখলকৃত ফুটপাত অবশ্যই দখলমুক্ত করে হাটার উপযোগী করে তুলতে হবে।	
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফুটপাতের উপর ব্যক্তিমালিকানাধীন বিল্ডিংয়ের বারান্দা ও পিলার রয়েছে। যা দখলমুক্ত করা প্রয়োজন।	

২৬। পরিদর্শনের আলোকে আইএমডির সুপারিশ/মতামত:

ক) অবৈধ দখলের কারণে যে সকল রাস্তা, ড্রেন ও ফুটপাত কম বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো দখল মুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

খ) স্থানীয় সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি জন-সাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে কী/কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা বিস্তারিত প্রভাব সমীক্ষার মাধ্যমে নিরুপণ করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

গ) উন্নয়নকৃত রাস্তাসমূহ পরিষ্কারকরণসহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাতের জায়গা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখল না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে;

ঘ) রাস্তায় অবৈধভাবে দোকানপাট স্থাপন, ময়লাস্তুপ জমাকরে রাখা এবং পার্কিং করা র কারণে রাস্তাসমূহ হতে সর্বোত্তম সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না, এতেকরে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। রাস্তাসমূহ হতে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য অতি দ্রুত অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে;

ঙ) কিছু ড্রেনের স্লাব না থাকায় প্রায়ই নানান দুর্ঘটনা ঘটছে বলে এলাকাবাসী জানান। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে হলেও জরুরী ভিত্তিতে এসব ড্রেনের স্লাব নির্মাণ করা প্রয়োজন মর্মে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে;

চ) আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ হওয়ায় ভবিষ্যৎতে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

ছ) এ পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগে লিখিত ভাবে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আজগর আলী)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : মোঃ আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, সেক্টর ৩, আইএমইডি।
পরিদর্শনের তারিখ : ৭ মে, ২০২২ খ্রি:
পরিদর্শনকৃত এলাকা : এয়ারপোর্ট রোড আর্মি স্টেডিয়াম, বনানী চেয়ারম্যানবাড়ী, মহাখালী ইন্টারসেকশন, মহাখালী বাস টার্মিনাল এবং শহীদ তাজ উদ্দিন সরনিস্থিত নাবিস্কো মোড়।

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১। প্রকল্পের নাম : ঢাকার তেজগাঁও সাতরাস্তা হতে উত্তরার হাউজ বিল্ডিং পর্যন্ত ১১ (এগার) টি ইউটার্ন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। প্রকল্পের ধরন : বিনিয়োগ প্রকল্প।
৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : জিওবি এবং ডিএনসিসি নিজস্ব
৬। প্রকল্প পরিচালকের নাম : খন্দকার মাহবুব আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৭। প্রকল্প এলাকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকা

৮। প্রকল্প অনুমোদন:

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মুল ডিপিপি	২৩.০১.২০১৭	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী
১ম সংশোধিত ডিপিপি	২০.০১.২০২০	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী

৯। প্রকল্পের ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি	মোট	জিওবি	ডিএনসিসি নিজস্ব	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
মুল ডিপিপি	২৪৮৩.০০	১৯৮৬.৪০	৪৯৬.৬০	
আরডিপিপি	৩১৮০.৯৭	৩১৮০.৯১	৬৩৬.১৯	+২৮.১০%

১০। বাস্তবায়নকাল:

ডিপিপি/ আরডিপিপি	বাস্তবায়নকাল	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
মুল	ডিসেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০১৭	
১ম সংশোধিত	ডিসেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় ১১ (এগার) টি ইউটার্ন নির্মাণ করা;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় সড়ক উন্নয়নসহ ইউটার্ন নির্মাণের মাধ্যমে ইন্টারসেকশনকে সিগন্যাল মুক্ত করন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভ্রমন সময় হ্রাস করে যানজট ২৫% হ্রাস করণ;
- পথচারীদের হাঁটার সুবিধা প্রদান; এবং
- সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

১২। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুণগতমান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহ;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
(চ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
(ছ) প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ।

১৩। প্রকল্পের পটভূমি:

ঢাকা শহরের অন্যতম সমস্যা এখন যানজট। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে গত ০১-০৯-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে হাতিরঝিল হতে গাজীপুর করিডোরে সর্বমোট ২২টি ইউ-লুপ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে উক্ত রাস্তায় শতকরা প্রায় ২৫% যানজট নিরসন হবে। পরবর্তীতে তেজগাঁও সাতরাস্তা হতে হাউজ বিল্ডিং পর্যন্ত ১২টি ইউ-লুপ নির্মাণের দায়িত্ব ডিএনসিসিকে এবং আবদুলস্নাহপুর হতে গাজীপুর তেলীপাড়া পর্যন্ত ১০টি ইউ-লুপ নির্মাণের দায়িত্ব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশকে অর্পন করা হয়। তেজগাঁও সাতরাসস্না হতে হাউজবিল্ডিং পর্যন্ত ১২টি ইউ-লুপ নির্মিত হলে যানচলাচল সহজতর হবে এবং বিভিন্ন ইন্টারসেকশনে দীর্ঘ যানজট হ্রাস পাবে। এ প্রেক্ষিতে এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে সম্পুর্ন জিওবি অর্থায়নের বাস্তবায়নের জন্য ২২৯৮.০০ ক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে ২৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মুল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্বামেত্মর আলোকে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার সংস্থা তথা ডিএমপি, ডিটিসিএ, বিআরটি প্রকল্প , সওজ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবিত ইউ-লুপ নির্মাণের বিষয়ে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটির রিপোর্ট এবং বিভিন্ন সংস্থার মতামতের আলোকে তেজগাঁও সাতরাসস্না মোড় থেকে উত্তরার হাউজ বিল্ডিং পর্যন্ত মোট ১১টি ইউটার্ন নির্মাণের জন্য ডিসেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মোট ২৪৮৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুর্নগঠিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। যা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ২৩.০১.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১৪। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গর্ভনেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ২৪/১০/২০১৬ তারিখের নির্দেশনার অনুবৃত্তিক্রমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত ডিপিপি গত ২৩/০৩/২০১৭খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুসারে এপ্রিল/২০১৮খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কাজ সমাপ্তির ক্ষক্ষ্য গত ২৯/১০/২০১৭খ্রিঃ তারিখে ২ (দুই) টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথেই নিযুক্ত ঠিকাদার ১১টি ইউটার্ন পয়েন্টে কাজ শুরু করেন। ইউটার্ন নির্মাণে বিভিন্ন সংস্থার (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ভূমি রেকড ও জরিপ অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি) জমি হস্তান্তর/ব্যবহারের অনুমতি না পাওয়ায় নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্থ হয়। ডিএনসিসি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করা হলেও সংস্থাসমূহের অসহযোগিতাসহ কাজ বাস্তবায়নকালে সাইটে সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাথে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কারনে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ইউটার্ন নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে হয়।

গত ২৮/১১/২০১৭খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আইএমইডি টিমদ্রুতপ্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের ক্ষক্ষ্য গত ১২/০২/২০১৮খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির Project Implementation

Committee (PIC) সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত PIC সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে প্রকল্পের সার্বিক বিষয়াদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, সড়ক ও সেতু বিভাগ কে প্রকল্পের সার্বিক জটিলতা ও অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগীতা করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং প্রকল্পের প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতিনিধিকে কো-আপট করে আলোচ্য প্রকল্পের প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে PSC সভা আহবানের অনুরোধ করা হয়।

Project Implementation Committee (PIC) সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রধানের অনুরোধের পেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২২/০৫/২০১৮খ্রিঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুশাসন এর পেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের ২৪মে ২০১৮খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরুপ:

ক্র:নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
১	''ঢাকার তেজগাঁও সাত রাস্তার মোড় থেকে উত্তরার হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত ১১টি ইউটার্ন নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটিতে বিদ্যমান বৈধ স্থাপনা/পুনঃনির্মাণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করা হবে। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২	ইউটার্ন নির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় জমি (১.৩৬ একর) ব্যবহারের অনুমতি এবং বিদ্যমান বৈধ স্থাপনা /পুনঃনির্মাণের ব্যয় বিবরণী আগামী ০১ সপ্তাহের মধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট প্রেরণ করতে হবে;	ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। খ) সড়ক ও জনপথ বিভাগ।
৩	বিআরটি প্রকল্প এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের সাথে সমন্বয়ের বিষয়টি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক সভা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;	ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৪	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ০.০৯ একর জমির বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	ক) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের। খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬	বাংলাদেশ রেলওয়ের ০.২২ একর জমির বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ বেলওয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	ক)রেলপথ মন্ত্রণালয়। খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০.০৬ একর জমির বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রকল্প বাস্তবায়নে উক্ত জমি ব্যবহার করতে পারবে।	ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

প্রকল্পটি সংক্রান্তে স্থানীয় সরকার বিভাগে গত ২৪মে ২০১৮খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে ২৯শে মে ২০১৮খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরুপ:

ক্রঃনঃ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
১	বিআরটি প্রকল্প এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পেরর সাথে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় করে ইউটার্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে বিআরটি প্রকল্প এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ডিএনসিসিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।	ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। খ)বিআরটি প্রকল্প। গ) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প।
২	গত ২৪/৫/২০১৮খ্রিঃ তারিখ সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সভাপতিত্বে ''ঢাকার তেজগাঁও সাত রাস্তার মোড় থেকে উত্তরার হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত ১১টি ইউটার্ন নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের ক্ষক্ষ্য অনুষ্ঠিত সভার অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুতবাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।	ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। খ)রেলপথ মন্ত্রণালয়। গ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। ঘ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গত ২৭/০৫/২০১৮খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিগত ২৪/০৫/২০১৮খ্রিঃ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর থেকে সংস্থাটির বৈধ স্থাপনা অপসারন/পূর্ননির্মাণ বাবদ ক্ষতিপূরণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে আলোচ্য প্রকল্পটির আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রনালয়ের উপস্থাপনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ২৪/০৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য জমি ব্যবহারের অনুমতি এবং বিদ্যমান বৈধ স্থাপনা/পূর্ন নির্মাণের বিবরণী প্রেরণ জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কে অনুরোধ করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৯/০৭/২০১৮খ্রিঃ তারিখে সওজ কর্মচারীদের পূর্নবাসন ও অবকাঠামো পূর্নঃ নির্মাণ কাজের ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন দাখিল করেন।

প্রকল্পের জমি হস্তান্তর/ব্যবহার সংক্রান্ত জটিলতা এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে অনুমতি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় সকল প্রস্তুতি থাকা সত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের সকল কাজ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বৈদ্যুতিক পোল স্থানান্তর, ইউটিলিটি স্থানান্তর এর চ্যালেঞ্জ ছিল। বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করতে হয়। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্পটির বিভিন্ন সংস্থার চাহিদাকৃত ডিমান্ড নোটের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ইউটিলিটি স্থানান্তরের বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

অনুমোদিত ডিপিপিভুক্ত এবং কার্যাদেশ প্রদানকৃত ২ (দুই) টি পূর্ত কাজের প্যাকেজের আওতায় ১০ (দশ) টি ইউটার্ন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। মোট ডিপিপিভুক্ত পূর্ত কাজের প্যাকেজের সংখ্যা ২ (দুই) টি। প্যাকেজ ২টির আওতায় ১১টি ইউটান নির্মাণের সাইটে সরকারের অধিক গুরম্নত্বপূর্ণ BRT প্রকল্পের এলাইনমেন্ট থাকায় ১১টি ইউটার্ন নির্মাণের পরিবর্তে ১০টি ইউটার্ন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যার ফলে পূর্বে প্রস্তাবিত ইউটার্নের দৈঘ্য/প্রশস্থতা হ্রাস-বৃদ্ধিসহ নকশা ও প্রস্তাবিত সাইটের কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়। প্যাকেজ নং W-02 এর ৫(পাঁচ) টি ইউটার্ন নির্মাণের মধ্যে ১টি ইউটার্ন নির্মান কাজ BRT প্রকল্পের এলাইনমেন্ট থাকায় বাদ দেওয়া হয়েছে, যার পেক্ষিতে ১০টি ইউটার্ন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাসত্মবতার পেক্ষিতে প্রস্তাবিত ইউটার্নগুলোর দৈঘ্য/প্রশস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রম্নতিতে তুলনামূলক ভাবে প্যাকেজের খরচ বৃদ্ধি হয়েছে।

গত ০৩/০৭/২০১৯ ইং তারিখে অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সভাপতিত্বে প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন না হওয়া এবং বিআরটি প্রকল্প হতে কাজ করানো ইত্যাদি উদ্ভুত সমস্যা পর্যালোচনার ক্ষম্য আমত্মঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এবং পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং-২ এর ০২/০৭/২০১৯ ইং তারিখে প্রকল্পের পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রেরনের তাগাদাপত্র, সাইটের বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) প্রস্তুত করা হয়।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর প্রভাব:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়েনি বরং ইউটার্ন নির্মাণের ফলে গাড়ির যাতায়াত সময় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়া এবং যানবাহনের জ্বালানী খরচ সাশ্রয় হয়েছে। এতে বায়ুদূষণ কমেছে। এছাড়া ইউটার্ন নির্মাণের পর ডিএনসিসি হতে প্রচারণামূলক কাজ গ্রহণ করায় যানবাহন চালকদের হর্ন দেয়ার প্রবনতা উল্লেখযোগ্য হারে এই করিডোরে হ্রাস পেয়েছে। এতে শব্দ দূষণ হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উন্নতি হয়েছে।

১৬। অর্থ বছর ভিত্তিক প্রকল্প দলিল অনুযায়ী (ক) আর্থিক ক্ষমাত্রা; (খ) এডিপি বরাদ্দ ও (গ) ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক ক্ষমাত্রা (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১৬-১৭	৫.০০	-	-
২০১৭-১৮	-	-	-
২০১৮-১৯	৬৩১.১৯	-	-
২০১৯-২০	১৫৪৪.৭৮	১৭২১.০০	১৭২১.০০
২০২০-২১	১০০০.০০	৮২৩.৭৮	৮০৩.৭৮
মোট	৩১৮০.৯৭	২৫৪৪.৭৮	২৫২৪.৭৮

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ ও পরিমাণ:

- সড়ক, ড্রেন, ফুটপাত সংস্কারসহ ইউটার্ন নির্মাণ ১০টি
- বাউন্ডারীওয়াল, ড্রেন, গ্যারেজ,টিনসেড অপসারন ও পূর্ননির্মাণ
- ইউটিলিটি/ইন্সিডেন্টাল (ডেসকো, ওয়াসা, বিটিসিএল, তিতাস এবং অন্যান্য ইউটিলিটি)
- ক্ষতিপূরণ
- উপদেষ্টা সেবা

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

১৭। অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কোড / সাব কোড বর্ণনা	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিকল্পিত ক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
		(ক) রাজস্ব					
১	৩২৫৭১০১	উপদেষ্টা সেবা	থোক	২৫.০০	-	-	-
		(খ) মূলধন					
২	৪১১১৩০২	সড়ক, ড্রেন, ফুটপাত সংস্কারসহ ইউটার্ন নির্মাণ	সংখ্যা	২২১৯.০০	১০টি	২১৮৭.০২	১০টি
৩	৪১১১৩০৭	বাউন্ডারিওয়াল, ড্রেন, গ্যারেজ,টিনসেড অপসারণ ও পূর্ননির্মাণ	থোক	২৪০.০০	-	২৩০.১৪	-
৪	৪১১১৩১৩	ইউটিলিটি/ইন্সিডেন্টাল (ডেসকো, ওয়াসা, বিটিসিএল, তিতাস এবং অন্যান্য ইউটিলিটি)	থোক	১৯১.০৯	-	৬৬.৮৫	-
৫	৪১১১৩১৪	ক্ষতিপূরণ	থোক	৫০৫.৮৮	-	৫০৫.৮৭	-
		মোট		৩১৮০.৯৭		২৯৮৯.৮৮	

১৭.১।সরবরাহ ও সেবা:

প্রকল্পের আওতায় কোন সরবরাহ প্যাকেজ ছিল না। ইউটার্ন কাজের ডিজাইন, ড্রইং বাবদ সেবা গ্রহনের একটি প্যাকেজ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত ছিল। উক্ত প্রকল্পের কাজের ডিজাইন, ড্রইং ও প্রাক্কলণ ডিএনসিসি'র নিজস্ব জনবল এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৭.২।মধ্যবর্তী মূল্যায়ন:

প্রকল্পের মধ্যবর্তী মুল্যায়ন ডিএনসিসি'র নিজস্ব প্রকৌশলীগনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। মুল্যায়ন কালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবর্তীতে সংশ্লিষ্ঠ সংস্থার প্রতিনিধিগনের সাথে মাননীয় মেয়র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইউর্টান সমূহ ব্যবহার করে যানবাহন ও নগরবাসী সুফল ভোগ করছেন।

১৭.৩।সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন:

প্রকল্পের আওতায় উত্তরার হাউজ বিল্ডিং মোড় হতে তেজগাঁও সাতরাস্তা পযন্ত ১০টি লোকেশনে ইউটার্ন নিমাণ কাজ করা হয়েছ। ইউটার্ন নির্মাণের জন্য সড়ক প্রশস্থকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে যানবাহন চলাচল সহজীকরণ হয়েছে। এছাড়া নির্মিত ইউটার্নের সাইটের দুইপাশে নর্দমা নির্মাণ করার ফলে পানি প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। দুইপাশে ফুটপাত নির্মাণ করার ফলে পথচারীগন সাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারছে। প্রকল্পের সাইটে পযার্প্ত ট্রাফিক সাইন, রোড মার্কিং কাজ করা হয়েছ, ফলে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

Description of procurement (goods/ works /consultancy) as per bid document	Tender/Bid/ Proposal Cost (Tk. in Lakh)		Tender/Bid/ Proposal		Date of completion of works/ services and supply of goods	
	As per RDPP	Contract value	Invitation date	Contract signing	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Package W-01: Construction of 6 nos U-Turn from Tejgong Satrasta to Banani Graveyard.	1319.00	1300.35	17.07.17	29.10.17	29.04.18	31.03.21
Package W-02: Construction of 5 nos U-Turn from Banani overpass to House building Uttara.	1140.00	1139.13	17.07.17	29.10.17	29.04.18	31.03.21

১৯। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পে পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
খন্দকার মাহবুব আলম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সিভিল সার্কেল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	অতিরিক্ত দায়িত্ব

২০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ক্র:নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১	প্রকল্প এলাকায় ১১ (এগার) টি ইউটার্ন নির্মাণ করা।	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় ১০ (দশ) টি ইউটার্ন নির্মাণ করা হয়েছে।
২	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় সড়ক উন্নয়নসহ ইউটার্ন নির্মাণের মাধ্যমে ইন্টারসেকশনকে সিগন্যাল মুক্তকরণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভ্রমন সময় হ্রাস করে যানজট ২৫% হ্রাসকরণ।	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উত্তরাস্থিত ঢাকা ময়মনসিংহ রোড, এয়ারপোর্ট রোড এবং শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ সরণি এলাকায় সড়ক উন্নয়নসহ ইউটার্ন নির্মাণের মাধ্যমে ইন্টারসেকশনকে সিগন্যাল মুক্ত করন করা হয়েছে। সিগনালবীহিন ভাবে যানবাহন যাতায়াত করছে। সড়কে যানবাহনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যাপ্ত রোড সাইন, মাকিং কাজ করার ফলে উক্ত করিডোরে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে সিগনালবীহিন যান চলাচলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভ্রমন সময় হ্রাস পেয়েছে এবং প্রকল্প পরবর্তী ট্রাফিক সার্ভে, মুল্যায়ন ও পর্যবেক্ষ যানজট ২৮% হ্রাস পেয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।
৩	পথচারীদের হাঁটার সুবিধা প্রদান।	প্রকল্প এলাকায় ইউর্টান নির্মাণের সাইটে দুইপাশের ফুটপাত নির্মান ও উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে পথচারীগনের হাটার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪	সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠ এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

২১। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

২২। অডিট সম্পাদন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত এক্সটার্নাল অডিট: সরকারি অডিট দল ডিএনসিসি'র অন্যান্য কাজের নথির অডিট আপত্তির সাথে ০৫.১২.২০২১ তারিখে এই প্রকল্প সংক্রান্ত অডিট পর্যবেক্ষণ করেছেন। তবে এ প্রকল্পের কোন অডিট আপত্তি উত্তাপিত হয়নি।

২৩। পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধির অনুসরণঃ প্রকল্পের আওতায় ২টি পুর্ত কাজ ক্রয় করা হয়। উক্ত কাজের দরপত্র আহবান ইজিপি পদ্বতিতে করা হয়। যথাযথ ভাবে প্রচলিত আইন ও বিধির অনুসরনে পুর্ত কাজ সমূহের ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

২৪। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় স্কিমগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা-

ক) স্কিমের নাম: Construction of 6 nos U-Turn from Tejgong Satrasta to Banani Graveyard (Package W-01)

বিবরণ: উক্ত স্কিমের আওতায় তেজগাঁও সাতরাস্তার বিজিপ্রেস এর সামনে, নাবিস্কো, মহাখালী বাস টার্মিনাল, মহাখালী আমতলী, বনানী চেয়ারম্যানবাড়ী এবং এয়ারপোর্ট রোড আর্মি স্টেডিয়ামের সামনে সহ মোট ৬ (ছয়) টি ইউটার্ন নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উক্ত ইউটার্ন গুলো ব্যবহার করে যাতায়াতকারী যানবাহনসমূহ দিক পরিবর্তন করছে। এতে স্বাভাবিকভাবে গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মিত ইউটার্ন গুলোর দুইপাশে ফুটপাত ভালো অবস্থায় পাওয়া যায়, রাস্তার মাঝখানের ফাঁকা অংশে দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষাদি রোপন করা হয়েছে। তবে চেয়ারম্যানবাড়ীর ইউটার্ন এর ফলে যানযট বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে সুবিধাভোগীরা জানান।

খ) স্কিমের নাম: Construction of 5 nos U-Turn from Banani overpass to House building Uttara (Package W-02)

বিবরণ: উক্ত স্কিমের আওতায় বনানী ওভারপাসের নিচে, ফ্লাইং ক্লাব কাউলা, উত্তরা র‍্যাব ১ অফিসের সামনে এবং উত্তরা রাজলক্ষী নামক এলাকায় সহ মোট ৪ (চার) টি ইউটার্ন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মূল ডিপিপিতে এই প্যাকেজে আর্মি গলফ ক্লাব এর সামনে একটি ইউটার্ন নির্মান অর্ন্তভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মতামতের ভিত্তিতে এবং কারিগরী দিক বিবেচনায় ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে উক্ত স্থানের ইউটার্ন নির্মাণ বাদ দেয়া হয়। ফলে এই প্যাকেজের আওতায় ৪টি ইউটার্ন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উক্ত ইউটার্ন গুলো ব্যবহার করে যাতায়াতকারী যানবাহনসমূহ দিক পরিবর্তন করছে। এতে স্বাভাবিকভাবে গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মিত ইউটার্ন গুলোর দুইপাশে ফুটপাত ভালো অবস্থায় পাওয়া যায়, রাস্তার মাঝখানের ফাঁকা অংশে দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষাদি রোপণ করা হয়েছে।



চিত্র:এয়ারপোর্ট রোড আর্মি স্টেডিয়ামের সামনের ইউটার্ন।



প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফুটপাতের চিত্র।



বনানী চেয়ারম্যানবাড়ী এলাকায় নির্মিত ইউটার্ন



নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রীল ফেন্সিং

২৬। পরিদর্শনের আলোকে আইএমডির সুপারিশ/মতামত সমূহ:

ক) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইউটার্ন গুলোর সুফল স্ব স্ব রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনসমূহ ভোগ করছেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে সমন্বয় করে ইউটার্ন গুলোর ব্যবহার জনস্বার্থে অব্যাহত রাখতে হবে। ইউটার্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলাচলকারী যানবাহন এবং জনসাধারনকে সচেতন করার নিমিত্ত জনসচেতনতামূলক প্রচারণা করা যেতে পারে। ডিএনসিসি কর্তৃক ইউটার্ন গুলোর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

খ) চেয়ারম্যানবাড়ীর ইউটার্ন উন্নয়নের জন্য যানযট বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে;

গ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইউটার্নসমূহ ইন্টারসেকশনকে সিগন্যাল মুক্তকরণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভ্রমন সময় হ্রাস করে, যানজট ২৫% হ্রাসকরণ, এবং জন-সাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে কী/কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা বিস্তারিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে নিরুপণ করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; এবং

ঘ) এ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে মতামত/সুপারিশে আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ আজগর আলী)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
www.imed.gov.bd

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন-জুন, ২০২১

১।	প্রকল্পের নাম	:	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প
২।	প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক
৩।	প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ	:	১০/১১ জুন,২০২২ খ্রিঃ
৪।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

৬। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, দিঘীনালা, পানছড়ি , মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, মানিকছড়ি , বিলাইছড়ি ও লক্ষীছড়ি।

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৪৪০৮.২৫	--	৪২৫৮.৫০	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯	--	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১	--	১৮ মাস (৫০%)

৮। প্রকল্পের পটভূমি: খাগড়াছড়ি জেলার ০৯টি উপজেলার গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি মোট ৪৪০৮.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২১/০৩/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ম বার ৬মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২য় বার জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(ক) প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে-নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত)

- প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় ৩৯.৭৯% হতে ৫২.৯৪%এ উন্নতিকরণ; এবং
- কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

১০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- রিংওয়েল সংস্কার ৮৬৫টি
- রিংওয়েল নির্মাণ ২৬৫টি
- গভীর নলকূপ স্থাপন ১৬৭৯টি
- কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ ৫১টি

১১। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঘ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	প্রশিক্ষণ	থোক	২১.৩৭	থোক	২১.৩৭ (১০০%)	থোক (১০০%)
২	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা, প্রকাশনা ও সমাপ্তির প্রতিবেদন	থোক	৫.০০	থোক	৩০০	থোক (১০০%)
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫৮.৬৩	থোক	৪৫.৬৩	থোক (১০০%)
৪	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (মোটরযান)	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৫	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৬	স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা পানি সরবরাহ (রিংওয়েল) সংস্কার	সংখ্যা	২৫৯.৫০	৮৬৫টি	২৫৯.৫০ (১০০%)	৮৬৫টি (১০০%)
	উপমোট (রাজস্ব ব্যয়):		৩৫৮.৫০		৩৪৩.৫০	
(খ) মূলধন ব্যয়						
৭	যন্ত্রপাতি	থোক	৪৯.০০	থোক	৪৯.৫০	থোক (১০০%)
৮	৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৩৪৪.৫০	২৬৫টি	৩২৬.৫৬	২৬৫টি (১০০%)
৯	৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৩১০৬.১৫	১৬৭৯টি	৩০৯৭.১৫	১৬৭৯টি (১০০%)
১০	পানি সরবরাহসহ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	সংখ্যা	৫১০.০০	৫১টি	৪৪২.২৯	৫১টি (১০০%)
উপমোট (মূলধন ব্যয়):			৪০০৯.৬৫	--	৪২৫৮.৫	--
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		থোক	২০.০৫	-	-	-
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		থোক	২০.০৫	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			৪৪০৮.২৫	১০০%	৪২৫৮.৫০ (৯৬.৫৯%)	১০০%

তথ্যসূত্র: পিসিআর এর তথ্য মতে

১৩। বছরভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয়

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৭-২০১৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০	--	১৫০০.০০	১৪৮৮.০০	১৪৮৮.০০	-	৩৫%
২০১৮-২০১৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০	--	১৮০০.০০	১৭৯৯.০০	১৭৯৯.০০	-	৪২%
২০১৯-২০২০	৯৮৬.০০	৯৮৬.০০	--	৯৮৬.০০	৫০২.৬৩	৫০২.৬৩	--	১২%
২০২০-২০২১	৪৬৯.০০	৪৬৯.০০	--	৪৬৯.০০	৪৬৮.৮৭	৪৬৮.৮৭	--	১১%
মোট:	৪৭৫৫.০০	৪৭৫৫.০০		৪৭৫৫.০০	৪২৫৮.৫০	৪২৫৮.৫০(৯৬.৫৯%	--	১০০%

তথ্যসূত্র: পিসিআর এর তথ্য মতে

১৪। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

প্রকল্পটি ৪৪০৮.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৭৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪৭৫৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২৫৮.৫০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.৬০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ছাড়কৃত অব্যয়িত ৪৯৬.৫০ লক্ষ টাকা বছরভিত্তিক (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২.০০ লক্ষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১.০০ লক্ষ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৮৩.৩৭ লক্ষ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.১৩ লক্ষ টাকা) সমর্পন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রম	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি ও মূল দপ্তর	দায়িত্বের ধরণ		কর্মকাল	
			পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদান	বদলী
০১	মোঃ বজলুল হক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	০১-০৬-২০১৭	০৯-০৮-২০১৭
০২	মোহাম্মদ সামসুল হক ভূইয়া	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	হ্যাঁ	২২-০৮-২০১৭	২৫-০৯-২০১৭
০৩	মোঃ ফিরোজ আলম চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	০৮-১০-২০১৭	১৭-০৯-২০১৮
০৪	মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	১৫-০৪-২০১৯	৩০-০৬-২০২১

১৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৭। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ :

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক গত ১০-১১ জুন,২০২২ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৮। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

১৮.১। ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন : অনুমোদিত ডিপিপিতে ২৬৫টি রিংওয়েল নির্মাণ বাবদ ৩৪৪.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে পিসিআর এর তথ্যমতে ২৬৫টি রিংওয়েল নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩২৬.৫৬ লক্ষ টাকা ।

এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৭৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ে তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় মোট ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৮.২। <u>স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা পানি সরবরাহ (রিংওয়েল) সংস্কার, মাটিরাঙ্গা উপজেলা</u> :

অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮৬৫টি রিংওয়েল সংস্কার বাবদ ২৫৯.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ৮৬৫টি রিংওয়েল সংস্কার বাবদ ব্যয় হয়েছে ২৫৯.৫০ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনা দেখা যায়, ৯টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৮৬৫টি রিংওয়েল মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শিত K-RW/REX-08 প্যাকেজের আওতায় মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ৪২টি, গুইমারা উপজেলায় ৩০টি, মানিকছড়ি উপজেলায় ৪০টি মোট ১১২টি রিংওয়েল মেরামতের জন্য ৩৬,৩৪,৯৬৬ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২০/১১/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৯/০৩/২০১৯। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় মাটিরাঙ্গা, ডাকবালো বড়নাল শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির এলাকায় স্থাপিত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। এটির গভীরতা ৫০ ফুট। উপস্থিত টিউবওয়েল মেকানিক জানান পাইপ পাল্টানো, রড স্যালেন্সার পরিবর্তন এবং টিউবওয়েল এর মাথা পরিবর্তনের মাধ্যমে রিংওয়েলটি সংস্কার করা হয়েছে। তবে এ সংস্কার কাজে টিউবওয়েল এর প্লাটফর্মের স্লোপ যথাযথ হয়নি। ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যাহত হচ্ছে। উপস্থিত উপজেলা প্রকৌশলীকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। উপকারভোগী মন্দিরের পুরোহিত মিঠুন চক্রবর্তী জানান পূর্বে পানির সমস্যা প্রকট ছিল এটি নির্মাণের ফলে মন্দিরের লোকজনের পানির সমস্যা দূর হয়েছে।



১৮.৩ ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, পানছড়ি উপজেলা :

অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৬৭৯ টি গভীর নলকূপ স্থাপন বাবদ ৩১০৬.১৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিসিআর এর তথ্য অনুযায়ী ১৬৭৯টি ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩০৯৭.১৫ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৭১% এবং ১০০%। K-DTW-23 প্যাকেজের আওতায় পরিদর্শিত পানছড়ি উপজেলায় ২৮টি, গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ৪৬,৪৭,৭৫৯ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ১৬/৪/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৫/৮/২০১৮ । নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ক) পরিদর্শিত K-DTW-23 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের শান্তিপুর গ্রামে নমতা রঞ্জন চাকমা (০১৮৯৩০৫১২৪১) এর বাড়ীতে স্থাপনকৃত ৬নং পাম্পযুক্ত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। টিউবওয়েলটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হস্তান্তর করা হয়েছে। এটির গভীরতা ৪৪০ ফুট। ব্যবহারকারী নিজ উদ্যোগে টিউবওয়েলটিতে সাবমার্সিবল পাম্প সংযোগ করেছেন। পানছড়ি উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নলকূপ মেকানিক কিশোর কুমার ত্রিপুরা এটি দেখভাল করছেন। গভীর নলকূপটির পানি পান করে গুণগতমান ভাল মনে হয়েছে। উপস্থিত উপকারভোগী কাজল চাকমা জানান নলকূপটি স্থাপনের ফলে এলাকার ৭টি পরিবারসহ আশপাশে বসবাসরত অন্যান্য জনসাধারণ এখান থেকে পানি সংগ্রহ করেন। তবে নলকূপের গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত স্টিকার লাগানো ছিলনা । প্রকল্পের নাম ফলক স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(খ) K-DTW-23 প্যাকেজের আওতায় একই ইউনিয়নের দক্ষিন শান্তিপুর গ্রামের ধর্মসিধু চাকমা (মোবাইল ০১৮৫৭৬৫১১৬৫) এর বাড়ীতে স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। ২০১৭ সালে এটি ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। উপকারভোগী সামু চাকমা জানান এখানে ২৫টি পরিবারসহ পার্শ্ববতী এলাকার জনসাধারণ এ টিউবওয়েল এর পানি ব্যবহার করছেন। পানির গুণগতমান ভাল। এটি স্থাপনের পর হতে এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে উপস্থিত উপকারভোগী জানান। টিউবওয়েলটির প্লাটফর্ম এর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এলাকা কর্দমাক্ত ও নোংরা অবস্থায় দেখা যায়। পরিদর্শনকালে ডিপিএইচই এর তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।



স্থীরচিত্র : অপরিচ্ছন্ন প্লাটফর্ম

(গ) K-DTW-36 প্যাকেজের আওতায় প্যাকেজের আওতায় পানছড়ি উপজেলায় ৩৩টি, গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ৬০,৯৫,০০০/- টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ৫/১১/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ৫/৩/২০১৯ । নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উল্টাছড়ি ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামের মোঃ মোস্তফা কামাল এর বাড়ীতে স্থাপিত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। নলকূপটি উপকারভোগীর বাড়ীর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ব্যবহারকারী নিজ উদ্যোগে সাবমার্সিবল পাম্প সংযোজন করে পানি ব্যবহার করছেন। উপকারভোগী সরুফা বেগম জানান যে, পার্শ্ববতী অন্যান্য বাড়ীর লোকজন এখান থেকে পানি ব্যবহার করেন। তাছাড়া পার্শ্ববতী মোল্লাপাড়া স্কুলের প্রয়োজনে এখানকার পানি ব্যবহার হয়। নলকূপটির পানি পান করে গুণগতমান খুবই ভাল মনে হয়েছে।

(খ) K-DTW-40 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ৩৪টি গভীর নলকুপ স্থাপনের জন্য ৬৮,০৩,০০০/- টাকা চুক্তিমূল্যে ২০/১১/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৯/৩/২০১৯। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় ১০নং মুসলিমপুর পৌরসভার মোঃ শাহআলম এর বাড়ীতে স্থাপনকৃত ৬নং পাম্পযুক্ত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। ব্যবহারকারী নিজ উদ্যোগে টিউবওয়েলটিতে সাবমার্সিবল পাম্প সংযোজন করেছেন। নলকূপের গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত স্টিকার লাগানো হয়নি। ফলে এটি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে তা বুঝা যাচ্ছে না। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

১৮.৪। ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা

(ক) K-DTW-41 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ৩৪টি গভীর নলকুপ স্থাপনের জন্য জন্য ৬৮,৯৫,৭০৫/- টাকা চুক্তিমূল্যে ১৯/১১/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৯/৩/২০১৯। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় সম্পাদিত আমতলী ইক্করা নূরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় স্থাপিত পাম্পযুক্ত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। টিউবওয়েলটি গভীরতা ১৫০ ফুট এবং এটি ২০২০ সালে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। উপস্থিত মাদ্রাসা কমিটির সেক্রেটারি জানান আয়রনের পরিমান বেশী থাকায় এ টিউবওয়েল এর পানি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্ররা গোসলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে এ পানি ব্যবহার করছেন। নলকূপের গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত স্টিকার লাগানো ছিলনা । প্রকল্পের নাম ফলক স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।



স্থিরচিত্র : আমতলী ইক্করা নূরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় স্থাপিত নলকূপটি

[

১৮.৫ ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার

(ক) K-DTW-06 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় ২৭টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ৪৪,৯২,০০৫/- টাকা চুক্তিমূল্যে ২৩/৮//২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২২/১২/২০১৮। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় সম্পাদিত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হেমোলীর বাড়ীতে স্থাপনকৃত ৬নং পাম্পযুক্ত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাড়ীর মালিককে পাওয়া যায়নি। ব্যবহারকারী নিজ উদ্যোগে সাবমারসিবল পাম্প সংযোজন করে পানি ব্যবহার করছেন। উপস্থিত টিউবওয়েল মেকানিক সুরেন্দ্র দেওয়ান (মোবাইল ০১৫৫৩৭৯০৯২৩) এটির দেখভাল করছেন। নলকুপটির গভীরতা ৩৬০ ফুট নলকূপটির পানি পান করে গুনগতমান ভাল মনে হয়েছে। টিউবওয়েলটির প্লাটফর্ম এর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এলাকা কর্দমাক্ত ও নোংরা অবস্থায় দেখা যায়। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(খ) একই প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে স্থাপিত ৬নং পাম্পযুক্ত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। এটি ২০১৭ সালে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। ব্যবহারকারী প্রজ্ঞাজতি মারমা জানান নিজ উদ্যোগে সাবমারসিবল পাম্প সংযোজন করে পানি ব্যবহার করছেন। টিউবওয়েলটি স্থাপনের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি এবং সারা বছর তারা পানি পাচ্ছেন। পানি পান করে গুণাগুণ ভাল প্রতীয়মান হয়েছে। টিউবওয়েল মেকানিক সুরেন্দ্র দেওয়ান (মোবাইল ০১৫৫৩৭৯০৯২৩) এটির দেখভাল করছেন।

(গ) K-DTW-50 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় ৩৭টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ৬৮,৩৯,৬৬৪ টাকা চুক্তিমূল্যে ৯/৫/২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ০৮/০৯/২০১৯। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতাভূক্ত ৪নং পেরাচোরা ইউনিয়নের গোলকানাপাড়ায় স্থাপিত ৬নং পাম্পযুক্ত নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। নলকূপটির গভীরতা ৪২০ ফুট। পানি পান করে গুণাগুণ ভাল প্রতীয়মান হয়েছে। নলকূপটি পাহাড়ের পাদদেশে স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামের ১৫টি পরিবার এ টিউবওয়েল এর পানি ব্যবহার করছেন। উপস্থিত উপকারভোগী নোলক চাকমা (০১৫৩৬২০৬৩২৭) জানান টিউবওয়েলটি স্থাপনের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি এবং সারা বছর তারা পানি পাচ্ছেন। তবে এ গ্রামটি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় এটি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বলে মত প্রকাশ করেন। টিউবওয়েল মেকানিক সুরেন্দ্র দেওয়ান (মোবাইল ০১৫৫৩৭৯০৯২৩) এটির দেখভাল করছেন।



স্থির চিত্র : গোলকানাপাড়ায় স্থাপিত ৬নং পাম্পযুক্ত নলকূপটি

১৮.৬। পানি সরবরাহসহ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ :

অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫১ টি পানি সরবরাহসহ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ বাবদ ৫১০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে ৫১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪৪২.২৯ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৭২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ০৭ টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ক) কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, পানছড়ি উপজেলা :

k-C/L-05 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি সদরে ০২টি, দিঘিনালায় উপজেলায় ১টি, পানছড়ি উপজেলায় ০১টি, মহালছড়ি উপজেলায় ০১টি এবং মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ০১টিসহ মেট ০৮টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ৮৪,৭৫,৬৩০/- টাকা চুক্তিমূল্যে ২০/১১/২০১৮তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৯/০৩/২০১৯ নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় পানছড়ি উপজেলায় পরিদর্শিত হিল আনছার ক্যাম্প এলাকায় ব্রিক ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিত ২৬X১২ ফুট আয়তনের ৬ কক্ষ বিশিষ্ট (৩টি মহিলা ও ৩টি কক্ষ) একটি কমিউনিটি টয়লেট নির্মান করা হয়েছে মাপে যা সঠিক পাওয়া যায়। পুরুষ টয়লেটে ০২টি ইউরিনাল রয়েছে । টয়লেট এর বেসিন কমোড, বেসিন পানির কল ও অন্যান্য ফিটিংস মানসম্পত মনে হয়নি। টয়লেটটি মূলত পার্শ্ববর্তী আনছার সদস্যগণ এবং উপজেলা ফুটবল মাঠের অনুশীলনরত খেলোয়াড়গণ ব্যবহার করে থাকেন। টয়লেটটি পরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা যায়।



স্থির চিত্র : পানছড়ি উপজেলায় হিল আনছার ক্যাম্প এলাকায় নির্মিত টয়লেট

(খ) কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, মাটিরাঙ্গা উপজেলা : k-C/L-02 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ১টি,রামগড় উপজেলায় ১টি, মানিকছড়ি উপজেলায় ১টি, গুইমারা উপজেলায় ১টি এবং লক্ষিছড়ি উপজেলায় ১টি মোট ০৫টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ৪৩,৭৬,১৪০ টাকা চুক্তিমূল্যে ২৩/৮/২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২২/০২/২০১৮। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাটিরাঙ্গা উপজেলার পরিদর্শিত পানবাজার এলাকায় ব্রিক ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিত ২৬X১২ ফুট আয়তনের ৬ কক্ষ বিশিষ্ট (৩টি মহিলা ও ৩টি কক্ষ) একটি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। পুরুষ টয়লেটে ০২টি ইউরিনাল রয়েছে । বাথরুমের ফিটিংস নিম্নমানের এবং প্লাষ্টিকের কল ব্যবহার করা হয়েছে। টয়লেটটি মূলত পার্শ্ববর্তী বাজার এলাকার লোকজন ব্যবহার করছেন। এটি অক্টোবর, ২০২১ সালে পৌরসভা মেয়র বরাবর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বাহ্যিকদৃষ্টিতে টয়লেটটির পূর্ত কাজ সন্তোষজনক।



স্থির চিত্র : মাটিরাঙ্গা উপজেলার পরিদর্শিত পানবাজার এলাকায় নির্মিত টয়লেট

(গ) কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা :

k-C/L-01 প্যাকেজের আওতায় খাগড়াছড়ি সদরে ১টি, দিঘীনালায় ১টি পানছড়ি উপজেলায় ১টি এবং মহালছড়ি ১টি মোট ৪টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য ৩৫,০০,৯১২ টাকা চুক্তিমূল্যে ১২/১/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১২/৬/২০১৮ নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় পরিদর্শিত খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কালেক্টরেট জামে মসজিদ এলাকায় ব্রিক ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিত ২৬X১২ ফুট আয়তনের ৬ কক্ষ বিশিষ্ট একটি কমিউনিটি টয়লেট নির্মান করা হয়েছে। টয়লেটে ০৪টি ইউরিনাল রয়েছে । তবে টয়লেটটিতে কোন বেসিন এবং বাথরুমে লো-ডাউন এর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এ ব্যাপারে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ০২টি কক্ষ বন্ধ পাওয়া যায়। টয়লেটটি জুন,২০১৯ এ ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়ছে। টয়লেটটি মূলত: মসজিদের মুসল্লিগণ ব্যবহার করছেন। পরিদর্শনকালে টয়লেটটি পরিষ্কার পরিচ্ছন দেখা গেছে।



স্থিরচিত্র : খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কালেক্টরেট জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে লো-ডাউন বিহীন টয়লেট

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে খাগড়াছড়ির জেলার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;	গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।	কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারনের স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।
প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় ৩৯.৭৯% হতে ৫২.৯৪%এ উন্নতিকরণ; এবং	সামগ্রিকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি জেলার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের হার ৩৯৭৯% হতে ৫.৯৪%উন্নীতকরণ করা হয়েছে ।

২০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১। উপকারভোগীদের মতামত: প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উল্টাছড়ি ইউনিয়নের নমতা রঞ্জন চাকমা (মোবাইল ০১৮৯৩০৫১২৪১),খাগড়াছড়ি সদরের ৪নং পেরাচোরা ইউনিয়নের গোলকানাপাড়ার নোলক চাকমা (০১৫৩৬২০৬৩২৭), ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের নোয়াপাড় গ্রামের প্রজ্ঞাজোতি এর সাথে আলোচনা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে তা এলাকার জনগণের সুপেয় পানি নিশ্চিতের জন্য সহায়ক হয়েছে মর্মে তারা জানান। এছাড়া নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিত ভাবে সংস্কারের মাধ্যমে মেইটেনেন্স করা হয় সে বিষয়েও তারা জোর দেন। নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে যতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে এর থেকে আরো ব্যাপকভাবে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার জন্য উপকারভোগীরা দাবী জানান।

২২। প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব : এ প্রকল্পটির মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলার জনগণের নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পটির মধ্যে আছে ৮৬৫রিং রিংওয়েল সংস্কার, ২৬৫ টি পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন, ১৬৭৯ টি গভীর নলকূপ এবং ৫১ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে যা ডিপিপি লক্ষ্যের ১০০%। ফলস্বরুপ খাগড়াছড়ি জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পয়নিষ্কাশনের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩। পরিবেশের উপর প্রভাব : প্রকল্পটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন পানির উৎসগুলোর সৃষ্টি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরী করার জন্য যেন বেশি পরিমান ভূমি ব্যবহার না করা হয় এবং বেশি পরিমান গাছ কাটা না হয়। পানি উৎসগুলো থেকে নোংরা পানি এবং গণ শৌচাগারের ট্যাংক এবং কনক্রিট নির্মিত ড্রেনের মাধ্যমে পরিবাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং পরিবেশের উপর এই প্রকল্পটির কোন খারাপ প্রভাব নেই।

২৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২৪.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time over- run)-: প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ২য় বার প্রকল্পের ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১৮ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫০% টাইম ওভার রান হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত। সময়মত প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য । এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

২৪.২। External অডিট নিষ্পত্তি না হওয়া : পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির External অডিট সম্পন্ন হয়নি।

২৪.৩। ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী : প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ০৪জন প্রকৌশলী/ কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তম্মধ্যে ১জন কর্মকর্তা ২ মাসের কম, ১জন কর্মকর্তা ১ মাসের কম সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি ২০১৬ সঠিকভাবে অনুসরণ না করে প্রকল্পটিতে ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হয়েছে।

২৪.৪। প্রকল্প হতে নির্মিত স্থাপনার গায়ে স্টিকার না লাগানো : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাগুলোর গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত কোন স্টিকার না থাকায় স্থাপনাগুলো কোন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে তা সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম সম্বলিত স্টিকার লাগানো জরুরী মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৪.৫। নিম্নমানের প্লাটফর্ম নির্মাণ : শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির, ডাকবালো বড়নাল, উপজেলা মাটিরাঙ্গা স্থাপিত রিংওয়েল নলকূপটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। তবে টিউবওয়েলটির প্লাটফর্ম এর স্লোপ যথাযথ না হওয়ায় টিউবওয়েল এর পানি নিষ্কাশন ব্যাহত হচ্ছে। এতে টিউব ওয়েল এর চারপাশ ময়লা পানিতে কর্দমাক্ত হয়ে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

২৫। সুপারিশ :

২৫.১। প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১৮ মাস (৫০%) সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৫.২। খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কালেক্টরেট জামে মসজিদ পাবলিক টয়লেটে বেসিন এবং বাথরুমের লো-ডাউন স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল টয়লেট আবশ্যিকভাবে সার্বক্ষণিক খোলা রাখা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবিষয়ে ডিপিএইচই তাদের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সকল পাবলিক টয়লেটের নিম্নমানের কমোড ও বাথ ফিটিংস পরিবর্তন করে মানসম্মত ফিটিংস লাগানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২৫.৩। মাটিরাঙ্গা উপজেলার ডাকবালো বড়নাল এলাকার শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির এ নির্মিত রিংওয়েল এর প্লাটফর্ম এর পূর্তকাজসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য সকল প্লাটফর্মের পূর্ত কাজ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে স্থাপিত টিউব ওয়েলগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ভ্রাম্যমান নির্মাণ /মেরামতের ব্যাবস্থা জোরদার করতে হবে;

২৫.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা/টিউবওয়েলগুলোর পার্শ্ববতী স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখার লক্ষ্যে টিউবওয়েল এর ব্যবহৃত পানি পাইপ দ্বারা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে;

২৫.৫। অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়,এক্সাটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়নি। অডিট সম্পন্ন করার জন্য অডিট অফিসের সাথে প্রকল্প কার্যালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন শেষে অডিট প্রতিবেদনের ০১ (এক) কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

২৫.৬। প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং বদলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৫.৭। উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে আগামী ১৮/০৭/২০২২ তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচারক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণওমূল্যায়ন সেক্টর-১
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তির তারিখঃ জুন ২০২১)

১. প্রকল্পের নাম : খুলনা বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলকায় নিরাপদ পানি সরবাহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২. প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : মো: কামাল হোসেন, সহকারী পরিচালক

৩. প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ : ২৮-২৯ জানুয়ারী, ২০২২ খ্রি:

৪. প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা	খুলনা (রূপসা, তেরোখাদা, দিঘলিয়া, ফুলতলা, ডমুরিয়া, পাইকগাছা, কয়রা), বাগেহাট (বাগেরহাট সরদ, কচুয়া, মোরেলগঞ্জ, সরণখোলা, মোল্লারহাট, ফকিরহাট, চিতলমারী, রামপাল ও মংলা উপজেলা), সাতক্ষীরা (সাতক্ষীরা সদর, দেবহাটা, কালিগঞ্জ, শ্যামনগর, আশাশুনী, তালা ও কলারোয়া উপজেলা

৫. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

৬. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

৭. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৫৯৩.৪৬	৪৫৯৩.৪৬	৪৪৬৯.৯০	জুলাই২০১৭ হতে জুন ২০১৯	জুলাই২০১৭ হতে জুন ২০২১	জুলাই২০১৭ হতে জুন ২০২১	-	২ বছর (১০০%)

৮. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	রাজস্ব অংগসমূহ					
১.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩০.০০	থোক	-	থোক
২.	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	থোক		থোক
৩.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	থোক	১০০.০০		৩৩.৫৭	
৪.	বিদ্যমান পন্ড স্যান্ড ফিল্টার মেরামত ও সংস্কার	টি	২২.১২	১২৫	-	থোক
	উপ-মোট	-	১৫৭.১২		৩৩.৫৭	
খ)	মূলধন					
৫.	রেইন ওয়াটার হার্বেস্টিং	টি	২৪৮৬.০১	৫৯৫০	২৪৫৮.০০	৫৯৫০
৬.	সোলার সিস্টেসমূহ পন্ড স্যান্ড ফিল্টার	টি	৩৬৭.০০	৫০	৩৬৭.০০	৫০
৭.	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার	থোক	৯০.০০	১০০	৯০.০০	৯৯
৮.	গভীর নলকূপ স্থাপন	টি	৪৯৮.৯৩	৬৬৪	৪৯৮.৯০	৬৬৪
৯.	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন (২ ইঞ্চি)	টি	১২.২০	১৪	১২.০০	১৪
১০.	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	৭১.০০	৭	৭১.০০	৭
১১.	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	টি	৪০.০০	৭	৪০.০০	৭
১২.	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরর্মার	টি	৫৯.০০	৭	৫৯.০০	৭
১৩.	পাইপ লাইন (১৫০ মি. মি. পিভিসি)	কি. মি.	২৫২.০০	২১	২৫১.৬২	২১
১৪.	পাইপ লাইন (১০০ মি. মি. পিভিসি)	কি. মি.	১৮৫.০০	২২	১৮২.০০	২২
১৫.	পাইপ লাইন (৭৫ মি. মি. পিভিসি)	কি. মি.	৯৭.০০	১৭	৯৫.০০	১৭
১৬.	মিটারসহ গৃহসংযোগ	টি	৪৮.৯৫	৯০০	৪৮.০০	৯০০
১৭.	উচ্চ জলধার নির্মাণ	টি	৮১.৬৫	১	৮১.০০	১
১৮.	গ্রান্ড ওয়াটার রিজার্ভার	টি	২০.০০	১	১৮.০০	১
১৯.	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৮" X ১২")	কি.মি.	৬৮.০০	৫	৬৮.০০	৫
২০.	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (৬" X ১৪")	টি	৫৯.০০	২	৫৯.০০	২
	উপ-মোট	-	৪৪৩৬.৩৩		৪৩৯৮.৫২	-
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী	-	-	-	-	-
ঘ)	প্রাইস কন্টিজেন্সী	-		-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ)	-	৪৫৯৩.৪৬	-	৪৪৬৯.৯০ (৯৭.৩১%)	১০০%

৯. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০. মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করাহয়েছে:

(ক) প্রকল্পের টিএপিপি/আরটিএপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১. পটভূমিঃ

খুলনা বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলাসমূহ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উপকূলের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা এক সমস্যা সঙ্কুল জনপদ। এ জনপদে পানি সংকট অত্যন্ত তীব্র। উপকূলীয় এলাকায় পানির দুষণ মাত্রা খুবই বেশী। এ অঞ্চলে স্লাইক্লোন, জলোচ্ছাস বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবন এলাকা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিদ্যামান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখিন হয়। সাইক্লোন, বন্যা এর ফলে পানির উৎসমূহ ডুবে যায় এবং এ সকল উৎস বিভিন্ন ভাবে দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে তা ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যায়। গভীর নলকূপ দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত লোনা পানি ওঠে। আর অগভীর নলকূপ দিয়ে বালু ও আর্সেনিক ওঠে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এই জেলাসমূহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলে লবন পানির অনুপ্রবেশসহ আসেনিক দূষণ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অপ্রাপ্তা, ভূ-গর্ভস্থ পানির অধিক উত্তোলন এর ফলে এই অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহের বিদ্যমান কভারেজ ধরে রাখা অত্যন্ত দূরহ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই এলাকার নদ-নদীতে লবনের মাত্রা খুই বেশী। লোনা পানির পরিমান বেশী থাকায় ভূ-গর্ভস্থ মিঠাপানির ও লোনা হয়ে পড়ে। এ এলকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করেও অনেক সময় সাধু পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাই এ উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য বৃষ্টির পানি ধরে নিরাপদে রাখা আর প্রতিটি এলাকায় নিরাপদ পানির পুকুর বা জলাশয় তৈরী করা জরুরি। নিরাপদ পানির উৎস যেন নষ্ট না হয় সে জন্য আরো টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে সুপেয় পানির অপ্রতুলতার কারণে অনেক পরিবার লোনা লোনা পানি পান করে। ফলে পানি বাহিত নানা রকম রোগসহ চর্মরোগ ও পেটের পীড়া লেগেই থাকে। উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে চিকিৎসা ও পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষায় বাড়তি অর্থের যোগান দিতে হয়। উদ্ভুত পরিস্থির কথা চিন্তা করে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলাসমূহে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি বৃষ্টির পানি ও পুকুরের পানি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিষ্টেম ও পি এস এফ স্থাপন কে গুরুত্ব দিয়ে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১২. উদ্দেশ্যঃ

ক) খাবার পানি ও গৃহস্থলীর কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার এর পাশাপাশি বৃষ্টির পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
খ) নিরাপদ পানি কভারেজ বৃদ্ধির জন্য ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন এবং
গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১৩. প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ

ক) প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ: ৩-১০-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
খ) সংশোধিত অনুমোদনের তারিখ: ২২-৬-২০২০ খ্রি: তারিখ।

১৪. প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১৭-১৮	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০	-	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০	-	প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা
২০১৮-১৯	১৪০০.৮৬	১৪০০.৮৬	-	১৪০০.৮৬	১৪০০.৮৬	১৪০০.৮৬	-	
২০১৯-২০	১৭১৭.৫৯	১৭১৭.৫৯	-	১২২৮.০০	১২২৮.০০	১২২৮.০০	-	

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০২০-২১	-	-	-	৩৭৮.০০	৩৬৬.০৩	৩৬৬.০৩	-	হয়েছে লক্ষ ৪৪৬৯.৯০ টাকা। অব্যয়িত (১২৩.৫৬লক্ষ টাকা) অব্যয়িত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উত্তোলন করা হয় নাই (সংযুক্ত)।
মোট	৪৫৯৩.৪৬	৪৫৯৩.৪৬	-	৪৪৮১.৮৬	৪৪৬৯.৯০	৪৪৬৯.৯০	-	১২৩.৫৬

১৫. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ প্রকল্পটির সমাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি'র সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক জনাব মো: কামাল হোসেন ২৮-২৯/১/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রকল্প এলাকা খুলনার ফুলতলা উপজেলা, বাগেরহাটের সদর উপজেলা এবং সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় বাস্তবায়িত অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশীগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৫.১ সাতক্ষীরা অংশের কার্যক্রম:

সাতক্ষীরা জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ টি প্যাকেজের মাধ্যমে আশাশুনি উপজেলায়-৪০০ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার, কালিগঞ্জ উপজেলায়-৪০০ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার, শ্যামনগর উপজেলায়-৩০০ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার, শ্যামনগর-২০০ ও দেবহাটা-১০০ মোট=৩০০ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার, সদর-১৫০, কলারোয়া-১০০ ও তালা-১০০ মোট-৩৫০ টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার, আশাশুনি-২৫টি ও শ্যামনগর-১০টি মোট-৩৫টি পি এস এফ মেরামত, বিভিন্ন উপজেলায় ২৩২টি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ, আশাশুনি উপজেলায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন কাজ, আশাশুনি উপজেলায় পাইপ লাইন স্থাপন কাজ, বিভি ৩টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ২০টি সোলার পিএএসফ নির্মাণ, ৩টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৩৫ টি পিএএসফ ও রিজার্ভার নির্মাণ, ১০০ টি.RWH 4 কি:মি পাইপ লাইন, ০২টি PTW, Amphan Affected 02 Nos. Pump House Repair, Pipe Line Repair, Pipe Line Repair, IB Repair কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা যয় যে, চুক্তিমূল্য অনুযায়ী কাজ নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। আশাশুনি ও কালিগঞ্জ উপজেলার বেশ কিছু প্যাকেজের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

আশাশুনি উপজেলার পরিদর্শন কার্যক্রম:

ক) উৎপাদক নলকূপ, মটরসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ: প্যাকেজ নং ১২/০২ এর আওতায় আশাশুনি উপজেলায় ০৩টি উৎপাদক নলকূপ, মটরসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১০,০০২,৩২৬.২৪ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১০,০০৭,৫৯৯.৫৯ লক্ষ টাকা। কাজ শুরুর তারিখ ছিল ১৫-১০-২০১৮ এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৪-১০-২০১৯। এ কাজের বাস্তব অগ্রতি ১০০%। আশাশুনি উপজেলার বালুরমাঠ, গ্রামের বুড়াখরাটি, শ্রীউলা ইউনিয়নে এ নির্মিত উৎপাদক নলকূপ, মটরসহ পাম্প হাউজ পরিদর্শন করা হয়। পাম্প হাউজটি প্রধান সড়কের সাথে নির্মাণ করা হয়েছে। এ পাম্প থেকে বালুরমাঠ গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পটি কার্যক্রম রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পাম্প হাউটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত পাম্পহাউজে ইউনিয়ন পরিষদ একজন পাম্প অপারেটর নিয়োগ করে দৈনিক সকাল –দুপুর ২ বার পানি সরবরাহ করছেন বলে জানা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরণের পানি সরবরাহের জন্য এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছেন বলে স্থানীয় উপকাভোগীগণ জানান। পাম্প হাউজটি বাউন্ডারীর মধ্যে হলেও ওয়ালে কাটা তার দেয়া প্রয়োজন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া পাম্পের মেশিনারিজ যাতে মরিচা না ধরে সে জন্য পেন্টিং করা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে দেখা যায়। পাম্প হাউজটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

ইউনিয়ন পরিষদকে আরো তৎপর হতে হবে বলে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাম্প হাউজ পরিদর্শন শেষে অত্র ইউনিয়নের নাকতাড়া ও বুড়াখরাটি গ্রামের সংকর গাইনের, মো: শাহজাহান মোড়ল, মো: রফিকুল ইসলাম, মফিজুল মোড়ল এর বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে যে ট্যাপ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ বাড়িসমূহে পাইপের মাধ্যমে ট্যাপ স্থাপন করা হয়েছে। তবে পাইপটি মজবুত করে সেট করা হয়নি । সেটি নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। যে কোন সময় পাইপটি ভেঙ্গে যেতে পারে । তাছাড়া উক্ত পাইপের সাথে ট্যাপটি প্লাটিকের যা গুনগতমান ভাল নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ পাম্পের মাধ্যমে ৩৭০ টি হাউজ কানেশন দেয়া হয়েছে যা পর্যাপ্ত নয় বলে এলাকার উপকারভোগীরা জানিয়েছেন।

খ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ কাজ:

প্যাকেজ নং ০৬/১ এর আওতায় আশাশুনি উপজেলায় ৪০০টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৮,২৫৭,৩২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১৬,৪৩১,৫৯৫.২০ লক্ষ টাকা। কাজ শুরুর তারিখ ছিল ৪-৪-২০১৮ এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ৪-৪-২০১৯। এ কাজের বাস্তব অগ্রতি ১০০%। আশাশুনি উপজেলার শ্রীউলা ইউনিয়নের বড়াখরাটি গ্রামের নরুজ্জামান মোল্লার বাড়ীতে স্থাপিত রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রেইন ওয়াটার রির্জাভ করার জন্য একটি ১০০০০ লিটারের ট্যাংকী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত উপকারভোগীর বাড়ীর ছাদের বৃষ্টির পানি রিজার্ভ ট্যাংকীতে জমা হচ্ছে এবং সেখান থেকে তারা সারা বছর সুপেয় পানি হিসেবে পান করছেন। পরিদর্শন কালে উক্ত উপকারভোগী জানান যে, বৃষ্টির পানি তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা তারা দাবী জানান। এ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর নির্মাণ কাজে কোন রকম সমস্যা আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে উপকারভোগী জানান যে আপতত কোন সমস্যার সম্মুখিন হয়নি। বৃষ্টির পানি যে নিরাপদ ও সুপেয় তা সম্পর্কে উক্ত জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, উক্ত রেইন ওয়াটার এর মাধ্যমে বৃষ্টির সময় পানি সংগ্রহ করে রেখে পরবর্তীতে খাবার পানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরিদর্শনকালে বৃষ্টির পানি পান করে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে এ ধরণের যতগুলি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মান করা হয়েছে তার সার্বক্ষনিক মনিটরিং করার জন্য আশাশুনি উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। উপকারভোগীদের কোন রকম অসুবিধা হলে তাৎক্ষনিকভাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিস্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়।

গ) গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ:

প্যাকেজ নং ১২/১ এর আওতায় সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ২৩২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। চুক্তি অনুয়ায়ী এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৬,৩৩০,৪৮০.০০ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১৪,৬৯৭,৪৩২.০০ লক্ষ টাকা। কাজ শুরুর তারিখ ছিল ১৫-১০-২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ২৪-১০-২০১৯ তারিখ। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। আশাশুনি উপজেলার মহিষকুড়, ইউনিয়ন এর শ্রীউলা গ্রামের ইসহাক মোল্লার বাড়ীতে নির্মিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নলকূটি উপকারভোগীর বাড়ীর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে । তিনি জানান যে এখান থেকে অন্যান্য বাড়ীর লোকজনও পানি নিয়ে থাকেন। গভীর নলকূপটির পানি পান করে দেখা যায় যে, পানিতে কোন রকম সমস্যা নেই। এ ধরণের গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে এ এলাকার জনগণ বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করছে বলে জানা যায়। এ এলাকাটি রিমোট এলাকা হওয়ায় আরো গভীর নলকূপ স্থাপনের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে গভীর নলকূপের গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত স্টিকার লাগানো ছিল না। পরিদর্শনকালে এ প্রকল্প হতে যে সব গভীল নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে তার গায়ে প্রকল্পের নাম ফলক দেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

কালিগঞ্জ উপজেলার পরিদর্শন কার্যক্রম:

ঘ) সোলার পিএসএফ নির্মাণ কাজ:

প্যাকেজ নং ১১/১ এর আওতায় সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ২০টি সোলার পিএসএফ নির্মাণ করা হয়েছে। চুক্তি অনুয়ায়ী এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৫,৩৯৫,৯৩৮.৭৪ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১৩,৮৭৩,৬২০.৪৪ লক্ষ টাকা। কাজ শুরুর তারিখ ছিল ১৫-১০-২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ১৪-১০-২০১৯ তারিখ। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। কালিগঞ্জ উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের নেংড়ি গ্রামের প্রশান্ত সরদার এর বাড়ির সামানে পিএসএফ এর মাধ্যমে পুকুরের পানি ফিল্টার করে জনগণের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে পিএসএফ নির্মাণে ব্যবহৃত মালামাল সঠিক নিয়েমে করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্যরা এর বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করে। পরে পিএসএফটি থেকে

পানি যথাযথভাবে পনি বিশুদ্ধ হচ্ছে কিনা তা পানির ট্যাপ পরীক্ষা করা হয়। পানি পান করে ও দেখা হয়। পানির গুনাগুন ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে এলাকায় আরো পিএসএফ প্রয়োজন বলে উপকারভোগীরা জানান। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পিএসএফটির গায়ে প্রকল্পের নাম খচিত কোন স্টিকার লাগানো নেই। তাতে বুঝা যাচ্ছে না যে কোন প্রকল্প হতে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারো করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করা হয়। দ্রুত এ সব স্থাপনার গায়ে স্টিকার লাগানোর বিষয় নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৫.২ খুলনা অংশের কার্যক্রম :

খুলনা জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় (i) Renovation Work of PSF at Dacope Upazila-20 Paikgacha Upazila - 15 & Koyra Upazila-10 Total=45 Nos, (ii) Installation of 250 Nos. Rain Water Harvesting (RWH) With PVC Tank Dacope Upazila, (iii) Installation of 330 Nos. Rain Water Harvesting (RWH) With PVC Tank (Dacope Upazila -250 & Batiaghata Upazila-80), (iv) Installation of 250 Nos. Rain Water Harvesting (RWH) With PVC Tank (Paikgacha Upazila), (v) Installation of 330 Nos Rain Water Harvesting (RWH) With PVC Tank (Paikgacha Upazila -250 & Terokhada Upazila-80, (vi) Installation of 340 Nos. Rain Water Harvesting (RWH) With PVC Tank (Koyara Upazila 260 & Dumuria Upazila 80), (vii) Installation of 04 (Four) Nos. 38 mm dia UPVC Test Tubewell 02 (Two) Nos. 150x300 mm dia UPVC Production Tube well, Construction of 02 (Two) Nos. Pump House With Boundary Wall and Supply and Installation of 02 (Two) Nos. Submersible Pump Motor Set and 02 (Two) Nos. Electric Transformer and other Electric Materials at Fultola Upazila, (viii) Construction of 10.00 km Transmission and Distribution Pipe Line of Different Places With 350 Nos House Connection at Fultola Upazila, (viv) Installation of 200 Nos No.6 Deep Tubewell, (x) Construction of 15 Nos. Solar Operated Pond Sand Filter (SOPSF) (Dacope: 7, Paikgacha: 5 & Koyra: 3), 30 Nos. Pond Sand Filter (PSF) (Dacope: 15, Paikgacha: 10 & Koyra: 5) and 01 No. Over Head Tank (OHT) at Fultala Upazilas, (xi) Installation of 250 Nos. Rain Water Harvesting RWH With PVC Tank at Dacope Upazila-150 Nos. & Batiaghata Upazila-100 Nos.,(xii) Installation of 200 Nos. Rain Water Harvesting RWH With PVC Tank at Paikgacha Upazila-100 Nos. & Koyra Upazila-100 Nos. মোট ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা যয় যে, চুক্তিমূল্য অনুযায়ী কাজ নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। ফুলতলা উপজেলার কয়েকটি প্যাকেজের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

ফুলতলা উপজেলার কার্যক্রম:

(ক) প্যাকেজ নং KBS-08 এর আওতায় Installation of 04 (Four) Nos. 38 mm dia UPVC Test Tubewell 02 (Two) Nos. 150x300 mm dia UPVC Production Tube well, Construction of 02 (Two) Nos. Pump House With Boundary Wall and Supply and Installation of 02 (Two) Nos. Submersible Pump Motor Set and 02 (Two) Nos. Electric Transformer and other Electric Materials at Fultola Upazila কাজের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৮৭৪০৪৫৫.৯৯ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমূল্য ছিল ১২৪৫৮৪৫৩.০৫ লক্ষ টাকা। কাজ শুরুর তারিখ ছিল ৩০.৫.২০১৯ এবং কাজ সমাপ্ত হওযার তারিখ ছিল ৩০.৬.২০২০। এ প্যাকেজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ফুলতলা উপজেলা সংলগ্ন ঢাকা –খুলনা মেইন রোডের সাথে বাউন্ডারী ওয়াল দিয়ে ওভারহেড ট্যাংকসহ এটি নির্মাণ করা হয়েছ। এ প্রকল্পের আওতায় এ স্থাপনাটি নির্মাণের কারিগরি দিকসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিস্ট উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীর সাথে মত বিনিময় করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, এটি উপজেলা পরিষদকে হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ উক্ত স্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তা পরিচালনা করছেন। এ স্থাপনার জন্য একজন ম্যানেজার সার্বক্ষনিক নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া পাম্প চালানোর জন্য এস এম শামসুজ্জামান রানা পাম্প অপারেটর হিসেবে নিয়োজ রয়েছে বলে জানা যায়। এ পাম্পসহ ওভারহেড ট্যাং থেকে ৪০২ জনকে বাড়ী বাড়ী পানি সরবরাহের জন্য সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। তবে এ পাম্পের সক্ষমতা অনুযায়ী ৭০০ জনকে বাড়ী বাড়ী সংযোগ প্রদান করার যাবে বলে সংশ্লিস্টগণ জানান। এ স্থাপনার দয়িত্বে থাকা ম্যানেজার জানান যে, মাসে প্রতি ঘর প্রতি ১২০ টাকা করে বিল আদায় করা হয়। প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে পাম্প চালানো হয়। এ ওভারহেড ট্যাংক এর ২য় তলায় পাম্প অপারেটর এর থাকার জায়গা ও অফিস রুম রয়েছে। এ পাম্পের সাথে পাইপ লাইনের মাধ্যমে যে সংযোগ দেয়া হয়েছে তা পরিদশন করা

হয়। বিশ্বজিত নামে একজনের গৃহসংযোগ পর্যবেক্ষণ করা হয়। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা কালে জানা যায় যে পানির গুনগতমান ভাল এবং তারা সর্বদা এ পানি পান করছেন। পানির গুনগতমান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, তারা এ পাম্প হতে উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর খুলনার ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর উপজেলাকে হস্তান্তর করেছেন।

(খ) প্যাকেজ নং KBS-08 এর আওতায় Installation of 200 Nos No.6 Deep Tubewell কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৬৭৮৬০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১৫১৭৬১৫২.৯৬ লক্ষ টাকা। কাজ শুরুর তারিখ ৩০.৬.২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৫.২.২০১৯। এ প্যাকেজের আওতায় ফুলতলার দামদার এলাকায় জুলফিকার আলী মোড়লের বাড়িতে স্থাপিত একটি গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। এ বাড়ীর আঙ্গিনায় নলকূপটি স্থাপন করা হয়েছে যাতে অন্যান্য বাড়ীর লোকজন যেন পানি সংগ্রহ করতে পারেন। নলকূপটি চেপে পানির গুনগতমান ও ঠিকমত পানি আসছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাড়ীর মালিক সহ অন্যান্যরা জানান যে, এ নলকূপ হতে তারা পানি সরবরাহ করে খাবার পানিসহ গৃহস্থলীর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারছেন। এ নলকূপটি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিস্ট উপজেলা সহকারী প্রকৌশলীকে লক্ষ্য রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৫.৩ বাগেরহাট অংশের কার্যক্রম:

এ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলায় ১০ টি প্যাকেজের মাধ্যমে মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় RWH স্থাপন-৩৫০টি, মোড়েলগঞ্জ ও রামপাল উপজেলায় RWH স্থাপন-৩৭০ টি, কচুয়া ও মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় RWH স্থাপন-৩৫০ টি, চিতলমারী ও কচুয়া উপজেলায় RWH স্থাপন-৩৫০ টি, রামপাল ও মংলা উপজেলায় RWH স্থাপন-৩৩০ টি, শরণখোলা, চিতলমারী ও কচুয়া উপজেলায় পিএসএফ মেরামত-৪৫ টি, সদর ফকিরহাট, মোল্লাহাট, রামপাল গভীল নলকূপ স্থাপন-২৩২ টি, কচুয়া মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা ও চিতলমালী PSF ও সোলার PSF-৫০ টি, মংলা, কচুয়া ও চিতলমারী উপজেলায় RWH স্থাপন-২০০ টি, মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা ও রামপাল উপজেলায় RWH স্থাপন-২০০ টির কার্যক্রম এ প্রকল্প হতে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা যয় যে, চুক্তিমূল্য অনুযায়ী কাজ নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বাগেরহাট সদর উপজেলার গভীর নলকূপ স্থাপনের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

সদর ফকিরহাট, মোল্লাহাট, রামপাল গভীল নলকূপ স্থাপন: প্যাকেজ নং ১০/১ এর আওতায় সদর ফকিরহাট, মোল্লাহাট, রামপাল উপজেলায় ২৩২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৮৯.১০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিমুল্য ছিল ১৭০.১৯ লক্ষ টাকা। কাজ আরম্ভের তারিখ ছিল ১২/১২/২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ১/৭/২০১৯ পর্যন্ত। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ প্যাকেজের আওতায় বাগেরহাট সদর উপজেলার কাড়াপাড়া ইউনিয়নের দরিতালুক গ্রামের হোসনেআরা বাড়ীতে স্থাপিত গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের দেখা যায় যে গভীর নলকূপ হতে স্বাভাবিকভাবে পানি সংগ্রহ করে খাবারসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারছে। পানির গুনাগুন পরীক্ষা করার জন্য পানি পান করে দেখা হয়। পানির গুনাগুন পরীক্ষা করে এ নলকূপটি উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে মর্মে অত্র উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী জানান। একই উপজেলার ৬০ গম্বুজ ইউনিয়নের দরগা গ্রামের সৈয়দ মাহমুদ হাসান এর বাড়ীতে স্থাপিত গভীর নলকূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ নলকূপটিও তাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় স্থাপন করা হয়েছে। অত্র বাড়ীসহ আশ পাশের অন্যান্য বাড়ীর লোকজনও এ নলকূপ হতে পানি সরবরাহ করেন বলে জানা যায়। নলকূপটির পানি ঠিকমত উঠছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। কোন রকম সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলীকে অবগত করার জন্য পরিদর্শনকালে পরামর্শ প্রদান করা হয়। একই ইউনিয়নের রনবিয়পুর গ্রামের সৈয়াদ সুলতান আলী কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ভিতরে স্থাপিত গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। এ গভীর নলকূপে পানি স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ পানি পানের সুবিধার্থে স্থাপন করা হয়েছে বলে জানা যায়। স্কুলে কর্মরত কর্মচারী জানান যে, এ নলকূপটি স্থাপন তাদের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। এ গভীর নলকূপটি স্থাপনের স্থান নির্বাচন যথাযথ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৬. ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত (২০০.০০ লক্ষ টাকার উপরের টেন্ডারকৃত কাজের প্যাকেজ) :

পিসিআর এ প্রদত্ত ২০০.০০ লক্ষ টাকার উপরে বিভিন্ন প্যাকেজের বিভিন্ন লটে ক্রয় পরিকল্পনায় পিপিআর-২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় (পিসিআর এর পত্র পৃষ্ঠা ৬ সংযুক্ত)।

১৭. প্রকল্পের ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য: প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান ছিল না।

১৮. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
এস এম ওয়াদিুর রহমান তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	✓	-	২০/১২/২০১৭	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত	-

১৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

ক্রঃ	উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১।	খাবার পানি ও গৃহস্থলীর কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার এর পাশাপাশি বৃষ্টির পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।	খাবার পানি ও গৃহস্থলীর কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার এর পাশাপাশি বৃষ্টির পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়েছে।
২।	নিরাপদ পানি কভারেজ বৃদ্ধির জন্য ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন।	নিরাপদ পানি কভারেজ বৃদ্ধির জন্য ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩।	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের নিশ্চিতা প্রদানের নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

২০. উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: প্রযোজ্য নয়।

২১. অডিট: প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে Internal ও Externalঅডিট সম্পন্ন করা হয়েছে হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চওয়া হলে তিনি জানান যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যলয়ে সকল অডিট কাজে নিয়োজিতদের কাজে যাবতীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তারা অডিট কার্যক্রম শীঘ্রই সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন বলে জানা যায়। জরুরী ভিত্তিতে Internal ও External অডিট সম্পন্ন করার বিষটির প্রতি বিশেষ ভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২১.১ উপকারভোগীদের মতামত: প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মো: জুলফিকার আলী মোড়ল, মোবাইল নং ০১৭১২৫০৩৭০৬, বিশ্বজিত, মোবাইল নং ০১৯৭৮৫২৮০৫০, এস এম শামসুজ্জামান রানা, মোবাইল নং ০১৭১২৪৪৮৪৫১, নুরুজ্জামান মোল্লা, মোবাইল নং ০১৭১১২২৭৯৯৫, শংকর, মোবাইল নং ০১৭২৫৮৮৭২৩৪, রফিকুল ইসলাম, মোবাইল নং ০১৯৫৯১১৯৭১৪, মফিজুল ইসলাম, মোবাইল নং ০১৭৩৬৪৬১৪৩২ এর সাথে আলোচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে তা এলাকার জনগণের সুপেয় পানি নিশ্চিতের জন্য সহায়ক হয়েছে মর্মে তারা জানান। এছাড়া নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিত ভাবে সংস্কার করা হয় সে বিষয়েও তারা জোর দেন। নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে যতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে এর থেকে আরো ব্যাপকভাবে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার জন্য উপকারভোগীরা দাবী জানান।

২২. প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২২.১ প্রকল্পের কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যা: মূল ডিপিপিতে সংস্থানকৃত সময়ের চেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ায় কিছুটা হলেও কার্যক্রম সম্পন্নে কারিগরি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সময় বেশী লাগার কারণে প্রকল্পের কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা হলেও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

২২.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run): প্রকল্পটি মূল মেয়াদ কাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ২৪ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১০০% টাইম ওভার রান হয়েছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় রকম সমস্যা। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত এবং সময়মত প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মূল্য লক্ষ্য। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে।

২২.৩ Internal ও External অডিট নিষ্পতি না হওয়া: প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Internal ও External অডিট সম্পন্নের কোন তথ্য প্রতিবেদনের প্রতিফলিত হয়নি। প্রকল্পে কোন অনিয়ম হয়েছে কিনা তা

নিরুপন করা হয় অডিট কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েচে কিনা তার পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে প্রকল্পটির অডিট সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা বুঝা যাচেছ না। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । এ কারণে অডিট সম্পন্ন না হওয়া এ প্রকল্পের একটি বড় রকম সমস্যা ও ব্যত্যয়।

২২.৪ আশাশুনি উপজেলার বালুরমাঠ, গ্রাম: বুড়াখরাটি, ইউনিয়ন: শ্রীউলা পাইপ লাইনের ট্যাপ দুর্বল: আশাশুনি উপজেলার শ্রীউলা ইউনিয়নের বালুরমাঠ, বুড়াখরাটি গ্রামে পাইপ লাইনে মাধ্যমে বাড়ীতে বাড়ীতে যে পানির ট্যাপ স্থাপন করা হয়েছে তা মজবুত করে সেট না করার ফলে যে কোন সময় তা ভেঙ্গে যেতে পারে । এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে।

২২.৫ প্রকল্প হতে নির্মিত স্থাপনার গায়ে স্টিকার না লাগানো: প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত স্টিকার না থাকায় বুঝা যাচ্ছে না যে তা কোন প্রকল্প হতে স্থাপন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্টিকার লাগানো জরুরী মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৩. প্রকল্পের অগ্রগতিঃ প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৪৪৬৯.৯০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি (৯৭.৩১%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সেবা প্রত্যাশীগণের নিরাপদ পানি নিশ্চিত কারণে পানি বাহিত রোগ হতে মুক্ত থেকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে সেবা প্রদান অর্জিত হয়েছে।

২৪। এক নজরে পরিদর্শনের কিছু স্থির চিত্র:



চিত্র-১: নির্বাহী প্রকৌশলী সাতক্ষীরার সাথে এ জেলার কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময়।



চিত্র-২: আশাশুনি উপজেলার বালুরমাঠ, বুড়াখরাটি গ্রামের, শ্রীউলা ইউনিয়ন এ নির্মিত মটরসহ পাম্প হাউজ

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>চিত্র:৩: আশাশুনি উপজেলার বালুরমাঠ, গ্রাম: বুড়াখরাটি, ইউনিয়ন: শ্রীউলা হাউজ কানেকশন মিটার পর্যবেক্ষণ</td><td>চিত্র: ৪: আশাশুনি উপজেলার বালুরমাঠ, গ্রাম: বুড়াখরাটি, ইউনিয়ন: শ্রীউলা হাউজ কানেকশনের ট্যাপ পর্যবেক্ষণ</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>চিত্র-৫: খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় স্থাপিত পাম্প হাউজসহ ওভারহেড ট্যাকিং</td><td>চিত্র-৬: খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় স্থাপিত গভীর নলকূপ</td></tr>
</table>

	
চিত্র-৭: বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ সুলতান আলী গার্ডেন স্কুলে স্থাপ্তি গভীর নলকূপ	চিত্র-৮ বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার উপজেলার ৬০ গম্বুজ ইউনিয়নের দরগা গ্রামের সৈয়দ মাহমুদ হাসান এর বাড়ীতে স্থাপি নলকূপ পর্যবেক্ষণ

২৫। সুপারিশ: পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ এবংপিসিআর ও অন্যান্য তথ্যাদির পর্যালোচনা/বিশ্লেষণের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

২৫.১ আশাশুনি উপজেলার শ্রীউলা ইউনিয়নের বালুরমাঠ, বুড়াখরাটি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে গৃহসংযোগসহ যে পানির ট্যাপ স্থাপন করা হয়েছে তা টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অত্র উপজেলাসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য জেলায় নির্মিত গৃহসংযোগসমূহ স্পেপেসিফিকেশন অনুযায়ী টেকসই ও মজবুতভাবে স্থাপন নিশ্চিত করে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ: ১৫.১ (ক))

২৫.২ প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা ও বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯ ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিপর্তিত রেখে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত দুই বছর বৃদ্ধি করা হয় (২ বছর, ১০০% বৃদ্ধি)। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ: ২২.২)

২৫.৩ প্রকল্পটির কোন Internal ও External Audit হয়নি। যথাসময়ে প্রকল্পের অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে এবং অর্থবছরওয়ারি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ: ২২.৩)

২৫.৪ প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় স্থাপিত স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত স্টিকার দ্রুত লাগানো ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে; (আলোচনা অনুচ্ছেদ: ২২.৫)

২৫.৫ প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্মিত স্থাপনা উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ জন্য ভ্রাম্যমান নির্মাণ/মেরামতের ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে;

২৫.৬ এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তা উক্ত জেলাসমূহের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন কর্মসূচীর মাধ্যমে শতভাগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২৫.৭ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত স্থাপনার মেইটেনেন্স/সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

২৬. উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

মো: কামাল হোসেন
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১।	প্রকল্পের নাম	:	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়া ইন বাংলাদেশ
২।	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক
৩।	পরিদর্শনের তারিখ	:	৩০/৭/২০২২ খ্রিঃ
৪।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬।	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকারের জিওবি এবং জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত।

৭। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী	ফরিদপুর সদর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ সদর, রাজবাড়ি সদর
রাজশাহী	পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বেড়া, পাবনা সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর	আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুরহুদা, চৌগাছা, যশোর সদর, ঝিনাইদহ সদর, মহেশপুর, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া সদর, দৌলতপুর, মেহেরপুর সদর
চট্রাগ্রাম	কক্সবাজার	উখিয়া, টেকনাফ

৮। প্রকল্প অনুমোদন:

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল ডিপিপি	২৯ অক্টোবর, ২০১৩	একনেক
সংশোধিত ডিপিপি	৬ ডিসেম্বর, ২০১৯	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী

৯। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালে %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য					
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯
১০৩৫২.৯৩ ৩৩১৪.১৯ ৭০৩৮.৭৪	১০১৬১.৬৫ ৩৫২৪.১২ ৬৬৩৭.৫৩	১০০৩৪.৬৫ ৩৩৯৭.১২ ৬৬৩৭.৫৩	১/৭/২০১৩ হতে ৩০/৬/২০১৯	১/৭/২০১৩ হতে ৩০/৬/২০২১	১/৭/২০১৩ হতে ৩০/৬/২০২১	--	২৪মাস ৩৩.৩৩%

১০।

১০.১। প্রকল্পের পটভূমি:

আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য,সেসব এলাকায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় গভীর নলকূপ খনন করাসহ এই খনন কাজে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা আনয়নের লক্ষ্যে জাইকার আর্থিক সহযোগিতায় ১০৩৫২.৯৩ লক্ষ (জিওবি ৩৩১৪.১৯ লক্ষ+ প্র:সা: ৭০৩৮.৭৪ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯/১০/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

১০.২। প্রকল্প সংশোধন :

প্রকল্প অনুমোদনের পর বাংলাদেশের তৎকালিন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতায় জাপানী বিশেষজ্ঞদের অনুপস্থিতির ফলে প্রথম ২ বছর প্রকল্পের কাজ আশানুরুপ না হওয়া এবং প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় জটিলতা এবং কয়েকটি অংগের পরিমান ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০১৬১.৬৫ লক্ষ (জিওবি ৩৫২৪.১২ লক্ষ+ প্র:সা: ৬৬৩৭.৫৩ লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করে জুলাই,২০১৩ হতে জুন,২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজি মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০৬/১২/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।
- গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১২। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১.	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ (হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপনা)	৩৪ টি
২.	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ (প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপনা)	২৫ টি
৩.	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (স্টক ইয়ার্ড) নির্মাণ	থোক
৪.	মোটরযান	থোক
৫.	প্রশিক্ষণ (টেকনোলজি ট্রান্সফার)	থোক
৬.	কনসালটেন্সি	থোক
৭.	জরিপ	৫৪ টি

১৩। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঘ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব ব্যয়						
১.	সম্মানি	থোক	১.৫০		১.৫০	থোক ১০০%
২.	শ্রমিক মজুরি	থোক	৭.০০		৬.৭৭	থোক ১০০%
৩.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০		২.০০	থোক ১০০%
৪.	ব্যাংক চার্জ	থোক	১.৫০		০.৮৪	থোক ১০০%
৫.	নিবন্ধন ফি	থোক	১২.০০		১০.৮০	থোক ১০০%
৬.	টেস্টিং ফি	থোক	১.০০		০.৩০	থোক ১০০%
৭.	প্রশিক্ষণ (টেকনোলজি ট্রান্সফার)	থোক	১৩৪৬.৫৮		১৩৪৬.৫৮	থোক ১০০%
৮.	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৮ বছর	২৫.২৫		২৫.০৭	থোক ১০০%
৯.	গ্যাস ও জ্বালানি	৮ বছর	৩.০০		৩.০০	থোক ১০০%
১০.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৮	থোক ১০০%
১১.	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক ১০০%
১২.	অন্যান্য মনিহরী	থোক	৮.০০	থোক	৭.৯৯	থোক ১০০%
১৩.	কনসালটেন্সি	থোক	৮৬০.৫১	থোক	৮৬০.৫১	থোক ১০০%
১৪.	জরিপ	৫৪ টি	২৪.৮৪	৫৪ টি	২৪.৭০	থোক ১০০%
১৫.	মোটরযান	থোক	৭২.৫০	থোক	৭২.৪৮	থোক ১০০%
১৬.	কম্পিউটার	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক ১০০%
১৭.	যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	থোক	১৫.১০	থোক	১৫.০৮	থোক ১০০%
১৮.	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	থোক	২১.৭৫	থোক	১৩.৫০	থোক ১০০%
১৯.	কাস্টম ডিউটি/ভ্যাট	থোক	৫৫৮.৯১	থোক	৫৫৮.০০	থোক ১০০%
	মোট রাজস্বঃ		২৯৭৩.৪৪		২৯৬১.১০	থোক
মূলধন ব্যয়						
২০.	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ (হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপনা)	৩৪ টি	৮১৭.০২	৩৪টি	৭৫৩.১৩	৩৪টি (১০০%)
২১.	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ (প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপনা)	২৫ টি	১৭৪০.৭৫	২৫টি	১৭১৫.০০	২৫ (১০০%)
২২.	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (স্টক ইয়ার্ড) নির্মাণ	থোক	১৫০.০০	থোক	১২৫.০০	থোক ১০০%
২৩.	মোটরযান	থোক	৬৫৬.২৮	থোক	৬৫৬.২৮	থোক ১০০%
২৪.	প্রকৌশল এবং সরঞ্জামাদি	থোক	৩৪৮৫.৫০	থোক	৩৪৮৫.৫০	থোক ১০০%
২৫.	যন্ত্রপানি এবং সরঞ্জামাদি	থোক	৩৩৮.৬৬	থোক	৩৩৮.৬৬	থোক ১০০%
	মোট মূলধনঃ		৭১৮৮.২১		৭০৭৩.৫৭	
	সর্বমোটঃ		১০১৬১.৬৫		১০০৩৪.৬৫	

১৫। অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৩-১৪	৪০৫৩.৮৩	৪০২.০০	৩৬৫১.৮৩	১১২.৪৮	১১২.৫৩	২৩.০০	৮৯.৫৩	১.০৯
২০১৪-১৫	৭৮২.৪০	২৬৩.৯১	৫১৮.৪৯	১৫২.০০	১৪৯.৫৮	৮২.৫৮	৬৭.০০	২.৫৩
২০১৫-১৬	৩০৭.৫০	২৪.৫০	২৮৩.০০	৫২৭৩.০০	৫২৪৮.৬৩২	৫৮৩.৬৩২	৪৬৬৫.০০	৫৭.২৮
২০১৬-১৭	২১৮.১৬	১১৮.১৬	১০০.০০	১১৫.০০	১০০.১৪	১০.১৪	৯০.০০	০.৭৫
২০১৭-১৮	২৭১৯.৪৩	৬৩৫.২২	২০৮৪.২১	১৭৮.০০	১৭৬.৫০	১৪৬.৫০	৩০.০০	১.২৭
২০১৮-১৯	১১৮৫.০৩	১১৮৫.০৩	০.০০	২৯১০.০০	২৯০৯.৪৭	১২১৩.৪৭	১৬৯৬.০০	১২.৪২
২০১৯-২০	৫৯৫.০৭	৫৯৫.০৭	০.০০	৫০০.০০	৪৯৬.৬৬	৪৯৬.৬৬	০.০০	৫.৮৮
২০২০-২১	৩০০.২৩	৩০০.২৩	০.০০	৯৬৬.০০	৮৪১.১৪	৮৪১.১৪	০.০০	১৮.৭৮
সর্বমোটঃ	১০১৬১.৬৫	৩৫২৪.১২	৬৬৩৭.৫৩	১০২০৬.৪৮	১০০৩৪.৬৫	৩৩৯৭.১২	৬৬৩৭.৫৩	১০০.০০

১৬। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :

প্রকল্পটি ১০১৬১.৬৫ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১৩ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ১০১৬১.৬৫ লক্ষ টাকা এবং ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১০২১২.৪৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০০৩৪.৬৫৩ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৭৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত ১৭৭.৮২ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উত্তোলন করা হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্পের শুরু হতে প্রকল্প পরিচালকগণের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
সুধীর কুমার ঘোষ	গ্রাউন্ডওয়াটার সার্কেল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৮/০২/২০১৫খ্রিঃ হতে ১৮/০৪/২০১৭খ্রিঃ	অতিরিক্ত
এ.কে.এম. ইব্রাহিম	গ্রাউন্ডওয়াটার সার্কেল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৯/০৪/২০১৭খ্রিঃ হতে ২৩/০৯/২০১৭খ্রিঃ	অতিরিক্ত
মোঃ সাইফুর রহমান	গ্রাউন্ডওয়াটার সার্কেল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৪/০৯/২০১৭খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২১খ্রিঃ	অতিরিক্ত

১৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৯। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সম্পর্কিত তথ্য :

অনুমোদিত ডিপিপিতে যানবাহনখাতে ৬৫৬.২৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয়ে নিম্নবর্ণিত যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প দপ্তরের তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো ডিপিএইচই এর নিম্নবর্ণিত অফিসে সরকারী কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ক্রঃ নং	যানবাহনের প্রকার	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	রেজিস্ট্রেশন নং	বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪		৫
১	পিক আপ	০২	২০১৫	(গাজীপুর-ঠ-১১-০০৪৮) (গাজীপুর-শ-১১-০০৪৯)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক বিভাগ, ঢাকা এর ২/১/২০১৯ তারিখের ২৪৪ নং স্মারকের মাধ্যমে ,নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর, এর যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে।
২	ক্রেন-	০৫	২০১৫	১) গাজীপুর-শ- ১১-০০৯৯, ২) গাজীপুর-শ- ১১-০১০২, ৩) গাজীপুর-শ- ১১-০১০১, (৪) গাজীপুর-শ- ১১-০১০৩ (৫) গাজীপুর-শ- ১১-০১০৪	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ,ঢাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩	রিগ	০২	২০১৫	(১) গাজীপুর –শ- ১১-০০৯৮ ২) গাজীপুর –শ- ১১-০১০০	(ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮জানুয়ারি,২০০৬ তারিখের ৭২১ নম্বর পরিপত্রে সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমাকরণ, ব্যবহার ও নিষ্পতির বিষয়ে অনুচ্ছেদ- ১) এর অনুশাসন নিম্নরুপ "

"সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক, প্রকল্প সমাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়াধীন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন জমা না হলে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।"

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহনপুলে জমা প্রদান না করাই এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

২০। <u>প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত প্রকৌশল যন্ত্রপাতির তালিকা ও বর্তমান অবস্থা :</u>

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে ৩৪৮৫.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। উক্ত ব্যয় নিম্নবর্ণিত প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ডিপিএইচই এর নিম্নবর্ণিত কার্যালয়ে ব্যবহার হচ্ছে:

	প্রকৌশল যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	Compressor (PDS175S)	1	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
২	Compressor (PDS460S)	1	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
৩	Generator (SDG150)	1	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
৪	Generator (SDG60)	1	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
৫	Generator(SDG45)	1	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে

				ব্যবহৃত হচ্ছে
৬	Generator SDG13)	1	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
৭	Generator(SDG60)	1	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
৮	Welding Machine-DLW30	2	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
৯	Honda pump (small) 1.5inh Delivery)	3	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে
১০	Wash machine (small)	3	২০১৫	ডিপিএইচই মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে

পরিকল্পনা বিভাগের জুন,২০২২ এ প্রকাশিত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা" ২১.৩২ অনুচ্ছেদে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে হালনাগাদ বিবরণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাধারণ সেবা সংশ্লিষ্ট শাখায় হস্তান্তর করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার রেজিস্টারে তা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে অনুশাসন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর থেকে কোন সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া য়ায়নি।

২১। <u>প্রশিক্ষণ/ টেকনোলজি ট্রান্সফার সংক্রান্ত তথ্য :</u>

অনুমোদিত ডিপিপিতে ট্রেনিং টেকনোলজি ট্রান্সফার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জিওবি খাতে ৫০.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৯৬.৫৮ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৩৪৬.৫৮ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রশিক্ষণের বিষয়, মেয়াদ ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিম্নরুপ :

	টেকনোলজির বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
1	Training of the safety, Equipment & Driving Control	০১	০৭
2	Training of the safety, Equipment & Driving Control	০১	০৭
3	Training of the safety, Equipment & Driving Control	০১	০৭
4	Training of the safety, Driving Control	০২	০৬
5	Training of the safety, Driving Control	০২	০৬
6	Training of the safety, Driving Control	০২	০৬
7	Training of the safety, Driving Control	০৩	০৬
8	Training of the safety, Driving Control	০৩	০৪
9	Training of the safety, Driving Control	০৩	০১
10	Training of the safety, Driving Control	০৪	০৪
11	Training of the Technical Guidance (Borehole Logging)	০১	১১
12	Training of the Rig Machine Boring System, Field Work & Equipment Control	৬১	১২
13	Training of the Technical Guidance		
1 .Assistant Engineer-		৩৭	১৪
2 . Master Driller-		৪৯	
3. Sub-Master Driller-		০৯	
4. Sub-Master Driller-		২৬	
5. Sub-Master Driller-		২১	
6.Rig opaerator-		৫৩	

২২। ক্রয় কার্যক্রম : (পণ্য, সেবা ও কার্য কার্য)

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের অধীনে কাজের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অফিসিয়াল প্রাক্কলন	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তিমূল্য	চুক্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
		কাজের পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০	১১
পণ্য								
GW1-GD-1	মেশিনারি, ইকুইমেন্ট ও যানবাহন	থোক	৪৪৮০.৪৪	৪৪৮০.৪৪		৪৪৮০.৪৪	০৮/০৮/২০১৪	৩০/০৬/২০১৮
সেবা								
GW1-SR-1	জাপানিজ কনসালট্যান্ট	থোক	৮৬০.৫১	৮৬০.৫১		৮৬০.৫১	১৯/০৩/১৪	৩০/০৬/২০১৮
কার্য								
HT-GR-1	মানিকগঞ্জ জেলা হরিরামপুর-১	হ্যান্ড টিউবওয়েল-১টি	২৩.৫৩	২৩.৯৬	২৩/০৪/২০১৮	২৩.৮৫	০৪/০৬/২০১৮	০৩/০৬/২০১৯
HT-GR-2	চয়াডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা সদর -১ আলমডাঙ্গা -৩ দামুরহুদা-২	হ্যান্ড টিউবওয়েল-৬টি	১৪৩.৭৩	১৪৩.৭৯	১৩/০৮/২০১৮	১৪৩.৭৩	১১/১১/২০১৮	১০/১১/২০১৯
HT-GR-3	যশোর জেলা চৌগাছা এবং ঝিনাইদহ-৫ যশোর সদর -১ মহেশপুর-১	হ্যান্ড টিউবওয়েল-৭টি	১৬৭.৬৯	১৬৭.৭৫	১৩/০৮/২০১৮	১৬৭.৬৮	১১/১১/২০১৮	১০/১১/২০১৯
HT-GR-4	ফরিদপুর সদর-৫ রাজবাড়ী সদর-১	হ্যান্ড টিউবওয়েল-৬টি	১৪৩.৭৩	১৪৩.৭৯	০৮/১০/২০১৮	১৪৩.৭৩	২০/১১/১৮	১৯/১১/২০১৯
HT-GR-5	কুষ্টিয়া–৪ মেহেরপুর–২	হ্যান্ড টিউবওয়েল-৬টি	১৪৪.১৮	১৪৮.১৮	০১/১০/২০১৯	১৩৬.৪৬	২০/০৬/১৯	১৯/০৩/২০২০
HT-GR-6	চাঁপাইনবাবগঞ্জ -৪ শিবগঞ্জ-১	হ্যান্ড টিউবওয়েল-৫টি	১২০.১৫	১২০.১৫	০১/১০/২০১৯	১১০.৮১	২০/০৬/১৯	১৯/১২/২০১৯
HT-GR-7	পাবনা জেলা বেড়া উপজেলা-৩	হ্যান্ড টিউবওয়েল-৩টি	৭২.০৯	৭১.৮৯	০১/১০/২০১৯	৬৭.৯৩	২০/০৬/১৯	১৯/১২/২০১৯
PT - GR-1	কুষ্টিয়া সদর - ২টি মেহেরপুর সদর-৩টি	প্রোডাকশন টিউবওয়ের-৫টি	৩৪৮.০৫	৩৮৯.৭৪	০১/০১/২০১৯	৩৪২.০১	২৫/৬/২০১৯	২৪/০৩/২০২০
PT -	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	প্রোডাকশন	৩৪৮.১৫	৩৮৯.৭৪	০১/০১/২০২১	৩৪১.৯২	২৫/০৬/১৯	২৪/০৩/২০২০

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের অধীনে কাজের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অফিসিয়াল প্রাক্কলন	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তিমূল্য	চুক্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
		কাজের পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০	১১
GR-2	সদর-৩ পাবনা সদর -২	টিউবওয়ের-৫টি						
PT-GR-3	মানিকগঞ্জ সদর -১টি	প্রোডাকশন টিউবওয়ের-১টি	৬৮.৮৫	৬৮.৯৫	২৩/০৪/২০১৮	৬৯.৭৬	৩০/০৫/১৮	২৯/০৫/২০১৯
PT - GR-4	মানিকগঞ্জ সদর -২ চুয়াডাঙ্গা- ২ ফরিদপুর- ২	প্রোডাকশন টিউবওয়ের-৬টি	৪১৭.৩০	৪১৯.৬৯	০৬/০৫/২০১৮	৪১৭.৩০	২৭/০৯/১৮	২৬/০৯/২০১৯
PT - GR-5	যশোর সদর ৪ ঝিনাইদহ-২	প্রোডাকশন টিউবওয়ের-৬টি	৪১৫.৮৩	৪১৯.৬৯	১৩/০৮/২০১৮	৪১৫.৮৩	০৫/১১/১৮	০৪/১১/২০১৯
PT - GR-6	কক্সবাজার জেলা টেকনাফ-১ উখিয়া-১	প্রোডাকশন টিউবওয়ের-২টি	১৩৯.২৬	১৩৯.২৬	০১/০১/২০২১	১৫৩.১৯	০৮/১২/২০	০৭/১২/২০২১
SY-GR-1	স্টক-ইয়ার্ড/গ্যারেজ ও পার্কিং নির্মাণ	১টি	১০০.০০	১০০.০০	০১/০১/২০২১	১০০.০০		
SY-GR-2			৫০.০০	৫০.০০	০১/০১/২০২১	৫০.০০		

২৩। অডিট সম্পাদন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যা :

ক) ইন্টার্নাল অডিট: সম্পন্ন হয়নি।

খ) এক্সটার্নাল অডিট:

অডিটের অর্থ বছর	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	অডিট প্রতিবেদনে আপত্তি পর্যবেক্ষণের বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬	১৮/০৮/২০১৫খ্রিঃ	শুল্কায়নযোগ্য টাঃ ১৯৮৬৮০.০২ মাত্র এর বিতরণ বৈশ্বিক করের বিতরণ ক্রমানুসারে নয়	নিষ্পত্তি হয়েছে
২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬	১৮/০৮/২০১৫খ্রিঃ	সরবরাহকারীদের বিল থেকে স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ভ্যাট পরিমাণ টাঃ ৪,৬২০/- মাত্র কম কাটা হয়েছে এবং উল্লিখিত পরিমাণ সরকারি অ্যাকাউন্টে জমা হয়নি	নিষ্পত্তি হয়েছে
২০১৯-২০	১১/০৩/২০২০খ্রিঃ	পরীক্ষার রিপোর্ট ছাড়াই বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য অনিয়মিত খরচ হয়েছে টাঃ ২,৩৫,০০০/- মাত্র	অডিট আপত্তি সমাধানের জন্য পরীক্ষাকৃত রিপোর্ট সহ অডিট উত্তর ২/১১/২০২১ পাঠানো হয়েছে।

২৪। <u>পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ :</u>

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক গত ৩০/৭/২০২২ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৫। <u>অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :</u>

২৫.১। <u>প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন :</u>

অনুমোদিত ডিপিপিতে ২৫টি প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ১৭৪০.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। পিসিআর এর তথ্য অনুযায়ী এ সংস্থানের বিপরীতে ২৫টি প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৭৪০.৭৫ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনা দেখা যায়, ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ সদরে ৩টি, কুষ্টিয়া সদরে ২টি, মেহেরপুর সদরে ৩টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে ৩টি, পাবনা সদরে ২টি, চুয়াডাঙ্গা সদরে ২টি,ফরিদপুর সদরে ২টি, যশোর সদরে ৪টি ঝিনাইদহ সদরে ২টি, টেকনাফ ১ এবং উখিয়ায় ১টিসহ ২৫টি প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ক) <u>মানিকগঞ্জ জেলা কার্যক্রম :</u>

(১) <u>প্রোডাকশন টিউবওয়েল :</u> পরিদর্শিত PT-GR-3 প্যাকেজের আওতায় মানিকগঞ্জ সদর পৌরসভায় ১টি প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি ৬৮.৮৫ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ৬৯,৭৬,৫৩৭ টাকা (ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৯১৫৩৭ টাকা বেশী) চুক্তিমূল্যে ৩০/৫/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৯/৫/২০১৯। মানিকগঞ্জ পৌরসভায় নয়াকান্দি এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০X১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron, chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ৪২০ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১০/১১/২০২১ তারিখে মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে হস্তান্তরকৃত টিউবওয়েলটির সাথে পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগ প্রদান করা হয়নি। বর্তমানে এ প্রোডাকশন টিউবওয়েল এর বিতরণ লাইন এর স্থাপন কাজ চলছে । পাইপ লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নলপূপটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে-মর্মে মেয়র, মানিকগঞ্জ এর দপ্তর থেকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।



সংযোগ বিহিন নয়াকান্দি এলাকায় স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ

(২) প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-4 প্যাকেজের আওতায় মানিকগঞ্জ পৌরসভার বান্দুটিয়া এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি বৈদুতিক ট্রান্সফর্মার, মিটার, প্যানেল বোর্ড এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন পাইপের সাথে এ প্রোডাকশন টিউবেওয়েলের সংযোগ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটির স্থাপন কাজ করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬/০১/২০২১ তারিখে মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron, chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ২৮৫ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। মানিকগঞ্জ পৌরসভা থেকে একজন পাম্প অপারেটর নিয়োজিত রয়েছে। আরডিপিপি এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তি না থাকায় পাম্প হাউজ সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। প্রোডাকশন টিউবওয়েলের পার্শ্বে একটি ছোট টিনের ঘরে প্যানেল বোর্ডসহ পাম্প অপারেটরের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে মানিকগঞ্জ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী (পানি) জানান পৌরসভা থেকে স্থায়ীভাবে বাউন্ডারি ওয়াল ও পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হবে।



স্থির চিত্র : মানিকগঞ্জ পৌরসভার বান্দুটিয়া এলাকায় স্থাপিত প্রোডাকশন টিউবওয়েল

(৩) প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-4 প্যাকেজের আওতায় মানিকগঞ্জ সদর পৌরসভা ঝুক্কুরিয়া দেড়গ্রাম, মানিকগঞ্জ পৌরসভায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। টিউবওয়েলটি স্থাপন কাজ ২৬/৯/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron, chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ২৯৫ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬/০১/২০২১ তারিখে মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে হস্তান্তরকৃত টিউবওয়েলটির সাথে পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগ প্রদান করা হয়নি। বর্তমানে এ প্রোডাকশন টিউবওয়েল এর বিতরণ লাইন এর স্থাপন কাজ চলছে । পাইপ লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নলপূপটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে-মর্মে মেয়র, মানিকগঞ্জ এর দপ্তর থেকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।



স্থির চিত্র : মানিকগঞ্জ পৌরসভার ঝুক্করিয়া দেড়গ্রাম এলাকায় স্থাপিত প্রোডাকশন টিউবওয়েল

(খ) ফরিদপুর জেলার কার্যক্রম :

(১) প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-4 প্যাকেজের আওতায় ফরিদপুর পৌরসভার আলীপুর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি বৈদুতিক ট্রান্সফর্মার, মিটার, প্যানেল বোর্ড এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন পাইপের সাথে এ প্রোডাকশন টিউবেওয়েলের সংযোগ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪/০২/২০২১ তারিখে মেয়র, ফরিদপুর পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ফরিদপুর পৌরসভায় পানি সরবরাহ লাইনের সাথে এটির সংযাগ স্থাপনের ফলে পানি সরবরাহ কাভারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৌরসভায় প্রায় ৯২০০ হাউজ কানেশন রয়েছে। পাম্প অপারেটর মোঃ হান্নান জানান এখানে পানিতে লবনাক্ততা এবং আয়রনের পরিমাণ বেশী। পানি পান করে এবং ব্যবহারকারীগণের সাথে আলাপ করে লবনের আধিক্য প্রতীয়মান হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron, chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ৮৫৫ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় এটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, স্থাপিত টিউবওয়েলগুলো সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ডিপিপি সংস্থান বর্হিভূত হওয়ায় তা প্রাক্কলনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তি না থাকায় পাম্প হাউজ সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। যেহেতু প্রোডাকশন টিউবয়েলগুলো সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে, সেহেতু বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার। পরিদর্শনকালে ফরিদপুর পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী (পানি) জানান পৌরসভা থেকে স্থায়ীভাবে বাউন্ডারি ওয়াল ও পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হবে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলের পার্শ্বে একটি ছোট্র টিনের ঘরে প্যানেল বোর্ডসহ পাম্প অপারেটরের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।



ফরিদপুর জেলার আলীপুর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা নির্মিত প্রোডাকশন টিউবওয়েল

(২) প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-4 প্যাকেজের আওতায় ফরিদপুর পৌরসভার পশ্চিম খাবাসপুর এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি বৈদুতিক ট্রান্সফর্মার, মিটার, প্যানেল বোর্ড এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন পাইপের সাথে এ প্রোডাকশন টিউবেওয়েলের সংযোগ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪/০২/২০২১ তারিখে মেয়র, ফরিদপুর পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ফরিদপুর পৌরসভায় পানি সরবরাহ লাইনের সাথে এটির সংযাগ স্থাপনের ফলে পানি সরবরাহ কাভারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৌরসভায় প্রায় ৯০০০ হাউজ কানেশন রয়েছে। পাম্প অপারেটর মোঃ রাকিব জানান এখানে পানিতে লবনাক্ততা এবং আয়রনের পরিমান বেশী। পানি পান করে এবং ব্যবহারকারীগণের সাথে আলাপ করে লবনের আধিক্য প্রতীয়মান হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron, chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ৮৫৫ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আরডিপিপি এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তি না থাকায় পাম্প হাউজ সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। বাউন্ডারি ওয়াল না থাকয় এটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলের পার্শ্বে একটি ছোট্র টিনের ঘরে প্যানেল বোর্ডসহ পাম্প অপারেটরের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ফরিদপুর পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী (পানি) জানান পৌরসভা থেকে স্থায়ীভাবে বাউন্ডারি ওয়াল ও পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হবে।

(গ) ঝিনাইদহ জেলার কার্যক্রম

(১) প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-5 প্যাকেজের আওতায় ঝিনাইদহ পৌরসভার শান্তিনগর পাড়া, হামদহ সংলগ্ন এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি বৈদুতিক ট্রান্সফর্মার, মিটার, প্যানেল বোর্ড এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন পাইপের সাথে এ প্রোডাকশন টিউবেওয়েলের সংযোগ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২৭/১১/২০১৯ তারিখে মেয়র, ঝিনাইদহ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ঝিনাইদহ পৌরসভায় পানি সরবরাহ লাইনের সাথে এটির সংযাগ স্থাপনের ফলে পানি সরবরাহ কাভারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৌরসভায় প্রায় ৮০০ হাউজ কানেশন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাম্প অপারেটর মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জানান এখানে পানির মান মোটামুটি ভাল। পানি পান করে করে ভাল মনে হয়েছে। ।জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron, chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ৩৬০ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আরডিপিপি এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তি না থাকায় পাম্প হাউজ সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় এটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

(২) প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-5 প্যাকেজের আওতায় ঝিনাইদহ পৌরসভার নবাব সিরাজউদ্দোলা রোড সংলগ্ন এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি বৈদুতিক ট্রান্সফর্মার, মিটার, প্যানেল বোর্ড এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন পাইপের সাথে এ প্রোডাকশন টিউবেওয়েলের সংযোগ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২/১২/২০১৯ তারিখে মেয়র, ঝিনাইদহ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ঝিনাইদহ পৌরসভায় পানি সরবরাহ লাইনের সাথে এটির সংযাগ স্থাপনের ফলে পানি সরবরাহ কাভারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাম্প অপারেটর মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জানান এখানে পানির মান মোটামোটি ভাল। পানি পান করে করে ভাল মনে হয়েছে। ।জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron,

chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ৩৬০ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আরডিপিপি এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তি না থাকায় পাম্প হাউজ সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। বাউন্ডারি ওয়াল না থাকয় এটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

(ঘ) যশোর জেলার কার্যক্রম:

(১) প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-5 প্যাকেজের আওতায় যশোর পৌরসভার বেজপাড়া তালতলা সংলগ্ন এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি বৈদুতিক ট্রান্সফর্মার, মিটার, প্যানেল বোর্ড এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন পাইপের সাথে এ প্রোডাকশন টিউবেওয়েলের সংযোগ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪/২/২০২১ তারিখে মেয়র, যশোর পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। যশোর পৌরসভায় পানি সরবরাহ লাইনের সাথে এটির সংযাগ স্থাপনের ফলে পানি সরবরাহ কাভারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাম্প অপারেটর মোঃ সোহরাব হোসেন মুকুল জানান এখানে পানির মান মোটামোটি ভাল। পানি পান করে করে ভাল মনে হয়েছে। ।জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arsenic, Barium, Boron, chloride, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ৩৬০ mg/L। যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। আরডিপিপি এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তি না থাকায় পাম্প হাউজ সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। এ প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি রাস্তার ধারে নির্মাণ করা হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়াল না থাকয় এটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।



স্থির চিত্র : যশোর পৌরসভার বেজপাড়া তালতলা সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত প্রোডাকশন টিউবওয়েল

ঙ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কার্যক্রম:

প্রোডাকশন টিউবওয়েল : পরিদর্শিত PT-GR-2 প্যাকেজের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার রাজারামপুর হামিদুল্লাহ হাইস্কুলের পাশে ১৩০০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট ৩০০x১৫০ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড এমএস প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি বৈদুতিক ট্রান্সফর্মার, মিটার, প্যানেল বোর্ড এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন পাইপের সাথে এ প্রোডাকশন টিউবেওয়েলের সংযোগ স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২১/১২/২০২১ তারিখে মেয়র,চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। যশোর পৌরসভায় পানি সরবরাহ লাইনের সাথে এটির সংযাগ স্থাপনের ফলে পানি সরবরাহ কাভারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাম্প অপারেটর মোঃ হারুনর রশিদ জানান পাম্পটি স্থাপনের ফলে পৌরসভায় প্রায় ৬০০ হাউজ কানেশন বৃদ্ধি পেয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Arseni এবং chloride এর

পরিমান সহনীয় মাত্রায় রয়েছে। তবে Barium, Boron, EC Hardness,Iron, Manganese, PH সহ Total Dissolved Solid (TDS) এর পরিমাণ ১০০০ mg/L। সে ক্ষেত্রে এসকল উপাদানের পরিমাণ রয়েছে ১৭১০ mg/L। যা সহনীয় মাত্রার তুলনায় অধিক বলে বলে প্রতীয়মান হয়। বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় এটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, স্থাপিত টিউবওয়েলগুলো সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ডিপিপি সংস্থান বর্হিভূত হওয়ায় তা প্রাক্কলনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তি না থাকায় পাম্প হাউজ সুরক্ষার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। যেহেতু প্রোডাকশন টিউবয়েলগুলো সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে, সেহেতু বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার। পরিদর্শনকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিল জানান পৌরসভা থেকে স্থায়ীভাবে বাউন্ডারি ওয়াল ও পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হবে। প্রোডাকশন টিউবওয়েলের পার্শ্বে একটি ছোট্র টিনের ঘরে প্যানেল বোর্ডসহ পাম্প অপারেটরের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে।



স্থির চিত্র : রাজারামপুর হামিদুল্লাহ হাইস্কুলের পার্শ্বে নির্মিত প্রোডাকশন টিউবওয়েল

২৫.২। <u>হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন :</u>

অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩৪টি হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ৮১৭.০২ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ৩৪টি হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন বাবদ ব্যয় হয়েছে ৭৫৩.১৩ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯২.১৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনা দেখা যায়, ৭টি প্যাকেজের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় ১টি, চুয়াডাঙ্গা সদরে ১টি, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩টি, দামুরহাট ২, যশোর সদর ১টি, চৌগাছা ও ঝিনাইদহে ৫টি, মহেশপুর ১টি, ফরিদপুর সদরে ৫টি, রাজবাড়ী সদরে ১টি, কুষ্টিয়া জেলায় ৪টি, মেহেরপুর জেলায় ২টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে ৪টি, শিবগঞ্জ উপজেলায় ১টি, বেড়া উপজেলায় ৩টিসহ মোট ৩৪টি হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১) <u>হ্যান্ড টিউবওয়েল, মানিকগঞ্জ</u> : পরিদর্শিত HT-GR-1 প্যাকেজের আওতায় হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি ২৩.৫৩ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ২৩,৮৫,১৯১/ টাকা চুক্তিমূল্যে ৪/৬/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩/৬/২০১৯ । পরিদর্শকৃত হরিরামপুর উপজেলার গালা ইউনিয়নের ঝিটকা বাজার সংলগ্ন একটি হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। হস্তচালিত নলকূপটি ৫০x৭৫ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড ২ইঞ্চি x ৩ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ, Filter -৪০ ফুট, Sandtop- ১০সহ মোট গভীরতা ১৩০০ ফুট। নলকূপটি ১২/৭/২০২১ সালে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে আর্সেনিক এব আয়নের পরিমান যথাক্রমে ০.০০১ এবং ০.০৫ mg/L যা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শনকালে স্থানীয়দের মধ্যে এবিএম শামসুন্নবী তুলিপ (০১৭১২৮৬৩৪৪৩) উপস্থিত ছিলেন। টিউবওয়েলটি পানি সাধারণত স্থানীয় বাজার এবং হাটবারে আগত লোকজন ব্যবহার করে

থাকেন । টিউবওয়েলটি সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় ইতোমধ্যে টিউবওয়েলটির হেড চুরি হয়েছে বলে স্থানীয় এলাকাবাসি জানান। টিউবওয়েলটি সুরক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থিত উপসহকারী প্রকৌশলীকে বলা হয়েছে।



মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা বাজার সংলগ্ন স্থানে নির্মিত হ্যান্ড টিউবওয়েল

(২) হ্যান্ড টিউবওয়েল, ফরিদপুর : পরিদর্শিত HT-GR-4 প্যাকেজের আওতায় হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৪৩.৭৩ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ১৪৩.৭৩ টাকা চুক্তিমূল্যে ২০/১১/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৯/১১/২০১৯ । ফরিদপুর সদর উপজেলায় আলিয়াবাদ ইউনিয়নের মোঃ মিজানুর রহমান (মোবাইল নম্বর ০১৭২০৬৮১০৩৫) এর বাড়িতে স্থাপিত হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। হস্তচালিত নলকূপটি ৫০x৭৫ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড ২ইঞ্চি x ৩ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ, Filter -৪০ ফুট, Sandtop- ১০সহ মোট গভীরতা ১৩০০ ফুট। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে আর্সেনিক এব আধিক্য রয়েছে। পানিতে দুর্গন্ধ রয়েছে। পানির মান ভাল নয়। টিউবওয়েলটি ব্যবহার হচ্ছেনা । বন্যায় প্লাবিত হওয়া প্লাটফর্ম ধ্বসে পড়েছে। নুতন করে প্লাট নির্মাণ করা হয়নি। উপস্থিতি ডিপিএইচই এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে এ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

(৩) হ্যান্ড টিউবওয়েল, ঝিনাইদহ পরিদর্শিত HT-GR-5 প্যাকেজের আওতায় হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি ২৩.৫৩ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ২৩,৮৫,১৯১/ টাকা চুক্তিমূল্যে ৪/৬/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩/৬/২০১৯ । পরিদর্শিত ঝিনাইদহ জেলার পদ্মাকর ইউনিয়নের অচিন্তনগর নুরানী মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। হস্তচালিত নলকূপটি ৫০x৭৫ এমএম ডায়া এপিআই স্ট্যান্ডার্ড ২ইঞ্চি x ৩ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ, Filter -৪০ ফুট, Sandtop- ১০সহ মোট গভীরতা ১৩০০ ফুট। নলকূপটি ১২/৭/২০২১ সালে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে আর্সেনিক এবং আয়নের পরিমান যা সহনীয় মাত্রায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১) আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা।	প্রকল্পভূক্ত পৌরসভা এলাকায় ১৩০০ ফুট গভীরতা সম্পন্ন ২৫টি প্রোডাকশন টিউবওয়েল এবং ৩৪টি হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে আর্সেনিক আক্রান্ত যে সকল এলাকাতে পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় এ সকল এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করে ভূ-অভ্যন্তরের লিথোলজিক্যাল অবস্থা জানা ও পানির গুনগতমান পরীক্ষা করা সম্ভব্ হয়েছে।
২) গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	প্রশিক্ষণ/টেকনোলজি ট্রান্সফার এর মাধ্যমে গভীর নলকূপ খনন বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২৭। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ : ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৮। উপকারভোগীদের মতামত : প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী (পানি) এবং পৌরমেয়র এর সাথে আলাপ করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এসকল প্রোডাকশন টিউবওয়েলগুলো পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করার ফলে পৌর এলাকার পানির কাভারেজ বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকার জনগণের পানির সংকট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগন সুপেয় পানি পাচ্ছেন। তবে কিছু কিছু টিউবওয়েল এর পানিতে আর্সেনিক ও আয়রনের পরিমান বেশী থাকায় সমস্যার সম্মূখিন হতে হচ্ছে। নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিততভাবে সংস্কারের মাধ্যমে মেইনটেনেন্স করা হয় সে বিষয়েও এলাকাবাসি দাবী জানান। তাছাড়া নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে যতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে এর থেকে আরো ব্যাপকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য উপকারভোগীগন দাবী জানান।

২৯। <u>প্রকল্পের প্রভাব :</u>

(ক) <u>প্রত্যক্ষ প্রভাব:</u> এটি সেবাখাতের একটি প্রকল্প । প্রকল্পটির সরাসরি অর্থনৈতিক প্রভাব পরিমাপযোগ্য নয়।

(খ) <u>পরোক্ষ প্রভাব:</u> সেবাখাতের একটি প্রকল্প হওয়ায় জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এটির পরোক্ষভাবে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

(গ) <u>আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রভাব</u> : প্রকল্পটি সুবিধাভোগী মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলবে।

(ঘ) পরিবেশের উপর প্রভাব : প্রকল্পটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন পানির উৎসগুলোর সৃষ্টি করার জন্য যেন বেশি পরিমান ভূমি ব্যবহার না করা হয় এবং বেশি পরিমান গাছ কাটা না হয়। নলকূপগুলো স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সংস্থান করা হয়েছে। এর কারণে পরিবেশের উপর প্রকল্পটির নেতিবাচক কোন প্রভাব নেই।

৩০। <u>প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :</u>

৩০.১। <u>প্রোডাকশন টিউবওয়েলগুলো পৌর পানির সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগ প্রদানে বিলম্ব :</u> পরিদর্শনকৃত বেশ কয়েকটি প্রোডাকশন টিউবওয়েল পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা পরও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়নি। মানিকগঞ্জ পৌরসভায় নয়াকান্দি এলাকায় স্থাপিত নলকূপটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১০/১১/২০২১ তারিখে মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তরের পর পরিদর্শনের তারিখ পর্যন্ত ৮মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগ প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে মানিকগঞ্জ সদর পৌরসভার ঝুক্কুরিয়া দেড়গ্রাম, এলাকায় স্থাপিত প্রোডাকশন টিউবওয়েলটি স্থাপন কাজ সম্পন্ন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬/০১/২০২১ তারিখে মেয়র, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে হস্তান্তরকৃত টিউবওয়েলটি ২টির সাথে পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগ প্রদান করা হয়নি। ফলে এলাকার জনগণ এর সুফল এবং সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে এ প্রোডাকশন টিউবওয়েল এর বিতরণ লাইন এর স্থাপন কাজ চলছে । পাইপ লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নলপূপটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে-মর্মে মেয়র, মানিকগঞ্জ এর দপ্তর থেকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। টিউবওয়েল ২টি চালু করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের হস্তক্ষেপ জরুরি।

৩০.২। <u>প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time over- run)</u>-: প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল জুলাই,২০১৩ হতে ৩০/৬/২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে জানুয়ারি,২০১৩ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ২ বছর সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে ৩৩.৩৩% টাইম ওভার রান হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত। সময়মত প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য । এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

৩০.৩। প্রোডাকশন টিউবগুলোর সুরক্ষার ব্যবস্থার অভাব : পরিদর্শিত অধিকাংশ প্রোডাকশন টিউবওয়েল ও গভীর নলকূপগুলো রাস্তার পাশে উন্মুক্ত স্থানে নির্মিত হয়েছে। ডিপিপি সংস্থান না থাকায় সুরক্ষার জন্য কোন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি। ফলে স্থাপনাগুলো সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। যেমন যশোর জেলার সদরে বেজপাড়া তালতলা মোড় এবং ফরিদপুর জেলার পশ্চিম খাবাসপুর এলাকায় স্থাপিত টিউবওয়েলটি জনবহুল রাস্তা বরাবর নির্মিত হওয়ায় পাম্পটি নিরাপত্তা ঝুকিঁপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ফরিদপুর জেলার আলীপুর ব্রীজ সংলগ্ন পাম্পটির আশপাশ ময়লা আবর্জনায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু প্রোডাকশন নলকূপগুলোর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের সংস্থান ডিপিপিতে ছিলনা এবং টিউবওয়েলগুলো প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। তাই বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পৌরসভার। স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভাগে এবিষয়ে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩০.৪। External অডিট নিষ্পত্তি না হওয়া : পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির ২০২০-২০২১ অর্থবছরে External অডিট সম্পন্ন হয়নি।

৩০.৫। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি : প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ০৩জন প্রকৌশলী/ কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তম্মধ্যে ১জন কর্মকর্তা ২ বছর ২মাস ১০দিন, ১জন কর্মকর্তা ৫ মাস ৪দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি ২০১৬ সঠিকভাবে অনুসরণ না করে প্রকল্পটিতে ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হয়েছে।

৩০.৬। প্রকল্প হতে নির্মিত স্থাপনার গায়ে স্টিকার না লাগানো : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাগুলোর গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত কোন স্টিকার না থাকায় স্থাপনাগুলো কোন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে তা সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে নির্মিত স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড লাগানো জরুরী প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩১। সুপারিশ :

৩১.১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো সরকারী যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদানের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপুর্বক সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৯);

৩১.২। পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকার ২১.৩২ অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ২০);

৩১.৩। প্রকল্পের আওতায় স্থাপনকৃত মানিকগঞ্জ পৌরসভার ঝুক্কুরিয়া ও নয়াকান্দি এলাকায় স্থাপিত প্রোডাকশন টিউবওয়েলগুলো পৌরসভার পানির লাইনের সাথে সংযোগ প্রদানে পৌরসভার কর্তৃপক্ষের বিলম্বের কারণ অনুসন্ধানপূর্বক টিউবওয়েল ২টি দ্রুত চালু করার এবিষয়ে মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। ৩০.১);

৩১.৪। প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৩ হতে ৩০/৬/২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ২ বছর (৩৩.৩৩%) সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ-৩০.২);

৩১.৫। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রোডাকশন টিউবওয়েলগুলোর সুরক্ষার জন্য পাম্পহাউজের বাউন্ডারি ওয়াল জরুরীভিত্তিতে নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৩০.৩)

৩১.৬ অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়,২০২০-২১ অর্থবছরের এক্সাটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়নি। অডিট সম্পন্ন করার জন্য অডিট অফিসের সাথে প্রকল্প কার্যালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন শেষে অডিট প্রতিবেদনের ০১ (এক) কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৩০.৪)

৩১.৭। প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং বদলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ৩০.৫);

৩১.৮। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গভীর নলকূপ ও প্রোডাকশন টিউবেওয়েল এর গায়ে প্রকল্পের নাম খাঁচিত স্টিকার না থাকায় এটি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে তা সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে স্থাপনা/টিউবওয়েল এর গায়ে প্রকল্পের নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড লাগিয়ে ছবিসহ আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ- ৩০.৬);

৩১.৯। ফরিদপুর সদর উপজেলায় আলিয়াবাদ ইউনিয়নের মোঃ মিজানুর রহমান) এর বাড়িতে স্থাপিত হ্যান্ড টিউবওয়েলটির প্লাটফর্ম নির্মাণপূর্বক পাম্পটি সচল করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-২৫.২. (২);

৩১.১০। উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে আগামী ০১/১০/২০২২ তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচারক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: জনাব মো: আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, আইএমইডি।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৮.১০.২০২১ হতে ৩১.১০.২০২১ খ্রি:

১. প্রকল্পের নাম: চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন (১ম সংশোধিত)

২.বাস্তবায়নকারী সংস্থা: চট্টগ্রাম ওয়াসা।

৩.প্রকল্পের ধরণ: বিনিয়োগ।

৪. প্রকল্পের অর্থায়ন: বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), বিশ্বব্যাংক ও চট্টগ্রাম ওয়াসা।

৫.প্রকল্প পরিচালকের নাম: জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম ওয়াসা।

৬.প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

৭. প্রকল্প অনুমোদন:

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল	১১.০১.২০১১ খ্রি:	একনেক
সংশোধিত (১ম)	১০.০১.২০১৭ খ্রি:	একনেক

৮। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের গুণগতমান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহ সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
(চ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
(ছ) প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৯। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০৭৮৪৬.২১	১৮৯০৮২.৪৯	১৫৩৯৬৮.২৬	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ (৬০ মাস)	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ (৯৬ মাস)	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০২১ (১২৬ মাস)	৪৬১২২.০৫ (৪২.৪৬%)	৬৬ মাস (১১০%)

১০। প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	চট্টগ্রাম ওয়াসা
মূল ডিপিপি	১০৭৮৪৬.২১	৮৪৬৩.০৯১	৯৭২৬.৩৯	২১১৫.৭৭
১ম সংশোধিত ডিপিপি	১৮৯০৮২.৪৯	৩৭৩৩৭.৫৬	১৪৯৪৯০.৮৪	২২৫৪.০৯
প্রকৃত ব্যয়	১৫৩৯৬৮.২৬	২৭৩৯৭.৩৬	১২৬৫৭০.৯০	০.০০

১১। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও নকশা (প্রকল্প মূল্যায়নের সময় কোন ডিটেইলড প্রকৌশল ডিজাইন) প্রস্তুত ছিলনা, প্রকল্পের প্রথম আড়াই বছর অতিবাহিত হয় প্রকল্প প্রস্তুতি সমস্যা, প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন চিহ্নিতকরনসহ কারিগরি পরামর্শক নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণ এবং বৃহৎ কাজের ডিটেইলড ডিজাইন প্রস্তুতকরণের ফলে প্রকল্পের বড় নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, বাস্তব কাজের পরিমাণ/পরিমাপ হ্রাস/বৃদ্ধি ও নতুন উপাংগ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হওয়ায় প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে নানাবিধ কারণে বাস্তবায়ন বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পটি দুই দফায় ৩০ মাস (১ বছর ৬ মাস+১২ মাস) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসীদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ, সুয়ারেজ এবং ড্রেনেজ সেবার উন্নয়ন; এবং
- চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা, প্রোগ্রামিং, বাজেটিং, পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প ডিজাইন ইত্যাদিতে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ।

১৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ ও বিবরণ:

পূর্ত কাজ:

ক) পানি সরবরাহ উন্নয়ন: মদুনাঘাট পানি শোধনাগার ও পতেঙ্গা বুস্টার পাম্প স্টেশন নির্মাণ;
খ) ট্রান্সমিশন ও অতিরিক্ত বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ);
গ) কালুরঘাট থেকে পতেঙ্গা বুস্টার পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন ও সংশ্লিষ্ট বিতরন পাইপলাইন নির্মাণ;
ঘ) কালুরঘাট বুস্টার পাম্প স্টেশনের পুনর্বাসন/নির্মাণ কাজ;
ঙ) বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ)।

কনসালটেন্সি সার্ভিস:

ক) মদুনাঘাট পানি শোধনাগার ও আনুষঙ্গিক ট্রান্সমিশন পাম্পিং সুবিধার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ডিজাইন ও নির্মাণ কাজের তদারকি;

খ) চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহ সিস্টেম এবং পানি নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ-সমীক্ষা, ডিজাইন ও নির্মাণ তদারকি স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজের বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) চট্টগ্রাম শহরের স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কর্মকৌশল এবং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সহায়তা;

ঘ) ইউটিলিটি আধুনিকায়ন আমব্রেলা কনসালটেন্সি ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় ও নিবন্ধন রাস্তা কাটার খরচ (পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য)।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

১৪। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
রাজস্ব ব্যয়						
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৩১	৭৫০.২১	১৮	৪০৫.৫৩
২.	কর্মচারিদের বেতন	জন	২৯	৮৩.৮৪	৭	২৮.৭৫
৩.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	২৮২.০০	থোক	২০৩.৯৩
৪.	পুনর্বাসন ক্ষতিপূরণ	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৪১.৩৬
৫.	রাস্তা কাটার খরচ (পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য)	থোক	থোক	৭১৩৮.০০	থোক	৬৯৩৯.৩৩
৬.	কনসালটেন্সির ওপর ২০% আয়কর (বৈদেশিক)	থোক	থোক	২৫১৭.১০	থোক	০.০০
৭.	শেখ রাসেল (মদুনাঘাট) পানি শোধনাগার ও আনুষঙ্গিক ট্রান্সমিশন পাম্পিং সুবিধার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ডিজাইন ও নির্মাণ কাজের তদারকি	সংখ্যা	৪৭৫জনমাস	৪৪৬৭.৪৪	৪৭৯.৫২ জনমাস	৪৭২৫.৯০
৮.	চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহ সিস্টেম এবং পানি নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ-সমীক্ষা, ডিজাইন ও নির্মাণ তদারকি	সংখ্যা	৮১২ জনমাস	৬৩১০.২০	৫৯২.৩১ জনমাস	৫৮৫৯.৩৪
৯.	পানি সম্পদ স্টাডি: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিদ্যা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	-	থোক	১৭৫.১০	থোক	১৭২.৮২
১০.	চট্টগ্রাম শহরের স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের কর্ম কৌশল এবং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন	-	থোক	২৯৪৬.০০	থোক	২৬৬৬.৩৭
১১.	ইউটিলিটি আধুনিকায়ন আমব্রেলা কনসালটেন্সি	-	থোক	২৫২২.৪২	থোক	২৭৯৭.৫৫
১২.	স্বতন্ত্র আর্থিক কারিগরি ও পরিচালন কর্মক্ষমতার অডিট এবং জিওবি-চট্টগ্রাম ওয়াসার পারফরমেন্স চুক্তি অনুযায়ী অগ্রগতি পর্যালোচনা	-	থোক	১৪৮.৬৪	থোক	১৬৬.৫৮
১৩.	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি লোকাল/ইন্টারন্যাশনাল, চট্টগ্রাম ওয়াসার পিএমইউ সমর্থন স্বতন্ত্র (কনসালটেন্ট)(একাধিক চুক্তি)	সংখ্যা	৩৭০ জনমাস	৩১১.৫৩	১১৫ জনমাস	২৪৯.৭৮

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১৪.	অপারেশন খরচ সহায়তা (পিএমইউ অপারেশনাল খরচ সহ)		থোক	২০০.০০	থোক	৮৪.৯৯
১৫.	মদুনাঘাট ডব্লিউটিপি, বিপিএস এবং পাইপলাইনের আরএপি, ইআইএ এর প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নসহ জরিপ		থোক	৬০.০০	থোক	৫৯.০৯
১৬.	চট্টগ্রাম ওয়াসার সম্পদের মূল্য ও দায় নির্ধারণ		থোক	১২.০০	থোক	০.০০
১৭.	জোনাল ও হেড অফিস ভবনের রিমডেলিং এবং সংস্কারের ডিজাইন ও নির্মাণ তদারকি	সংখ্যা	৪৩০ জনমাস	৬৬৩.০০	২০৬.৫৭ জনমাস	৪৪৬.৩৮
১৮.	প্রশিক্ষণ (স্থানীয়+বিদেশি), কর্মশালা, শিক্ষা সফর, একচেন্জসহ সামাজিক সুরক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা ও সক্ষমতা		থোক	১০০.০০	থোক	৫৮.৭৭
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):			২৮৭৩৭.৪৮		২৪৯০৬.৪৬
	মূলধন:					
	সম্পদ অধিগ্রহণ (মেশিনারি, সরঞ্জাম ও উপকরণ):					
১৯.	ওয়াটার সাপ্লাই অপারেশন সরঞ্জাম ও খুচরা যন্ত্রাংশ (ক)বাল্ব জোনাল ও কনজিউমার মিটার প্যাকেজ লট(খ)খুচরা যন্ত্রাংশ রিপেয়ার কিটস,পাইপ ও বাল্বস, টুলস এবং যন্ত্রাংশের (একাধিক চুক্তি)	-	থোক	৯২.৭৯	থোক	৮৭.৭৫
২০	অপারেশনাল যানবাহন (একাধিক চুক্তি)	সংখ্যা	৪টি	২৩৭.৬৪	৮টি	১৮৪.৬৭
২১	অফিস সরঞ্জাম (একাধিক চুক্তি)	-	থোক	১৯.৬২	থোক	১৯.১৪
২২	ল্যাবরেটরি সরঞ্জামাদি,যন্ত্রাংশ, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্যামিক্যাল/কনজিউমেবল এবং বইপত্র/জার্নাল (একাধিক চুক্তি)	-	লট	৮১.৭৬	লট	৮০.৯২
২৩	জোনাল অফিসের সংস্থাপন ও সংস্কার (একাধিক চুক্তি)	-	থোক	১৮৭.৯৩	থোক	১৮৯.১৮
২৪	যানবাহন(চার হুইল ড্রাইভ জিপ)	সংখ্যা	১টি	২৯.৬৪	১টি	৩০.১২
২৫	ডাবল কেবিন পিকআপ -২টি	টি	২টি	৪৫.২৪	২টি	৪৩.০০
২৬	ফার্নিচার (একাধিক চুক্তি)	-	থোক	১৯.০২	থোক	১৮.৪৭
২৭	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় ও নিবন্ধন	একর	৪.৭	৪৫১২.০০	৪.৬৮	৪৩১৪.৫৫
২৮	মদুনাঘাট পানি শোধনাগার ও পতেঙ্গা বুস্টার পাম্প স্টেশন নির্মাণ	-	থোক	৩৯৪০০.০০	থোক	৪০৪৬৬.৬২
২৯	ট্রান্সমিশন ও অতিরিক্ত বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ)	কি:মি:	৪৮.৫২	২৭৬১৮.২২	৪৬.৭২কি.মি	২২৯২২.৪৩
৩০	কালুরঘাট থেকে পতেঙ্গা বুস্টার পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন ও সংশ্লিষ্ট বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ	কি:মি:	৩৫ কি.মি	২৩৫১১.৪৩	৫৭.৮০ কি.মি	১৬৫৬৪.৭৬
৩১	বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ)	কি:মি:	৬৫ কি	২৫৪০৬.৪০	৭৭.৫৮ কি.মি	২৩৬৮৬.৮১
৩২	শহরের বস্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সম্প্রসারণ (ফেজ-১	-	থোক	৩৯০.০০	থোক	৩০৭.৪৪

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	)					
৩৩	কালুরঘাট বুস্টার পাম্প স্টেশনের পুনর্বাসন/নির্মাণ কাজ	-	থোক	৫২৪৯.৪০	থোক	৪৩১৮.০৮
৩৪	ইউপিভিসি ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন নির্মাণ (একাধিক চুক্তি)	কি:মি:	৯.৮৭২ কি.মি	৮৯.৮৬	৯.৮৭ কি.মি	৭৭.৪১
৩৫	প্রশিক্ষণ ইয়ার্ড নির্মাণ	-	থোক	১৯.৫০	থোক	১৬.৩০
৩৬	স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	-	থোক	৫০.০০	০.০০	০.০০
৩৭	আউটসোর্স কাজ (একাধিক চুক্তি)	-	থোক	২৩.৭৫	থোক	৩.৪৭
৩৮	হালিশহর এসটিপির জমি রক্ষার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	-	থোক	৩৯২.০০	থোক	২২৫.৪২
৩৯	সিডি ভ্যাট	-	থোক	২৬৬০০.০০	থোক	১৫৫০৫.২৬
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):				১৫৩৯৭৬.২০		১২৯০৬১.৮০
প্রাইস কন্টিনজেন্সি		থোক	১০০%	৩৮২১.২৯	০.০০	০.০০
ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি		থোক	১০০%	২৫৪৭.৫২	০.০০	০.০০
সর্বমোট :				১৮৯০৮২.৪৯		১৫৩৯৬৮.২৬

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।

প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি, পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে নিম্নরূপ অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে:

অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
শেখ রাসেল (মদুনাঘাট) পানি শোধনাগার ও আনুষঙ্গিক ট্রান্সমিশন পাম্পিং সুবিধার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ডিজাইন ও নির্মাণ কাজের তদারকি।	৪৭৫ জনমাস	৪৪৬৭.৪৪	৪৭৯.৫২ জনমাস (১০০.৯৫%)	৪৭২৫.৯০ (১০৫.৭৮%)	এ অংগে ৪.৫২ জনমাস বৃদ্ধি পেয়েছে
চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহ সিস্টেম এবং পানি নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ-সমীক্ষা, ডিজাইন ও নির্মাণ তদারকি।	৮১২ জনমাস	৬৩১০.২০	৫৯২.৩১ জনমাস (৭২.৯৪%)	৫৮৫৯.৩৪ (৯২.৮৫%)	এ অংগের বাস্তব অগ্রগতি ৭২.৯৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯২.৮৫%। এ অংগে ২১৮.৬৯ জনমাস হ্রাস পেয়েছে।
ইউটিলিটি আধুনিকায়ন আমব্রেলা কনসালটেন্সি।	থোক	২৫২২.৪২	থোক	২৭৯৭.৫৫	এ অংগে ২৭৫.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি লোকাল/ইন্টারন্যাশনাল, চট্টগ্রাম ওয়াসার পিএমইউ সমর্থন স্বতন্ত্র (কনসালটেন্ট)।	৩৭০ জনমাস	৩১১.৫৩	১১৫ জনমাস (৩১.০৮%)	২৪৯.৭৮ (৮০.১৮%)	এ অংগের বাস্তব অগ্রগতি ৩১.০৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮০.১৮%। এ অংগে ২৫৫ জনমাস হ্রাস পেয়েছে।
জোনাল ও হেড অফিস ভবনের রিমডেলিং এবং সংস্কারের ডিজাইন ও নির্মাণ তদারকি।	৪৩০ জনমাস	৬৬৩.০০	২০৬.৫৭ জনমাস (৪৮.০৩%)	৪৪৬.৩৮ (৬৭.৩২%)	এ অংগের বাস্তব অগ্রগতি ৪৮.০৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৩২%। এ অংগে ২২৩.৪৩ জনমাস হ্রাস পেয়েছে।

অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
অপারেশনাল যানবাহন (ওয়াটার বুসার-৪টি)	৪টি	২৩৭.৬৪	৮টি	১৮৪.৬৭	৪টি ওয়াটার বুসার ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও পিসিআর-এ ৪টি ওয়াটার বুসার এবং ৪টি মটরসাইকেল ক্রয় ও ব্যয় দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, পিসিআর-এ লক্ষ্যমাত্রায় ১৫টি মটর সাইকেল দেখানো হয়েছে।
মদুনাঘাট পানি শোধনাগার ও পতেঙ্গা বুস্টার পাম্প স্টেশন নির্মাণ।	থোক	৩৯৪০০.০০	থোক	৪০৪৬৬.৬২ (১০২.৭১%)	ভ্যাট ও আয়কর যুক্ত করার কারণে এ অংগে ১০৬৬.৬২ লক্ষ টাকা (২.৭১%) অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।
ট্রান্সমিশন ও অতিরিক্ত বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ)	৪৮.৫২ কি.মি.	২৭৬১৮.২২	৪৬.৭২ কি.মি.	২২৯২২.৪৩	এ অংগের বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.২৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৯৯%। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় কম হয়েছে।
কালুরঘাট থেকে পতেঙ্গা বুস্টার পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন ও সংশ্লিষ্ট বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ।	৩৫ কি.মি	২৩৫১১.৪৩	৫৭.৮০ কি.মি (১৬৫.১৪%)	১৬৫৬৪.৭৬ (৭০.৪৫%)	সংস্থানের বিপরীতে ২২.৮০ কি.মি. বাস্তব কাজ বেশী করা হয়েছে এবং ৬৯৪৬.৬৭ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও অর্থের সামঞ্জস্যতা নিরূপণ যথার্থ হয়নি।
বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ)	৬৫ কি.মি.	২৫৪০৬.৪০	৭৭.৫৮ কি.মি (১১৯.৩৫%)	২৩৬৮৬.৮১ (৯৩.২৩%)	সংস্থানের বিপরীতে ১২.৫৮ কি.মি. বাস্তব কাজ বেশী করা হয়েছে এবং ১৭১৯.৫৯ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ ও অর্থের সামঞ্জস্যতা নিরূপণ যথার্থ হয়নি।

১৫। সংশোধিত ডিপিপিতে অর্থবছর ভিত্তিক অনুযায়ী আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১০-২০১১	৩৮.৪৪	২০৮৫.০০	০.০০
২০১১-২০১২	৪৬.০৪	১৯৬.৫০	৭২.২১
২০১২-২০১৩	১১৯.৪৫	৩১০০.০০	৩৩৭.২০
২০১৩-২০১৪	৩২৮৫.৩৪	৪৭৮০.০০	৪৫৬৭.৪৪
২০১৪-২০১৫	১২১৩৫.৩৫	১০৪৫০.০০	১০০৯০.০৮
২০১৫-২০১৬	৩০৮৫৬.০৮	৩৩২১০.০০	৩২৭৯৭.৫১
২০১৬-২০১৭	৪০০৩০.৫৭	৩৭৮৮৬.০০	৩৭৫০৭.১৮
২০১৭-২০১৮	৮৪৮৮৫.০০	১১৭০৬.০০	১১৭০১.৮৫
২০১৮-২০১৯	১৭৬৮৬.০০	১৯২৯৩.০০	১৯২৭৩.৫৫
২০১৯-২০২০	-	৫৫৪৮৬.৪০	১৯৪৮১.৬১
২০২০-২০২১	-	২৮৩৯৮.০০	১৮১৩৯.৬৪
মোট	১৮৯০৮২.২৭	২০৬৫৯০.৯০	১৫৩৯৬৮.০০

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন।

১৬। বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি বিশ্লেষণ (কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হলে তার কারণ ও প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা:

অর্থবছর	লক্ষমাত্রা সংশোধিত ডিপিপি (বাস্তব) (%)	অগ্রগতি (বাস্তব) (%)	মন্তব্য
২০১০-২০১১	০.০৪৪৭	০.০০	অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকটি বিভিন্ন অর্থবছরে অগ্রগতি কম হয়েছে কারণসমূহ নিম্নরুপ: প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও কোন ডিটেইলড প্রকৌশল ডিজাইন প্রস্তুত ছিলনা। প্রকল্পের প্রথম আড়াই বছর অতিবাহিত হয় প্রকল্প প্রস্তুতি সমস্যা, প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন চিহ্নিতকরনসহ কারিগরি পরামর্শক নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণ এবং বৃহৎ কাজের ডিটেইলড ডিজাইন প্রস্তুতকরণে। ফলে প্রকল্পের বড় নির্মাণ কাজ শুরুতে বিলম্বিত হয়। কালুরঘাট থেকে পতেঙ্গা বুষ্টার পাম্প ষ্টেশন পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন ও সংশ্লিষ্ট বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজটি (প্যাকেজ-ডব্লিউ-৫) ১ম সংশোধিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও দরপত্র দলিলের উপর বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি পাওয়া না যাওয়ায় যথাসময়ে ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিগত ১৫.০৩.২০১৭ তারিখে প্যাকেজ-ডব্লিউ-৫ এর জন্য দরপত্র আহবান করা হয় এবং ঠিকাদারের সাথে ০৯.০৫.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজটি বাস্তবায়নে প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর,২০২০ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে প্রকল্পের আওতায় নির্মীয়মান ট্রান্সমিশন পাইপ লাইনের কাজ বন্ধ থাকায় এবং অন্যান্য সমাপ্ত কাজের নিরাপত্তা জামানতসহ চুড়ান্ত বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ ৩০জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
২০১১-২০১২	০.০৬৩২	০.০৬	
২০১২-২০১৩	১.৭৩৭৫	০.১১	
২০১৩-২০১৪	৬.৪১৮০	৪.৪৫	
২০১৪-২০১৫	১৬.৩১৮৮	৯.৫৭	
২০১৫-২০১৬	২১.১৭১০	৩৩.৮১	
২০১৬-২০১৭	৪৪.৮৯৩৩	৫.০০	
২০১৭-২০১৮	৯.৩৫৩৪	১৩.৩০	
২০১৮-২০১৯	-	১৮.৭০	
২০১৯-২০২০	-	৮.০০	
২০২০-২০২১	-	৭.০০	

১৭। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

(ক) অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য সরবরাহ খাতে মোট ৩৪ টি প্যাকেজ আছে। সকল প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে (জুন ২০১৬ এর মধ্যে) হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। প্যাকেজগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত হয়।

(খ) অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় মোট ৩৬ টি ভৌত কাজের প্যাকেজ আছে। প্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকল প্যাকেজগুলোর কাজ সমাপ্ত হয়।

(গ) অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় মোট ১৭ টি কনসালটেন্সি সার্ভিস প্যাকেজ আছে। সকল প্যাকেজগুলোর কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত হয়।

১৮। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
জনাব এজাজ রসূল	চট্টগ্রাম ওয়াসা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৩.০২.২০১১ খ্রি: হতে ১৭.০৭.২০১১ খ্রি: পর্যন্ত।	অতিরিক্ত
জনাব জানে আলম ভূইয়া	চট্টগ্রাম ওয়াসা	১৯.০৭.২০১১ খ্রি: হতে	অতিরিক্ত

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩০.১২.২০১৫ খ্রি: পর্যন্ত।	
জনাব মোহাং নুরুল আবছার	চট্টগ্রাম ওয়াসা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১১.০১.২০১৬ খ্রি: হতে ১৩.১১.২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত।	নিয়মিত
জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম	চট্টগ্রাম ওয়াসা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৩.১১.২০১৮ খ্রি: হতে ৩১.০৬.২০২১ খ্রি: পর্যন্ত।	অতিরিক্ত
প্রকল্প পরিচালক অন্য প্রকল্পের দায়িত্বে থাকলে উক্ত প্রকল্পের নাম	বর্তমান প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।		

১৯। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য: ৪৫১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করার সংস্থান ছিল; প্রকল্প প্রয়োজন অনুযায়ী ৪৩১৪.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৬৮ একর ভূমি অধিগ্রহন/ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, ডিপিপি/আরডিপিপি মোতাবেক পাইপ লাইন স্থাপনের প্রয়োজনে কর্তিত রাস্তার ক্ষতিপূরণ ব্যয় বাবদ ৭১৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান ছিল এবং এ খাতে প্রকৃতপক্ষে ৬৯৩৯.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২০। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: ৫৪টি আপত্তির মধ্যে ৪৪টি নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি আপত্তি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা নিম্নরুপ:

ক্রমিক	অর্থবছর	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির শিরোনাম	মন্তব্য
১	২০১৯-২০২০	২	PART-A Title: TK. 9,22,74,945.00 deducted as VAT & IT @ 10.5% on imported materials under the contract has been refunded to the contractor. PART-A Title: Unspent balance of GOB fund amounting to TK. 1,08,58,940.00 and TK. 7,00,00,000.00 which released in favor of MD,CWASA under this Project (for CD/VAT) not deposited into Govt. account.	Broadsheet replay has been sent to Ministry
২	২০১৮-২০১৯	১টি	Unspent balance of GoB. fund amounting to TK. 85,473.32 (Eighty-five thousand four hundred seventy-three taka and thirty-two paisa) not deposited into Govt. account.	Broadsheet replay has been sent to Ministry
৩	২০১৭-২০১৮	১টি	Accrued Bank Interest amounting to Tk. 3,53,57,859.57 was not deposited into the Govt. accounts.	Broadsheet reply has been sent to FAPAD
৪	২০১৬-২০১৭	২টি	Bank Interest amounting to Tk. 1,81,02,730/- not deposited into Govt. account. Ductile Iron pipe was received beyond specification amounting to USD 6,31,253& BDT. 44,46,58,364/-	Broadsheet reply has been sent to FAPAD
৫	২০১৫-২০১৬	২টি	Irregular fund transfer to Karnaphully project Amounting to Tk 6,00,00,000.00.	Broadsheet reply has been sent to FAPAD

			Project deprived of Bank Interest amounting to Tk. 8,38,356.00 for shifting Tk. 6,00,00,000.00 another project.	
৬	২০১৪-২০১৫	১টি	Bank Interest was not calculated and reflected in the F.S.	Broadsheet reply has been sent to FAPAD
৭	২০১৩-২০১৪	১টি	Irregular payment of Tk. 1,22,300 made for material test should be recovered	Broadsheet reply has been sent to FAPAD
মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা		১০টি		

২১। পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধির অনুসরণঃ পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

২২। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

গত ২৮/১০/২০২১ তারিখ আইএমই বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব আজগর আলী কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রকল্প প অগ্রগতির প্রতিবেদন এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২২.১ প্যাকেজ নং-ডব্লিউ-১ :

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: মদুনাঘাট পানি শোধনাগার ও পতেঙ্গা বুস্টার পাম্প স্টেশন নির্মাণ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: দৈনিক ৯০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন মদুনাঘাট পানি শোধনাগার ও পতেঙ্গা বুস্টার পাম্প স্টেশন নির্মাণ বাবদ ৩৯৪০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) প্রকিউরমেন্ট ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পানি শোধনাগার ও বুস্টার পাম্প স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৩৯৪০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি করা হয় ৩৯১১৫.৭৩ লক্ষ টাকা মূল্যে। Notification of Award প্রদানের তারিখ ১৫/১২/২০১৪। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ১৬/০২/২০১৫ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ১৩/০৮/২০১৭। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৪/২০১৯। চুক্তির মেয়াদ নবায়ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৪০৪৬৬.৬২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: হালদা নদীর পাড়ে অবস্থিত পানি শোধনাগারটির অপারেশন নভেম্বর ২০১৮ মাস হতে শুরু হয়েছে এবং দৈনিক প্রায় ৯ কোটি লিটার পানি চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করে যাচ্ছে। পানি শোধনাগারটি আধুনিক স্লাজ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্লাজ কেক তৈরি করছে যা পরিবেশবান্ধব। Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালন কাজ সহজতর করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাবরেটরি দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে পানির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পানি শোধনাগারটি নির্মাণের ফলে চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া, কালুরঘাট, চকবাজার, চান্দগাঁও, পাথরঘাটা, আন্দরকিল্লা, কাপাসগোলা, কাতালগঞ্জ, সদরঘাট, বাংলাবাজার ও পতেঙ্গা এলাকাসহ অন্যান্য এলাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ পতেংগা এলাকায় পানির বর্ধিত চাহিদা পূরণে এ প্যাকেজের আওতায় নির্মিত পতেংগা বুস্টার পাম্প স্টেশন কার্যকরি ভূমিকা রাখছে।



চিত্র: শেখ রাসেল পানি শোধনাগার ও পতেঙ্গা বুস্টার পাম্প স্টেশন এর ছবি

২২.২ প্যাকেজ নং-ডব্লিউ-৪:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: ট্রান্সমিশন ও অতিরিক্ত বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ)।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ৪৬.৭২ কি.মি. সড়ক (ব্যাস ১২০০ মি.মি. থেকে ১০০ মি.মি নির্মাণ বাবদ আরডিপিপিতে ২৭৬১৮.২২ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৭৬১৮.২২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রয় চুক্তিমূল্য ২৭৪৮০.২২ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ১৫/০৫/২০১৫। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ৩০/০৮/২০১৫ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/১০/২০১৭। প্রকৃতপক্ষে, কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৯/০২/২০২০। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ২২৯২২.৪৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: আরডিপিপি অনুযায়ী ৪৬.৭২ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় স্থাপিত পাইপলাইনের মাধ্যমে দৈনিক ৯০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন “শেখ রাসেল পানি শোধনাগার ” হতে পরিশোধিত পানি কালুরঘাট বুস্টার স্টেশন এ সরবরাহের মাধ্যমে চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, বহদ্দারহাট, বাদুরতলা, কাপাসগোলা, চকবাজার, কেবি আমান আলি রোড়, কাতালগঞ্জ, সিরাজদ্দৌলাহ রোড প্রভৃতি এলাকায় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।



চিত্র:- এইচডিপিই বিতরণ পাইপ লাইন এবং ডাকটাইল আয়রন ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।

২২.৩ প্যাকেজ নং-ডব্লিউ-৫ :

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: কালুরঘাট থেকে পতেঙ্গা বুস্টার পর্যন্ত ট্রান্সমিশন মেইন ও সংশ্লিষ্ট বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ৫৭.৮০ কি.মি সড়ক (ব্যাস ১২০০ মি.মি থেকে ১১০ মি.মি) নির্মাণ বাবদ ২৩৫১১.৪৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সড়কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৩৫১১.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রয় চুক্তি মূল্য ১৪৬৪৮.১৫ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ২৬/০৪/২০১৮। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২৫/০৬/২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/১২/২০১৮। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩১/১২/২০২০। সংশোধিত ক্রয়চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৬৫৬৪.৭৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: আরডিপিপি মোতাবেক ৫৭.৮০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় স্থাপিত পাইপলাইনের মাধ্যমে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে পতেংগা এলাকাসহ উত্তর কাট্টলি, অক্সিজেন, শেরশাহ, সাগরিকা প্রভৃতি এলাকায় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

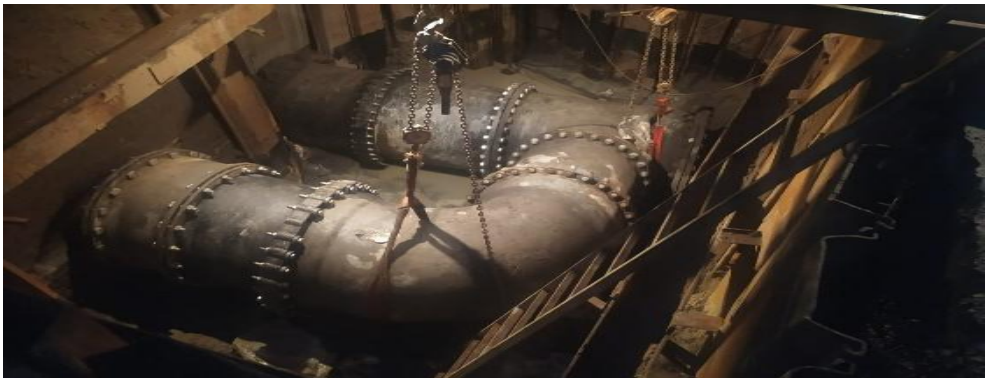

চিত্র: ১২০০ মিঃমিঃ ব্যাসের ডাকটাইল আয়রন ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।

২৩.৪ প্যাকেজ নং-ডব্লিউ-৭:

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: কালুরঘাট বুস্টার পাম্প স্টেশনের পুনর্বাসন/নির্মাণ কাজ।

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: কালুরঘাট বুস্টার পাম্প স্টেশনের পুনর্বাসন/নির্মাণ বাবদ ৫২৪৯.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বুস্টার পাম্প স্টেশনের পুনর্বাসন/নির্মাণের লক্ষ্যে ৫২৪৯.৪০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি মূল্য ৫২৪৭.৫৭ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ০৩/০৮/২০১৪। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৬/১১/২০১৪ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ০১/০২/২০১৬। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ০১/০৬/২০১৬। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৪৩১৮.০৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: আরডিপিপি মোতাবেক দৈনিক ৯৮ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতার বুস্টার পাম্প স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এ পাম্প স্টেশনটি নির্মাণের ফলে শেখ রাসেল পানি শোধনাগারের উৎপাদিত পানি চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া, কালুরঘাট, চকবাজার, চান্দগাঁও, পাথরঘাটা, আন্দরকিল্লা, কাপাসগোলা, কাতালগঞ্জ, সদরঘাট, বাংলাবাজার, ও পতেঙ্গা এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় পানি সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে।




চিত্র: কালুরঘাট বুষ্টার পাম্প ষ্টেশন এর ছবি

২৩.৫ প্যাকেজ নং-ডব্লিউ-৮ :

(ক) প্যাকেজের বিবরণ: বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ (নো রিগ্রেট বিনিয়োগ)

(খ) কাজের পরিমাণ ও আর্থিক সংস্থান: ৭৭.৫৮ কি.মি বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ (ব্যাস ১০০০ মি.মি. থেকে ১১০ মি.মি.) বাবদ ২৫৪০৬.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়।

(গ) ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ বাবদ ২৫৪০৬.৪০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রয়চুক্তি মূল্য ২৫৪০৬.৪০ লক্ষ টাকা। Notification of Award প্রদানের তারিখ ২০/০৫/২০১৫। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ৩০/০৮/২০১৫ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৮/১০/২০১৭। প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/১১/২০১৯। নির্মাণ কাজ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ২৩৬৮৬.৮১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: আরডিপিপি মোতাবেক ৭৭.৫৮ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় স্থাপিত পাইপলাইনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, মুরাদপুর, চকবাজার, কেবি আমান আলী রোড়, বাকলিয়া, ফরিদার পাড়া, খাঁজা রোড়, ফিরোজশাহ, সাগরিকা, হালিশহর, শেখ মুজিব রোড়, পাহাড়তলী, দক্ষিণ পতেংগা, বোট ক্লাব প্রভৃতি এলাকায় বর্ধিত হারে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের স্থির চিত্রসমূহ:




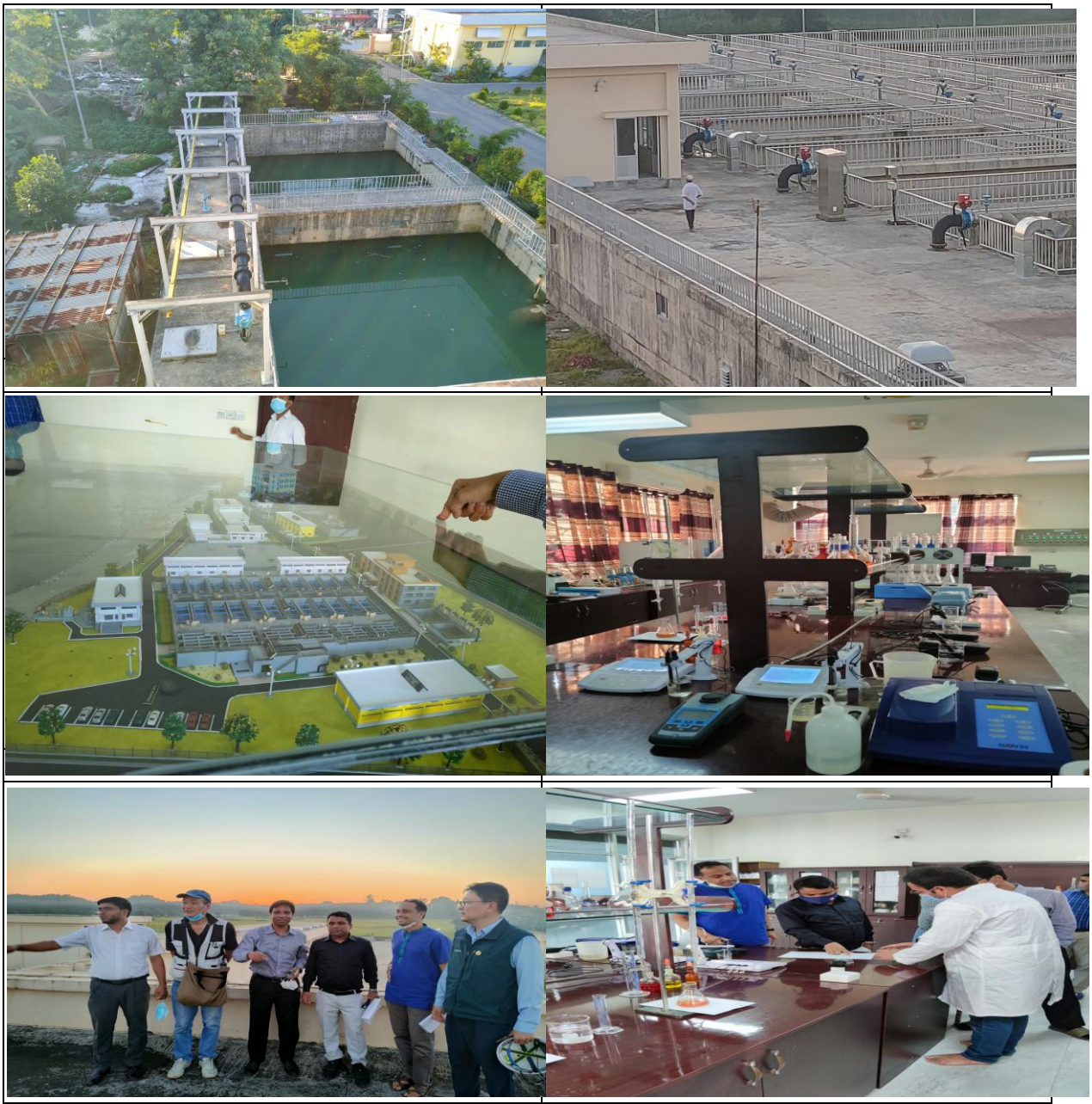

শেখ রাসেল পানি শোধনাগার (মাদুনাঘাট) বিভিন্ন অংশের স্থির চিত্র

২৪। শেখ রাসেল পানি শোধানাগার এর মাসিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় : শেখ রাসেল পানি শোধনাগার এর পরিচালন এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ মাসিক ১০১.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। যার সম্পুর্ণ অংশ চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

২৫। পরিশোধিত পানি উৎপাদনের পরিমান: পরিদর্শনকালে, এপ্রিল ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত শেখ রাসেল পানি শোধনাগারের পরিশোধিত পানি উৎপাদনের মাস ভিত্তিক নিচে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: মাস ভিত্তিক উৎপাদন

মাস	উৎপাদন (ঘনমিটার/প্রতিদিন)
এপ্রিল, ২০২১	৮৭৯৬০.৭৭
মে, ২০২১	৯৩৩৫৩.৮৩
জুন, ২০২১	৮৯৯২১.৩৩
জুলাই, ২০২১	৮৮৩২৯.১৩

আগস্ট, ২০২১	৮৯৭৮৭.৭১
সেপ্টেম্বর, ২০২১	৯১১৪৮.০০

২৬। পানির মান: পরিশোধিত শেখ রাসেল পানি শোধনাগারের পরিশোধিত পানির মান বিশ্লেষণের জন্য শোধনাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার হতে পানির গুণগতমান সম্পর্কিত মোট ১৫টি প্যারামিটারের ডাটা সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল) এবং বর্ষা মৌসুমে (মে হতে জুলাই) মাস পানি শোধনাগারের প্রতিদিনের পরিশোধিত পানির পিএইচ, টার্বিডিটি, টোটাল অ্যালকালিনিটি, টোটাল হার্ডনেস, সিএ হার্ডনেস, টিডিএস, টিএসএস, ক্লোরাইড, রেসিডুয়াল ক্লোরিন,আর্সেনিক, ডিও, (বিওডি)৫,সিওডি,ফিক্যাল কোলিফর্ম, টোটাল কোলিফর্ম ইত্যাদি'র ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় এবং তৎক্ষনাৎ পরিমাপ করা হয়েছে, যা WHO এবং Bangladesh Drinking Water Standards (BDWS) এর গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে । পানিশোধণের তারতম্য ও কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য সময়ের প্রেক্ষিতে তথ্যের একটি মাসিক গড় ছক নিম্নে প্রদান করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	প্যারামিটার	ফেব্রুয়ারী ২০২১	মার্চ ২০২১	এপ্রিল ২০২১	মে ২০২১	জুন ২০২১	জুলাই ২০২১
১	pH	৭.১৫	৭.০৩	৭.১৮	৭.০৫	৭.১০	৬.৯৫
২	Turbidity	০.১০	০.১২	০.৩০	০.১৬	০.১৫	০.১০
৩	Total Alkalinity	৪৮	৪৫	৫০	৫২	৪৭	৩৯
৪	Total Hardness	৫৪	৫২	৫৮	৬৩	৫২	৫০
৫	Ca-Hardness	২২	২০	২৫	২৩	২৪	৩১
৬	TDS	১০৫	১২০	১৬৫	১৯৯	১০৫	২৯
৭	TSS	০.৩২	০.৩০	০.৩৫	০.৩২	০.৩৮	০.৩৫
৮	Chloride	৬৭	৭০	৫৬	৮২	৬৫	১৫
৯	Residual Chlorine	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৮১	০.৮৫	০.৮২
১০	Arsenic	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১	DO	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৫	৭.১১	৭.১১	৭.১০
১২	(BOD)5	০.০৫	০.০৪	০.০৫	০.১৭	০.০৬	০.০৭
১৩	COD	০.৩৬	০.৩৯	০.৪১	০.৪৫	০.৩৪	০.৪১
১৪	Fecal Coliform	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত
১৫	Total Coliform	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত

তথ্যসূত্র: প্রকল্পের ল্যাবরেটরি।

২৭। হালদা নদীর পানিতে প্রভাব: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত শেখ রাসেল পানি শোধনাগারটি হালদা নদী হতে পানি উত্তোলন করে পরিশোধন করেছে। হালদা নদীর উৎপত্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন রামগড় উপজেলার ২নং পাটাছড়া ইউনিয়নের বদনাতলী পাহাড়ী এলাকায়। হালদা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮১ কিলোমিটার। হালদা কার্প মাছের দক্ষিণ এশিয়ার প্রধানতম প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। প্রকল্পের পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কর্ণফুলী নদী ও হালদা নদীর পানির প্রাপ্যতা ও পরিবেশের ওপর পানি উত্তোলনের প্রভাব জানার লক্ষে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হলেও নিম্নের তিনটি বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো কার্যকরি প্রদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে:

ক) হালদা নদীতে লবনাক্ততা প্রবেশের ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা করা: চট্টগ্রাম ওয়াসা হালদা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে শেখ রাসেল পানি শোধনাগারে শোধনপূর্বক সুপেয় পানি চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করছে। এই সরবরাহকৃত পানির গুণগতমান বিশেষ করে লবনাক্ততা হালদা নদীর পানির গুনগতমানের উপর নির্ভরশীল । চট্টগ্রাম ওয়াসার বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, হালদা নদীতে এই লবনাক্ততার উপস্থিতি ১৯৯৫ সাল থেকে দেখা যায় এবং

বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় লবনাক্ততার পরিমাণ ৪৯০০(মি.গ্রাম/লি) (২০১৩ সালে) পাওয়া গেছে। উক্ত পর্যবেক্ষণে আরো লক্ষ করা গেছে যে, শুষ্ক মৌসুমে কাপ্তাই লেকের পানির উচ্চতা কমে যাওয়ার কারণে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পুর্ণ বন্ধ করা হলে কাপ্তাই লেক হতে পানি ছাড়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উজান হতে কর্ণফুলি নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় জোয়ারের সময় বঙ্গোপসাগরের লবনাক্ত পানি হালদা-কর্ণফুলির সংযুক্ত পয়েন্টের মধ্য দিয়ে হালদার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। জোয়ারের সময় হালদা নদীর পানিতে লবনাক্ততার মাত্রা Bangladesh Drinking Water Standers এবং WHO গাইডলাইন অনুসৃত মাত্রা (যথাক্রমে ২৫০ মি:গ্রা:/লি: ও ৬০০মি:গ্রা:/লি) অপেক্ষা অনেক বেশি। এতে চট্টগ্রাম ওয়াসা হালদা নদী থেকে পানি উত্তোলন কমিয়ে দেয়। চট্টগ্রাম ওয়াসা সূত্রে জানা যায় লবনাক্ততার উক্ত সমস্যা নিরসনকল্পে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৯ সালে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, Rule Curve অনুযায়ী কাপ্তাই লেক পরিচালনা করা এবং বছরের অন্যান্য সময় কাপ্তাই লেক হতে কম পানি রিলিজ করে শুষ্ক মৌসুমের জন্য পানি মজুদ রেখে শুষ্ক মৌসুমে নূন্যতম দুইটি ইউনিট চালু রাখা হলে হালদা নদীতে লবনাক্ততার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে।

খ) হালদা নদীতে বর্ষা মৌসুমে টারবিডিটির বৃদ্ধি পাওয়া: হালদা নদীতে চট্টগ্রাম ওয়াসার ইনটেক পয়েন্টে শুষ্ক মৌসুমে টারবিডিটির পরিমাণ সহনীয় মাত্রা 30-100 NTU থাকলেও বর্ষা মৌসুমে কোন কোন সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে 750-1200 NTU পর্যন্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে এমনটি হচ্ছে বলে চট্টগ্রাম ওয়াসা জানায় । ফলে উক্ত সময়ে পানি পরিশোধনে অধিক পরিমাণ কেমিক্যাল ব্যবহারের প্রয়োজন হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

গ) হালদা দূষণ রোধে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ: বাসা বাড়ীর পয়:বর্জ্য, ও কঠিন বর্জ্য কল কারখানার অপরিশোধিত তরল বর্জ্য এবং হাসপাতাল-ক্লিনিকের অপরিশোধিত মেডিক্যাল বর্জ্যের প্রভাবে হালদার পানি দূষিত হচেছ। এ সকল কারণে হালদার মৎস্য জীব বৈচিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব প্রকট হচ্ছে। বসতবাড়ী ও হাসপাতালের কঠিন বর্জ্য এবং শিল্প কারখানার তরল বর্জ্য নদীতে নির্গমনের ফলে হালদা নদীতে দেশীয় মাছের প্রজনন হ্রাস পাচ্ছে। অপরিশোধিত পানির মান পরীক্ষায় দেখা যায়, শুষ্ক মৌসুমে বিশেষতঃ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত অপরিশোধিত পানিতে এ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, সালফেট, ই-কলি'র গড় ও সর্বোচ্চ মাত্রার পরিশোধনের জন্য বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ পানির স্ট্যান্ডার্ড সীমার মধ্যে থাকলেও ভবিষ্যতে যাতে এ সকল প্যারামিটারের মাত্রার পরিমাণে বৃদ্ধি না ঘটে সে বিষয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা-কে নিয়মিত মনিটরিং আরো জোরদার করা প্রয়োজন।
তথ্য সূত্র: চট্টগ্রাম ওয়াসার বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং স্টেকহোল্ডাদের মতামত।

২৮। প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ:

প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত সমস্যাদি নিম্নরুপ:

২৮.১ প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও নকশা না থাকায় প্রকল্পের প্রথম আড়াই বছর অতিবাহিত হয় প্রকল্প প্রস্তুতি, প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন চিহ্নিতকরণসহ কারিগরি পরামর্শক নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণ এবং বৃহৎ কাজের ডিটেইলড ডিজাইন প্রস্তুতকরণে। এ কারণে ফলে প্রকল্পের অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হয়।

২৮.২ শেখ রাসেল পানি শোধনাগার (মদুনাঘাট) নির্মাণে প্রধান কাজের প্যাকেজের জন্য নির্ধারিত ক্রয় পদ্ধতি, অর্থাৎ ডিজাইন-বিল্ড-অপারেট চট্টগ্রাম ওয়াসার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন বিকল্প ক্রয় পদ্ধতির যথাযথ বিশ্লেষণ ছাড়াই করা হয়। এ কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরুতে বিলম্বিত হয়।

২৮.৩ ইউটিলিটি আধুনিকীকরণ কার্যক্রমের ফোকাস ও সুযোগ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল এবং একইসাথে অনেকগুলি কার্যক্রম চালু থাকায় চট্টগ্রাম ওয়াসা'র বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা বিলম্বিত হয়।

২৮.৪ কাপ্তাই ড্যাম হতে শুষ্ক মৌসুমে পানি ছাড়া না হলে হালদা নদীতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি ও দূষণ একটি বড় ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিবে।

২৮.৫ শোধনাগারের সরবরাহকৃত পানি নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যমান পুরাতন সরবরাহ পাইপ লাইনে ত্রুটি, অবৈধ সংযোগ, ভবনের ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণাগার নিয়মিত পরিষ্কার না রাখা, অপরিকল্পিত রাস্তা খননের ফলে সরবরাহকৃত নিরাপদ পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে গ্রাহকরা পানি ফুটিয়ে পান করছে।

২৮.৬ সরাসরি পানি বিক্রয়ের (লাইসেন্স এবং অন্যান্য ফি ব্যতীত) মাধ্যমে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র রাজস্ব মোট ব্যয় (অবমূল্যায়ন এবং সুদের ব্যয় ব্যতীত) নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে না (পরিচালন খরচ ও কভারেজ অনুপাত কেবল মাত্র ০.৮৫ এর কাছাকাছি)। ভবিষ্যতে নন রেভেনিউ ওয়াটার কমানো না গেলে এবং পানি অভিকর বৃদ্ধি করা না হলে দীর্ঘমেয়াদে, এটি চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এর উপর বাড়তি চাপ

তৈরী করবে মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

২৮.৭ ২০২৪ সাল ঋণের মূল পরিশোধ এবং ভবিষ্যতে উচ্চ সুদসহ বর্ধিত ঋণের কিস্তি চট্টগ্রাম ওয়াসা'র আর্থিক সম্ভাবনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি মানসম্পন্ন পানি সরবরাহ পরিসেবা সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে চট্টগ্রাম ওয়াসা'র অপারেশনাল কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে।

২৯। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ:

ক. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৫ বছর ৬ মাস অধিক সময় ব্যয় হওয়ায় প্রকল্পের উপকারভোগীদের যথাসময়ে পরিকল্পিত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়নি।

খ. অপরিকল্পিত ও অসমন্বিতভাবে রাস্তা খননের ফলে বিভিন্ন জায়গায় পানির লাইন কেটে/ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পানি দূষিত হচ্ছে। কাজেই চট্টগ্রাম ওয়াসা শহরের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (সিটি কর্পোরেশন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস) সাথে কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা জুরুরি।

গ. পরিশোধিত পানির মান সরবরাহকালীন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, Bangladesh Water Quality Standard অনুযায়ী পানির মান অত্যন্ত নিরাপদ ও বিশুদ্ধ। কিন্তু ট্রান্সমিশন লাইন থেকে সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে যখন পানি ভোক্তাদের নিকট পৌছায় তখন কোন কোন ক্ষেত্রে পানি দূষিত হয়। কারণ হিসেবে বিদ্যমান পুরাতন ত্রুটিপূর্ণ লাইন, অবৈধ সংযোগ, অদক্ষ শ্রমিক ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক প্রয়োজনীয় তদারকি আরও জোরদার ও ত্রুটিপূর্ণ লাইন মেরামত/ উন্নয়ন এবং অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ঘ. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবলের অভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক যেমন- প্রকল্প দলিল প্রণয়নের পূর্ববর্তী কার্যক্রম, ডিপিপি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্যায়ে ক্রয় প্রক্রিয়া, অর্থছাড়, অর্থ ব্যবহার বিভিন্ন পর্যায়ে রিপোর্টিংসহ প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্বল্পতা থাকায় এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, পণ্য ও সেবা ক্রয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংগ হিসেবে বিবেচিত। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নির্ভর করে দক্ষতার সাথে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের ওপর এবং সফলতা নির্ভর করে সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উপর। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সঠিক ও সর্বোত্তম বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঙ. বেশীরভাগ ভোক্তা ভূ-গর্ভস্থ ও ছাদের রিজার্ভার ট্যাংক নিয়মিত পরিষ্কার করেন না। অনেকে, বিশেষ করে ভাড়াটিয়ারা এ সম্পর্কে খুব উদাসীন। এমতাবস্থায়, ভূ-গর্ভস্থ ও ছাদের রিজার্ভার ট্যাংক নিয়মিত পরিষ্কারের ব্যাপারে চট্টগ্রাম ওয়াসা নিয়মিত তদারকি ও প্রচারণার মাধ্যমে ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চ. হালদা নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপজাত বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ বাধ্যতামূলকভাবে Efluent Treatment Plant (ETP) এর দ্বারা পরিশোধনের মাধ্যমে নদী ও খালে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসীদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ, সুয়ারেজ এবং ড্রেনেজ সেবার মান উন্নয়ন।	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (চট্টগ্রাম ওয়াসা) চট্টগ্রাম মহানগরী ও পাশ্ববর্তী এলাকায় দৈনিক ৪০৯ মিলিয়ন লিটার চাহিদার বিপরীতে দৈনিক ৩০০ মিলিয়ন লিটার পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করত। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ৯০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন 'শেখ রাসেল পানি শোধনাগার', দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন লিটার পাম্পিং ক্ষমতাসম্পন্ন পতেংগা বুস্টার পাম্প স্টেশন ও দৈনিক ৯৮ মিলিয়ন লিটার পাম্পিং ক্ষমতাসম্পন্ন কালুরঘাট বুস্টার পাম্প স্টেশন এবং ১৯১.৯৭ কি:মি: সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত স্থাপনাসমূহ কমিশনিং করা হয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম মহানগরীর বাকলিয়া, কালুরঘাট, চকবাজার, চান্দগাঁও, পাথরঘাটা, আন্দরকিল্লা, কাপাসগোলা, কাতালগঞ্জ, সদরঘাট, বাংলাবাজার ও পতেঙ্গা এলাকাসহ অন্যান্য এলাকার পানি সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। 'শেখ রাসেল পানি শোধনাগার' চালুর ফলে মহানগরের পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগে উন্নিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা, প্রোগ্রামিং, বাজেটিং, পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প ডিজাইন ইত্যাদিতে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ।	প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরীর স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। যার আলোকে চট্টগ্রাম ওয়াসা ইতোমধ্যে একটি পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড আরও ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএসও ৯০০১:২০১৫ সনদ অর্জন করেছে। এছাড়াও একই প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ওয়াসা'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা আয়োজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

৩১। আইএমইডি-এর সুপারিশ/মতামত:

৩১.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সঠিক ও সর্বোত্তম বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় প্রকল্পটির চিহ্নিত দুর্বল দিকসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাধি থেকে যেন সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও যত্নবান হতে হবে;

৩১.২ প্রকল্পটির কতিপয় অংগের চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা, আরডিপিপি'র সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে চুক্তি সম্পাদন ও অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি স্পষ্টকরত আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে;

৩১.৩ প্রকল্পের সকল অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ফলাফল এবং নিষ্পন্নকৃত অডিট আপত্তির প্রমাণক আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো;

৩১.৪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পিত রাস্তা খনন, অবৈধ সংযোগ বন্ধ ও দক্ষ শ্রমিক ব্যবহার করে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে পানি দূষণমুক্ত রাখার পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ শোধনাগারটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ওয়াসা গ্রহণ করার পূর্বেই এর নিজস্ব লোকবল নিয়োগ ও দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

৩১.৫ শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততার মাত্রা হ্রাস নিরসনকল্পে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত ২০০৯ সালের টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ
যথাযথভাবে পালন করে হালদা নদীতে লবনাক্ততার মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে;

৩১.৬ প্রকল্প এলাকার বাসা বাড়ীর পয়:বর্জ্য, ও কঠিন বর্জ্য কল কারখানার অপরিশোধিত তরল বর্জ্য এবং হাসপাতাল-ক্লিনিকের অপরিশোধিত মেডিক্যাল বর্জ্যের প্রভাবে হালদার পানি দূষিত হচ্ছে। এ সকল কারণে হালদার মৎস্য জীব বৈচিত্রের নেতিবাচক প্রভাব প্রকট হচ্ছে। বসত বাড়ী ও হাসপাতালের কঠিন বর্জ্য এবং শিল্প কারখানার তরল বর্জ্য নদীতে নির্গমনের ফলে হালদা নদীতে দেশীয় মাছের প্রজনন হ্রাস পাচ্ছে। অপরিশোধিত পানির মান পরীক্ষায় দেখা যায়, শুষ্ক মৌসুমে বিশেষতঃ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত অপরিশোধিত পানিতে এ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, সালফেট, ই-কলি'র গড় ও সর্বোচ্চ মাত্রার পরিশোধনের জন্য বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ পানির স্ট্যান্ডার্ড সীমার মধ্যে থাকলেও ভবিষ্যতে যাতে এ সকল প্যারামিটারের মাত্রার পরিমানে বৃদ্ধি না ঘটে সে বিষয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা-কে নিয়মিত মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে;

৩১.৭ ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক বদলির বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান কমিটির সুপারিশ/অনুমোদনক্রমে করতে হবে;

৩১.৮ ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদে সকল অংগের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্ভাব্যতা যাচাই করে তার সুপারিশের আলোকে যথাযথ ডিজাইন ও প্রাক্কলন পূর্বক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে ;

৩১.৯ সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সময়োপযোগী ও Resilence Plan প্রণয়ন করার পাশাপাশি হালদা নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপজাত বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ বাধ্যতামূলকভাবে Efluent Treatment Plant (ETP) এর দ্বারা পরিশোধনের মাধ্যমে নদী ও খালে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং

৩১.১০ অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীনভাবে রাস্তা খননের কারণে ভোক্তা/উপকারভোগিদের দুর্ভোগ লাঘবে ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম ওয়াসা ও শহরের অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/বিদ্যুৎ/টেলিফোন/গ্যাস দপ্তর)-এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩১.১১ অনুচ্ছেদ ৩১.১ হতে ৩১.১০ এর ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক আগামী দুই মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগ কে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ আজগর আলী)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন
সমাপ্ত জুন,২০২১

১।	প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (Project for Improvement of Comprehensive Management Capacity (PICMaC)
২।	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক
৩।	পরিদর্শনের তারিখ	:	০৯/১১/২০২২ খ্রিঃ
৪।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬।	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকারের জিওবি এবং জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত।

৭। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ। পাইলট এলাকা সমূহ নিম্নরুপ।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গাজীপুর	কালিয়াকৈর
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা

৮। প্রকল্প অনুমোদন:

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল টিএপিপি	২৭.০১.২০১৫	মাননীয় মন্ত্রী,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সংশোধিত টিএপিপি	২৪/৬/২০২৮	মাননীয় মন্ত্রী,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

৯। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল: (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের) %	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের) %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত	১ম ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৪০৬.৮৮ ২৮৮.৪১ ৩১১৮.৪৭	৩৯২৮.৮২ ৫৬৬.৫৫ ৩৩৬২.২৭	৩৭১১.৪৫ ৩৫৪.২০ ৩৩৫৭.২৫	নভেম্বর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৮ (৪৮ মাস)	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০২০ (৬৮ মাস)	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০২১ (৮০মাস)	নভেম্ব,২০১৪-জুন ২০২১ (৮০ মাস)	৫২১.৯৪ (১৫.৩২%)	৩২ মাস (৬৬.৬৬%)

১০। প্রকল্পের পটভূমি ও প্রকল্প অনুমোদন:

বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হল সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবায় সকল মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এই লক্ষে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর বিষয়গুলি বিবেচনা করে, পানি সরবরাহ সেক্টরের জন্য "সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (২০১১-২০২৫)" গ্রহণ করে। এই সেক্টরে আরও ভাল পরিষেবা প্রদানের জন্য উক্ত এসডিপিতে DPHE-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। বিদ্যমান এসডিপির রোড ম্যাপের উপর ভিত্তি করে, বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে JICA-এর কারিগরী সহায়তায় "পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট ৩৪০৬.৮৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৮৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (জাইকা এর অনুদান) ৩১১৮.৪৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর, ২০১৪ থেকে অক্টোবর,২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৭/০১/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :

১ জুলাই,২০১৬ খ্রিঃ তারিখে গুলশানের হলি আর্টিসান ট্র্যাজেডির পর জাপান সরকার, বাংলাদেশে জাপানী বিশেষজ্ঞদের ভ্রমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে ৭ মাসের জন্য জাপানী বিশেষজ্ঞগণ প্রকল্পের কাজ থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে কাজ শুরু করলেও ভ্রমনের নিষেধাজ্ঞার কারনে সকল বিশেষজ্ঞগন একসংগে বাংলাদেশে ভ্রমন করে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন নাই। অন্যদিকে বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের গুরুত্বের বিষয়টি প্রকল্পের আওতায় প্রনীতব্য Guideline এ অন্তর্ভূক্ত করার জন্য গত ২৬ ডিসেম্বর,২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটি সভার প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়ে সিদ্ধানন্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯২৮.৮২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫৬৬.৫৫ ও JICA এর অনুদান টাকা ৩৩৬২.২৭ লক্ষ) নির্ধারণ করে নভেম্বর, ২০১৪ থেকে অক্টোবর,২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৪/৬/২০১৮ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ এর কারণে মে,২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পযন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য :</u>

- বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং পৌর এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন;
- পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেস শক্তিশালীকরন এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো;
- পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন;
- স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ;

১৩। <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:</u>

(ক) গ্রামীণ ও পৌর অঞ্চলের পানি সরবরাহের জন্য সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ (To prepare "Comprehensive Technical Guideline on Water Supply for Rural and Pourashava")।

(খ) গ্রামীণ ও পৌর অঞ্চলের পানি সরবরাহের তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (To strengthen the information system on Rural and Pourashava water supply;

(গ) সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্লানের সাথে সামন্জস্যপূর্ণ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (To preparethe mid and long term action plan aligned with the sector development plan) .

(ঘ) উপযুক্ত পানির উৎসের উন্নয়ন এবং কারিগরি বিকল্পসমূহ নির্বাচন (To improve technical capacity in developing water source and in selecting feasible tecnological option).

(ঙ) স্থাপিত পানি সরবরাহ সুবিধাগুলো পরিচালনা ও পানির গুনগতমান পরিমাপের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (To establish Monitoring Framework for operational status and water quality of the installed water supply facilities).

১৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) টিএপিপি/ পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৫। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	টিএপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব বাজেট						
১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৯৩.১৮	৭	৬৯.৭	৫
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	জন	৬৪.৫৮	৭	৬৩.৫৮	৪
৩	ভাতাদি	জন	৭৩.৩৯	১১	৫৩.৯২	৫
৪	পরামর্শক	জন/মাস	২৬৪৩.৭৮	৩১৫	২৬৪৩.৭৮	৩১৫
৫	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৭৮.০৮	থোক	৩৩৬.৭১	থোক
৬	বিদেশে প্রশিক্ষণ (৩০০ জন - দিন)	জন	১৫৭.৮১	২০জন	১৫৭.৮১	২০জন
৭	বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১০৪.১৯	৫০	৩৩.১১	২৮
৮	প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার (৫টি এলাকা) জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সমন্বিত গাইডলাইনের পাইলটিং	টি	৭.৯৭	৩টি	৭.৯৭	৩টি
৯	পল্লী ও পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেন্সিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রিন্ট করা (ইংরেজী = ৫০০, বাংলা = ২০০০)	কপি (টেকনিক্যাল গাইডলাইন + ম্যানুয়াল)	১৯.৯৬	৪০০০কপি	১৮.৭৮	২৫০০কপি
১০	প্রযুক্তিগতভাবে দুর্গম এলাকার জন্য হাইড্রোজিওলজিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	একক	১৫.৯৪	১টি	১৫.৯৪	১টি
১১	৬৪ জেলার বাছাইকৃত এলাকাসমূহে সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ	একক	২৫.৫০	৬৪টি	২৫.৫০	৬৪ টি
১২	প্রকল্পের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	টি	১০.০৪	২ টি	৫.০২	১ টি
১৩	মোটর যানবাহন	থোক	৮.০০	থোক	৮.৬৫	থোক
	উপমোট		৩৬০২.৪২		৩৪৪০.৪৭	
(খ) মূলধন বাজেট						
যন্ত্রপাতি						
১৪	আর্সেনিক, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ই-কোলাই ফিল্ড টেষ্ট কিট	টি	২১.৯২	৬৪	২১.৯২	৬৪
১৫	জিপিএস	টি	১১.৯৬	৭০	১১.৯৬	৭০
১৬	স্ক্রিন সহ মাল্টিমিডিয়া	টি	১.২০	১	১.২০	১
১৭	ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	০.৯৬	২	০.৯৬	২
১৮	প্রোগ্রামিং সফটওয়ার	টি	২.৩৯	১	২.৩৯	১
১৯	ফটোকপিয়ার কাম প্রিন্টার	টি	২.৩৯	১	২.৩৯	১
২০	হাই রেজুলেশন স্ক্যানার	টি	০.৩২	২	০.৩২	২
২১	কালার প্রিন্টার (এ ৩ সাইজ)	টি	১.২০	১	১.২০	১
২১	কম্পিউটার প্রিন্টার (বি এ্যান্ড ডব্লিউ)	টি	০.৫৬	২	০.৫৬	২

৬৪ টি

ক্রমিক নং	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	টিএপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
২২	অফিস কন্টিজেন্সি, যন্ত্রপাতি যেমনঃ ইউপিএস, আইপিএস ইত্যাদি	সেট	১.৫৯	১	১.৫৯	
২৩	এয়ার কন্ডিশনার (২ টন)	টি	৬.১৮	৫	৬.১৭৫	৫
যানবাহন						
২৪	জীপ (4 WD)	টি	৪১.৯৪	২	৪১.৯৪	২
২৫	মাইক্রোবাস	টি	১১.৯৬	১	১১.৯৬	১
২৬	বাইসাইকেল (৬৪ উপজেলা)	টি	১৮.৩৬	২৫৬	১৮.৩৬	২৫৬
আসবাবপত্র						
২৭	আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী (প্রকল্প পরিচালক ও কনসালটেন্টের কার্যালয়)	থোক	৮.৫০	থোক	৮.৫০৩	থোক
সফটওয়্যার						
২৮	ডিপিএইচর জন্য তথ্য আদান প্রদান পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ	কপি	৭.৯৭	১	৭.৯৭	১
২৯	সিডি/ভ্যাট	থোক	১৮৭.০০	থোক	১৩১.৫৮	থোক
উপমোট(মূলধন বাজেট)			৩২৬.৪০		২৭২.৩০	
মোট (ক+খ)			৩৯২৮.৮২		৩৭১১.৪৫	

১৬। অর্ধবছর ভিত্তিক টিএপিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি %
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৫-২০১৬	৯২৩.৩৭	১৫১.২৭	৭৭২.১০	৯২৩.৩৭	৮১০.২৫	৩৮.১৫	৭৭২.১০	২৬.৯৪
২০১৬-২০১৭	৭১৩.৮৮	১৩৯.৭১	৫৭৪.১৭	৭১৩.৮৮	৭১৩.৮৮	১৩৯.৭১	৫৭৪.১৭	৪৫.১৮
২০১৭-২০১৮	৫৮৭.০০	৩৬.০০	৫৫১.০০	৫৮৭.০০	৫৮১.৮৩	৩০.৮৩	৫৫১.০০	৬১.৫৫
২০১৮-২০১৯	৭২৯.৫৭	৮৬.৫৭	৬৪৩.০০	৭২৯.৫৭	৭১১.৭৬	৬৮.৭৬	৬৪৩.০০	৮৫.১৩
২০১৯-২০২০	৭৩৬.০০	৭৮.০০	৬৫৮.০০	৭৩৬.০০	৬৯৬.৫০	৩৮.৫০	৬৫৮.০০	৯৫.০০
২০২০-২০২১	২৩৯.০০	৭৫.০০	১৬৪.০০	২৩৯.০০	১৯৭.২৩	৩৮.২৫	১৫৮.৯৮	৯৯.০০
মোট	৩৯২৮.৮২	৫৬৬.৫৫	৩৩৬২.২৭	৩৯২৮.৮২	৩৭১১.৪৫	৩৫৪.২০	৩৩৫৭.২৫	৯৯.০০

১৭। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি : প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯২৮.৮২ লক্ষ টাকা টাকা (জিওবি ৫৬৬.৫৫ লক্ষ ও JICA এর অনুদান ৩৩৬২.২৭ লক্ষ) ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৯২৮.৮২ লক্ষ টাকা । ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩৯২৮.৮২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭১১.৪৫ লক্ষ (জিওবি ৩৫৪.২০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩৫৭.২৫ লক্ষ) টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৪.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ বছর ভিত্তিক (অর্থবছর: ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১) রাষ্ট্রীয় কোষাগার জমা প্রদান করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

১৮। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পের শুরু হতে প্রকল্প পরিচালকগণের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
তুষার মোহন সাধু খাঁ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পরিকল্পনা সার্কেল , জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০-০৪-২০১৬ থেকে ২৩-০৩-২০২১	অতিরিক্ত
মাহবুবা মুনমুন	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প প্রকল্প ব্যবস্থাপক,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২৩-০৩-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২১	অতিরিক্ত

১৯। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

২০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

উদ্দেশ্য	অর্জনের অবস্থা
গ্রামীণ ও পৌর অঞ্চলের পানি সরবরাহের জন্য সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ।	প্রকল্প হতে পানি সরবরাহ, তথ্য ব্যবস্থাপনার মানদন্ডের নির্ধারনের জন্য DPHE-এর সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইন (CTG) (ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায়) তৈরি করা হয়েছে।
গ্রামীণ ও পৌর অঞ্চলের পানি সরবরাহের তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।	প্রকল্প হতে Technical Management Information System (TIMS)নামে একটি সমএকক (unit) তৈরী করা হয়েছে । এছাড়া তথ্য শেয়ার বা সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প হতে Data Platform তৈরীকরা হয়েছে।
সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্লানের সাথে সামন্জস্যপূর্ণ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।	প্রকল্প হতে সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্লানের সাথেসামন্জস্যপূর্ণ করে মধ্যম (২০২০-২০২৫) ও দীর্ঘ মেয়াদী (২০২৬-২০৩০) [The mid and long term action plan aligned with the sector development plan isprepared]কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া এই আউটপুটের অধীনে"সম্ভাবনাময় পানি সম্পদ ম্যাপ(Water Resources Potential Maps) প্রস্তুত করা হয়েছে।
উপযুক্ত পানির উৎসের উন্নয়ন এবং কারিগরি বিকল্পসমূহ নির্বাচন।	অধীনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ৮০%কর্মকর্তা-কর্মচারী পানির উৎসের উন্নয়ন এবং সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত বিকল্প পানির উৎস নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।
স্থাপিত পানি সরবরাহ সুবিধাগুলো পরিচালনা ও পানির গুনগতমান পরিমাপের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।	ডিপিএইচই-এর কেন্দ্রীয় এবং পাইলট এলাকায় নির্বাচিত অফিসসমূহে পানির উৎস মনিটরিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে যার ফলে সেই নির্দিষ্ট এলাকার পানির উৎসের পরিচালন অবস্থা ও পানির গুণগতমানের সার্বিক অবস্থা জানা যাবে।

২১। টিএপিপিতে মোট প্যাকেজ সংখ্যা (পণ্য) (লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নম্বর প্যাকেজের অধীনে কাজের বিবরণ	টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অফিসিয়াল প্রাক্কলন	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তির তারিখ	বাস্তবায়িত কাজের পরিমান	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
	কাজের পরিমাণ	টিএপিপিঅনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য						চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
আসবাবপত্র সরবরাহ	থোক	৮.৫০	৮.৫০৩	১৩/১২/১৫	৮.৫০৩	-	থোক	২৬/০৬/১৬	২৬/০৬/১৬
এয়ার কুলার সরবরাহ	৫ টি	৬.১৭৫	৬.৫০	২৪/০৩/১৬	৬.৫০	১৮/৫/১৬	৫ টি	০২/০৬/১৬	৩০/০৬/১৬

* জাইকা অর্থায়নে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও গাড়ী দাতা সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে।

২২। অডিট সম্পাদন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

(ক) ইন্টার্নাল অডিট:

অডিটের অর্থ বছর	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	অডিট প্রতিবেদনে আপত্তি পর্যবেক্ষণের বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা গ্র গ্রহণ করা হয়েছে
মাসিক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়েছে। মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় যা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া যৌথ সমন্বয় সভা (Joint Co ordination Committee-JCC/PIC) সভা পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।			

(খ) এক্সটার্নাল অডিট:

অডিটের অর্থ বছর	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	অডিট প্রতিবেদনে আপত্তি পর্যবেক্ষণের বিবরণ	আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা গ্র গ্রহণ করা হয়েছে
২০১৫-২০১৬	১৫.০৬.২০১৭	পিপিআর (PPR) নিয়ম না মেনে ৬,১৭,৫০০.০০ টাকা ক্রয়মূল্যের ৫ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র ক্রয়।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য অডিট আপত্তির জবাব বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (FAPAD) এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (FAPAD) কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ সালের অডিট সম্পন্ন হলেও এ সংক্রান্ত কোন অডিট রির্পোট পাওয়া যায়নি মর্মে প্রকল্প কার্যালয় সূত্রে জানা যায়।			
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (FAPAD) কর্তৃক ২০১৮-২০১৯, ২০১৯ ২০২০ ও ২০২০-২০২১ সালের কোন অডিট সম্পন্ন হয় নি।			

২৩। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সম্পর্কিত তথ্য :

অনুমোদিত ডিপিপিতে ২টি জিপ (4WD) ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের জন্য টিএপিপিতে ৫৩.৯০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয়ে নিম্নবর্ণিত যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প দপ্তরের তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো ডিপিএইচই এর নিম্নবর্ণিত অফিসে সরকারী কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

ক্রমিক নং	যানবাহনের প্রকার	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	রেজিষ্ট্রেশন নম্বর	যানবাহনসমূহের বর্তমান অবস্থা

১	২	৩	৪	৫	৬
১	জীপ (4WD)	০১	জুন/২০১৬	ঢাকা মেট্রো ঘ ১৫-৬২২৮	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে
২	মাইক্রোবাস TOYOTA	০১	জুন/২০১৬	ঢাকা মেট্রো - ছ ৫৬-২১৮৩	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে
৩	পিকআপ TOYOTA	০১	জুন/২০১৯	ঢাকা মেট্রো - ঠ ১৩-৬৬০৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রকল্প পরিচালক অফিস কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮জানুয়ারি,২০০৬ তারিখের ৭২১ নম্বর পরিপত্রে সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমাকরণ, ব্যবহার ও নিষ্পতির বিষয়ে অনুচ্ছেদ- ১ এর অনুশাসন নিম্নরুপ "

"সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক, প্রকল্প সমাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়াধীন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন জমা না হলে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।"

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহনপুলে জমা প্রদান না করাই এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হয়েছে।

২৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রির তালিকা ও বর্তমান অবস্থা:

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত মালামাল/যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার	০৪	মে /২০১৫	সচল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকায় জমা প্রদান করা হয়েছে
২	ল্যাপটপ কম্পিউটার	০২	মে /২০১৫	১ টি সচল, ১ টি মেরামতযোগ্য। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা জমা প্রদান করা হয়েছে
৩	মনিটর	০৩	জানুয়ারি/২০১৬	সচল। সচল। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
৪	প্রিন্টার কাম ফটোকপিয়ার	০১	মে /২০১৫	সচল। সচল। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
৫	আইপিএস	১ সেট	মে /২০১৫	সচল। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
৬	প্রজেক্টর	০১	মে /২০১৫	সচল। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
৭	ডেস্ক	১০ টি	জানুয়ারি/২০১৬	।জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
৮	চেয়ার	১০ টি	জানুয়ারি/২০১৬	যোগ্য।জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
৯	মিটিং টেবিল	০১	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে -
১০	মিটিং চেয়ার	১৪ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
১১	বুক সেল্ফ	০৫ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে
১২	ভিডিও ক্যামেরা	০১ টি	মে/২০১৬	অচল। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা সংরক্ষিত আছে।
১৩	মোবাইল ফোন (বাটন)	০১ টি	মে/২০১৬	অচল। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা সংরক্ষিত আছে।

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত মালামাল/যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
১৪	এক্সিকিউটিভ টেবিল	০১ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
১৫	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	০২ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
১৬	ভিজিটর চেয়ার	০৮ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
১৭	কম্পিউটার টেবিল	০২ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
১৮	সেন্টার টেবিল	০১ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
১৯	সোফা সেট	১ সেট	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
২০	ডিনার ওয়াগন	০১ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
২১	টেবিল ফ্যান	৩ টি	জানুয়ারি/২০১৬	২ টি নষ্ট, ১ টি চলমান
২২	ফাইল কেবিনেট	০১ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
২৩	আলমারী (স্টীল)	০১ টি	জানুয়ারি/২০১৬	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা ব্যবহার হচ্ছে।
২৪	এসি (২ টন)	০৫ টি	জানুয়ারি/২০১৬	সচল। পিডি, কক্ষে ব্যবহার হচ্ছে

২৫। <u>প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মালামালে তালিকা ও বর্তমান অবস্থা :</u>

অনুমোদিত টিএপিপি'র আওতায় নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ডিপিএইচই এর নিম্নবর্ণিত কার্যালয়ে ব্যবহার হচ্ছে:

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত মালামাল/ যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের উৎস	বর্তমান অবস্থান
১	২	৩	৪	৫
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার	০৪	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
২	ল্যাপটপ কম্পিউটার	০২	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
৩	মনিটর	০৩	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
৪	প্রিন্টার কাম ফটোকপিয়ার	০১	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
৫	আইপিএস	১ সেট	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
৬	প্রজেক্টর	০১	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
৭	ডেস্ক	১০ টি	জাইকা ও প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
৮	চেয়ার	১০ টি	জাইকা ও প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
৯	মিটিং টেবিল	০১	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১০	মিটিং চেয়ার	১৪ টি	জাইকা ও প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১১	বুক সেল্ফ	০৫ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত মালামাল/ যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের উৎস	বর্তমান অবস্থান
১	২	৩	৪	৫
১২	ভিডিও ক্যামেরা	০১ টি	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১৩	মোবাইল ফোন (বাটন)	০১ টি	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১৪	এক্সিকিউটিভ টেবিল	০১ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১৫	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	০২ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১৬	ভিজিটর চেয়ার	০৮ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১৭	কম্পিউটার টেবিল	০২ টি	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১৮	সেন্টার টেবিল	০১ টি	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
১৯	সোফা সেট	১ সেট	জাইকা কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
২০	ডিনার ওয়াগন	০১ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
২১	টেবিল ফ্যান	৩ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
২২	ফাইল কেবিনেট	০১ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
২৩	আলমারী (স্টীল)	০১ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে
২৪	এসি (২ টন)	০৫ টি	প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত	ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে

পরিকল্পনা বিভাগের জুন,২০২২ এ প্রকাশিত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা” ২১.৩২ অনুচ্ছেদে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে হালনাগাদ বিবরণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাধারণ সেবা সংশ্লিষ্ট শাখায় হস্তান্তর করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার রেজিস্টারে তা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে অনুশাসন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর থেকে কোন সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া য়ায়নি।

২৬। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

(ক) স্থানীয় প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণনের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	Training on Practical Testing Programme of the Comprehensive Technical Guideline, Khulna	১৭-১৮ অক্টোবর ২০১৮	১৫ জন
২	Training on Practical Testing Programme of the Comprehensive Technical Guideline, Dhaka	২৪ অক্টোবর ২০১৮	১২ জন
৩	Training on Practical Testing Programme of the Comprehensive Technical Guideline, Chattagram	৩০-৩১ অক্টোবর ২০১৮	১১ জন

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণনের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
৪	Training on Practical Testing Programme on Implementation of DPP, Dumuria & Khulna	১১-১২ মার্চ ২০১৯	৭ জন
৫	Training on Practical Testing Programme on Implementation of DPP, Gazipur	১৩-১৪ মার্চ ২০১৯	৬ জন
৬	Training on Practical Testing Programme on Implementation of DPP, Chattagram	১৮ মার্চ ২০১৯	৭ জন
৭	Training on Practical Testing Programme on O & M Support, Anwara & Chattagram	১৯-২১ মার্চ ২০১৯	৫ জন
৮	Training on Practical Testing Programme on O & M Support, Khulna	২৪ মার্চ ২০১৯	৭ জন
৯	Training on Practical Testing Programme on O & M Support,Dumuria	২৫ মার্চ ২০১৯	৫ জন
১০	Training on Practical Testing Programme on O & M Support, Gazipur	২৫ মার্চ ২০১৯	৬ জন
১১	Training on Practical Testing Programme on O & M Support, Kaliakoir	২৮ মার্চ ২০১৯	৫ জন
১৩	Training on Oritation for Updating Water Resource Potential Maps	১২-১৪ মে ২০১৯	১০ জন
১৪	Training on Data Management	২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯	২ জন
১৫	Training on Data Management	২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯	১৫ জন
১৬	Training on ToT for Monitoring and Surviellance Mechanisms	০৫-০৭ অক্টোবর ২০১৯	৮ জন
১৭	Training on Monitoring and Surviellance Mechanisms, Gazipur	১২-১৪ অক্টোবর ২০১৯	৩৩ জন
১৮	Training on Monitoring and Surviellance Mechanisms for LGIS	১৬ অক্টোবর ২০১৯	২০ জন
১৯	Training on Monitoring and Surviellance Mechanisms, Chattagram	১৯-২১ অক্টোবর ২০১৯	৪০ জন
২০	Training on Monitoring and Surviellance Mechanisms for LGIS	২২ অক্টোবর ২০১৯	২০ জন
২১	Training on Monitoring and Surviellance Mechanisms, Khulna	২৬-২৮ অক্টোবর ২০১৯	৪৩ জন
২২	Training on Monitoring and Surviellance Mechanisms for LGIS	২৯ অক্টোবর ২০১৯	২১ জন
২৩	Training on Water Supply, Sanitation and Hygiene	১৪-১৭ অক্টোবর ২০১৯	২৫ জন
২৪	Training on Water Supply, Sanitation and Hygiene	২০-২৩ অক্টোবর ২০১৯	২৫ জন
২৫	Training on Water Supply, Sanitation and Hygiene	২৮-৩১ অক্টোবর ২০১৯	২৩ জন
২৬	Training on DPP Implementation PTP and Sharing Assesment Results of Existing Options,	০২ ডিসেম্বর ২০১৯	৫ জন

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণনের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	Chottogram		
২৭	Training on DPP Implementation PTP and Sharing Assesment Results of Existing Options, Khulna	০৫ ডিসেম্বর ২০১৯	৬ জন
২৮	Training on DPP Implementation PTP and Sharing Assesment Results of Existing Options, Gazipur	১৭ ডিসেম্বর ২০১৯	৪ জন
২৯	Training on Water Safety Plan and Water Quality Monitoring and Surveilance for Pourashava	১০-১১ ফেব্রুয়ারী ২০২০	৮ জন
	মোট	২৯ ব্যাচ	৩৯৪ জন

(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ :

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণনের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দেশের নাম
০১	STRENGTHENING WATER SUPPLY IMPLEMENTATION STRUCTURE	১৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬	৬	জাপান
০২	MANAGEMENT ON WATER SUPPLY SERVICES	০৯-২১ ডিসেম্বর ২০১৯	১৩	জাপান

২৭। <u>পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ :</u>

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক গত ০৯/১১/২০২২ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

২৮। <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি বর্ণনা:</u>

২৮.১। গ্রামীণ ও পৌর অঞ্চলের পানি সরবরাহের জন্য সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ: এই কার্যক্রমের অধীনে গাইডলাইনের চূড়ান্ত খসড়া JCC (Joint Coordination Committee) সভায় অনুমোদিত হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ টি সার্কেল অফিসের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে অবহিত করার জন্য গাইডলাইনটির অবহিতকরন সভা (Dissemination seminars) ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত গাইডলাইনটিগুলোর বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। গাইডলাইনগুলো স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল অফিস, অন্যান্য সরকারী অফিস ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ।

২৮.২। গ্রামীণ ও পৌর অঞ্চলের পানি সরবরাহের তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ: এই কার্যক্রমের অধীনে প্রকল্প হতে Technical Management Information System (TIMS) নামে সমএকক (unit) তৈরী করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনের পর ডিপিএইচই এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া তথ্য শেয়ার বা সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প হতে Data Platform তৈরী করা হয়েছে। উক্ত Technical Management Information System (TIMS) এর চূড়ান্ত কপি ও Data Platform ব্যবহারের নির্দেশকা তৈরী করা হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়সহ ডিপিএইচই এর অন্যান্য দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে ।

২৮.৩। সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ : এই কার্যক্রমের অধীনে মধ্য (২০২০- ২০২৫) ও দীর্ঘ মেয়াদী (২০২৬-২০৩০) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া

ডিভিশনওয়ারী ও উপজেলাওয়ারী সম্ভাবনাময় পানি সম্পদ ম্যাপ (WRPM) তৈরী করা হয়েছে যেটিতে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান দেখানো হয়েছে। এই ডকুমেন্টগুলো ডিপিএইচই এর প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সার্কেল এবং জেলা পর্যায়ের অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এই কাযক্রমের অধীনে প্রস্তুতকৃত উপজেলাওয়ারী সম্ভাবনাময় পানি সম্পদ ম্যাপ (WRPM) এর প্রয়োজনমাফিক আপডেট করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদান প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (WRPM)সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

২৮.৪। উপযুক্ত পানির উৎসের উন্নয়ন এবং কারিগরি বিকল্পসমূহ নির্বাচন : এই কার্যকমের অধীনে পানির উৎস উন্নয়ন এবং কারিগরি বিকল্পসমুহ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আউটপুটের অধীনে ডিপিএইচই এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে ফেব্রুয়ারী/২০২১ থেকে মে/২০২১ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিপিএইচই এর ৮০% প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপযুক্ত পানির উৎস নির্বাচন এবং উন্নয়নে দক্ষতা অর্জন করেছে।

২৮.৫। পানি সরবরাহ সুবিধাগুলো পরিচালনা ও পানির গুনগতমান পরিমাপের পযবেক্ষণ পদ্ধতি : এই কার্যক্রমের অধীনে পানির গুণগতমান নজরদারী, পর্যবেক্ষণ ও ফিডব্যাক এর জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কাযক্রমের অধীনে ডিপিএইচই এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ, উপজেলা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন) কর্মকর্তা – কর্মচারীদের নিয়োমিত পর্যবেক্ষণ, ফিডব্যাক ও পানির গুণগতমান নজরদারির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ডিপিএইচই এর কেন্দ্রীয় ও পাইলট এরিয়ায় অবস্থিত ডিপিএইচই এর মাঠ পর্যায়ের অফিস মনিটরিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এই আউটপুটের আওতায় মনিটরিং এর জন্য ৪ টি মেকানিজম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মেকানিজমগুলো TWG (Technical Working Group)মিটিংয়ে অনুমোদিত হয়েছে। এই মেকানিজমসমূহের চূড়ান্ত সংস্করন মুদ্রণ করা হয়েছে। যা মাঠ পর্যায়সহ ডিপিএইচই এর অন্যান্য দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে।

৩০। <u>বাস্তবায়ন সমস্যা :</u>

৩০.১। <u>প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time over- run ও Cost over run)</u>-: মূল প্রকল্পটি মোট ৩৪০৬.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর, ২০১৪ হতে অক্টোবর,২০১৮ (৪৮ মাস) মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯২৮.৮২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২১.৯৪ লক্ষ টাকা বা মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৫.৩২% । নভেম্বর, ২০১৪ হতে অক্টোবর,২০১৮ (৪৮ মাস) মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত (৬৮ মাস) নির্ধারণ করা হয় । এক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে মূল বাস্তবায়নকালের ৪১.৬৬%। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ এর কারণে মে,২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পযন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১ মাস বা মূল বাস্তবায়নরকালের ৬৪.৫৮%।

৩০.২। <u>External অডিট নিষ্পত্তি না হওয়া</u> : পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১টি অডিট সম্পন্ন হলেও সেটি নিষ্পত্তি হয়নি। তাছাড়া ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পটির এ পযন্ত ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল কোন অডিট দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।।

৩১। <u>সুপারিশ:</u>

৩১.১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো সরকারী যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদানের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপুর্বক সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ -২৩;)

৩১.২। পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকার ২১.৩২ অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ২৪ ও ২৫);

৩১.৩। অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের এ পর্যন্ত ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল অডিট নিষ্পত্তি হয়নি যা কাম্য নয়। অডিট সম্পন্ন করার জন্য অডিট অফিসের সাথে প্রকল্প কার্যালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত

রাখতে হবে এবং প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন শেষে অডিট প্রতিবেদনের ০১ (এক) কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-২২)।

৩১.৪। ৩৪০৬.৮৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত মূল প্রকল্পটির সংশোধন করে প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯২৮.৮২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২১.৯৪ লক্ষ টাকা বা মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৫.৩২% এবং বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১ মাস বা মূল বাস্তবায়নকালের ৬৪.৫৮%। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ-৩১.১);

৩১.৫।। উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে আগামী ২৯/১২/১২/২০২২ তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তির তারিখঃ জুন ২০২১)

১. প্রকল্পের নাম : পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ প্রকল্প

২. প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : মো: কামাল হোসেন, সহকারী পরিচালক

৩. প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ : ২১-২২/১/২০২২ খ্রি:

৪. প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
রংপুর	রংপুর	পীরগঞ্জ	পীরগঞ্জ

৫. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

৬. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

৭. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল: (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৯২.২৬	-	১৬৪১.৮১	জুলাই২০১৭ হতে জুন ২০১৯	জুলাই২০১৭ হতে জুন ২০২১	জুলাই২০১৭ হতে জুন ২০২১	৩৫০.৪৫ (১৭.৫৯%)	২ বছর (১০০%)

৮. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	রাজস্ব অংগসমূহ					
১.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২২.২০	থোক	১৯.৪০	থোক
২.	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.১৬	থোক	১৭.১৬	থোক
৩.	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক

৪.	কনসালটেন্সী	মাস	১৫.৮৪	মাস	১৫.৮৪	মাস
খ)	মূলধন					
৫.	ডিজিটাল ওয়ার বিলিং সিস্টেম	থোক	৩.৩০	থোক	৩.৩০	থোক
৬.	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিক্সা ভ্যান	টি	৮.০০	২০	৬.৪৩	২০
৭.	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২০.০০	থোক	১৫.০০	থোক
৮.	পরীক্ষামূলক নলকূপ	টি	৩.৬০	৩	৩.৫০	৩
৯.	উৎপাদক নলকূপ	টি	৭৫.০০	৩	৩৬.০৪	৩
১০.	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	টি	২৪.০০	৩	২২.০৪	৩
১১.	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	৩০.০০	৩	২১.০০	৩
১২.	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরর্মার	টি	২৪.০০	৩	১৯.০০	৩
১৩.	পাইপ লাইন (২০০ মি. পিভিসি)	কি. মি.	১১৫.০০	৫	১০৫.০০	৫
১৪.	পাইপ লাইন (১৫০ মি. পিভিসি)	কি. মি.	১২০.০০	৮	১০৮.০০	৮
১৫.	পাইপ লাইন (১০০ মি. পিভিসি)	কি. মি.	৭২.০০	৮	৬৮.০০	৮
১৬.	পাইপ লাইন (৫০ মি. পিভিসি)	কি. মি.	৪১.৫০	১০	৩৩.৯৮	১০
১৭.	মিটারসহ গৃহসংযোগ	টি	১০০.০০	১০০০	৯০.৭০	১০০
১৮.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	টি	৪৫.০০	৩	৩৯.২৯	৩
১৯.	কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	টি	৫০.০০	১০	৪৪.৮৮	১০
২০.	প্রাইমারী আরসিসি ড্রেন স্থাপন	কি.মি.	৯৮৫.০০	১০	৮৮৮.৮৫	১০
২১.	সলিডওয়েষ্ট সিস্টেম নির্মাণ	টি	১৭৫.০০	১	৭৭.৬১	১
২২.	কমিউনিটি ডাস্ট বিল নির্মাণ	টি	৪.০০	২০	৩.৭৯	২০
২৩.	সটিং সেড	টি	০.৬০	১	০.৬০	১
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী	-	১৯.৫৩	-	০.০০	-
ঘ)	প্রাইস কন্টিজেন্সী	-	১৯.৫৩	-	০.০০	-
	সর্বমোট	-	১৯৯২.২৬	-	১৬৪১.৮১	-

৯. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০. পটভূমিঃ

রংপুর জেলার দক্ষিণ অংশে ও সদর থেকে ৩৫ কি: মি: পীরগঞ্জ পৌরসভা অবস্থিত। ২০১৩ সালে পৌরসভাটি প্রতিষ্ঠত হয় এবং এটি একটি 'গ' শ্রেণির পৌরসভা। পৌরসভাটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং যার আয়তন ১৯.৪০ বর্গ কি: মি: এবং বর্তমান জনসংখ্যা ১৯,৫৮৩ জন। পৌরসভাটিতে ৪,২৯৭ টি পরিবার বসবাস করে। পৌরসভাটির জনসংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল। বর্ধিত এই জনসংখ্যার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানির্টেশন আবর্জনা নিষ্কাশন ও নর্দমা সিস্টেমের সমন্বয়ে পরিবেশগত স্যানিটেশন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ডিপিএইচই ২০১৬ সালে পীরগঞ্জ পৌরসভায় একটি

সম্ভ্যবতা জরীপ সম্পন্ন করে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য উৎস নির্ধারনের প্রেক্ষিতে ভূগর্ভস্থ পানির উপর অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়। সম্ভ্যতা জরীপ অনুযায়ী, বর্তমানে পৌরসভাটিতে পানি সরবরাহের মাধ্যম হলো ১৬০টি অগভীর নলকূপ। যার মাধ্যমে প্রতি ৯৫ জনের জন্য একটি নলকূপ নিশ্চিত হচ্ছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। পৌরসভাটির বর্তমান ও ভব্যিতের বিপুল চাহিদা পূরণে লক্ষ্যে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্থান প্রয়োজন। তাছাড়া পৌরসভাটিতে স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, গৃস্থালীর বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য ইত্যাদি সুবিধার সৃষ্টি করার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১১. উদ্দেশ্যঃ

ক) পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ;
খ) জনসমাগম স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধিতি চালুকরণ;
গ) পয়: নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।

১২. প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ

ক) প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ: ২৮-১২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
খ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেখে মেয়াদ বৃদ্ধির তারিখ : ২৬/৬/২০১৯ খ্রি: ।
গ) আন্ত: অঙ্গ সমন্বয়কৃত আরডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ: ১৫/৬/২০২১

১৩. প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি: লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১৭-১৮	৮.০০	৮.০০	-	৮.০০	৮.০০	৮.০০	-	-
২০১৮-১৯	৬৮.৩৬	৬৮.৩৬	-	১৮৮.৩৬	৬৮.৩৬	৬৮.৩৬	-	-
২০১৯-২০	৯৫৪.৬৬	৯৫৪.৬৬	-	১৬৩৫.০০	৯৫৪.৬৬	৯৫৪.৬৬	-	-
২০২০-২১	৯৬১.২৪	৯৬১.২৪	-	৬২০.০০	৬১০.৭৯	৬১০.৭৯	-	-

১৪. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতিকরণ প্রকল্পটির সমাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি'র সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক জনাব মো: কামাল হোসেন ২১-২২/১/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রকল্প এলাকা পীরগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১ ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম:

জিডি-১ প্যাকেজের আওতায় ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৩.৩০ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৩.৩০ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। এ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২.৩.২০২০ তারিখ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত ছিল ০২.৪.২০২০। প্রকল্প পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিস্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, এ বিষয়ে একটি সফট্ওয়ার তৈরী করা হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত পৌরসভাকে হস্তান্তর করা হয়নি। কারণ আন্ত: অংগ সমন্বয় করার সময় গৃহসংযোগসহ মিটার স্থাপন অংগের পরিবর্তে গৃহসংযোগ রাখা হয়েছে। ফলে মিটার স্থাপন করা হয়নি। এ কারণে সিষ্টেমটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক বুঝে নেয়া হয়েছে কিন্তু পৌরসভাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। ভবিষ্যতে ডিজিটাল মিটার স্থাপন করা হলে সিষ্টেমটির ব্যবহার করা যাবে মর্মে জানা যায়। তবে বিষয়টি সঠিকভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। যেহেতু বিষয়টি পৌরসভার কাজে ব্যবহৃত হবে। সে ক্ষেত্রে পৌরসভার নির্ভরযোগ্য কাউকে সিস্টেম টি বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.২ রিক্সাভ্যান সরবরাহ:

রিক্সাভ্যান জিডি-২ প্যাকেজের জন্য বরাদ্দ ছিল ৮.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৬.৪৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৩৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। এ প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ছিল ৬.৪৩ লক্ষ টাকা। চুক্তির তারিখ ছিল ২৯.৫.২০১৮ এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩০.৮.২০১৮। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, রিক্সাভ্যানসমূহ পৌরসভার ময়লা সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিলে আনা নেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়েছে । রিক্সাভ্যানসমূহ মেরামতসহ যাবতীয় সমস্যা পৌরসভাকে নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শনকালে জোর দেয়া হয়। পরিদর্শনকালে পৌরসভার প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, ময়লা অপসারণের জন্য রিক্সাভ্যানসমূহ তাদের খুবই সহায়ক হয়েছে ।

১৪.৩ ভূমি উন্নয়ন:

ডব্লিউডি-৮ প্যাকেজের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন খাতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতের আর্থিক অগ্রগতি ৭৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। এ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২৩.৫.২০১ তারিখ এবং কাজ সমাপ্তের তারিখ নির্ধারিত ছিল ২৫.৬.২০২১ তারিখ। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সলিট ওয়েস্ট ল্যান্ডফিলে ময়লা অপসারণ করার জন্য ময়লার রিক্সাভ্যান যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ করার জন্য ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রাস্তাটি ইট দ্বারা পৌরসভা সংস্কার করেছেন। তবে রাস্তাটি কিছু কিছু অংশে ইট সরে গিয়েছে এবং ডেবে যেতে দেখা যায়। অতিদ্রুত মেরামত করা না হলে রাস্তাটি দিয়ে ময়লা অপসারণ করা দুরূহ হয়ে পড়াবে। বিষয়টি পৌরসভাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য পরিদর্শনকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৪.৪ ৩ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন:

ডিব্লিউডি-১ প্যাকেজের ৩টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩.৬০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৩.৫০ লক্ষ টাকা । এ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ৩১.৫.২০১৮ এবং সমাপ্তের জন্য নির্ধরিত ছিল ২৮.৬.২০১৮ তারিখ। যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.২২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, পরীক্ষামূলক নলকূপসমূহ স্থাপনের জন্য ২ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। পানির গুনগতমানসহ অন্যান্য টেষ্টসমূহ স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ল্যাবে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর তা কার্যক্ষম করা হয়। নলকূপ স্থাপনের জন্য কোন রকম সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করেন।

১৪.৫ উৎপাদক নলকূপ স্থাপন , পাম্পঘর নির্মাণ এবং ইলেকট্রেমেকানিক্যাল কাজ:

ডব্লিউডি-২ প্যাকেজের উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, পাম্পঘর নির্মাণ এবং ইলেকট্রেমেকানিক্যাল কাজ এর জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১০১.৯৫ লক্ষ টাকা। চুক্তির তারিখ ছিল ২০.৩.২০১৯ এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৫.৯.২০১৯। তিনটি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, পাম্পঘর নির্মাণ এবং লেকটেমেকানিক্যাল কাজের মধ্যে ৩নং গাড়াবেড এলাকায় স্থাপিত অংশটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পাম্পটি চালু করে পরীক্ষা করা হয়। এ পাম্প থেকে বাড়ী বাড়ী যে হাউজ কানেকশ দেয়া হয়েছে সেখানে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটির ভিতরের যন্ত্রাংশসমূহ পেন্টিং করা প্রয়োজন । দ্রুত পেইনন্টিং করা না হলে জং ধরে যন্ত্রাংশটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে দেখা যায়। এ পাম্প থেকে দিনে দুইবার পানি সরবরাহ করা হয়। দিনে দু'বার পানি সরবরাহ করা হলেও উপকাভোগীদের দাবী তাতে তাদের চাহিদা পূরণ হয়না। ফলে তাদের দাবী পাম্প টি দিনে দুই বারের অধিক সময় ধরে চালূ রাখা হলে পানি চাহিদা পুরণ হবে বলে উপকারভোগীরা জানান। উপকারভোগীরা আরো জানান যে, বরেন্দ্রের সেচ পাম্প যখন চালূ থাকে এবং পৌরসভার পাম্প যখন চালূ হয় তখন অন্যান্য টিউবওয়ে পানি কম উঠে । ফলে তাদের নিত্যদিনের কাজকর্মে সুপেয় পানি নিশ্চিত অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়। পৌরসভার পাম্প পরিচালনায় নিয়োজিত কেয়ারটেকার জানান যে, এ এলাকায় এ পাম্প থেকে ৪৫টি হাউজ কানেশন দেয়া হয়েছে। আরো হাউজ কানেকশন দেওয়া হলেও পাম্পের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কোন রকম অসুবিধা হবে না । পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এলাকার উপকাভোগীদের মাঝে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ করার বেশ আগ্রহ দেখা যায়।

১৪.৬. পাইপ লাইন স্থাপন ৩১ কি:মি::

ডব্লিউডি-৩ প্যাকেজের আওতায় ৩১ কি: মি: পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৪.৮৫ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ৩১.৩১ লক্ষ টাকার ২৪.৭.২০১৯ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এ কাজ টি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ২৪.২.২০২০ তারিখ । এ কাজের আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৮৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ স্থাপন করে পাম্প হাউজ থেকে হাউজ কানেকশন প্রদান করা হয়েছে। তবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে পরিমান পাইপ লাইন স্থাপন করে হাউজ কানেকশন দেয়া হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বলে পরিদর্শনকালে

উপকারভোগীরা জানান। অন্য কোন কর্মসূচীর মাধ্যমে পাইপ লাইনের মাধ্যমে আরো পাইপ লাইন স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণের মাধ্যমে এ পৌরসভায় নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.৭ গৃহ সংযোগ (১০০০ টি):

ডব্লিউডি -৩ প্যাকেজের মাধ্যমে ১০০০টি গৃহসংযোগ প্রদান করা হয়। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১০০.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ৯০.৭০ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২৩.২.২০২০ তারিখ। কাজ সমপ্তির তারিখ ছিল ৬.১১.২০। এ কাজে আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৭০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের গাড়াবেড় এলাকায় গৃহ সংযোগ সমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অত্র এলাকায় যে পাম্প হাউজ স্থাপন করা হয়েছে সেখান থেকে দিনে দুইবার বাড়িতে বাড়িতে পানি সরবরাহ করা হয়। লাইন থেকে পানির ট্যাপে পানি ঠিকমত আসছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বেশ কয়েকটি বাড়ির সমন্বয়ে একটি পানির ট্যাপ স্থাপন করা হয়েছে । সেখান থেকে অত্র বাড়ির সবাই নিদিষ্ট সময়ে পানি সরবরাহ করে। উপকাভোগীরা জানান যে, দিনে দু'বার পানি নিশ্চিত করা হলেও তা দিয়ে তাদের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পুরণ হচ্ছে না। তাছাড়া যে সমস্ত বাড়িতে পানির ট্যাপ রয়েছে তারা ব্যবহার করলেও যাদের বাড়িতে সংযোগ নেই তারা সংযোগের দাবী জানিয়েছেন। অত্র ওয়ার্ডসহ অন্যান্য ওয়ার্ডেও এ ধরণের বাড়িতে বাড়িতে গৃহসংযোগ স্থাপনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.৮ ৩ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ:

ডব্লিউ -৪ প্যাকেজের আওতায় ৩টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৫.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ৩৯.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা ১৬.৪.২০১৮ তারিখ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩১/৮/২০১৯। এ কাজের আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৩১% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের বড়বিলা সুইচ গেট এলাকায় নির্মিত টয়লেটটি পরিদর্শন করা হয়। পাবলিক টয়লেটটি রাস্তার পাশ্বে স্থাপন করা হয়েছে। আসে পাশে কোন বসতি না থাকলেও রাস্তা হতে চলাচলকারী সাধারণ জনগণ এটা ব্যবহার করতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া সুইচ গেটল এলাকায় বিলের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য জনসাধারণের সমাগম রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। পরিদর্শনকলে দেখা যায় যে সাবমার্জিবল পাম্পসহ ট্যাকিং স্থাপন করে টয়েলেটের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ পাবলিক টয়লেটটি পাশ্ববর্তি একটি দোকনদার সুমন ও তার স্ত্রী সাথী পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ পরিচালনা করেন। টয়লেট ব্যবহারের পর কোন রকম টাকা নেওয়া হয় না বলে তারা নিশ্চিত করেন। টয়লেটটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেলেও ভিতরে ফিটিংসসমূহ নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত সংশ্লিস্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে ঠিকাদারের সম্পূর্ণ বিল পরিশোধিত না হলে তাকে অবহিত করা জন্য বলা হয়। এছাড়া অন্য ২টি পাবলিক টয়লেটের ক্ষেত্রেও যদি এ রকম অবস্থা হয়ে থাকে তা তদারকি করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৪.৯ ১০ টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ:

ডব্লিউ-৫ প্যাকেজের আওতায় ১০টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫০.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ৪৪.৮৮ লক্ষ টাকা। চুক্তির তারিখ ছিল ২৩.৪.২০১৮ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত ছিল ৩০/১১/২০১৯। এ কাজের আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৭৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। পীরগঞ্জ পৌরসভার মধ্যে পীরগঞ্জ থানার পিছনে নির্মিত কমিউনিটি টয়লেট টি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, থানায় কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উক্ত টয়লেট টি ব্যবহার করছে। টয়লেট টি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেও উপরের চাদের অংশ কিছুটা ড্যাম পরিলক্ষিত হয়েছে। ভিতরের ফিটিংসমূহ সাভাবিক ফিটিংস লাগানো হয়েছে। এ থানায় কর্মরত পুলিশের এসআইগণের সাথে মতবিনিময় কালে জানা যায় যে, এ টয়লেট টি নির্মাণের ফলে তাদের টয়লেট ব্যবহার খুবই সহায়ক হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

১৪.১০ আরসিসি ড্রেন ১০ কি: মি: :

ডব্লিউ -৯ প্যাকেজের মাধ্যমে এ পৌরসভায় ১০ কি: মি: ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল ৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৮৮৯.০৫ লক্ষ টাকা। এ কাজের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । যার আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৪০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। ৭নং ওয়ার্ডের ডারিকা পাড়া (পশ্চিম) এবং নিয়মতপুর থেকে সটিং সেডে যাওয়ার রাস্তার পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে জানা যায় যে, বর্ষাকালে পানির সরবরাহ বেশী হলে অত্র এলাকায় পানি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে না যেযে সম্পূর্ণ এলাকা প্লাবিত হতো বলে উপকারভোগীরা জানান। এ ড্রেন নির্মাণের ফলে পানি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে যেতে পারছে বলে উপকারভোগীরা জানান। এছাড়া ৩ নং ওয়ার্ডের শিমুলতলী বাজার হতে গাড়াবেড় বড়বিলা পর্যন্ত নির্মিত ড্রেন পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকালে ড্রেনের প্রশস্ততা ৪৬ ইঞ্চি পাওয়া যায়। ড্রেনের দৈর্ঘ্য ৫৫০ মিটার । ড্রেনের গভীরতা ও পরিমাপ করা হয়। পরিমাপ করে সঠিক পাওয়া গিয়েছে। এ ড্রেন নির্মাণের ফলে অত্র ওয়ার্ডের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা কিছুটা হলেও নিরসন হয়েছে। এ ধরণের আরো ড্রেন নির্মাণ করে অত্র ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা নিরসন করার জন্য উপকারভোগীরা দাবী জানান। ড্রেন নির্মাণে ব্যবহৃত মালমাল ল্যাব টেষ্টের মাধ্যমে যাচাই করে নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিস্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী জানান। কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করার জন্য জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ল্যাব ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৪.১১ সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম :

ডব্লিউ-৬ প্যাকেজের মাধ্যমে সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৭৭.৬১ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.৩৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। এ খাতের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২৯/৮/২০১৯ তারিখ এবং কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ২৮/২/২০২০। উক্ত ল্যান্ডফিলটির নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। ল্যান্ডফিলটি ৭ নং ওয়ার্ডের নিয়মতপুর এলাকার লোকালয় থেকে বেশ দুরে বিলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। পৌরসভার ময়লা আবর্জনা এ ল্যান্ডফিলে ফেলা হয়েছে যা পরিদর্শনকালে দেখা যায়। অত্র জায়গাটি পৌরসভার নিজস্ব বলে ল্যান্ডফিল স্থাপনে কোন রকম অসুবিধা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট জেলার প্রকৌশলী জানান। উক্ত পৌরসভাটি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের নির্বাচনী এলাকা হওয়ায় ল্যান্ডফিলটি উদ্বোধন করেছেন মর্মে দেখা যায়। ল্যান্ডফিল টি সীমানা প্রচীরের গায়ে কত তারিখ উদ্বোধন করা হয়েছে তা লেখা রয়েছে দেখা যায়। এ ল্যান্ডফিলটি যেন পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধিত না হয় সে বিষয়ে পৌরসভাকে নিশ্চিত হতে পরিদর্শনকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৪.১২ সটিং সেট (১টি):

ডব্লিউ-৬ প্যাকেজের আওতায় ল্যান্ডফিলে ভিতরে একটি সটিং সেট নির্মাণ করা হয়েছে। এ নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল ০.৬০ লক্ষ টাকা যার সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২৯/৮/২০১৯ তারিখ এবং কাজ সমাপ্ত করা হয় ২৮/২/২০২০ তারিখে। যার আর্থি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকালে এ সটিং সেটটি সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভাকে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়। সটিং সেট এর মেরামতসহ অন্যান্য পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সব রকম প্রস্তুতি যাতে থাকে সে বিষয় নিশ্চিত করার প্রতি জোর দেয়া হয়। সটিং সেট নির্মাণে ব্যবহৃত মালামালসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

_১৫. ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত (২০০.০০ লক্ষ টাকার উপরের টেন্ডারকৃত পূর্ত কাজ) : (লক্ষ টাকায়)

ক্রয় কার্যের বিবরণ	আরডিপিপি মূল্য	চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
					চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
Water Supply expert (S-1)	8.04	8.04	4.11.2018	30.9.2018	30.12.2018	30.12.2018
Sanitation Expert (S-2)	7.80	7.80	4.11.2018	30.9.2018	30.12.2018	30.12.2018
Digital Water (Gd-1)	3.30	3.30	15.2.2020	3.2.2020	15.4.2020	15.4.2020
Rickshaw Van (GD-2)	8.00	6.43	25.4.2018	29.5.2018	30.8.2018	30.8.2018
Land Development (WD-⅜	20.00	15.00	15.4.2021	23.5.2021	15.6.2021	15.6.2021
Test Tube Well (WD-1)	3.60	3.50	31.1.2018	31.05.2018	28.632018	28.6.2018
Production Well (WD-2)	153.00	102.75	2.11.2019	20.3.2019	15.9.2019	15.09.2019
Pipe Line (WD-3)	348.50	313.12	17.5.2019	24.7.2019	24.2.2020	24.2.2020
House Connection (WD-	100.00	90.20	1.2.2020	23.2.2020	6.11.2020	6.11.2020

ক্রয় কার্যের বিবরণ	আরডিপিপি মূল্য	চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
					চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
3)						
Public Toilet (WD-4)	45.00	39.29	3.11.2019	16.4.2018	31.8.2019	31.8.2019
Community Toilet (WD-5)	50.00	44.97	3.11.2019	23.4.208	30.11.2019	30.11.2019
RCC Drain (WD 9/1)	985.00	890.00	3.3.2019	11.7.2019	11.1.2020	11.1.2020
RCC Drain (WD 9/2)			29.5.2019	8.8.2019	3.8.2020	3.8.2020
RCC Drain (WD 9/3)			7.8.2019	29.8.2019	28.2.2020	20.6.2021
Solid Waste Land Fill (WD9/1	175.00	78.00	7.8.2019	29.8.2019	28.2.2020	24.6.2021
Community Dust Bin (WD-7)	4.00	4.00	7.8.2019	24.10.2019	26.1.2020	26.1.2020

১৬. প্রকল্পের ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য: প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান ছিল না।

১৭. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
মো: বাহার উদ্দিন মৃধা, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	✓	-	২৪. ১.২০১৮	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত	-

১৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

ক্রঃ	উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১।	পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ;	পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ করা হয়েছে । তবে অবশিষ্ট ৬০% উন্নতিকরণ করা হলে সমগ্র পৌরসভায় পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই কার্যকর করার মাধ্যমে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।
২।	জনসমাগম স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধিতি চালুকরণ;	জনসমাগম স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধিতি চালুকরনের মাধ্যমে পরিবেশ দুষণ নিরসন নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩।	পয়: নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন।	পয়: নিষ্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন করার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে যা সাধারণ জনগণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

১৯. উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: প্রযোজ্য নয়।

২০. অডিট: প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে Internal ও Externalঅডিট সম্পন্ন করা হয়েছে হয়নি। কেন করা হয়নি তার সঠিক জবাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহতি করার জন্য প্রকল্প পরিচালকে পরিদর্শনকালে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। জরুরী ভিত্তিতে Internal ও External অডিট সম্পন্ন করার বিষটির প্রতি পরিদর্শনকালে বিশেষ ভাবে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০.১ উপকারভোগীদে মতামত: প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মো: রেজাউল করিম, মোবাইল নং ০১৭১৯২৯৮৮৬৫৫, মো: জিয়াউল হক, মোবাইল নং ০১৭১৩৯৩১৭৭২, মো: শাহিন, মোবাইল নং ০১৭১৮৬১৭৩৪৮, সাথী, মোবাইল নং ০১৭৪৩৮২৮৮৭০ এর সাথে আলোচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে তা এলাকার জনগণের সুপেয় পানি নিশ্চিতের জন্য সহায়ক হয়েছে মর্মে তারা জানান। এছাড়া নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিত ভাবে সংস্কারের মাধ্যমে মেইটেনেন্স করা হয় সে বিষয়েও তারা জোর দেন। নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে যতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে এর থেকে আরো ব্যাপকভাবে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার জন্য উপকারভোগীরা দাবী জানান।

২১. প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২১.১ প্রকল্পের কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যা: মূল ডিপিপিতে সংস্থানকৃত বেশ কয়েকটি অংগে আন্ত: অংগ সমন্বয় করা হয়েছে যা প্রকল্পের মূল ডিপিপি প্রণয়নের সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও কারিগরি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সময় বেশী লাগার কারণে প্রকল্পের কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা হলেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সঠিক সময় কাজ সম্পন্ন করা হলে এর সুফল জনসাধারণ সময়মত ভোগ করতে পারত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ সব কারিগরী ও প্রশাসনিক কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হয়েছে।

২১. ২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run): প্রকল্পটি মূল মেয়াদ কাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ২৪ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১০০% টাইম ওভার রান হয়েছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় রকম সমস্যা। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত এবং সময়মত প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মূল্য লক্ষ্য। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যতয় ঘটেছে।

২১.৩ প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Internal ও External অডিট সম্পন্নের কোন তথ্য প্রতিবেদনের প্রতিফলিত হয়নি। প্রকল্পে কোন অনিয়ম হয়েছে কিনা তা নিরুপন করা হয় অডিট কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েচে কিনা তার পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে প্রকল্পটির অডিট সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা বুঝা যাচেছ না। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । এ কারণে অডিট সম্পন্ন না হওয়া এ প্রকল্পের একটি বড় রকম সমস্যা ও ব্যতয়।

২৩. প্রকল্পের অগ্রগতিঃ প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৬৪১.৮১ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৪০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সেবা প্রত্যাশী পৌরবাসিদের নিরাপদ পানি, পয়: নিষ্কাসন, স্যানিটেশন এবং পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করণের মাধমে সেবা প্রদান অর্জিত হয়েছে।

২৪। এক নজরে পরিদর্শনের কিছু স্থির চিত্র:



চিত্র-১: ৭নং ওয়ার্ডের ডারিকাপাড়া (পশ্চিম) এবং নিয়মতপুর থেকে সটিং সেডে যাওয়ার রাস্তার পাশ দিয়ে নির্মিত ড্রেন



চিত্র-২: ৩ নং ওয়ার্ডের শিমুলতলী বাজার হতে গাড়াবেড় বড়বিলা পর্যন্ত নির্মিত ড্রেন



চিত্র: ৩: ৭ নং ওয়ার্ডের নিয়মতপুর এলাকার নির্মিত সটিং সেটসহ সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম



চিত্র: ৪: পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের বড়বিলা সুইচ গেট এলাকায় নির্মিত টয়লেট



চিত্র-৫: পীরগঞ্জ থানার পিছনে নির্মিত কমিউনিটি টয়লেট



চিত্র-৬: ৩ নং ওয়ার্ডের গাড়াবেড় এলাকায় গৃহসংযোগ

২৫। সুপারিশ:

২৫.১ প্রকল্পের Internal ও External Audit সম্পন্ন করা হয়নি তা দ্রুত সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অডিট নিষ্পন্নের প্রমাণক আবশ্যিকভাবে আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

২৫.২ প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্মিত স্থাপনা উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ জন্য ভ্রাম্যমান নির্মাণ/মেরামতের ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে;

২৫.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৫.৪ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত স্থাপনার মেইটেনেন্স/সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পৌরসভার রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

২৫.৫ এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তা উক্ত পৌরসভার জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করে শতভাগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২৬. উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

মো: কামাল হোসেন
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২১)

১.	প্রকল্পের নাম	:	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
২.	প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক।
৩.	প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ	:	১৫-১৬ মে ,২০২২
৪.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৬। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্রগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, রংছড়ি, রুমা, ধানচি, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষংছড়ি।

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
৪৫০৩.৯৯	--	৪৪৪৯.৮৫	জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯	--	জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২০	জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১	--	১৮ মাস (৫০%)

(ক) মূল প্রাক্কলনের সাথে ব্যয় হ্রাসের হার :

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে মেয়াদ বৃদ্ধির হার : ১৮ মাস

৮। প্রকল্পের পটভূমি : বান্দরবান জেলার ০৭টি উপজেলার গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৮/০৩/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ১মবার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৭

হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধ করে জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত হয় নির্ধারণ করা হয়।

৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য :</u>

- প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে বান্দরবান জেলার জনগণের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই হতে দুরে রাখা এবং সেই সাথে স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ;

- প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- মাষ্টার প্লান অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে পানির আংশিক চাহিদা পূর্ণ করা এবং
- নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৪৯.২০% হতে ৬৯.৪০% এ উন্নীতকরণ।

১০। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন</u>

ক্রঃনঃ	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	প্রশিক্ষণ	থোক	১৯.২০	থোক	১৯.২০	থোক
২	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির বিষয়ক কর্মশালা, প্রকাশনা ও সমাপ্তির প্রতিবেদন	থোক	৫.০০	থোক	৩.৯০	থোক
৩	সরবরাহ ও সেবা					
	বিজ্ঞাপন	থোক	২৮.৮০	থোক	২৬.০৫	থোক (১০০%)
	স্টাম্প ও সিল					
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (মোটরযান)					
	অফিস সরঞ্জাম মেরামত					
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট					
	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৫.০০		৩.৭৫	
৪	স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা পানি সরবরাহ (রিংওয়েল) সংস্কার	সংখ্যা	২৯০.৭০	৯৬৯টি	২৮৪.৮০	৯৬৯টি
উপমোট রাজস্ব		--	৩৪৮.৭০	--	৩৩৭.৭০	--
খ) মূলধন ব্যয় :						
৬	যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০	থোক	৪৯.০০	থোক
৭	জিএফএস (Gravity Flow System)	সংখ্যা	৯০০.০০	৩০টি	৮৯৯.৮০	৩০টি
৮	৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৩১৩.৩০	২৪১টি	৩১৩.২৫	২৪১টি
৯	৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২৮৫০.৮৫	১৫৪১টি	২৮৫০.১০	১৫৪১টি
উপমোট (মূলধন ব্যয়)		--	৪১১৪.১৫	--	৪১১২.১৫	--
	(গ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	--	২০.৫৭	--	--	--
	(ঘ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	--	২০.৫৭	--	--	--
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ		--	৪৫০৩.৯৯	--	৪৪৪৯.৮৫	--

(পিসিআর –এ তথ্য অনুযায়ী)

১১।. অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় :

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৬-২০১৭	৫১.০০	৫১.০০	--	৫১.০০	৫১.০০	৫১.০০	-	৪.৩৭%
২০১৭-২০১৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০	--	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	৩০.৬৭%
২০১৮-২০১৯	২২৫২.২০	২২৫২.২০	--	২২৫২.২০	১৪৮৩.২৫	১৪৮৩.২৫	--	৩৫.৭৬%
২০১৯-২০২০	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০	--	১৪২৫.০০	১২৩২.০০	১২৩২.০০	--	২৫.১৬%
২০২০-২০২১	১৯৩.০০	১৯৩.০০		১৯৩.০০	১৮৩.৬০	১৮৩.৬০		৪.০৪%
মোট	৫৪২১.২০	৫৪২১.২০	--	৫৪২১.২০	৪৪৪৯.৮৫	৪৪৪৯.৮৫	-	১০০%

প্রকল্প দপ্তরের তথ্য মতে।

১২। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

প্রকল্পটি ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।। প্রকল্পটি অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫৪২১.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৪৪৯.৮৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৭৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ছাড়কৃত অব্যয়িত ৯৭১.৩৫ লক্ষ টাকা বছরভিত্তিক (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭৬৮.৯০ লক্ষ, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৯৩.০০ লক্ষ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯.৪০ লক্ষ টাকা) রাষ্ট্রীয় কোষাগার জমা দেয়া হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

১৩। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি /তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

(ক) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঘ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম		পদবি ও মূল দপ্তর	পূর্ণকালিন/ খন্ডকালিন	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
১	জনাব মোঃ বজলুর হক,	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	খন্ডকালিন	০১/৬/২০১৭	৯/৮/২০১৭
২	জনাব মোহাম্মদ সামশুল হক ভূইয়া	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	খন্ডকালিন	২২/৮/২০১৭	২৫/৯/২০১৭
৩	জনাব মোঃ ফিরোজ আলম চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	খন্ডকালিন	৮/১০/২০১৭	১৭/৯/২০১৮
৪	মোঃ সাইফুর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	খন্ডকালিন	১৮/৯/২০১৮	১৪/৪/২০১৯
৫	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	খন্ডকালিন	১৫/৪/২০১৯	৩০/৬/২০২১

১৫। কাজ অসমাপ্ত থাকলে কারণ : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৬। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক ১৫-১৬ মে,২০২২ তারিখ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১৭.১। স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য সেবা পানি সরবরাহ (রিংওয়েল মেরামত) :

(ক) থানচি উপজেলা :অনুমোদিত ডিপিপিতে ৯৬৯ টি রিংওয়েল সংস্কার বাবদ ২৯০.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে পিসিআরএর তথ্যমতে ৯৬৯টি রিংওয়েল সংস্কার বাবদ ব্যয় হয়েছে ২৮৪.৮০ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৯৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শনকৃত B-Rex-15 প্যাকেজের আওতায় থানচি উপজেলায় ৪৬টি রিংওয়েল মেরামতের জন্য ১৩,৩১,০২০.৫৬৩ লক্ষ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২৫/৩/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৪/৬/২০২০ । নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায়ভূক্ত থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের আইলমারাপাড়া গ্রামের মংকিয়ানু মারমা বাড়ীতে স্থাপিত রিংওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়। এটি ২০১৭ সালে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়ছে। রিংওয়েলটি রাস্তার পার্শে উন্মুক্ত স্থানের নির্মিত হওয়ায় সর্বসাধারণের পানির চাহিদা পুরনে সহায়ক হয়েছে। তবে এ পাম্পটিতে ঠিকমত পানি উঠছে না। এখানে ৬নং পাম্প (সাবমার্সিবল পাম্প) প্রয়োজন। এ ব্যাপারে উপস্থিত থানচি উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

(খ) একই গ্রামের আরো একটি রিংওয়েল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাড়ীর মালিককে পাওয়া যায়নি। এ রিংওয়েল এর জন্য নির্মিত প্লাটফর্মটি ভেঙ্গে পড়েছে এবং খুবই জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। রিংওয়েলটি হাতল শিকল দিয়ে আটকানো অবস্থায় দেখা যায়। এলাকার উপস্থিত লোকের সাথে আলাপ করে জানা যায়, বন্যার প্লাবিত হওয়ায় নলকুপটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং নলকুপটি মেরামত করা হয়নি। এ ব্যাপারে উপস্থিত উপজেলা প্রকৌশলীকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।




স্থিরচিত্র : থানচি উপজেলায় মেরামতকৃত রিংওয়েল




স্থিরচিত্র : থানচি উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্থ রিংওয়েল

(গ) বান্দরবান সদর উপজেলা : B-Rex-16 প্যাকেজের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলায় ৫০টি রিংওয়েল মেরামতের জন্য ১৪,৬৫,০৭৪/- টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২২/০১/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০/৪/২০২০ । নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় বান্দরবান উপজেলায় সুয়ালক ইউনিয়নে মোট ৬টি রিংওয়েল মেরামতের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। অত্র ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়ায় মঙ্গালি মার্মার বাড়ীতে স্থাপিত রিংওয়েল পরিদর্শন করা হয়। রিংওয়েলটি ২০/১০/২০১৭ তারিখে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়। বাড়ীর মালিককে উপস্থিত পাওয়া যায়নি। তবে রিংওয়েলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। একই এলাকার মাঝেরপাড়া ক্যাং এর সামনের রিংওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়। এটি ২৪/৩/২০১৮ তারিখে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। উপকারভোগীগণ জানান পূর্বে তারা ০.৫০ কিলোমিটার দূর হতে কুয়ার পানি সংগ্রহ করে পান করত। পানি পান করে পানির মান ভাল প্রতীয়মান হয়েছে । একই এলাকার ক্যাজাইলা মারমা বাড়ীতে অবস্থিত রিংওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়েছে। রিংওয়েলটি রাস্তার পাশে উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। পানির গুণগতমান ভাল প্রতীয়মান হয়েছে।

বান্দরবান সদরে বনরুপা পাড়ায় ফিরোজা বেগম এর বাড়ীতে স্থাপিত রিংওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়। উপকারভোগীর সাথে আলাপ করে এবং পানি পান করে পানির গুণগতমান ভাল প্রতীয়মান হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি মর্মে জানান। রিংওয়েলটি ২০১৮ সালে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে রিংওয়েলটি বাউন্ডারির ভিতর স্থাপন করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র একটি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বান্দরবান পৌরসভার হাফেজগোনা (সবুজবাগ) ৮ নং ওয়ার্ডের জনাব সিদ্দিক আহমদ এর বাড়ীতে স্থাপিত রিংওয়েটি পরিদর্শন করা হয়। এখানে ১৫টি পরিবার পানি ব্যবহার করেন । তবে এটিতে আয়রনের পরিমাণ বেশী থাকায় খাবার পানি হিসেবে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। এ পানি গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছেন। টিউবওয়েলটির প্লাটফর্মটি ভেঙ্গে জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখা গেছে। এ ব্যাপারে উপস্থিত উপজেলা প্রকৌশলীকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

১৭.২। <u>পাম্পযুক্ত রিংওয়েল নির্মাণ:</u> অনুমোদিত ডিপিপিতে ২৪১ টি রিংওয়েল নির্মান বাবদ ৩১৩.৩০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে পিসিআরএর তথ্যমতে ২৪১টি রিংওয়েল নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩১৩.২৫ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় মোট ১১টি প্যাকেজের মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকৃত থানচি উপজেলায় B-RW-১০ প্যাকেজের আওতায় রুমা উপজেলায় ১১টি, থানচি উপজেলায় ০৯টি মোট ২০টি রিংওয়েল স্থাপনের জন্য ২৫,৯৫,৯৪৫/ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ১২/১২/২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ১১/৩/২০১৮। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের আইলমারাপাড়া গ্রামের ময়উচিং মারমা বাড়ীতে স্থাপিত রিংওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়।এটি ২০১৭ সালে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় নলকূপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানকার পানিতে কিছুটা গন্ধ রয়েছে। তারা এ পানি রান্না, গোসল ও অন্যান্য গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করেন।

(ক) <u>থানচি উপজেলা :</u> B-RW-১১ প্যাকেজের আওতায় রুমা উপজেলায় ০৮টি, থানচি উপজেলায় ০৯টি মোট ১৭ রিংওয়েল স্থাপনের জন্য ২২,০৭,০৫৮/- টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২৫/৩/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৪/৬/২০২০। এ প্যাকেজের আওতায় থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের বাগানপাড়া গ্রামে ছাইয়া অং এর বাড়ীতে ৬নং পাম্পসহ একটি রিং ওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে বাড়ীর মালিককে পাওয়া যায়নি। কেয়ার টেকার ছায়পোউং এটির দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করছেন। এ পাম্প স্থাপনের ফলে ১০টি পরিবারের সুপেয় পানি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন। এটি ২০১৭ সালে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। পানি পান করে গুণগত ভাল প্রতীয়মান হয়েছে।

(খ) একই এলাকার আইলমারাপাড়ায় ময়উচিং এর বাড়ীতে নির্মিত ৬নং হ্যান্ড রিংওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়। এটি ২০১৭ সালে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। এ পাম্পের পানিতে কিছুটা দুর্গন্ধ রয়েছে। তারা এ পানি পান করে না। তবে রান্না, গোসল গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করেন বলে ব্যবহারকারীগণ জানান।

(গ) <u>বান্দরবান সদর উপজেলা :</u>B-RW-০১ প্যাকেজের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলায় ০৪টি,বোয়ালছড়ি উপজেলায় ০৪টি এবং আলীকদম উপজেলায় ১০টি এবং নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ২টি মোট ২০টি রিংওয়েল স্থাপনের জন্য ২৫,৯৮,৯৪৫/ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২৯/০৬/২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৮/৯/২০১৭। নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলার সুলতানপুর ১নং ওয়ার্ডের সুয়ালক ইউনিয়নের মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর বাড়ীতে নির্মিত ডিপটিউবওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়েছে। এটি

২০১৯ সালে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ টিউবওয়েল পরিদর্শনকালে দেখা যায় টিউবওয়েল থেকে পাম্প ছাড়াই পানি উঠছে। পানি পান করে পানির মান ভাল মনে হয়েছে। একই এলাকার জনাব মাসুম এর বাড়ীতে স্থাপিত ডিপ টিউব ওয়েলটি পরিদর্শন করে পানির গুণগতমান ভাল প্রতীয়মান হয়েছে ।

(ঘ) বান্দরবান পৌরসভার হাফেজগোনা (সবুজবাগ) ৮ নং ওয়ার্ডের জনাব সিদ্দিক আহমদ এর বাড়ীতে স্থাপিত রিংওয়েলটি পরিদর্শন করা হয়। এখানে ১৫টি পরিবার পানি ব্যবহার করেন । তবে এটিতে আয়রনের পরিমাণ বেশী থাকায় খাবার পানি হিসেবে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। এ পানি গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছেন। টিউবওয়েলটির প্লাটফর্মটি ভেঙ্গে জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখা গেছে। এ ব্যাপারে উপস্থিত উপজেলা প্রকৌশলীকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।




বান্দরবান সদর উপজেলা ক্ষতিগ্রস্থ রিংওয়েল

১৭.৩ ৬ নং হ্যান্ড ডিপটিউব ওয়েল নির্মাণ : থানচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে নির্মিত ৬ নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ডিপটিউব ওয়েলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। এ পাম্প হতে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ টিউবওয়েল এর পানি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হচ্ছে। টিউবওয়েলটি স্থাপনের ফলে এ হাসপাতালের রোগীদের পানির অভাব দুর হয়েছে। তবে টিউব ওয়েলটির প্লাটফর্মটিতে ময়লার স্তুপ জমে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দেখা গেছে। এ ব্যাপারে উপস্থিত উপজেলা প্রকৌশলীকে এটি পুনঃনির্মাণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।




থানচি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থাপিত অরক্ষিত গভীর নলকূপ

১৭.৪। জিএফএস Gravity Flow System, উপজেলা থানচি :

(ক) প্রকল্পের আওতায় ৯০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি জিএফএস নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ৮৯৯.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি জিএফএস নির্মাণ করা হয়েছে। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোট ৩০টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৩০টি জিএফএস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শিত B-GFS-26 প্যাকেজের আওতায় থানচি সদর উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের বাগানপাড়া গ্রামে জিএফএস নির্মাণের জন্য ২৯,৪৫,০০০/- লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে ২০/১১/২০১৯.তারিখের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৯/০২/২০২০। পরিদর্শণকালে দেখা যায় দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়

প্রবাহমান ঝর্নায় বাঁধ দিয়ে পাইপের মাধ্যমে গ্রেভিটিফ্লোতে পানি পরিশোধনাগারে জমা হচ্ছে। পরিশোধিত পানি পিভিসি পাইপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাড়া বা এলাকায় নির্মিত ১০টি প্লাটফর্মে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এখানে ১০টি প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রায় ৬০০০ জন উপকারভোগী সুপেয় পানি ব্যবহার করছেন। এলাকার উপকারভোগী মিংপাইসুই এর সংগে আলাপচারিতায় জানা যায় এ পদ্ধতিতে সরবরাহকৃত পানির মান খুবই উন্নতমানের । এটি নির্মাণের পূর্বে তারা পুকুর বা ঝিরি হতে পানি সংগ্রহ করে পান করতো। এতে তারা ডায়রিয়াসহ নানাবিধ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হতো। এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ফলে প্রকল্প এলাকায় পাহাড়ী জনগনগণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। তবে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ এলাকার চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে উপস্থিত উপকারভোগীরা জানান।

(খ) B-GFS-02 প্যাকেজের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলার ৪নং সুয়ালক ইউনিয়নে গেতসামানী পাহাড়ে জিএসএফ নির্মাণের জন্য ২৯,০৪,২১৬/- টাকা চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে ১৯/৯/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় গেতসামানী পাহাড়ের ঝর্ণায় বাধ দিয়ে পানি পরিশোধনের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় নিমিত্ত প্লাটফর্মে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এখান থেকে উপকারভোগীগণ সহজে প্রয়োজনমত পানি সংগ্রহ করছেন। উপকারভোগীগণ জানান এটি নির্মাণের পূর্বে তারা ছিরি বা পুকুরের পানি দুর দুরান্ত হতে সংগ্রহ করতো। এটি নির্মাণের ফলে তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন। পরিদর্শণকালে উপকারভোগী ইউপি মেম্বার জনাব লালহাই বম জানান প্লাটফর্মটি রাস্তার পার্শ্বে উন্মুক্তস্থানে নির্মিত হওয়ায় এলাকার জনসাধারনসহ সর্বস্তরের লোকজন সুপেয় পানি ব্যবহার করতে পারছেন। তিনি জানান এ পদ্ধতি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এলাকার জনগণের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। তিনি জিএফএস পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আরো সম্প্রসারণের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।



থানচি উপজেলায় জিএফএস এবং পানিসংগ্রহের জন্য নির্মিত প্লাটফর্ম

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে বান্দরবান জেলার জনগণের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই হতে দুরে রাখা এবং সেই সাথে স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ;	গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে বান্দরবান জেলার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের হার ৪৯.২০% হতে ৬৯.৪০% এ উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;	
মাষ্টার প্লান অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে পানির আংশিক চাহিদা পূর্ণ করা	
নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৪৯.২০% হতে ৬৯.৪০% এ উন্নীতকরণ।	

১৯। উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে কারণ :

অনুমোদিত অংগসমূহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

২০। অডিট সংক্রান্ত তথ্য : প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে Internal ও Externalঅডিট সম্পন্ন করা হয়নি। জরুরী ভিত্তিতে Internal ও External অডিট সম্পন্ন করার বিষয়ে বিশেষ ভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২১। উপকারভোগীদের মতামত:

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে রিংওয়েল মেরামত, রিংওয়েল নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন এবং দুর্গম পাহাড়ী এলাকয় GFS (Gravity Flow System) পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ এলাকার জনগণের সুপেয় পানি নিশ্চিতের জন্য সহায়ক হয়েছে মর্মে তারা জানান। তারা আরো জানান আগে এসকল এলাকায় পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি ছিলো বর্তমানে তা অনেক কমে এসেছে । তাছাড়া পাশাপাশি নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে যতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে এর পরিসর আরো বাড়ানোর জন্য উপকারভোগীরা দাবী জানান। এছাড়া নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী রাখা হয় সে বিষয়েও তারা জোর দেন। জিএফএস পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পাহাড়ী জনগণের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ জানান। পাহাড়ী এলাকায় সুপেয় পানির অভাব দুরীকরণের জন্য এ পদ্ধতির সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেছেন।

২২। প্রকল্পে আর্থ-সামাজিক প্রভাব:

প্রকল্পের মাধ্যমে বান্দরবান জেলার মানুষের নিরাপদ পানি সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে ৯৬৯টি রিংওয়েল সংস্কার, ২৪১টি পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন, ১৫৪১টি গভীর নলকূপ, ৩০টি জিএফএস (গ্রেভিটিফ্লো সিষ্টেম) নির্মাণ করা হয়েছে যা ডিপিপি'র লক্ষের ১০০%। ফলস্বরুপ বান্দরবান জেলার বাস্তবায়িত উপজেলাসমূহে পানি সরবরাহ বৃদ্ধির আওতা প্রসারিত হয়েছে।

২৩। পরিবেশের উপর প্রভাব :

প্রকল্পটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন পানির উৎসগুলো সৃষ্টি করার জন্য বেশী ভূমি ব্যবহার করা না হয় এবং বেশী পরিমাণ গাছ কাটা না হয়। পানির উৎসগুলো থেকে নোংরা পানি ড্রেনের মাধ্যমে পরিবাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং পরিবেশের উপর এই প্রকল্পটির কোন খারাপ প্রভাব নেই।

২৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২৪.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time over- run)-: প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১৮ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫০% টাইম ওভার রান হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত। সময়মত প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য । এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

২৪.২। প্রকল্প হতে নির্মিত স্থাপনার গায়ে স্টিকার না লাগানো : স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম খঁচিত স্টিকার না থাকায় এটি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে তা সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম সম্বলিত স্টিকার লাগানো জরুরী মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৪.৩। নিম্নমানের প্লাটফর্ম নির্মাণ : গভীর নলকুপ ও টিউব ওয়েল এর জন্য নির্মিত প্লাটফর্মগুলোর পূর্তকাজ খুবই নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশ টিউবওয়েল এর প্লাটফর্মের উপরের আস্তরণ খুলে গিয়ে ইট বের হয়ে গেছে। বিশেষ করে থানচি উপজেলার রিংওয়েল নলকূপগুলোর প্লাটফর্মগুলো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাছাড়া স্থাপিত অধিকাংশ টিউবওয়েল এর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় টিউব ওয়েল এর চারপাশ ময়লা পানিতে কর্দমাক্ত হয়ে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ।

২৪.৪। যথাযথ তদারকির অভাব : প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বেশকিছু টিউব ওয়েল পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি উঠছে না পরিদর্শনকৃত ৫টি পাম্পযুক্ত রিংওয়েল এর মধ্যে ৪টি সচল ও ১টি নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে। নষ্ট হওয়া পাম্পযুক্ত

রিংওয়েলটির ওয়াসার প্রাপ্তি সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। রিংওয়েল স্থাপনকৃত প্লাটফর্ম এর পূর্তকাজ নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে।

২৫। সুপারিশ :

২৫.১। প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১৮ মাস (৫০%) সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৫.২। থানচি উপজেলার রিংওয়েল এর প্লাটফর্মগুলো দ্রুত সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের অধিকাংশ রিংওয়েল দিয়ে পর্যাপ্ত পানি উঠছেনা সেগুলোতে ৬হ্যান্ড পাম্প বসানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৫.৩। বান্দরবান পৌরসভায় পরিদর্শনকৃত বেশকয়েকটি টিউবওয়েল প্লাটফর্মটি ভেঙ্গে জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখা গেছে। এসব প্লাটফর্মগুলোর পূর্তকাজ দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ভ্রাম্যমান নির্মাণ /মেরামতের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;

২৫.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা/টিউবওয়েলগুলোর পার্শ্ববতী স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখার লক্ষ্যে টিউবওয়েল এর ব্যবহৃত পানি পাইপ দ্বারা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে;

২৫.৫। অডিট সম্পন্ন করার জন্য অডিট অফিসের সাথে প্রকল্প কার্যালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন শেষে অডিট প্রতিবেদনের ০১ (এক) কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

২৫.৭। উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে ২২/০৮/২০২২ তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচারক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২১)

১.	প্রকল্পের নাম	:	ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ।
২.	প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক।
৩.	প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ	:	৩০ মার্চ,২০২২
৪.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৬। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ,শরনখোলা, মোংলা, চিতলমারী ও কচুয়া ।
ঢাকা	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, সলতা, আলফাডাঙ্গা
চট্রগ্রাম	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, লাংগাডু, বাঘাইছড়ি, জুরাইছড়ি, নানিয়ারচড়, কাপ্তাই, রাজস্থলি, কাওখালি, বরকল।

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
৪৮০৭.৬৩	--	৪৩৯৫.৮৯	অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০১৯	--	অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০২১	অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০২১	--	২৪ মাস (২৬৬.৬৬%)

(ক) মূল প্রাক্কলনের সাথে ব্যয় হ্রাসের হার : ৪১১.৭৪ (৮.৫৬%)
(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে মেয়াদ বৃদ্ধির হার : ২৪ মাস (২৬৬.৬৬%)

৮। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাগেরহাট, ফরিদপুর ও রাঙ্গামাটি জেলাসমূহে ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনপূর্বক পাইলটিং ভিত্তিতে নির্ধারিত স্থান স্কুল, কলেজ, কমিউনিটি সেন্টার, উপাসনালয়, হাট-বাজার, পৌরসভা কার্যালয়ে ভু-উপরিস্থ পানি শোধনাগার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগণকে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮০৭.৬৩ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নে জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০১/১১/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২ দফায় ০২ বছর বৃদ্ধি করে অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- বাগেরহাট, ফরিদপুর, ও রাঙ্গামাটি জেলার গ্রামীণ এলাকার জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই হতে দুরে রাখা এবং সেই সাথে স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ;

- ২০০টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করা;
- সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন।

১০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

ক্রঃনঃ	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	পণ্য সেবার ব্যবহার সরবরাহ ও সেবা	থোক	১০৫.২৯	থোক	৩৭.৬২ (৩৫.৭২%)	--
২	এক্সপোজার ভিজিট	থোক	৩৫.০০	থোক	০০০	০০
৩	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়		২৪.৫৫	থোক	৬.৯৫ (২৮.৩০%)	--
৪	মেরামত ও সংরক্ষণ (মোটরযান)		৫.০০	থোক	৪.৫১ (৯০%)	--
৫	মেরামত ও সংরক্ষণ (আবাসিক ভবন)		১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
মোট রাজস্ব			১৮৪.৮৪		৬৪.০৮ ৩৪.৬৬%)	
খ) মূলধন ব্যয় :						
৬	ডাবল কেবিন পিক-আপ (ক্যারিবয়)	১টি	৫৫.০০	১টি	০০.০০	০.০০
৭	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৩৩.০০	থোক	৩১.৬৬ (৯৬%)	
৮	ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার ইউনিট	২০০টি	৪৩৯৪.৭৭	২০০টি	৪৩০০.৪৫ (৯৮%)	২০০টি (১০০%)
উপমোট : (মুলধন)			৪৪৮২.৭৭	--	৪৩৩১.৮১ (৯৬.৬৩%)	
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			৪৬.৬৮		--	
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			৯৩.৩৫		--	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ			৪৮০৭.৬৩		৪৩৯৫.৮৯ (৯১.৪৩%)	১০০%

(পিসিআর –এ প্রদত্ব তথ্য অনুযায়ী)

১১।. অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয়

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৮-২০১৯	৩৭২.০০	৩৭২.০০	--	৩৭২.০০	৩২১.৯১	৩২১.৯১	-	--
২০১৯-২০২০	৪১৮৫.০০	৪১৮৫.০০	--	৪১৮৫.০০	৩৮৯৬.৩৮	৩৮৯৬.৩৮	-	৯৫%
২০২০-২০২১	১৭৮.০০	১৭৮.০০		১৭৮.০০	১৭৭.৬০	১৭৭.৬	--	৫%
মোট	৪৭৩৫.০০	৪৭৩৫.০০	--	৪৭৩৫.০০	৪৩৯৫.৮৯	৪৩৯৫.৮৯	-	১০০%

১২। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

প্রকল্পটি ৪৮০৭.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।। প্রকল্পটি অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩৯৫.৮৯ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯১.৪৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ছাড়কৃত অর্থ হতে অব্যয়িত ৩৩৯.১১ লক্ষ টাকা বছরভিত্তিক (২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০.০৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৮৮.৬২ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ০.৪ লক্ষ টাকা) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

১৩। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি /তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

(ক) প্রকল্পের টিএপিপি/আরটিএপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি ও মূল দপ্তর	পূর্ণকালিন/ খন্ডকালিন	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
এ এইচ এম খালেকুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল,ঢাকা	পূর্ণকালীন	১৭/০৪/২০১৯	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত।

১৫। কাজ অসমাপ্ত থাকলে কারণ : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৬। প্রকল্পে গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাঃ অনুমোদিত ডিপিপি-তে ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ (ক্যারিবয়) ক্রয়ের জন্য ৫৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল । পিসিআর-এর ০৫ নম্বর অনুচ্ছেদে অংগভিত্তিক ব্যয় বিবরণীতে দেখা যায়, উক্ত যানবাহনটি ক্রয় করা হয়নি এবং এখাতে অর্থও ব্যয় হয়নি। কিন্তু পিসিআর-এর ০৭ অনুচ্ছেদে Procurement of Tansport এর বিষয়টির তথ্য ছক যথাযথভাবে অনুসরণ না করে নিম্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে :

Type of transport	Number as per P.P.	Procured with date	Transferred to Transport Pool with date	Transferred to O & M with date	Condemned/ damaged with date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
NA						

অর্থাৎ যানবাহন ক্রয়ের বিষয়ে তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে পিসিআর-এ উপরোক্ত ছক যথাযথভাবে পূরণ না করে NA (প্রযোজ্য নয়) উল্লেখ করা হয়েছে যা যথাযথ হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭। পূর্ত কাজ : প্রকল্পের পূর্ত কাজ ০৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে যা নিম্নরুপ : (লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রাক্কলকৃত মূল্য	চুক্তি মূল্য	ভেরিয়েশন সহ চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	বাস্তবায়িত কাজ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
		কাজের পরিমাণ	ডিপিপি মূল্য							চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
	বাগেরহাট জেলা										
প্যাকেজ-১ SWTSP-RBF-1	মোডেলগঞ্জ ও শরনখোলা উপজেলায় ৪৩টি ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন	৪৩টি	৯৪৪.৮৭	৯৩৬.১১	৮৭৪.৬২	--	৩/২/২০১৯	২৯/৫/২০১৯	৪৩টি	২৮/১১/২০১৯	২৭/৬/২০২০
প্যাকেজ-২ SWTSP-RBF-2	মোংলা, চিতলমারী ও কচুয়া উপজেলায় ৩২টি ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন	৩২টি	৭০৩.১৬	৬৯৬.৬৪	৬৫০.৮৮	--	৩/২/২০১৯	২৯/৫/২০১৯	৩২টি	২৮/১১/২০১৯	২৭/৬/২০২০

	ফরিদপুর জেলা										
প্যাকেজ -৩ SWTSP-RBF-3	ফরিদপুর সদর, সলতা ও আলফা ডাঙ্গা উপজেলায় ৫০টি ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন	৫০টি	১০৯৮.৬৯	১০৮৮.৫০	১০৮৭.৫০	--	৩/২/২০১৯	২৫/৬/২০১৯	৫০টি	২৬/১২/২১৯	২৫/১২/১৯
	রাঙ্গামাটি জেলা										
প্যাকেজ -৪ SWTSP-RBF-4	রাঙ্গামাটি সদর, লাংগাডু ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৩৮টি ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন	৩৮টি	৮৩৫.০১	৮২৭.২৬	৮২৬.৯০	৮৪৭.৫৬	৩১/৩/১৯	১১/৬/২০১৯	৩৮টি	১১/১২/২১৯	৩০/৬/২০২১
প্যাকেজ -৫ SWTSP-RBF-5	জুরাইছড়ি, ন্যানিয়ারচড়, কাপ্তাই, রাজস্থলি, কাউখালি ও বরকল	৩৭টি	৮১৩.১৩	৮০৫.৪৯	৮০৫.২৭	৮২৫.৩৯	৩১/৩/১৯	১১/৬/২০১৯	৩৭	১১/১২/২১৯	৩০/৬/২০২১

	উপজেলায় ৩৭টি ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন										

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

২০০টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে বাগেরহাট, ফরিদপুর, ও রাঙ্গামাটি জেলার গ্রামীণ এলাকার জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পানি শোধনাগার ইউনিটগুলো রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করা গেলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হবে।

১৯। প্রকল্প পরিদর্শন : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক ৩০মার্চ,**২০২২** তারিখ বাগেরহাট, ৩১ মার্চ, ২০২২ ফরিদপুর এবং ২২ এপ্রিল,২০২২খ্রি: রাঙ্গামাটি জেলায় বাস্তবায়িত কয়েকটি ইউনিট পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, নালা, পুকুর ও হ্রদ এর পানি ১ হর্স পাওয়ার মোটর পাম্পের সাহায্যে ২০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংকে (পানি শোধনাগারের একটি অংশ)রিজার্ভ করে বিশেষ পদ্ধতিতে (ন্যানো টেকনোলজি) পানি পরিশোধনপূর্বক সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি স্কিম সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০। বাগেরহাট জেলার কার্যক্রম : বাগেরহাট জেলায় ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। SWTSP-RBF-01 প্যাকেজের আওতায় মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় ২৫টি ও শরণখোলা উপজেলায় ১৮টি মোট ৪৩টি এবং SWTSP-RBF-02 প্যাকেজের আওতায় মোংলা উপজেলায় ১৪টি, চিতলমারী উপজেলায় ৯টি ও কচুয়া উপজেলায় ৯টি মোট ৩২টিসহ সর্বমোট ৭৫টি ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমে ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। প্যাকেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাক্কলিত ব্যয় এবং চুক্তির মধ্যে নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও কচুয়া উপজেলার কয়েকটি স্কিমের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

(ক) মোড়েলগঞ্জ উপজেলা SWTSP-RBF-1এর আওতায় মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় ২৫টি এবং শরণখোলা উপজেলায় ১৮টি মোট ৪৩টি ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট বাবদ ডিপিপিতে ৯৪৪.৮৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কাজ সম্পাদনের জন্য অফিসিয়াল প্রাক্কলন ৯,৩৬,১১,০০০/- টাকা এবং চুক্তি মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৮,৭৪,৬২,০০০ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তির তারিখ ০৩/০২/২০১৯। কার্যাদেশের তারিখ ২৯/৫/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৮/১১/ ২০১৯। প্রকৃত পক্ষে সম্পন্ন হয়েছে ২৭/৬/২০২০ তারিখে । এক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন করতে ০৭ মাস বিলম্ব হয়েছে। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পরিদর্শিত মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ৪ নং দৈবকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় স্থাপিত স্কিমটি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং এটি কার্যক্ষম রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পুকুর থেকে পাম্পে পানি সরবরাহ লাইনের পাইপ উপরে বের হয়ে থাকতে দেখা গেছে এবং যে কোন সময় বড় ধরণের আঘাতে পাইপ ফেটে গিয়ে পানির সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট উপসহকারী প্রকৌশলীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ স্কিমের বিদ্যুৎ বিল ৪নং দৈবকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ হতে নির্বাহ করা হয় মর্মে কেয়ারটেকার তরিকুল ইসলাম জানান । একই এলাকায় আলম এর পুকুর থেকে পানি সংগ্রহকৃত শোধনাগারটি পরিদর্শন করা হয়। এখানকার পানিতে শেওলা জমেছে এবং পানিতে কিছুটা গন্ধ রয়েছে।



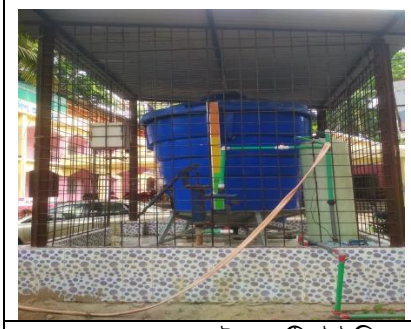

মোড়েলগঞ্জ ৪ নং দৈবকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে নির্মিত ইউনিট

(খ) কচুয়া উপজেলা : প্যাকেজ SWTSP-RBF-2 এর আওতায় মোংলা উপজেলায় ১৪টি চিতলমারী উপজেলায় ৯টি ও কচুয়া উপজেলায় ৯টি মোট ৩২টি পরিশোধন ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য ৬৯৬.৬৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৫০.৮৮ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে ৩/২/২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রাদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৮/১১/২০১৯ এবং প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত হয় ২৭/৬/২০২০ তারিখে । গোপালপুর ইউনিয়নের ফুলতলা বাজার সংলগ্ন ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিটটি পরিদর্শন করা হয়। এখানে পানির উৎস হিসেবে খালের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিদর্শনকালে ইউনিটটি চালু করা হয় । পানি পান করে পানির স্বাদ ও গন্ধ স্বাভাবিক পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনিহা এবং সে কারণে অনেকেই এখান থেকে পানি নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে না মর্মে কেয়ার টেকার মোঃ আলামিন জানান। অতপর কচুয়া দাখিল মাদ্রাসা স্থাপিত ইউনিট পরিদর্শন করা হয় । এখানে পানির উৎস হিসেবে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রগণ এখানকার পানি ব্যবহার করছেন। ইউনিটটি স্থাপনের ফলে তারা উপকৃত হয়েছেন বলে তারা জানিয়েছেন ।



গোপালপুর ইউনিয়নের ফুলতলা বাজার সংলগ্ন ইউনিট



কচুয়া দাখিল মাদ্রাসা স্থাপিত ইউনিট

গ) চিতলমারি উপজেলা: চিতলমারি উপজেলার উমাজুড়ি এম.এ গফুর আমিনিয়া এতিমখানা এলাকায় স্থাপিত ন্যানো টেকনোলজি সিস্টেমের ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিটটি পরিদর্শন করা হয়। এখানে পানির উৎস হিসেবে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ইউনিটের পাম্পের মটর-এ সমস্যা রয়েছে এবং পানির ফ্লো কিছুটা কম মনে হয়েছে এবং পানিতে শেওলা জমেছে দেখা যায়। পাম্পটি স্থাপনের ফলে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রগণ খুবই উপকৃত হয়েছে।	 উমাজুড়ি এম.এ গফুর আমিনিয়া এতিমখানায় স্থাপিত ইউনিট

২১। ফরিদপুর জেলার কার্যক্রম: SWTSP-RBF-3 প্যাকেজের আওতায় ফরিদপুর সদর উপজেলায় ২৪টি, সালথা উপজেলায় ১৮টি এবং আলফাডাঙ্গা উপজেলায় ০৮টি মোট ৫০টি ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১০৮৮.৫০ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১০৮৭.৫০ লক্ষ টাকা বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩/২/২০১৯ । কার্যাদেশের তারিখ ছিল ২৫/৬/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৬/১২/২০১৯। কাজ সমাপ্ত হয়েছে ২৫/১২/২০১৯ তারিখ। প্যাকেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাক্কলিত ব্যয় এবং চুক্তির মধ্যে নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা ও সালথা উপজেলার কয়েকটি স্কিমের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

২১.১। আলফাডাঙ্গা উপজেলার শুকুরহাটা ইউনিয়নের মো: ইকরামুল হক(মোবাইল ০১৬১১৫০৩৭১৬) এর বাড়ীতে স্থাপিত স্কিম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এখানে পানির উৎস হিসেবে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়েছে। পাম্পটির কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পানির গুণগতমান ভাল মনে হয়েছে। উপকারভোগীগন জানান তারা এই পানি রান্না ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করেন। পুকুরের পানি হিসেবে পান করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। পাম্প রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নির্ধারিত লোক নিয়োজিত করা হয়নি। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার এবং ব্যবহারকারীগণকে তৎপর হতে বলা হয়েছে। অত:পর মিঠাপুর ইউনিয়নের মো: জাফর আহমেদের বাড়ীতে স্থাপিত ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। এখানে পানির উৎস হিসেবে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়েছে। ৪টি পরিবার এ উৎসের পানি ব্যবহার করছেন। ইউনিটগুলোর প্লাটফর্ম এর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় আশপাশ কর্দমাক্ত দেখা যায়। সালথা ইউনিয়নের ভাওয়াল গ্রামের যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা কে. এ জামান খোন্দকার আলিমুজ্জামান এর বাড়ীতে স্থাপিত ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। পাম্পের পানির গুনগতমান ভাল বলে ব্যবহারকারীগণ জানান।

২২। রাঙ্গামটি জেলার কাযক্রমঃ রাঙ্গামাটি জেলার কার্যক্রমঃ রাঙ্গামটি জেলায় ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। SWTSP-RBF-4 প্যাকেজের আওতায় রাঙ্গামাটি সদরে ১১টি, লাংগাডু উপজেলায় ১১টি, বাঘাইছড়ি উপজেলায় ০৮টি, জুরাইছড়ি ৮টি মোট ৩৮টি এবং SWTSP-RBF-5 প্যাকেজের আওতায় নানিয়ারচড় উপজেলায় ১১টি,কাপ্তাই উপজেলায় ৬টি,রাজস্থলি উপজেলায় ০৬টি, কাওখালী উপজেলায় ০৬টি এবং বরকল উপজেলায় ০৮টি মোট ৩৭টি, ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার কয়েকটি স্কিমের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

২২.১। SWTSP-RBF-4 প্যাকেজের আওতায় রাঙ্গামাটি সদর, লাংগাডু ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় ৩৮টি ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮৩৫.০১ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে প্রাক্কলিত মূল্যে ৮২৭.২৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ভেরিয়েশনের মাধ্যমে ২.৫০% উদ্ধৃত দরে ৮৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১১/১২/২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩১/০৩/২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাস্তবে কাজ সম্পাদিত হয়েছে ৩০/০৬/২০২১ তারিখে। ঠিকাদারের সাথে চুক্তি মেয়াদের অতিরিক্ত ৬ মাস সময় বেশি অতিবাহিত হয়েছে।

২২.২। রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার ভূমি অফিস সংলগ্ন পাম্প পরিদর্শন করা হয়। পাম্পটিতে কাপ্তাই লেক থেকে পানি সরবরাহ সংযোগ দেয়া হয়েছে। পাম্পের পানিতে কিছুটা শেওলা জমেছে দেখা যায়। নদী থেকে পাম্পের

সরবরাহ পাইপ লাইন মাটির নিচ দিয়ে না করে ঘরের ছাদ বা গাছের ডালের সাথে আটকানো অবস্থায় সংযোগ দেয়া হয়েছে। উপস্থিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট উপসহকারী প্রকৌশলীকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

২২.৩। একই উপজেলার শীলছড়ি বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত পাম্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় ৫নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এখানে কর্ণফুলী নদী থেকে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পানির গুণগত মান ভাল মনে হয়েছে। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী এবং এলাকায় বসবাসকারীগণ এ পাম্পের পানি ব্যবহার করেন। মিদু মারমা কেয়ারটেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নির্মিত পাম্প পরিচালনা করেন বলে জানান।

২২.৪। খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনার স্থাপিত পাম্প পরিদর্শন করা হয়। কেয়ারটেকার যোসেফ হেম্রম জানান হাসপাতালের রোগীগণ এ পাম্পের পানি ব্যবহার করেন। পানির মানভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পানি সরবরাহ লাইনের পাইপগুলো যথাযথ ভাবে স্থাপন করা হয়েছে দেখা যায়।

২২.৫। SWTSP-RBF-5 প্যাকেজের আওতায় ৩৭টি, ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিট স্থাপনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮১৩.০৩ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে প্রাক্কলিত মূল্য ৮০৫.৪৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ভেরিয়েশনের মাধ্যমে ২.৫০% উদ্ধৃত দরে ৮২৫.৩৯ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১১/১২/২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩১/০৩/২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাস্তবে কাজ সম্পাদিত হয়েছে ৩০/০৬/২০২১ তারিখে। ঠিকাদারের সাথে চুক্তি মেয়াদের অতিরিক্ত ৬ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে।

২৩। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

২৩.১। পানি শোধনাগার ইউনিটগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবঃ ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার ইউনিটগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, নলকূপ মেকানিক, মহিলা ওয়ার্ড মেম্বার, তিনজন গ্রাহক ও ওয়ার্ড মেম্বার সমন্বয়ে "ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার ইউনিট সমিতি"গঠনের মাধ্যমে গঠিত কমিটি ইউনিটগুলোর পানি সরবরাহ ব্যবস্থ্যা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রকল্পে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনকালে অধিকাংশ ইউনিট কমিটির সদস্যকে উপস্থিত পাওয়া যায়নি। ইউনিটগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। পাম্পগুলো প্রতিদিন নিয়মিত চালু করার প্রয়োজন রয়েছে। পাম্প নিয়মিত চালু এবং বন্ধ করার জন্য নির্ধারিত কোন জনবল না থাকায় নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছেনা। এটি প্রতিনিয়ত যথাযথ পরিচালনা করা না হলে পানির সাথে আসা ময়লা জমে ফিল্টারের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে।

২৩.২। পাম্পের জন্য নির্ধারিত বিদ্যুতের মিটার না থাকায় পাম্পের নিকটবর্তী বাড়ী বা স্থাপনার মিটার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এতে পাম্প চালনায় বিড়ম্বনার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিল বিড়ম্বনার কারণে অনেকে এ উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। বিশেষ করে বাগেরহাট জেলায় রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার, পিএসএফ এর চাহিদা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান, হাট- বাজার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ইউনিটগুলো যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে এবং সুপেয় পানি সরবরাহের ফলে তারা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন বলে উপস্থিত এলাকাবাসী জানান । পানি শোধনাগার ইউনিটগুলোর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় স্কিমের এলাকা কর্দমাক্ত অবস্থায় দেখা যায়।

২৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২৪.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time over- run)-: প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০১১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ২৪ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ২৬৬.৬৬% টাইম ওভার রান হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত। সময়মত প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য । এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

২৪.২। প্রকল্পের কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যা : পানি পরিশোধনাগার ইউনিটগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, নলকূপ মেকানিক, মহিলা ওয়ার্ড মেম্বার, তিনজন গ্রাহক ও ওয়ার্ড মেম্বার সমন্বয়ে "ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার ইউনিট সমিতি" গুলোর সাথে প্রকল্প বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

২৪.৩। Internal ও External অডিট নিষ্পত্তি না হওয়া : প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, Internal ও External অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা বুঝা যাচ্ছেনা। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরুপে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২৪.৪। প্রকল্পের সামগ্রিক সমস্যা : পানি শোধনাগার ইউনিটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। "ভূ- উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার ইউনিট সমিতি" পাম্পগুলো রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছেনা। পাম্প তদারকির জন্য কোন নির্ধারিত জনবল না থাকায় নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচেছ না। এটি যথাযথ মনিটরিং করা না হলে ফিল্টারের কার্যক্ষম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু পাম্পের পানি সরবরাহ লাইনের পাইপ মাটির উপরে থাকায় বড় ধরনের আঘাতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

২৫। সুপারিশ :

২৫.১। প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল ছিল অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ অক্টোবর,২০১৮ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ২৪ মাস (২৬৬.৬৬%) সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৫.২। ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন ইউনিটগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে "ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার ইউনিট সমিতি" গুলোকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কারিগরি সহযোগিতা, তদারকি ও নিবিড় পরিবীক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।

২৫.৩। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পানি পরিশোধনাগার ইউনিটগুলো উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ জন্য ভ্রাম্যমান নির্মাণ /মেরামতের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;

২৫.৪। ভু-উপরিস্থ পানি শোধনাগার ইউনিটগুলোর যেসব পাইপ মাটির ওপর রয়েছে সেগুলো কনক্রিট দিয়ে ঢালাই করে সিল করে দিতে হবে যাতে বাহিরের কোন আঘাতে পাইপ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এছাড়া পানি শোধনাগার ইউনিটের ব্যবহৃত পানি নিস্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২৫.৫। প্রকল্পটির কোন Internal ও External সম্পন্ন হয়নি। বছরওয়ারী অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

২৬। উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে ০১ (এক) মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মো: সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
www.imed.gov.bd

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন-জুন, ২০২১

১।	প্রকল্পের নাম	:	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প
২।	প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক
৩।	প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ	:	২৩/০৪/২০২২
৪।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৬। প্রকল্প এলাকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, নানিয়ারচর লংগদু, বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি ও রাজস্থলী

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৪১৯৫.১২	--	৪০৮৮.৯৮	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	--	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১	--	১৮ মাস (৫০%)

৮। প্রকল্পের পটভূমি:

রাঙ্গামাটি জেলার ১০ উপজেলার গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৯৫.১২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২১/০৩/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে-নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে জেলার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;
- প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ;

- প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় ৩৮.৩৩% হতে ৪৮.৯১% উন্নতিকরণ; এবং
- কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

১০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- রিংওয়েল সংস্কার ৪০০টি
- রিংওয়েল নির্মাণ ৪০৮টি
- গভীর নলকূপ স্থাপন ১৩৯৭টি
- কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ ২০টি
- Gravity Flow System (GFS) নির্মাণ ২০টি।

১১। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	প্রশিক্ষণ	থোক	২৫.১০	থোক	১৫.২৫	থোক
২	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির বিষয়ক কর্মশালা, প্রকাশনা ও সমাপ্তির প্রতিবেদন	থোক	৫.০০	থোক	১.৩৬৫	থোক
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৩.৯০		৩৩.৯০	থোক
৪	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (মোটরযান)	থোক	৫.০০		৫.০০	থোক
৫	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত	থোক	৫.০০		৪.০০	থোক
৬	স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা পানি সরবরাহ (রিংওয়েল) সংস্কার	সংখ্যা	১২০.০০	৪০০টি	১১৬.৫৬	৩৯৯টি
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়):			১৯৪.০০		১৭৬.০৭৫	
(খ) মূলধন ব্যয়						
৭	যন্ত্রপাতি	১৮৬৬ সেট	৪৬.৬৫	১৮৬৬ সেট	৪৬.৫৬	১৮৬৬ সেট
৮	৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৫৩০.৪০	৪০৮টি	৫২৯.১১	৪০৮টি
৯	৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২৫৮৪.৪৫	১৩৯৭টি	২৫৭৯.০২	১৩৯৭টি
১০	পানি সরবরাহসহ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	সংখ্যা	২০০.০০	২০টি	১৯৭.৩৪	২০টি
১১	জিএফএস (Gravity Flow System)	সংখ্যা	৬০০.০০	২০টি	৫৬০.৮৮	২০টি
উপমোট (মূলধন ব্যয়):			৩৯৬১.৫০		৩৯১২.৯১	
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		থোক	১৯.৮১	-	-	-
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		থোক	১৯.৮১	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪১৯৫.১২	১০০%	৪০৮৮.৯৮ (৯৭.৪৭%	৯৯.৯৬%

তথ্যসূত্র: পিসিআর এর তথ্য মতে

১৩। বছরভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয়

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৭-২০১৮	৯৬০.০০	৯৬০.০০	--	৯৬০.০০	৯৬০.০০	৯৬০.০০	-	২৪%
২০১৮-২০১৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০	--	১৫০০.০০	১৪৯৪.৫০	১৪৯৪.৫০	-	৩৯%
২০১৯-২০২০	১৬৯৫.০০	১৬৯৫.০০	--	১৬৯৫.০০	১৫৮৯.৭৭	১৫৮৯.৭৭	--	৩৬%
২০২০-২০২১	৪৬.০০	৪৬.০০	--	৪৬.০০	৪৪.৭২	৪৪.৭২	--	১%
মোট:	৪২০১.০০	৪২০১.০০	--	৪২০১.০০	৪০৮৮.৯৯	৪০৮৮.৯৯	-	১০০%

তথ্যসূত্র: পিসিআর এর তথ্য মতে।

১৪। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

প্রকল্পটি ৪১৯৫.১২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৪২০১.০০ লক্ষ টাকা এবং ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪২০১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪০৮৮.৯৯ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৬%। ছাড়কৃত অব্যয়িত ১১২.০১ লক্ষ টাকা বছরভিত্তিক (২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৪৪৩, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০৫.৩৮৮, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.২৮ লক্ষ টাকা) সমর্পন করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রম.	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি ও মূল দপ্তর	দায়িত্বের ধরণ		কর্মকাল	
			পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদান	বদলী
০১	মোঃ বজলুল হক	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	০১/৬/২০১৭	০৯/৮/২০১৭
০২	মোঃ সামসুল হক ভূইয়া	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	২২/৮/২০১৭	২৫/৯/২০১৭
০৩	মোঃ ফিরোজ আলম চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	৮/১০/২০১৭	১৭/৯/২০১৮
০৪	মোঃ সাইফুর রহমান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	১৮/৯/২০১৮	১৪/৪/২০১৯
০৫	মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	--	হ্যাঁ	১৫/৪/২০১৯	৩০/৬/২০২১

১৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৭। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ :

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক গত ২৩/৪/২০২২ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭.১। স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সেবা পানি সরবরাহ (রিংওয়েল) সংস্কার: অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪০০টি রিং-ওয়েল সংস্কার বাবদ ১২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ৩৯৯টি রিওয়েল সংস্কার বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১১৬.৫৬ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.১৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৭৫%। প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৩৯৯টি রিং ওয়েল মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। RWRE-5 প্যাকেজের

আওতায় কাউখালী উপজেলায় ২৭টি, রাজস্থলি উপজেলায় ১৩টি, কাপ্তাই উপজেলায় ২৭টি, বিলাইছড়ি উপজেলায় ২২টি মোট ৮৯টি রিংওয়েল মেরামতের জন্য ২৬,৩২,১০০/- টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ২৭/৫/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৭/৯/২০১৮ । নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায়ভূক্ত রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নের তালুকদারপাড়া গ্রামের মোঃ অজিউল্ল্যা বাড়ীতে স্থাপিত টিউব ওয়েল পরিদর্শন করা হয়। টিউবওয়েলটির বোরিং গভীরতা ২৮০ ফূট । টিউব ওয়েলটির পানিতে অস্বাভাবিক আয়রন থাকায় খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এখানে ৩/৪টি পরিবার তাদের গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করছেন। টিউব-ওয়েল এর প্লাটফর্মের কাজ মানসম্মত হয়নি। প্লাটফর্মের কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। টিউব-ওয়েল এর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় টিউবওয়েল এর আশপাশ কর্দমাক্ত ও নোংরা অবস্থায় দেখা গেছে । উপকারভোগীগণ জানান যে, বেশিরভাগ রিংওয়েল এর ওয়াসার নষ্ট হলে তা বাজারে বা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয়ে অপর্যাপ্ত থাকায় তা সহজে মেরামত করা সম্ভব হয়না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।



স্থিরচিত্র : স্থাপিত রিংওয়েল

১৭.২। ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন: অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪০৮টি ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন বাবদ ৫৩০.৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ৪০৮টি ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ৫২৯.১১ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪০৮টি রিং-ওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে। RRW 06 প্যাকেজের আওতায় রাঙ্গামাটি সদরে ১৬টি, কাউখালী উপজেলায় ১৫টি এবং নানিয়ারচর উপজেলায় ১৪টি মোট ৪৫টি ৬ হ্যান্ড পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপনের জন্য ৫৮,৪৩,৯৮৭/- টাকা চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে ৭/৫/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ৭/৯/২০১৮ । বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৫৭,৯৯,২৪১ টাকা। এ প্যাকেজের আওতায় সদর উপজেলার মিতিঙ্গাছড়ি ইউনিয়নের জনাব নুরুল্লা ভূইয়ার বাড়ীতে স্থাপিত টিউব-ওয়েলটি পরিদর্শন করে দেখা যায় ১০/১২ টি পরিবার এ টিউব-ওয়েল এর পানি ব্যবহার করছেন। পানির গুনগতমান ভাল মর্মে ব্যবহারকারীগণ জানান । পানি পান করে পানির মান ভাল প্রতীয়মান হয়েছে। নাম ফলক না থাকায় এটি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে তা বুঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া টিউবওয়েলগুলোতে ব্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এলাকা কর্দমাক্ত ও নোংরা অবস্থায় দেখা যায়। এ ব্যাপারে উপস্থিত উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।



স্থির চিত্র : গভীর নলকুপ

১৭.৩। ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন: প্রকল্পের আওতায় ২৫৮৪.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩৯৭টি ৬নং হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ২৫৭৯.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩৯৭টি হ্যান্ড পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় মোট ৪২টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১৩৯৭টি পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে । পরিদর্শিত RDTW-2 প্যাকেজের আওতায় ১০০x৫০ মিমি ব্যাসের নানিয়ারচর উপজেলায় ১৯টি, বিলাইছড়ি উপজেলায় ১৭টি,রাজস্থলি উপজেলায় ১৫টি এবং রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ০৬টি মোট ৫৭টি ডিপ টিউব-ওয়েল স্থাপনের জন্য ১,০৫,২৬,০৫৫ টাকা চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে ১৯/৫/২০১৯ তারিখে কার্যাদেধ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৯/৯/২০১৯। চুক্তি মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিল পরিশোধের পরিমাণ ১,০৪,৯১,৪৪৬ টাকা । প্যাকেজের আওতায় কাপ্তাই উপজেলার খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল প্রাঙ্গনে স্থাপিত ডিপ টিউব-ওয়েলটি চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে আগত রোগী ও জনসাধারণ এ ডিপ টিউব-ওয়েল এর পানি ব্যবহার করছে দেখা যায়। নলকূপ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে লক্ষ্য রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।



১৭.৪ পানি সরবরাহসহ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ: অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০টি পানি সরবরাহসহ কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ২০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৯৭.৩৪ লক্ষ টাকা। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৬৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। মোট ০৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২০টি কমিউনিটি ভিত্তিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে । পরিদর্শিত RCL-02 প্যাকেজের আওতায় সদর উপজেলায় ১টি, বরকল উপজেলায় ১টি জুরাছড়ি উপজেলায় ১টি, বাঘাইছড়ি উপজেলা ১টি, কাপ্তাই উপজেলায় ০১টি, বিলাইছড়ি উপজেলা ১টিসহ মোট ০৬টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের জন্য ৫৯,৫৭,৭০৫ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে ১৯/৫/২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ ১৯/৯/২০১৯ । চুক্তির মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্যাকেজের আওতায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় মানিকছড়িতে ৬ কক্ষ বিশিষ্ট একটি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। টয়লেটগুলোর কমোড, বেসিন, পানির কল ও অন্যান্য ফিটিংস খুবই নিম্নমানের ব্যবহার করা হয়েছে। টয়লেটগুলোতে ময়লা আবর্জনা জমে ভিতরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। টয়লেটের ছাদে স্থাপিত ট্যাংকে পানি উত্তোলনের পাম্প নষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এবিষয়ে উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী জানান পাবলিক টয়লেটগুলো নির্মাণের পর তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে । টয়লেটটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করবেন বলে তিনি জানান।



স্থিরচিত্র : নির্মিত কমিউনিটি টয়লেট

১৭.৫ জিএফএস (Gravity Flow System): প্রকল্পের আওতায় ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি জিএফএস নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এ সংস্থানের বিপরীতে ৫৬০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি জিএফএস নির্মাণ করা হয়েছে। এ অংগের আর্থিক

অগ্রগতি ৯৩.৪৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত দেখা যায় ২০টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২০টি জিএফএস নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এ কম্পোনেন্ট এর GFS-12 প্যাকেজে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা বালুখালী ইউনিয়নের এগজ্যাছড়ি ও কাইন্দাপাড়া নিত্যছড়ি পাহাড়ে জিএফএস (Gravity Flow System) নির্মাণে জন্য ২৮,৯১,,১৯০ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করে ৩/৪/২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩/৮/২০১৯ । নির্ধারিত মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় দুর্গম পাহাড়ী এলাকার নিত্যছড়ি পাহাড়ে প্রবাহমান ঝর্ণায় বাঁধ দিয়ে জিএফএস এর ইনটেক পানির উৎস হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। সেখান হতে অধিকতর নিচু জায়গায় পরিশোধন প্লান্ট নির্মাণ করে পরিশোধিত পানি পিভিসি পাইপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকায় বা পাড়ায় নির্মিত ১০টি প্লাটফর্মে নিরবিচ্ছিনভাবে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ করতে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজন হয়না। এলাকার উপকারভোগী জনাব শিশু কুমার অধিকারীর সাথে আলাপ করে জানা যায় জিএফএস স্থাপনের পূর্বে এলাকার মানুষ পুকুর খাল বা ঝিরি থেকে পানি সংগ্রহ করে তা পান করত। এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ফলে তারা সহজেই সুপেয় পানি ব্যবহার করতে পারছেন্ । এ এলাকায় প্রায় ৪৬৫ জন উপকারভোগী এর সুফল ভোগ করছেন। এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ফলে প্রকল্প এলাকার পাহাড়ী জনগণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। তবে এ পদ্ধতিতে এলাকায় চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ জানান। পরিদর্শনকালে জিএফএস পরিশোধন ট্যাংকের তলদেশে শেওলা জাতীয় আবরণ পড়েছে যা নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

		
স্থিরচিত্র : ঝর্ণার পানি আটকানোর জন্য নির্মিত বাধঁ	স্থিরচিত্র : পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট	স্থিরচিত্র :পানি সংগ্রহের জন্য নির্মিত প্লাটফর্ম

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে জেলার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;	গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।	কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারনের স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।
এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় ৩৮.৩৩% হতে ৪৮.৯১% উন্নতিকরণ।	সামগ্রিকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি জেলার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের হার ৩৮.৩৩% হতে ৪৮.৯১%উন্নীতকরণ করা হয়েছে ।

১৯। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে কারণ:

অনুমোদিত অংগসমূহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।।

২০। অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:

অর্থবছর	অডিট কর্তৃপক্ষ	আপত্তির শিরোনাম	অপিত্তির বিবরণ	জড়িত অর্থ	নিষ্পত্তির অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯	পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	গভীর ও অগভীর নলকুপ স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সহায়ক চাঁদা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ২,৮০,২৩,৫০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২০১৮-২০২০১৯ অর্থবছরে অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্পের এবং পল্লী পানি সরবরাহ প্রকল্পে গভীর ও অগভীর নলকুপ স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সহায়ক চাঁদা আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা না থাকায় ২,৮০,২৩৫০০/- টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৪৫,৭১,০০০/-	নিষ্পত্তি হয়নি।
	পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	রিংওয়েল স্থাপন তত্ত্বাবধায়কগণকে প্রশিক্ষণ ভাতা ও যন্ত্রপাতি বিতরণ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৬,০০.০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	২০১৮-১৯ অর্থবছরে রিংওয়েল স্থাপনে তত্ত্বাবধায়কগণকে প্রশিক্ষণ ভাতা ও যন্ত্রপানি বিতরণ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৬,০০,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	৬,০০,০০০/-	নিষ্পত্তি হয়নি।

২১। উপকারভোগীদের মতামত: প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ওয়াগ্গা ইউনিয়নের মো: অজিউল্যা তনচঙ্গা পাড়ার শিশু কুমার কারবারী,মিতিঙ্গাছড়ি ইউনিয়নের নুরুল্লাহ ভূইয়া এর সাথে আলোচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে তা এলাকার জনগণের সুপেয় পানি নিশ্চিতের জন্য সহায়ক হয়েছে মর্মে তারা জানান। এছাড়া নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিত ভাবে সংস্কারের মাধ্যমে মেইটেনেন্স করা হয় সে বিষয়েও তারা জোর দেন। নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে যতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে এর থেকে আরো ব্যাপকভাবে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার জন্য উপকারভোগীরা দাবী জানান। জিএফএস পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পাহাড়ী এলাকার জনগণের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ জানান। পাহাড়ী এলাকায় সুপেয় পানির অভাব দুরকরণের জন্য এ পদ্ধতির সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে এলাকাবাসী মত প্রকাশ করেছেন।

২২। প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব :

এ প্রকল্পটির মাধ্যমে রাঙ্গামাটি জেলার মানুষদের নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পটির মধ্যে আছে ৩৯৯ টি রিং রিংওয়েল সংস্কার, ৪০৮ টি পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন, ১৩৭৯ টি গভীর নলকূপ, ২০ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ২০ টি GFS (Gravity Flow System) তৈরী করা হয়েছে যা DPP লক্ষ্যের ১০০%। ফলস্বরুপ রাঙ্গামাটি জেলার বাস্তবায়িত উপজেলাসমূহে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পয়নিষ্কাশনের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩। পরিবেশের উপর প্রভাব : প্রকল্পটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন পানির উৎস্যগুলোর সৃষ্টি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরী করার জন্য যেন বেশি পরিমান ভূমি ব্যবহার না করা হয় এবং বেশি পরিমান গাছ কাটা না হয়। পানি উৎস্য গুলো থেকে নোংরা পানি এবং গণ শৌচাগারের ট্যাংক এবং কনক্রিট নির্মিত ড্রেনের মাধ্যমে পরিবাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং পরিবেশের উপর এই প্রকল্পটির কোন খারাপ প্রভাব নেই।

২৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২৪.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time over- run)-: প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১৮ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫০% টাইম ওভার রান

হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত। সময়মত প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য । এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেছে।

২৪.২। প্রকল্প হতে নির্মিত স্থাপনার গায়ে স্টিকার না লাগানো : স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম খাঁচিত স্টিকার না থাকায় এটি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে তা সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে স্থাপনার গায়ে প্রকল্পের নাম সম্বলিত স্টিকার লাগানো জরুরী মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৪.৩। নিম্নমানের প্লাটফর্ম নির্মাণ : গভীর নলকুপ ও টিউব ওয়েল এর জন্য নির্মিত প্লাটফর্মগুলোর পূর্তকাজ খুবই নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশ টিউবওয়েল এর প্লাটফর্মের উপরের আস্তরণ খুলে গিয়ে ইট বের হয়ে গেছে। তাছাড়া স্থাপিত অধিকাংশ টিউব -ওয়েল এর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় টিউব ওয়েল এর চারপাশ ময়লা পানিতে কর্দমাক্ত হয়ে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ।

২৪.৪। যথাযথ তদারকির অভাব : প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বেশকিছু টিউব ওয়েল পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি উঠছে না পরিদর্শনকৃত ৫টি পাম্পযুক্ত রিংওয়েল এর মধ্যে ৪টি সচল ও ১টি নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে। নষ্ট হওয়া পাম্পযুক্ত রিংওয়েলটির ওয়াসার প্রাপ্তি সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। রিংওয়েল স্থাপনকৃত প্লাটফর্ম এর পূর্তকাজ নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে।

২৫। সুপারিশ :

২৫.১। প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১৮ মাস (৫০%) সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৫.২। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মানিকছড়িতে নির্মিত পাবলিক টয়লেটসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল টয়লেট আবশ্যিকভাবে সার্বক্ষণিক খোলা রাখা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবিষয়ে ডিপিএইচই তাদের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া প্রকল্পে আওতায় সকল পাবলিক টয়লেটের নিম্নমানের কমোড ও বাথ ফিটিংস পরিবর্তন করে মানসম্মত ফিটিংস লাগানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২৫.৩। টিউব-ওয়েল ও রিংওয়েল এর জন্য নির্মিত প্লাটফর্মগুলোর পূর্তকাজ দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে স্থাপিত টিউব ওয়েলগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ভ্রাম্যমান নির্মাণ /মেরামতের ব্যাবস্থা জোরদার করতে হবে;

২৫.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা/টিউবওয়েলগুলোর পার্শ্ববর্তী স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখার লক্ষ্যে টিউবওয়েল এর ব্যবহৃত পানি পাইপ দ্বারা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে;

২৫.৫। অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তি সম্পন্ন করার জন্য অডিট অফিসের সাথে প্রকল্প কার্যালয়ের যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন শেষে অডিট প্রতিবেদনের ০১ (এক) কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

২৫.৬.। উপরোক্ত সুপারিশের আলোককে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে আগামী ০১ মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২১)

১.	প্রকল্পের নাম	:	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।
২.	প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক।
৩.	প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ	:	১২-১৩ মার্চ,২০২২
৪.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৬। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	রাজশাহী	পবা, তানোর, গোদাগাড়ী উপজেলার ২২টি ইউনিয়ন।
	নওগাঁ	সাপাহার, নিয়ামতপুর, পোরশা, পত্নিতলা, ধামরহাট ও মহাদেবপুর উপজেলার মোট ২৭টি ইউনিয়ন
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর, নাচোল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজলার মোট ১০টি ইউনিয়ন।

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
৩২১৯.১৪	--	২৯২৯.৩৪	জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২০	--	জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২১	জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২১	--	১২ মাস (৫০%)

(ক) মূল প্রাক্কলনের সাথে ব্যয় হ্রাসের হার : ৯%
(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে মেয়াদ বৃদ্ধির হার : ৫০%

৮। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বরেন্দ্র অঞ্চলের আওতাধীন রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বেশ কিছু উপজেলায় নলকূপ হতে সারা বছর পানি পাওয়া যায় না। অত্র এলাকার জনগণ বর্ষা মৌসুমে অগভীর নলকূপ/ টিউবওয়েল এর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পানি সংগ্রহ করে তা পান ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু শুষ্ক/খরা মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ নলকূপগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং পানি উত্তোলন করা সম্ভবপর হয় না। আবার ভূগর্ভের গভীর স্তরে আর্সেনিসহ নানারকম দূষণ থাকায় বর্ণিত এলাকাগুলোতে গভীর নলকূপের মাধ্যমেও বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। শুষ্ক মৌসুমে নলকূপ হতে পানি উত্তোলন করা সম্ভবপর না হওয়ায় বিকল্প পন্থা হিসেবে কমিউনিটিভিত্তিক একাধিক বাড়িতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অধিক কার্যকর বলে অনুমিত হওয়ায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২১৯.১৪ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য :</u>

- কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পান করা ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পান সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১০। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন</u> (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনঃ	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৬.৪৫	থোক	১৮.২৫ (৬৯%	থোক (১০০%)
২	প্রশিক্ষণ	থোক	৯.৭৩	থোক	৯.৭৩ (১০০%)	থোক (১০০%)
৩	গাড়ি মেরামত ও সংস্কার	থোক	৫.০০		৫.০০ (১০০%	থোক (১০০%)
উপ মোট (রাজস্ব):		--	৪১.১৮		৩২.৭৫ (৭৯.৫২%)	
খ) মূলধন ব্যয় :						
৪	ল্যাপটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	০.৭০	১টি	০.৭০ (১০০%	১টি (১০০%)
৫	প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ ডেস্কটপ কম্পিউটার	সেট	১.০০	১টি	১.০০ (১০০%)	১টি (১০০%
৬	বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)	সংখ্যা	১৯৮২.৬৯	৫৯৯	১৮৩১.৪৯ (৯২%)	৫৯৯ (১০০%)
৭	বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (গড় গভীরতা ২৩০ ফুট)	সংখ্যা	৫৬৯.০৮	১৬৪	৫৫৯.১১ (৯৮%)	১৬৪ (১০০%)
৮	বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (গড় গভীরতা ২৭০ ফুট)	সংখ্যা	১৮৬.৬৮	৫২	১৭১.৮৭ (৯২%)	৫২ (১০০%)

৯	বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (গড় গভীরতা ১৬০ ফুট)	সংখ্যা	৩৭৫.৫০	৫০	৩৩২.৪২ (৮৮.৫২%)	৫০ (১০০%)
উপ মোট (মূলধন)			৩১১৫.৬৫		২৮৯৬.৫৯ (৯৩%)	--
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৩১.১৬		-	--
	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি		৩১.১৬		-	--
	সর্বমোট		৩২১৯.১৪		২৯২৯.৩৪ (৯১%)	১০০%

(পিসিআর –এ প্রদত্ব তথ্য অনুযায়ী)

১১।. অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয়

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাঃ	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৮-২০১৯	১০০০.০০	১০০০.০০	--	১০০০.০০	৯৯৫.১৮	৯৯৫.১৮	-	১০০%
২০১৯-২০২০	২২১৯.০০	২২১৯.০০	--	২২১৯.০০	১৯৩৪.১৬২	১৯৩৪.১৬	-	১০০%
মোট	৩২১৯.০০	৩২১৯.০০	--	৩২১৯.০০	২৯২৯.৩৪	২৯২৯.৩৪	-	১০০%

প্রকল্প দপ্তরের তথ্য মতে।

১২। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

প্রকল্পটি ৩২১৯.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।। প্রকল্পটি অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৩২১৯.১৪ লক্ষ টাকা এবং অর্থ অবমুক্তির পরিমাণ ৩২১৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৯২৯.৩৪ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অব্যয়িত ২৮৯.৮০ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উত্তোলন করা হয়নি মর্মে প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখ রয়েছে।

১৩। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি /তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

(ক) প্রকল্পের টিএপিপি/আরটিএপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্র:নঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি ও মূল দপ্তর	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	প্রকৌশলী আবুজার মোঃ মাছউদার রহমান	তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী ।	পূর্ণকালীন	১৪/১০/২০১৮	২৫/১১/২০২১৯
০২	জনাব এস.এম, শামীম আহমেদ	তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।	পূর্ণকালীন	২৬/৪/২০২০	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত।

১৫। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৬। প্রকল্পে ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য : প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান ছিল না।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন: প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬০ ফুট গভীরতার ৫৯৯টি, ২৩০ ফুট গভীরতার ১৬৪টি, ২৭০ ফুট গভীরতায় ৫২টি এবং ১৬০ ফুট গভীরতায় ৫০টি সোলার চালিত সাবমারসিবল পাম্পসহ মোট ৮৬৫টি পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নওগাঁ জেলার ৬টি উপজেলার ২৭টি ইউনিয়নে ৫০৪টি, রাজশাহী জেলার ৩টি উপজেলায় ২২টি ইউনিয়নে ২০০টি, চাপাইনবাবগঞ্জসদর সহ ২টি উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে ১১১টি মোট ৮১৫টি। এ ছাড়া রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার যে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা নেই সে সব অঞ্চলে ৫০টি সোলার চালিত সাবমারসিবল পাম্পের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ ৮৬৫টি বৈদ্যুতিক সাবমারসিবল পাম্প চালিত কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে । ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকার জনগণের নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার কারণে পানি বাহিত রোগ থেকে মুক্তিসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রেখেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি ইউনিটের জন্য ১.৫ এইচপি মটর ও সাবমারসিবল পাম্পসহ ৪ ইঞ্চি UPVC (closs-D) ব্যাসের বোরিং সহযোগে ৪ ইঞ্চি ব্যাসের অগভীর (১৬০ ফুট/২৩০/ফুট/২৭০ ফুট) নলকূপ সাবমারসিবল পাম্পসহ ২০ ইঞ্জি ইটের গাঁথুনির ২০ ফুট উপরে ৩০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পিভিসি পানির ট্যাংক বসানো হয়েছে। ৩৮ সিসি ডায়া জিআই পাইপের সাহায্যে পানি ট্যাংকিতে উত্তোলন করা হয়। পানির ট্যাংক হতে ০৮টি সরবরাহ লাইন (প্লাটফর্ম) নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৮ সিসি ডায়া পিভিসি পাইপের মাধ্যমে কমিউনিটিতে বিভিন্ন বাড়ির সামনে নির্মিত সরবরাহ লাইনে (প্লাটফর্ম) পানি সরবরাহ করা হয়। দিনে ২/৩বার পানি ট্যাংকে উত্তোলন করা হয়। কমিউনিটির ৪০-৪৫টি পরিবার তাদের চাহিদামত পানি ব্যবহার করেন। পানির গুণগতমান, আর্সেনিক এবং আয়রন এর পরীক্ষা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাছাড়া নির্মাণ সামগ্রী রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ল্যাবটেষ্ট করা হয়েছে। পাম্পগুলোতে পল্লী বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিল কমিউনিটিভিত্তিক পানি ব্যবহারকারীগণ সমন্বিতভাবে চাঁদার মাধ্যমে পরিশোধ করে থাকেন।

১৯।. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক ১২ ও ১৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রকল্প এলাকা নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলা, রাজশাহী জেলার পবা ও গোদাগাড়ী উপজেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও নাচোল পৌরসভায় বাস্তবায়িত কয়েকটি ইউনিট পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৯.১। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কার্যক্রমঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পূর্ত কাজ-১ এর আওতায় সদর উপজেলায় ২১টি, গোমস্তাপুর উপজেলায় ১০টি, নাচোল উপজেলায় ২৪টি মোট ৫৫টি, প্যাকেজ পূর্ত কাজ-২ এর আওতায় সদর উপজেলায় ২৩টি, গোমস্তাপুর উপজেলায় ১০টি, নাচোল উপজেলায় ২৩টি মোট ৫৬টি বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন এবং পূর্ত কাজ-১৬ প্যাকেজের আওতায় সদর উপজেলায় ৫টি, গোমস্তাপুর উপজেলায় ০৫টি এবং নাচোল উপজেলায় ০৭টি মোট ১৭ সোলার সিস্টেম চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চুক্তি অনুযায়ী কাজ নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও নাচোল উপজেলার বেশ কিছু প্যাকেজের কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

(ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর প্যাকেজ নং-পূর্ত কাজ-১ এর আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে ২১টি, গোমস্তাপুর উপজেলায় ১০টি, নাচোল উপজেলায় ২৪টি মোট ৫৫টি, বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ কাজের প্রাক্কলিত ১৮২.০৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১,৬৬,৯৯,৫১৭ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তির তারিখ ০৮/১০/২০১৮। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ২৭/১১/২০১৮ এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৩/৩/২০১৯। পরিশোধিত বিলের পরিমাণ ১,৬২,৫০,০০০ লক্ষ টাকা (৯৭.৩%) এবং এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ছিলিম ইউনিয়নের পোস্তমপুর গ্রামে কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। এ পাম্প থেকে পোস্তমপুর গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটি কার্যক্ষম রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ১৯/০১/২০৯ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। দিনে ২ বার পাম্প চালু করা হয় এবং পানি সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে কেয়ারটেকার জনাব তাইজুদ্দিন জানান। উপকারভোগীগণ জানান প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের জন্য এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছেন। নির্মিত পাম্পগুলো সুরক্ষিত করার জন্য চারপার্শে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও ব্যবহারকারীগনকে তৎপর হতে হবে বলে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ কমিউনিটির নয়ানগর গ্রামের মোঃ তাজিমুল হকের বাড়ীতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য যে প্লাটফর্ম তৈরী করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্লাটফর্মে লাগানো পানির ট্যাপটি প্লাষ্টিকের যার গুণগতমান ভাল নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে ২৪টি পরিবার সুপেয় পানি পান ও বসতবাড়ীর কাজে ব্যবহার করছেন। পানির গুণগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।





খ) নাচোল উপজেলার কার্যক্রম : প্যাকেজ নং- পূর্ত কাজ-২ এর আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে ২৩টি, নাচোল উপজেলায় ২৩টি, গোমস্তাপুর উপজেলায় ১০টি, মোট ৫৬টি, বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ কাজের প্রাক্কলিত ১৮৫.৩৬ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১,৭৩,৭৩,৬৫৬ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৬/৮/২০১৯। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ২৮/১০/২০১৯ এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩০/৬/২০২০। কাজ সমাপ্ত হয়েছে ২৪/৬/২০২০ তারিখ। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। নাচোল উপজেলা সদরে পন্ডিতপুর গ্রামের মোঃ সাদিকুল ইসলামের



বাড়ীতে স্থাপিত কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। ১৫৮ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট এ পাম্প থেকে পন্ডিতপুর গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটির কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ২৮/২/২০১৯ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে কেয়ারটেকার জনাব সাদিকুল ইসলাম জানান। উপকারভোগীগণ জানান প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের জন্য এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছেন। পাম্প সুরক্ষার জন্য চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও ব্যবহারকারীগনকে তৎপর হতে হবে বলে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ কমিউনিটির মোঃ খইবুর রহমান (মোবাইল ০১৭৫৩৬২০০৬৮)এর বাড়ীতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য যে প্লাটফর্ম তৈরী করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, পানির গুণগতমান ভাল এবং তারা সর্বদা এ পানি পানসহ গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করছেন। । এ ইউনিটের মাধ্যমে প্রায় ৪৫ পরিবার সুপেয় পানি পান ও বসতবাড়ীর কাজে ব্যবহার করছেন। পানির গুণগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।



১৯.২। <u>রাজশাহী জেলার কার্যক্রম</u> : রাজশাহী জেলায় ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্যাকেজ -৮ এর আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলায় ৫০টি, প্যাকেজ-৯ এর আওতায় পবা উপজেলায় ২৫টি, তানোর উপজেলায় ০৫টিসহ মোট ৫০টি ইউনিট, প্যাকেজ পূর্ত কাজ-১০ এর আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলায় ৫০টি, প্যাকেজ ১১ এর আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলায় ৩১টি, এবং পবা উপজেলায় ১৯টি সহ মোট ৫০টি বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন এবং পূর্তকাজ-১৮ প্যাকেজের আওতায় গোদাগাড়ী,তানোর ও পবা উপজেলায় ২১টি সোলার সিস্টেম চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ডিপিপি মূল্য এবং চুক্তিমূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ী ও পবা উপজেলার বেশ কিছু প্যাকেজের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

(ক) <u>গোদাগাড়ী উপজেলা:</u> প্যাকেজ নং- পূর্ত কাজ-৮ এর আওতায় রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় ৫০টি বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ কাজের প্রাক্কলিত ১৬৫.১৪ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১,৪৮,৬৩,৪৯৯ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৪/১০/২০১৮ । কার্যাদেশের তারিখ ছিল ১৭/২/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩০/৬/২০১৯। কাজ সমাপ্ত হয়েছে ২৪/১২/২০১৯ তারিখ। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। গোদাগাড়ী উপজেলা গোগ্রাম ইউনিয়নে রানীনগর গ্রামের ইছা খাতুন এর বাড়ীতে স্থাপিত কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। এ পাম্পের বোরিং ১৩০ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট এ পাম্প থেকে বিভিন্ন বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটি কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ১৪/৮/২০১৯ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে কেয়ারটেকার জনাব নাজমুল হক জানান। উপকারভোগীগণ জানান প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের জন্য এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছেন। পাম্প সুরক্ষার জন্য চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও ব্যবহারকারীগনকে তৎপর হতে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাইপ লাইনের





মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য যে প্লাটফর্ম তৈরী করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, পানির গুণগতমান ভাল এবং তারা সর্বদা এ পানি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করছেন। । এ ইউনিটের মাধ্যমে প্রায় ৪৫ পরিবার সুপেয় পানি পান ও বসতবাড়ীর কাজে ব্যবহার করছেন। পানির গুণগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে।	
(খ) <u>পবা উপজেলার কার্যক্রম:</u> পূর্তকাজ-১৮ প্যাকেজের আওতায় গোদাগাড়ী,তানোর ও পবা উপজেলায় **২১টি** সোলার সিস্টেম চালিত পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৭.৭১ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১,৩৮,৯১,৫৫২ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তির তারিখ ০৬/৮/২০১৯। কার্যাদেশের তারিখ ছিল ১০/৯/২০১৯ এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ৬/১০/২০২০। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। পবা উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের আদিবাসী গোপালপুর গ্রামে মারকুস মুরমু (মোবাইল ০১৬৭১৭৮৫২৮২) বাড়ীতে স্থাপিত সোলার চালিত কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। এ পাম্প থেকে গোপালপুর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ৮টি প্লাটফর্ম তৈরী করা হয়েছে এবং ৩৫ টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ পানি সরবরা করা সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটি কার্যক্ষম কিনা পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পাম্পটি ব্যবহারের জন্য ১১/০৫/২০২০ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে কেয়ারটেকার জনাব মেরীজেন্ট টুডু জানান। এ গ্রামের আদিবাসী উপকারভোগীগণ জানান পূর্বে তারা অনেক দূরদূরান্ত থেকে পানি সরবরাহ করতে হতো এবং অনেকসময় পুকুর/নালার পানি ব্যবহার করতে হতো। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ফলে তারা খুবই উপকৃত হয়েছে। তবে উপস্থিত গ্রামবাসী জানান অনেকসময় ঠিকমত পানি পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে উপস্থিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান প্রকল্প গ্রহণের সময় গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এটি সোলার চালিত সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সূর্যের তাপ কম হলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এর অভাবে এটি ঘটতে পারে। বর্তমানে এ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। পাম্পটিকে বিদ্যুৎ চালিত করা যায় কিনা জবাবে উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী জানান সোলার সিস্টেমের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ করতে হলে কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে এবং উপকারভোগীকে তা বহন করতে হবে। উপকারভোগীগন অফিসে যোগাযোগ করলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্লাটফর্মে লাগানো পানির ট্যাপটি প্লাষ্টিকের যার গুণগতমান ভাল নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ইউনিটে ০৮টি প্লাটফর্মের মাধ্যমে ৩৫ পরিবার সুপেয় পানি পান ও বসতবাড়ীর কাজে ব্যবহার করছেন। পানির গুণগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করেছেন।	  
(গ) প্যাকেজ ১৮ এর আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়নের লালাদিঘি রানীনগর গ্রামের শ্রীমল সরেন এর বাড়ীতে স্থাপিত সোলার চালিত সাবমার্সিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। এ পাম্প থেকে গোপালপুর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ৮টি প্লাটফর্ম (Platform) তৈরী করা হয়েছে এবং ৪০টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটি ব্যবহারের জন্য ২৪/২/২০২০ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হচ্ছে না বলে কেয়ারটেকার জনাব শ্রী আমিন হাসদা জানান। এ গ্রামের আদিবাসী উপকারভোগীগণ জানান পূর্বে তারা অনেক দুরদুরান্ত থেকে পানি সরবরাহ করতে হতো এবং অনেকসময় পুকুর/নালার পানি ব্যবহার করতে হতো। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ফলে তারা খুবই উপকৃত হয়েছে। তবে উপস্থিত গ্রামবাসী জানান সূর্যের আলো কম থাকলে পানি উত্তোলন সরবরাহ কমে যায়। প্রকল্প গ্রহণের সময় এ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এটি সোলার চালিত	

সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সূর্যের তাপ কম হলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এর অভাবে এটি ঘটতে পারে জানানো হয়েছে। বর্তমানে এ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। পাম্পটিকে বিদ্যুৎ চালিত করা যায় কিনা এ ব্যাপারে উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী জানান সোলার সিস্টেমের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ করতে হলে কিছু অর্থের প্রয়োজন হবে যা উপকারভোগীকে বহন করতে হবে। উপকারভোগীগণ সোলারের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে চাইলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে বলা হয়েছে। এ ইউনিটে ০৮টি প্লাটফর্মের মাধ্যমে ৪০ পরিবার সুপেয় পানি পান ও বসতবাড়ীর কাজে ব্যবহার করছেন। পানির গুণগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করেছেন।	

১৯.৩। <u>নওগাঁ জেলার কার্যক্রম</u> : নওগাঁ জেলায় ১০টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্যাকেজ-৩ এর আওতায় নিয়ামতপুর উপজেলায় ৫৭টি, প্যাকেজ-৪ এর আওতায় নিয়ামতপুর উপজেলায় ৫৭টি, প্যাকেজ-৫ এর আওতায় পোরশা উপজেলায় ৫৭টি প্যাকেজ-৬ এর আওতায় নিয়ামতপুর উপজেলায় ৫৭টি, প্যাকেজ-৭ এর আওতায় পোরশা উপজেলায় ৬০টি, প্যাকেজ-১২ এর এর আওতায় ৫৪টি, প্যাকেজ-১৩ এর আওতায় ৫৫টি, প্যাকেজ-১৪ এর আওতায় ৫৫টি, প্যাকেজ-১৫ এর আওতায় ৫২টি বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং প্যাকেজ-১৭ এর আওতায় ১২টি সোলার চালিত সাবমার্সিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ডিপিপি মূল্য এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তিমূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলার বেশ কিছু প্যাকেজের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

(ক) <u>সাপাহার উপজেলা</u>: প্যাকেজ ১৩ এর আওতায় নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় ৫৫টি বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ কাজের ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য ১৯০.৮৫ লক্ষ টাকা এবং চুক্তি মূল্য ১,৮৭,০৬,৯৯১/- লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২২/১০/২০১৮ । কার্যাদেশের তারিখ ছিল ৭/১/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ৬/৭/২০১৯ এবং চুক্তি মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। সাপাহার উপজেলার তিলনা ইউনিয়নের ওড়নপুর গ্রামের মোঃ আবুল কালাম আজাদ (মোবাইল ০১৭৩৬৬৩০০০৩) এবং মোঃ গোলাম রাব্বানী (মোবাইল ০১৭২১৭৯৭৮৭২) এর বাড়ীতে স্থাপিত কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য যে প্লাটফর্ম তৈরী করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। সরবরাহ লাইনের পাইপগুলো যথারীতি মাটির নীচ দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে, পাইপ বের হয়ে থাকতে দেখা যায়নি। পাম্পটি কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ৩/৯/২০১৯ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে কেয়ারটেকার জনাব মোঃ রেজাউল করিম জানান। উপকারভোগীগণ জানান গ্রীষ্মকালে এলাকায় পানির প্রকট সমস্যা ছিল এবং তারা অনেক সময় পুকুরের পানি পান করার কারণে এলাকার লোকজন বিভিন্ন ধরনের পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হতো। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের জন্য এলাকাবাসী খুবই উপকৃত হয়েছেন। এ ইউনিটের মাধ্যমে প্রায় ৬২টি পরিবার সুপেয় পানি পান ও বসতবাড়ীর কাজে ব্যবহার করছেন। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপস্থিত ৩নং তিলনা ইউপি সদস্য এবং ব্যবহারকারীগনকে তৎপর থাকার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, পানির গুণগতমান ভাল এবং তারা সর্বদা এ পানি পানসহ গবাদি পশুর পানির চাহিদা পুরণসহ গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করছেন। পানির গুনগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওয়াটার ট্যাংক রাখার জন্য নির্মিত কলামগুলো অরক্ষিত প্রতীয়মান হয়েছে। বড় ধরনের আঘাতে কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	

(খ) সাপাহার উপজেলা: প্যাকেজ ১৪ এর আওতায় নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় ৫৫টি বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ কাজের ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য ১৯০.৮৫ লক্ষ টাকা, এবং চুক্তি মূল্য ১,৭৭,৮৬৭২৮/- লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৫/৭/২০১৯ । কার্যাদেশের তারিখ ছিল ২৯/৯/২০১৯ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৮/৩/২০২০ এবং কাজ সম্পন্ন হয়েছে ১০/২/২০২০ তারিখে । এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। সাপাহার উপজেলার সদর ইউনিয়নের অমরপুর আদর্শ গ্রামের মোঃ আতোয়ার রহমান (মোবাইল ০১৭৩৩১৭১৭৮৮) এর বাড়ীতে স্থাপিত কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য যে প্লাটফর্ম তৈরী করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। সরবরাহ লাইনের পাইপগুলো যথারীতি মাটির নীচ দিয়ে যথারীতি স্থাপন করা হয়েছে। পাম্পটি কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য চালু করে দেখা হয়। পাম্পটি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য ১২/৩/২০২০ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি সরবরাহে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি বলে কেয়ারটেকার জনাব মোঃ আতোয়ার হোসেন জানান। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের জন্য এলাকাবাসী খুবই উপকৃত হয়েছেন। এ ইউনিটের মাধ্যমে ৪৫ পরিবার সুপেয় পানি পান ও বসতবাড়ীর কাজে ব্যবহার করছেন। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনাকালে মোছাঃ হাসিনা বেগম (০১৩১৪৯৮৩৪৩৫) জানান পূর্বে খাবার পানির তীব্র সংকট ছিল। অনেক দুরের কুয়া হতে পানি সরবরাহ করতে হতো। অনেকসময় পুকুরের পানি ব্যবহারের ফলে এলাকার মানুষজন নানা ধরনের পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হতো। তা বর্তমানে এ পানি পানসহ গবাদি পশুর পানির চাহিদা পুরনসহ গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করছেন। নলকূপের ছোটখাট সমস্যা হলে ডিপিএইচই এর উপস্থিত নলকূপ মেকানিক মোঃ আমিনুল ইসলাম (মোবাইল নং ০১৭৩৩১৩৯৫৯৯) সহায়তা করেন জানা গেল । পানির গুণগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওয়াটার ট্যাংক রাখার জন্য নির্মিত কলামগুলো অরক্ষিত প্রতীয়মান হয়েছে। বড় ধরনের আঘাতে কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।







(গ) প্যাকেজ ১৮ এর আওতায় পোরশা উপজেলার বৈদ্যপুর দারুল উলুম কওমী মাদ্রাসায় স্থাপিত সোলার চালিত সাবমার্সিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট পরিদর্শন করা হয়। এ পাম্প থেকে গোপালপুর গ্রামের বিভিন্নস্থানে ৮টি প্লাটফর্ম (Platform) তৈরী করা হয়েছে এবং পার্শ্বের মসজিদসহ ৪০টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটি ব্যবহারের জন্য জুন,২০১৯ হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ফলে মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীগণ সুপেয় পানি পান করছেন এবং মসজিদের মুসল্লিদের পানির অভাব দুর হয়েছে। তারা জানান সূর্যের আলো কম থাকলে পানি উত্তোলন সরবরাহ কমে যায়। প্রকল্প গ্রহণের সময় গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় সোলার চালিত সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সূর্যের তাপ কম হলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এর অভাবে এটি ঘটতে পারে বলে উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। বর্তমানে এ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। উপকারভোগীগণ সোলারের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে চাইলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে বলা হয়েছে। এ ইউনিটে ০৮টি প্লাটফর্মের মাধ্যমে ৫০টি পরিবার মাদ্রাসা এবং পার্শ্বে অবস্থিত মুসল্লিগন অযুসহ সুপেয় পানি ব্যবহার করছেন। পানির গুণগত মান সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, উত্তোলিত পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী এর ল্যাবে পরীক্ষা করে ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে।





	

২০। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত (২০০.০০ লক্ষ টাকার উপরের টেন্ডারকৃত পূর্ত কাজ): পিসিআর এর ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় করে দেখা যায় মালামাল প্যাকেজে ০১টি এবং পূর্তকাজ প্যাকেজ ১৮টি মোট ১৯টি প্যাকেজে কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। ২০০.০০ লক্ষ টাকার উপরে পূর্ত কাজ মোট ১৮টি প্যাকেজে সম্পাদিত হয়েছে । বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	বাস্তবায়িত কাজ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
		কাজের পরিমাণ	ডিপিপি মূল্য					চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
চাঁপাইনবাবগঞ্জ									
প্যাকেজ-১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও গোমস্তাপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫৫টি	১৮২.০৫	১৬৭.০০	৮/১০/২০১৮	২৭/১১/২০১৮	৫৫টি	২৩/৩/২০১৯	২৫/৩/২০১৯
প্যাকেজ-২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর ও নাচোল উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫৬টি	১৮৫.৩৬	১৭৩.৭৪	৬/৮/২০১৯	২৮/১০/২০১৯	৫৬টি	৩০/৬/২০২০	২৪/৬/২০২০
প্যাকেজ-১৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোলার চালিত চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	১৭টি	১২৭.৬৭	১১৪.০৮	২৮/১১/২০১৮	৩/২/২০১৯	১৭টি	২/৬/২০১৯	২৯/১২/২০১৯
রাজশাহী জেলা									
প্যাকেজ-৮	গোদাগাড়ী উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি	৫০টি	১৬৫.৫০	১৪৮.৬৩	২২/১০/২০১৮	১৭/২/২০৯	৫০টি	৩০/৬/২০১৯	২৪/১২/২০১৯

	ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট								
প্যাকেজ -৯	গোদাগাড়ী, তানোর ও পবা উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫০টি	১৬৫.৫০	১৪৮.৬১	২২/১০/২০১৮	১৭/২/২০১৮	৫০টি	৩০৬/২০১৯	২৪/১২/২০১৯
প্যাকেজ -১০	গোদাগাড়ী উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫০টি	১৬৫.৫০	১৪১.৬৯	২৯/৭/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	৫০টি	৩০/৬/২০২০	৭/৫/২০২০
প্যাকেজ -১১	গোদাগাড়ী ও পবা উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫০	১৬৫.৫০	১৪৭.৩৫	৮/১২/২০১৯	১৬/২/২০২০		৩০/৬/২০২০	২২/৬/২০২
প্যাকেজ -১৮	গোদাগাড়ী ও পবা উপজেলায় সোলার চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	২১	১৫৭.৭১	১৩৮.৯২	২৯/৭/২০১৯	১০/১০/২০১৯	২১	১০/৬/২০২০	৬/১০/২০২০
নওগা জেলা									
প্যাকেজ -৩	নিয়ামতপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ	৫৭টি	১৮৮.৮৭	১৮৩.৮০	১৫/১০/২০১৮	২২/১১/২০১৮	৫৭টি	২২/৫/২০১৯	২১/৫/২০১৯

	ইউনিট								
প্যাকেজ -৪	নিয়ামতপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫৭টি	১৮৮.৬৭	১৮৩.৮০	১৫/১০/২০১৮	২২/১১/২০১৮	৫৭টি	২২/৫/২০১৯	২১/৫/২০১৯
প্যাকেজ -৫	পোরশা উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫৭টি	১৮৮.৮৭	১৮৩.৮০	১৫/১০/২০১৮	২২/১১/২০১৮	৫৭টি	২২/৫/২০১৯	২১/৫/২০১৯
প্যাকেজ -৬	নিয়ামতপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫৭টি	১৮৮.৬৭	১৭৫.২৬	১৬/৭/২০১৯	২৯/৯/২৯১৯	৫৭টি	২৯/৩/২০২০	২৮/৩/২০২০
প্যাকেজ -৭	পোরশা উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৬০টি	১৯৮.৬০	১৮৭.৪৩	১৫/৭/২০১৯	২/৯/২০১৯	৬০টি	২৯/৩/২০২০	২৮/৩/২০২০
প্যাকেজ -১২	সাপাহার উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫৪টি	১৮৭.৩৮	১৮৩.৮১	১০/১০/২১৮	২২/১১/২০১৮	৫৪টি	২২/৫/২০১৯	২১/৫/২০১৯
প্যাকেজ -১৩	সাপাহার উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি	৫৪টি	১৯০.৮৫	১৮৭.০৭	২২/১০/২১৮	৭/১/২০১৯	৫৪টি	৭/৬/২০২০১৯	৬.৬.২০১৯

	ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট								
প্যাকেজ -১৪	সাপাহার উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫৫টি	১৯০.৮৫	১৭৭.৮৬	১৬/৭/২০১৯	২৯/৯/২০১৯	৫৫টি	২৯/৩/২০২০	১০/২/২০২০
প্যাকেজ -১৫	পত্নিতলা উপজেলায় বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	৫২টি	১৮৬.৬৮	১৭৬.৭০	১৬/৭/২০১৯	৩/১০/২০১৯	৫২টি	৩/৪/২০২০	২/৪/২০২০
প্যাকেজ -১৭	নিয়ামতপুর ও পোরশা উপজেলায় সোলার চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট	১২টি	৯০.১২	৮৬.০৭	১৭/৭/২০৯	২৯/৯/২০১	১২টি	২৯/৩/২০২০	২৮/৩/২০২০

২১। অডিট সংক্রান্ত তথ্য : প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে Internal ও External অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে যাবতীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তারা অডিট কার্যক্রম শীঘ্রই সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন বলে জানা যায়। জরুরী ভিত্তিতে Internal ও External অডিট সম্পন্ন করার বিষয়টির প্রতি বিশেষ ভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২২। উপকারভোগীদের মতামত : প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জনাব মোঃ রাব্বানী মোবাইল নম্বর ০১৭২১৭৯৭৮৭২ , জনাব আবুল কালাম আজাদ মোবাইল নম্বর ০১৭৩৬৬৩০০০৩ , জনাব মোঃ মতিউর রহমান, ৩নং তিলনা ইউপি সদস্য মোবাইল ০১৭৮৯১৭২৭৭০ , মোঃ আতোয়ার মোবাইল ০১৭৩৩১৭১৭৮৮, মোছাঃ হাসিনা বেগম মোবাইল নম্বর ০১৩১৪৯৮৩৪৩৫, মোঃ নুরুল ইসলাম মোবাইল নম্বর ০১৭৭২৯৭৫৮১৫, পুষ্পেন বর্মণ মোবাইল ০১৭৪১২১৩৩২১, মারকুছ মুর্ম মোবাইল ০১৬৭১৭৮৫২৮২, ইদা খাতুন মোবাইল ০১৯৩৩০৮১৯৩৪, সাদেকুল ইসলাম মোবাইল ০১৭০৫৮৪১৫৭০, মোরজিনা মোবাইল ০১৭৫৩৬২০০৬৮, আজিমুল হক মোবাইল ০১৭২৬১৬২৬৪২ এর সাথে আলোচনা হয়। তারা খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় জনগণের মধ্যে সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে জানান। এছাড়া নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিতভাবে সংস্কার করা হয় সে ব্যাপারে মত দেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা উক্ত উপজেলাগুলোর জন্য যথেষ্ট নয়। সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এ ধরণের আরো প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের পানি সমস্যা দূরীকরণের জন্য দাবী জানান।

২৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২৩.১ প্রকল্পের কারিগরি ও প্রশাসনিক সমস্যা: মূল ডিপিপিতে সংস্থানকৃত সময়ের চেয়ে ১ বছর বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ায় কিছুটা হলেও কার্যক্রম সম্পন্নে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সময় বেশী লাগার কারণে প্রকল্পের কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা হলেও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

২৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) প্রকল্পটি মূল মেয়াদ কাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১২ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫০% টাইম ওভার রান হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত কারণ সময়মত প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে।

২৩.৩ Internal ও External অডিট নিষ্পতি না হওয়াঃ প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Internal ও External অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প নিয়মতান্ত্রিকভাবে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা বুঝা যাচেছ না। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় ।

২৩.৪। ওয়াটার পাম্পের কলাম টাইলস না করা : পরিদর্শিত রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় নির্মিত পাম্পের ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংক স্থাপনের জন্য নির্মিত কলামগুলো ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী টাইলস করা হলেও নওগাঁ জেলায় পরিদর্শিত এলাকায় নির্মিত কলামগুলো টাইলস করা হয়নি।

২৩.৫। নির্মিত স্কিমের কলামগুলোতে নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া পানি সরবরাহ লাইনের প্লাটফর্মগুলোর পানির ট্যাপে প্লাষ্টিকের কল ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেকগুলো পানির কল নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে। এতে পানির অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২৪। সুপারিশ :

২৪.১। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২১৯.১৪ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সমাপ্তকালীন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৯১৯.১৪ লক্ষ টাকা। মূল ডিপিপিতে বাস্তবায়নকাল জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল । পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত (১ বছর বৃদ্ধি) নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটির অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়নকালের তুলনায় ১ বছর অর্থাৎ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৪.২। প্রকল্পটি Internal ও External অডিট সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

২৪.৩। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত নলকুপগুলো উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার নিমিত্ত নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ নির্মাণ/মেরামত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবে;

২৪.৪। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৪.৫। সোলার প্যানেল চালিত সাবমারসিবল পাম্পগুলোতে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ না পাওয়ায় পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। বর্তমানে এসকল এলাকা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় এসেছে। পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের সুবিধার্থে সৌর বিদ্যুতের পাশাপাশি পাম্পগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

২৪.৬। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পরিদর্শিত স্কিমগুলোর কলাম টাইলস করা হলেও নওগাঁ জেলায় পরিদর্শিত স্কিমগুলোর কলাম টাইলস করা হয়নি। নওগাঁ জেলার নির্মিত স্কিমের কলাম টাইল করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

২৪.৭। নির্মিত কলামগুলোতে নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় বড় ধরণের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলামগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে বেষ্টনী নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২৪.৮। পানি সরবরাহ লাইনের প্লাটফর্মগুলোতে প্লাষ্টিকের পানির কল পরিবর্তন করে উন্নতমানের স্টিলের কল প্রতিস্থাপন করতে হবে।

২৫। উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে ০১ (এক) মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

সমাপ্ত ডিসেম্বর,২০২০

১।	প্রকল্পের নাম	:	সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন
২।	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	:	মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩।
৩।	পরিদর্শনের তারিখ	:	১৭/১২/২০২২ খ্রিঃ।
৪।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৬।	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ।

৭। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, ভুরুঙ্গামারী, চর রাজিবপুর, চিলমারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও অলিপুর।
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডিমলা, ডোমার ও জলঢাকা, ।
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর, অটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ ও তেঁতুলিয়া,
	লালমনিরহাট	লালমনিহাট সদর, আদিত্যমারী, হাতীবান্ধা, কালিগঞ্জ ও পাটগ্রাম।

৮। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : (লক্ষ টাকা)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিতব্যয়ের %	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৮৭৩.৫২	২৮৭৩.৫২	২৮০৯.৮৩	জানুয়ারি,১৭ হতে ডিসেম্বর,১৯	জানুয়ারি,১৭ হতে জুন,২০	জানুয়ারি, ১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০	জানুয়ারি,১৭ হতে ডিসেম্বর,২০	-	৩৩%

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী এ চারটি জেলা ১লা জুলাই, ২০১৫ তারিখে ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশের মূল ভূ'খন্ডের সহিত জমি ও জনসংখ্যাসহ যুক্ত হয় । সাবেক ছিটমহল এলাকার জনগন দীর্ঘদিন নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ,উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও লিভিং স্ট্যান্ডার্ড সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল । সাবেক ছিটমহলবাসীসহ প্রকল্পভুক্ত জনপদের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ উন্নত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে ২৮৭৩.৫২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন" প্রকল্পটি ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : ডিপিপিতে সংস্থানকৃত জ্বালানী ও গ্যাস খাতে অব্যয়িত ২.০০ লক্ষ টাকা পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট খাতে ব্যয়, ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৭৭৫টি রিং ওয়েলের পরিবর্তে ৬৩৪টি রিং ওয়েল স্থাপন এবং ৩২৫টি তারা ডেভহেড নলকূপের পরিবর্তে ৬নং নলকূপ স্থাপন করায় মোট ৪৭৭.০০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হওয়ায় সাশ্রয়কৃত টাকায় অতিরিক্ত ১৯১১টি ৬নং অগভীর নলকূপ অর্ন্তভূক্ত করে প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়পূর্বক জানুয়ারি,২০১৭ হতে জুন,২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সমগ্র দেশে কোভিড ১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রকল্পটির সকল কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) এডিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর মাধ্যমে জীবণ যাত্রার মান উন্নয়নই এ প্রকল্পের সর্বিক উদ্দেশ্য ।

- প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি করে মানুষের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি করা;
- স্বাস্থ্যবিধি প্রচার সম্পর্কিত এলাকার জনগণের জ্ঞান ও অনুশীলনের উন্নতি করা;
- প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি করা।

১৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিব ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রম	আরডিপিপির আওতায় অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	আরডিপিপির অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব (%)
ক) রাজস্ব অংগসমূহ:						
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৩.০০	থোক	৩২.০৫ (৯৭%)	থোক (১০০%)
২	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	১০.৫০	থোক	১০.৫০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৩	স্বাস্থ্যসচেতনতাবৃদ্ধি কার্যক্রম	থোক	১০০.০০	থোক	৯৯.৯৯ (১০০%)	থোক (১০০%)
৪	সেমিনার ও কনফারেন্স	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
উপ-মোটঃ			১৪৯.৫০		১৪৮.৫৪	
খ) মূলধন ব্যয়ঃ						
৫	ডেস্কটপ কম্পিউটার প্রিন্টার ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৪.০০	১২টি	১৪.০০ (১০০%)	১২ (১০০%)
৬	ল্যাপটপ	সংখ্যা	২.০০	২টি	২.০০ (১০০%)	২ (১০০%)
৭	আসবাব পত্র	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৮	ইন্সপেকশন বাংলো	সংখ্যা	৯৮.০০	১টি	৯৮.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
৯	৬ নং অগভীর নলকূপ	সংখ্যা	১২২৮.৭৭	৫৬১১টি	১২০১.৩৭ (৯১%)	৫৬১১ (১০০%)
১০	রিংওয়েল (৬নং পাম্পযুক্ত)	সংখ্যা	৪৩০.৭৫	৬৩৪টি	৪০৭.২১ (৯৫%)	৬৩৪টি (১০০%)
১১	উন্নত স্যানিটারী ল্যাট্রিন	সংখ্যা	৯৩৭.৫০	৬২৫০টি	৯২৫.৭০ (৯৮.৭৪%)	৬২৫০টি (১০০%)
খ) মূলধন মোটঃ			২৭২৪.০২	২৭২৪.০২	২৬৬১.২৮	--
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			০.০০	০.০০	০	--
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			০.০০	০.০০	০	--
সর্বমোট ক+খ+গ+ঘ :			২৮৭৩.৫২	২৮৭৩.৫২	২৮০৯.৮৩ (৯৭.৭৮%)	১০০%

১৪। প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় :

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০১৬-২০১৭	--	--	--	--	--	--	--
২০১৭-২০১৮	৯৫৮.৭২	৯৫৮.৭২	--	৯৫৮.৭২	৯৫৮.৭২	৯৫৮.৭২	--
২০১৮-২০১৯	৯৫২.৪২	৯৫২.৪২	--	৯৫২.৪২	৯৫২.৪২	৯৫২.৪২	--
২০১৯-২০২০	৫১৮.৩১	৫১৮.৩১	--	৫১৮.৩১	৫১৮.৩১	৫১৮.৩১	--
২০২০-২০২১	৪৪৪.০৭	৪৪৪.০৭	--	৪৪৪.০৭	৩৮০.৩৭	৩৮০.৩৭	--
মোটঃ	২৮৭৩.৫২	২৮৭৩.৫২	--	২৮৭৩.৫২	২৮০৯.৮৩	২৮০৯.৮৩ (৯৭.৭৮%)	--

১৫। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :

প্রকল্পটি ২৮৭৩.৫২ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ২৮৭৩.৫২ লক্ষ টাকা এবং ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২৮৭৩.৫২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৮০৯.৮৩ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৭৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত ৬৩.৬৯ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উত্তোলন করা হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অবস্থা :

ক্রম	ডিপিপি অনুযাগী অংগের নাম ডিপিপি	ডিপিপি সংস্থান	বাস্তবায়ন অবস্থা/পরিমান
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার প্রিন্টার ও সরঞ্জামাদি	১২টি	১২টি
২	ল্যাপটপ	০২টি	০২টি
৩	ইন্সপেকশন বাংলো	০১টি	০১টি
৪	৬ নং অগভীর নলকূপ	৫৬১১টি	৫৬১১টি
৫	রিংওয়েল (৬নং পাম্পযুক্ত)	৬৩৪টি	৬৩৪টি
৬	উন্নত স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৬২৫০টি	৬২৫০টি

১৭। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্পের শুরু হতে প্রকল্প পরিচালকগণের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
মোঃ বাহার উদ্দীন মৃধা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, রংপুর সার্কেল,রংপুর।	২৬.১১.২০১৭ থেকে ৩১.১২.২০২০	অতিরিক্ত

১৮। ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ সংখ্যা (পণ্য, কার্য ও সেবা) :

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের অধীনে কাজের বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অফিসিয়াল প্রাক্কলন	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তিমূল্য	চুক্তির তারিখ	বাস্তবায়িত কাজের পরিমান	কাজ সমাপ্তির তারিখ	
		কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য						চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২
জিডি ১	ডেস্কটপ ৮	৮টি	১০.০০	১০.০০	৩.১.১৮	১০.০০	৬.২.২০	৮টি	০৫.০৩.১৮	০৫.০৩.১৮
জিডি ২	ল্যাপটপ	২টি	২.০০	২.০০	২৩.১২.১৭	২.০০	২৩.১.২০১	২টি	২৩.০২.১৮	২৩.২.১৮
জিডি ৩	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	৫.০০	২৩.১২.১৭	৫.০০	১৮.৩.২০	থোক	১৮.৪.১৮	১৮.৪.১৮
জিডি ৪	ডেস্কটপ ৪	৪টি	৪.০০	৪.০০	২০.৩.২০	৪.০০	৭.৬.২০	৪টি	১৯.৬.২০	১৯.৬.২০
জিডি ৫	আসবাবপত্র	থোক	৬.০০	৬.০০	২০.৪.২০	৬.০০	২২.৫.২০	থোক	২১.৬.২০	২১.৬.২০
লালমনিরহাট										
ডব্লিউডি ১/১	এসটিডব্লিউ	২১৩ টি	৪২.৬০	৪২.৬০	২৮.১২.১৭	৪৫.৮৫	১৩.৩.১৮	২১৩টি	১৩.১২.১৮	১৩.১২.১৮
ডব্লিউডি১/২	এসটিডব্লিউ	২০৪ টি	৪০.৮০	৪০.৮০	২৮.১২.১৭	৪৪.০০	২২.৩.১৮	২০৪টি	২২.১২.১৮	২২.১২.১৮
ডব্লিউডি ১/৩	এসটিডব্লিউ	২৪১ টি	৪০.৪৮	৪০.৪৮	২৮.১২.১৭	৪৩.৭৯	২৫.৩.১৮	২৪১টি	২৫.১২.১৮	২৫.১২.১৮
ডব্লিউডি ১/৪	এসটিডব্লিউ	৩০০ টি	৫০.৪০	৫০.৪০	২৮.১২.১৭	৫৪.১৬	১৯.৩.১৮	৩০০টি	১৯. ১২.১৮	১৯. ১২.১৮
ডব্লিউডি ১/৫	এসটিডব্লিউ	২৯২ টি	৪৯.০৫	৪৯.০৫	২৮.১২.১৭	৫২.৮৭	২৫.৩.১৮	২৯২টি	২৫.১২.১৮	২৫.১২.১৮
ডব্লিউডি ৫	এসটিডব্লিউ	১০০ টি	৩৭.৮৮	৩৭.৮৮	৪.২.২০১৯	৩৭.৮৮	১৭.২.১৯	১০০টি	২০.৬.২০	২০.৬.২০
ডব্লিউডি ২০	এসটিডব্লিউ	১৮০ টি	৪৫.০০	৪৫.০০	২০.২.২০	৩৮.৭২	১৮.৫.২০	১৮০টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
৬নং অগভীর নলকূপ (স্যালো টিউব ওয়েল)		১৫৩০টি						১৫৩০টি		
ডব্লিউডি ৯/১	আরডব্লিউ	৯০ টি	৬২.০১	৬২.০১	২৭.১১.১৭	৬৬.৮৫	১৫.৩.১৮	৯০টি	১৫.৬.১৯	১৫.৬.১৯
ডব্লিউডি ৯/২	আরডব্লিউ	৫৪ টি	৬৪.৭৭	৬৪.৭৭	২৭.১১.১৭	৬৯.৯৯	২০.৩.১৮	৫৪টি	২০.৩.১৯	২০.৩.১৯
ডব্লিউডি ৯/৪	আরডব্লিউ	৪৯ টি	৫৩.০৫	৫৩.০৫	২৭.১২.১৭	৫৭.১৪	১৩.৩.১৮	৪৯ টি	১৩.৩.১৯	১৩.৩.১৯
ডব্লিউডি ৯/৩	আরডব্লিউ	৫৪ টি	৬১.৩২	৬১.৩২	২৭.১২.১৭	৬৬.১৩	১৯.৩.১৮	৫৪ টি	১৯.৩.১৯	১৯.৩.১৯
রিংওয়েল (৬নং পাম্পযুক্ত)		২৪৭টি						২৪৭টি		
ডব্লিউডি১৩/১	ল্যাট্রিন	১৮৭ টি	২৮.০৫	২৮.০৫	২৭.১২.১৭	২৬.৬৩	৩.৪.১৮	১৮৭ টি	৩.৩.১৯	৩.৩.১৯
ডব্লিউডি১৩/২	ল্যাট্রিন	৩১৩ টি	৪৬.৯৫	৪৬.৯৫	২৭.১২.১৭	৫০.৮৪	১৬.৪.১৮	৩১৩ ট	৩.৩.১৯	৩.৩.১৯
ডব্লিউডি১৩	ল্যাট্রিন	১৫০ টি	২২.৫	২২.৫০	২৭.১২.১	২৩.১৬	৩.৪.১৮	১৫০ টি	২০.৩.১৯	২০.৩.১৯

/৩			০		৭					
ডব্লিউ ডি১৩/৪	ল্যাট্রিন	৩০০ টি	৪৫.০০	৪৫.০০	২৭.১২.১৭	৪৮.৭৭	১৪.৩.১৮	৩০০ টি	১৪.৬.১৯	১৪.৬.১৯
ডব্লিউডি ১৩/৫	ল্যাট্রিন	৩০০ টি	৪৫.০০	৪৫.০০	২৭.১২.১৭	৪৭.৭০	১৯.৪.১৮	৩০০ টি	২৬.১১.১৮	২৬.১১.১৮
উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন		১২৫০টি						১২৫০টি		
					কুড়িগ্রাম					
ডব্লিউ ডি ২৪	আইবি	১ টি	৯৮.০০	৯৮.০০	৪.২.১৯	৯৮.০০	২৮.৪.১৯	১ টি	২৫.৬.২০	২৫.৬.২০
ডব্লিউ ডি ১৯	এসটিডব্লিউ	৫২৮ টি	১৩২.০০	১৩২.০০	১৭.২.২০	১৩০.৪৩	৩০.৪.২০	৫২৮টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
ডব্লিউ ডি ২/১	এসটিডব্লিউ	২৫০ টি	৫০.০০	৫০.০০	১০.১২.১৭	৫৪.৩৫	১২.২.১৮	২৫০টি	১২.১১.১৮	১২.১১.১৮
ডব্লিউ ডি ২/২	এসটিডব্লিউ	২৫০ টি	৫০.০০	৫০.০০	১০.১২.১৭	৪৫.০০	১৮.২.১৮	২৫০টি	১২.১২.১৮	১২.১২.১৮
ডব্লিউ ডি ৬	এসটিডব্লিউ	১০০ টি	৩৯.৯২	৩৯.৯২	৪.২.১৯	৩৯.৮৯	২৭.২.১৯	১০০টি	২৮.৬.২০	২৮.৬.২০
৬নং অগভীর নলকূপ (স্যালো টিউব ওয়েল)		১১২৮						১১২৮		
ডব্লিউডি ১০/১	আরডব্লিউ	৭০ টি	৪৮.২৩	৪৮.২৩	১৭.১১.১৭	৪৩.৪১	১৮.২.১৮	৭০টি	১৭.১১.১৮	১৭.১১.১৮
ডব্লিউডি ১০/২	আরডব্লিউ	৬৫ টি	৪৪.৭৮	৪৪.৭৮	১৭.১১.১৭	৪৪.৫৬	২৬.২.১৮	৬৫টি	২৬.১১.১৮	২৬.১১.১৮
ডব্লিউডি ১০/৩	আরডব্লিউ	৬৫ টি	৪৪.৭৮	৪৪.৭৮	১৭.১১.১৭	৪০.৩০	১৮.২.১৮	৬৫টি	১৮.১১.১৮	১৮.১১.১৮
রিংওয়েল (৬নং পাম্পযুক্ত)		২০০টি						২০০টি		
ডব্লিউডি ১৪/১	ল্যাট্রিন	৪৫০ টি	৬৭.৫০	৬৭.৫০	২৬.১২.১৭	৬০.৭৫	২৬.২.১৮	৪৫০টি	২৬.১১.১৮	২৬.১১.১৮
ডব্লিউডি ১৪/২	ল্যাট্রিন	৪৫০ টি	৬৭.৫০	৬৭.৫০	২৬.১২.১৭	৬০.৭৫	২৬.২.১৮	৪৫০ টি	১৩.১১.১৮	১৩.১১.১৮
ডব্লিউডি ১৪/৩	ল্যাট্রিন	৪৫০ টি	৬৭.৫০	৬৭.৫০	২৬.১২.১৭	৬০.৭৫	১৩.২.১৮	৪৫০ টি	১৮.১১.১৮	১৮.১১.১৮
ডব্লিউডি ১৪/৪	ল্যাট্রিন	৪৫০ টি	৬৭.৫০	৬৭.৫০	২৬.১২.১৭	৬০.৭৫	১৮.২.১৮	৪৫০ টি	২৬.১১.১৮	২৬.১১.১৮
ডব্লিউডি ১৪/৫	ল্যাট্রিন	৪৫০ টি	৬৭.৫০	৬৭.৫০	২৬.১২.১৭	৬০.৭৫	২৬.২.১৮	৪৫০ টি	১৪.১২.১৮	১৪.১২.১৮
উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন		২২৫০টি						২২৫০টি		
					নীলফামারী					
ডব্লিউ ডি ১৭	এসটিড ব্লিউ	৩১০ টি	৭৭.৫	৭৭.৫০	১৫.২.২০	৬৭.১২	১৪.৫.২০	৩১০	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
ডব্লিউ ডি ৪/১	এসটিড ব্লিউ	২৪৫ টি	৪৮.৯৮	৪৮.৯৮	১২.১১.১৭	৫২.৯০	৭.১.১৮	২৪৫	৭.৫.১৮	৭.৫.২০১৮
ডব্লিউ ডি ৪/২	এসটিড ব্লিউ	২৭৫ টি	৫৪.৯৮	৫৪.৯৮	১২.১১.১৭	৫৯.৩৮	৭.১.১৮	২৭৫	৭.৫.১৮	৭.৫.২০১৮
ডব্লিউ ডি ৪/৩	এসটিড ব্লিউ	২৬৭ টি	৫৩.৩৮	৫৩.৩৮	১২.১১.১৭	৫৭.৬৫	৭.১.১৮	২৬৭	৭.৫.১৮	৭.৫.১৮
ডব্লিউ ডি ৪/৪	এসটিড ব্লিউ	৩০০ টি	৫৯.৯৮	৫৯.৯৮	১২.১১.১৭	৬৩.৫৮	৭.১.১৮	৩০০	৭.৫.১৮	৭.৫.১৮
ডব্লিউ ডি	এসটিড	২৮৮ টি	৫৭.৫৮	৫৭.৫৮	১২.১১.১	৬১.০০	৭.১.১৮	২৮৮	৭.৫.১৮	৭.৫.১৮

৪/৫	ব্লিউ				৭					
ডব্লিউ ডি ৮	এসটিড ব্লিউ	৭৫ টি	২৯,৯৩	২৯,৯৩	২০.৭.১৮	২৬.৯৪	১৪.১১.১৮	৭৫ টি	১৪.২.১৯	১৪.২.১৯
ডব্লিউ ডি ১৮	এসটিড ব্লিউ	৩১০ টি	৭৭.৫০	৭৭.৫০	১৫.২.২০	৬৭.১৫	১৯.৫.২০	৩১০ টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
৬নং অগভীর নলকূপ (স্যালো টিউব ওয়েল)		২০৭০						২০৭০		
ডব্লিউ ডি১২/১	আরডব্লিউ	৫৯ টি	৬৪.৯০	৬৪.৯০	১২.১১.১৭	৪৪.৬৫	৭.১.১৮	৫৯ টি	৭.১২.১৮	৭.১২.১৮
ডব্লিউডি ১২/২	আরডব্লিউ	৫৩ টি	৫৮.৩০	৫৮.৩০	১২.১১.১৭	৫৮.০৫	৭.১.১৮	৫৩ টি	৭.১২.১৮	৭.১২.১৮
রিংওয়েল (৬নং পাম্পযুক্ত)		১১২টি						১১২টি		
ডব্লিউডি ১৬/১	ল্যাট্রিন	৩৯৫ টি	৫৯.২৫	৫৯.২৫	১২.১১.১৭	৫৩.৩২	১১.৩.১৮	৩৯৫ ট	৬.৭.১৮	৬.৭.১৮
ডব্লিউডি ১৬/২	ল্যাট্রিন	২৮২ টি	৪৩.৩০	৪৩.৩০	১২.১১.১৭	৩৮.০৭	৬.৩.১৮	২৮২ টি	২২.৭.১৮	২২.৭.১৮
ডব্লিউডি১৬/৩	ল্যাট্রিন	২৬৮ টি	৪০.২০	৪০.২০	১২.১১.১৭	৩৬.১৮	২২.৩.১৮	২৬৮ টি	২২.৭.১৮	২২.৭.১৮
ডব্লিউডি ১৬/৪	ল্যাট্রিন	২৯৯ টি	৪৪.৮৫	৪৪.৮৫	১২.১১.১৭	৪০.১০	২২.৩.১৮	২৯৯টি	৬.৭.১৮	৬.৭.১৮
ডব্লিউ ডি১৬/৫	ল্যাট্রিন	২৫৬ টি	৩৯.৭৫	৩৯.৭৫	১২.১১.১৭	৩৪.৫৬	৬.৩.১৮	২৫৬টি	৬.৭.১৮	৬.৭.১৮
উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন		১৫০০						১৫০০		
পঞ্চগড়										
ডব্লিউ ডি ২১	এসটিডব্লিউ	১২১ টি	৩০.২৫	৩০.২৫	১৮.২.২০	৩০.৯৫	৭.৫.২০	১২১ টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
ডব্লিউ ডি ২২	এসটিডব্লিউ	১১৮ টি	২৯.৫০	২৯.৫০	১৮.২.২০	৩০.৯২	৭.৫.২০	১১৮ টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
ডব্লিউডি ২৩/১	এসটিডব্লিউ	১১৮ টি	২৯.৫০	২৯.৫০	১৮.২.২০	২৭.২৯	৭.৫.২০	১১৮ টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
ডব্লিউডি২৩/২	এসটিডব্লিউ	১১৮ টি	২৯.৫০	২৯.৫০	১৮.২.২০	৩০.৯৫	৭.৫.২০	১১৮ টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
ডি ২৩/৩	এসটিডব্লিউ	১১৮ টি	২৯.৫০	২৯.৫০	১৮.২.২০	৩০.৯৫	১৫.৩.২০	১১৮ টি	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০
ডব্লিউ ডি ৭	এসটিডব্লিউ	৫০ টি	১৯.৯৫	১৯.৯৫	১৮.১১.১৮	১৯.৯৪	৮.১১.১৮	৫০ টি	৩০.৫.১৯	৩০.৫.১৯
ডব্লিউ ডি৩/১	এসটিডব্লিউ	১৫০ টি	২৯.৯৫	২৯.৯৫	১৮.১২.১৭	২৯.০০	১৩.৩.১৮	১৫০ টি	২১.১২.১৮	২১.১২.১৮
ডব্লিউ ডি ৩/২	এসটিডব্লিউ	১০০ টি	২০.০০	২০.০০	১৮.১২.১৭	১৮.০০	১৩.৩.১৮	১০০ টি	২২.১২.১৮	২২.১২.১৮
৬নং অগভীর নলকূপ (স্যালো টিউব ওয়েল)		৮৯৩টি						৮৯৩টি		
ডব্লিউ ডি১১/১	আরডব্লিউ	১৫ টি	১০.৩৩	১০.৩৩	১.১.২০১৮	১০.৩২	৩০.১.১৮	১৫ টি	২৮.৩.১৯	২৮.৩.১৯
ডব্লিউডি ১১/২	আরডব্লিউ	১৫ টি	১০.৩৩	১০.৩৩	১.১.২০১৮	১০.৩২	৩০.১.১৮	১৫ টি	২৮.৩.১৯	২৮.৩.১৯
ডব্লিউ ডি১১/৩	আরডব্লিউ	১৯ টি	১৩.০৯	১৩.০৯	১.১.২০১৮	১৩.০৭	৩০.১.১৮	১৯ টি	২৮.৩.১৯	২৮.৩.১৯
ডব্লিউ ডি১১/৪	আরডব্লিউ	১৩টি	৮৭.৫৭	৮.৯৫	১.১.২০১৮	৮.৯৫	৩০.১.১৮	১৩ টি	২৮.৩.১৯	২৮.৩.১৯
ডব্লিউ	আরডব্লি	১৩ টি	৮৯.৫৭	৮.৯৫	১.১.২০১	৮.৯৫	৩০.১.১৮	১৩ টি	২৮.৩.১	২৮.৩.১

ডি১১/৫	উ				৮				৯	৯
রিংওয়েল (৬নং পাম্পযুক্ত)		৭৫টি						৭৫টি		
ডব্লিউডি ১৫/১	ল্যাট্রিন	২৫০ টি	৩৭.৫০	৩৭.৫০	১৬.১.১৮	৩৩.৭৫	২৮.২.১৮	২৫০ টি	১৪.১২.১৮	১৪.১২.১৮
ডব্লিউডি ১৫/২	ল্যাট্রিন	২৫০ টি	৩৭.৫০	৩৭.৫০	১৬.১.১৮	৩৬.৭০	২৮.২.১৮	২৫০ টি	১৪.১২.১৮	১৪.১২.১৮
ডব্লিউডি ১৫/৩	ল্যাট্রিন	২৫০ টি	৩৭.৫০	৩৭.৫০	১৬.১.১৮	৩৭,০০	২৮.২.১৮	২৫০ টি	১৪.১২.১৮	১৪.১২.১৮
ডব্লিউডি ১৫/৪	ল্যাট্রিন	২৫০ টি	৩৭.৫০	৩৭.৫০	১৬.১.১৮	৩৬.৭২	২৮.২.১৮	২৫০ টি	১৪.১২.১৮	১৪.১২.১৮
ডব্লিউডি ১৫/৫	ল্যাট্রিন	২৫০ টি	৩৭.৫০	৩৭.৫০	১৬.১.১৮	৩৭.৩০	১৭.৪.১৮	২৫০ টি	১১.৭.১৮	১১.৭.১৮
উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন		১২৫০						১২৫০		
	এনজিও	থোক	১০০.০০	১০০.০০	১১.৪.১৮	১০০.০০	৩০.১০.১৮	থোক	২০.৬.২০	২০.৬.২০

১৯। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন" শীর্ষক প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সহকারী পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান কর্তৃক ১৭/১২/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০। অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

২০.১। যানবাহন, মালামাল, কমিউটার যন্ত্রপাতি, ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রি :

আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান ছিল না। তবে প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ১২সেট ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার ও ২টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের সরবরাহকৃত তথ্যমতে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ডিপিএইচই এর নিম্নবর্ণিত কার্যালয়ে ব্যবহার হচ্ছে:

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত মালামাল/ যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
১	জিডি ১ : ডেস্কটপ	৮	০৫/০৩/২০১৮	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সচল রয়েছে। লালমনিরহাট জেলার বিভিন্নি উপজেলায় ৩ সেট, কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৩সেট, পঞ্চগড় জেলাার বিভিন্ন উপজেলায় ৩সেট এবং নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৩সেট বিতরণ করা হয়েছে যা উপজেলা দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। (রেজিষ্টার এন্টি সংযুক্ত)। এছাড়া আসবাবপত্র,অফিস সরঞ্জাম এবং ২টি ল্যাপটপ প্রকল্প দপ্তরে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, রংপুরে ব্যবহৃত হচ্ছে ।
২	জিডি ২ : ল্যাপটপ	২	২/০২/২০১৮	
৩	জিডি ৪ : ডেস্কটপ	২	১৫/০৬/২০২০	
৪	জিডি ৩ : আসবাবপত্র	থোক	১৮/০৪/২০১৮	
৫	জিডি ৫ আসবাবপত্র	থোক	১৭/৬/২০২০	

২০.২। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রশিক্ষণ খাতে ১০.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে সমূদয় অর্থ ব্যয়ে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ।

ক্রম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	উপসহকারী প্রকৌশলী, টিউবওয়েল মেকানিকদের নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২ দিন	১০০ জন
২।	উঠান বৈঠক, সুবিধাভোগী এবং ওয়াটসন কমিটি ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ।	১ দিন	৬০০ জন

২০.৩। স্বাস্থ্য সচেতনতাবৃদ্ধি কার্যক্রম: ছিটমহল এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল, যার বিপরীতে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় ১৮টি, পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলায় ২টি, বোদা উপজেলায় ৩২টি, দেবীগঞ্জ উপজেলায় ৪৪টি, লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলায় ৪টি, পাটগ্রাম উপজেলায় ৪৪টি, হাতীবান্ধা উপজেলায় ১২টি, কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ৩৬টি, ভূরঙ্গামারী উপজেলায় ১৩টি সর্বমোট ২০৫টি স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম (উঠান বৈঠক) পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া লালমনিরহাট জেলায় ৬টি, কুড়িগ্রাম জেলায় ৬টি, নীলফামারী জেলায় ৩টি ও পঞ্চগড় জেলায় ১০টি সর্বমোট ২৫টি ওয়াটসন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০.৪। পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ : প্রকল্পের আওতায় একটি পরিদর্শন বাংলো নির্মাণের জন্য সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান ছিল ৯৮.০০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে দাপ্তরিক প্রাক্কলন করা হয় ৯৮.০০ লক্ষ টাকা। কুড়িগ্রাম জেলায় পরিদর্শন বাংলো নির্মাণের জন্য ডব্লিউডি-২৪ প্যাকেজর আওতায় ৮১,৮৭,৫৯৮/ টাকা চুক্তিমূল্যে ২৮/৪/২০১৯ তারিখে মেসার্স খায়রুল এন্টারপাইজ-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৮/৬/২০২০। প্যাকেজের আওতায় ২১০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দো'তলা আরসিসি দালানের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে মাপে তা সঠিক পাওয়া গেছে। পরিদর্শনকালে উক্ত দো'তলা আরসিসি দালানটির বিদ্যুৎ সংযোগ, টয়লেট সামগ্রী স্পেসিফিকশন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীয়মান হয়। নির্মিত পরিদর্শন বাংলোটি ব্যবহারোপযোগি আছে দেখা যায়। নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

২০.৫। ৬নং অগভীর নলকূপ (স্যালো টিউব ওয়েল): লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন ছিটমহল ও ছিটমহলের বাহিরে ৫৬১১টি ৬নং অগভীর নলকূপ (স্যালো টিউব ওয়েল) নির্মাণের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে ১২২৮.৭৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১২০১.৩৭ লক্ষ টাকা এখাতে ২৭.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়েছে। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ অংগে লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় ০৭টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১৫৩০টি, কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় ০৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১১২৮টি, নীলফামারী জেলার ৫টি উপজেলায় ০৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২০৭০টি এবং পঞ্চগড় জেলায় ৫টি উপজেলায় ৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৮৯৩টিসহ মোট ৫৬১১টি ৬নং অগভীর নলকূপ (স্যালো টিউবওয়েল) স্থাপন করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর জোনাল ল্যাব হতে পানির ল্যাবটেষ্ট করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আর্সেনিক ও আয়রন সহনীয় মাত্রায় রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (কপি সংযুক্ত)। নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবটেষ্ট (পিভিসি পাইপ) রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) হতে সম্পন্ন হয়েছে। পুর্ত কাজের ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্র আহবান, দরপত্র বাছাই, দরপত্র দাখিল, কার্যাদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পিপিআর-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে দেখা যায়। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আরডিপিপি সংস্থান এবং ঠিকাদারের সাথে নির্ধারিত চুক্তিমূল্যে ও মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ অংগের আওতায় প্যাকেজ ডব্লিউডি ১/৩ এবং ডব্লিউডি ১/৪ এর মাধ্যমে সম্পাদিত লালমনিহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ১১৯ নম্বর বাসকাটা ছিটমহলের ইউনিয়নের মোমিনপুর গ্রামের জনাব মোঃ মুকুল মিয়া একই ছিটমহলে বসবাসকারী আরজিনা বেগম এর বাড়ীতে স্থাপিত ৬নং অগভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কয়েকটি বাড়ির সমন্বয়ে একটি ৬নং অগভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে । এ সকল নলকুপ ও নলকুপের জন্য নির্মিত প্লাটফর্মগুলো স্পেসিফিকেশন ডিজাইন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে দেখা যায়। টিউবওয়েলগুলোর গড় গভীরতা ১২০ফুট। ২০১৭ সালে এটি ব্যবহারকারীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তারা সবাই পানি ব্যবহার করছেন। উপকাভোগীরা জানান যে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হলেও তা দিয়ে তাদের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পুরণ হচ্ছে না। অত্র ওয়ার্ডসহ অন্যান্য ওয়ার্ডেও এ ধরণের বাড়িতে নলকুপের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। পানি পান করে গুনগতমান ভাল মনে হয়েছে।

২০.৬। <u>৬নং পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন:</u> লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন ছিটমহলে এবং ছিটমহলের বাহিরে ৬৩৪টি ৬নং পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপনের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে ৪৩০.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪০৭.২১ লক্ষ টাকা । এখাতে ২৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়েছে। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৫৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ অংগের আওতায় লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় ০৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২৪৭টি, কুড়িগ্রাম ৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২০০টি, নীলফামারী জেলায় ০২টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১১২টি এবং পঞ্চগড় জেলায় ৫টি প্যাকেজের ৭৫টিসহ মোট ৬৩৪টি ৬নং পাম্পযুক্ত রিংওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর জোনাল ল্যাব কর্তৃক পানির ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পানিতে বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আর্সেনিক ও আয়রন সহনীয় মাত্রায় রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (কপি সংযুক্ত)। পুর্ত কাজের ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্র আহবান, দরপত্র বাছাই, দরপত্র দাখিল, কার্যাদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পিপিআর-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছ দেখা যায়। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আরডিপিপি সংস্থান এবং ঠিকাদারের সাথে নির্ধারিত চুক্তিমূল্যে ও মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ অংগের আওতায় প্যাকেজ ডব্লিউডি ৯/১ এবং ডব্লিউডি ৯/৪ এর মাধ্যমে সম্পাদিত লালমনিহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ১১৩ নম্বর বাসকাটা ছিটমহলের জোংড়া ইউনিয়নের মোমিনপুর গ্রামের জনাব মোঃ তাহেরুল ইসলাম একই ছিটমহলে বসবাসকারী মোঃ হাবিবুর রহমান, এবং মোঃ আবু মুসা এর বাড়ীতে স্থাপিত রিংওয়েল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় , ১০টি বাড়ির সমন্বয়ে একটি রিংওয়েল স্থাপন করা হয়েছে । রিংওয়েলগুলোর গড় গভীরতা ৩৩ফুট। এটি ২০১৬ সালে ব্যবহারের জন্য উপকারভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। টিউবওয়েল মেকানিক মোঃ নুরুজ্জামান এগুলোর দেখভাল করছেন। সেখান থেকে তারা পানি ব্যবহার করছেন। উপকাভোগীরা জানান যে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হলেও তা দিয়ে তাদের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পুরণ হচ্ছে না। অত্র ওয়ার্ডসহ অন্যান্য ওয়ার্ডেও এ ধরণের বাড়িতে বাড়িতে রিংওয়েল স্থাপনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। পানি পান করে গুনগতমান ভাল মনে হয়েছে।

২০.৬। <u>উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন</u> : লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন ছিটমহলে এবং ছিটমহলের বাহিরে ৬২৫০টি উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য সংশোধিত ডিপিপিতে ৯৩৭.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯২৫.৭০ লক্ষ টাকা । এখাতে ১১.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়েছে। এ অংগের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৭৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ অংগের আওতায় লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১২৫০টি, কুড়িগ্রাম ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২২৫০টি, নীলফামারী জেলায় ০৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১৫০০টি এবং পঞ্চগড় জেলায় ৫টি প্যাকেজের ১২৫০টিসহ মোট ৬২৫০টি উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। পুর্ত কাজের ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্র আহবান, দরপত্র বাছাই, দরপত্র দাখিল, কার্যাদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পিপিআর-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছ দেখা যায়। প্রতিটি প্যাকেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আরডিপিপি সংস্থান এবং ঠিকাদারের সাথে নির্ধারিত চুক্তিমূল্যে ও মেয়াদে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ অংগের আওতায় প্যাকেজ ডব্লিউডি ১৩/৩ এবং ডব্লিউডি ১৩/৫ এর মাধ্যমে সম্পাদিত লালমনিহাট জেলার ০৬ নম্বর বাসকাটা ছিটমহলের মোঃ তমিজউদ্দিন এবং বেতগাড়ী সরদারপাড়া গ্রামের মোঃ চাঁন মিয়ার বাড়ীতে নির্মিত উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত ল্যাট্রিনের সিআইসিট চালা, সিআইসিট বেড়া এবং দরজা, আরসিসি, আরসিসি স্ল্যাব, প্যান, কংক্রিট প্লেট, ভিটি এবং খুঁটি যথাযথ এবং স্পেশিফিকেশন যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়েছে

২১। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি;	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলা বিশেষ করে সাবেক ছিটমহলসমূহে ৫৬১১টি ৬নং অগভীর নলকূপ এবং ৬৩৪টি ৬নং রিংওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে ছিটমহলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগণের নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি করে মানুষের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি করা;	প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২৫০টি উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মানুষের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
স্বাস্থ্যবিধি প্রচার সম্পর্কিত এলাকার জনগণের	প্রকল্পের আওতায় ২০৫টি স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম (উঠান বৈঠক)

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
জ্ঞান ও অনুশীলনের উন্নতি করা;	পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনুশীলন বিষয়ে উন্নতি সাধন করা হয়েছে।
প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি করা ।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার কভারেজ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২২। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

পিসিআর তথ্যমতে ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

২৩। প্রকল্পের যানবহান সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান ছিল না।

২৪। অডিট সংক্রান্ত তথ্য : প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্পটি শুরু হয়ে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত অর্থবছরভিত্তিক Internal ও External অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন তথ্য প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ প্রতিফলিত হয়নি। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে প্রতীয়মান হয় । অডিট সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প কার্যালয় হতে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক দপ্তর সূত্রে জানা যায়। জরুরী ভিত্তিতে Internal ও External অডিট সম্পন্ন করার বিষটির প্রতি পরিদর্শনকালে বিশেষ ভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২৫। উপকারভোগীদের মতামত: প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলার ছিটমহল ও ছিটমহলের বাহিরে বাস্তবায়িত ৬নং অগভীর নলকূপ, ৬নং পাম্পযুক্ত রিংওয়েল এবং উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ কার্যক্রমের বেশ কয়েকটি স্কিল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন- লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার জোংরা ইউনিয়নের ১১৩ নম্বর বাসকাটা ছিটমহলের মমিনপুর গ্রামের মোঃ তাহেরুল ইসলাম (মোবাইলঃ ০১৭২৫৩৪৪৩২২), মোঃ হাবিবুর রহমান, মো: আবু মুছা (মোবাইল ০১৭৭৩৭৪৩০০৭) মোবাইল নং ০১৭১৮৬১৭৩৪৮, আরজিনা বেগম এবং পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজলার মাড়েয়া নতুন বস্তি এলাকায় মোঃ আমিরুল ইসলাম (মোবাইল ০১৭২৮৮৬৫৬৩০) এর সাথে আলোচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে তা এলাকার ছিটমহলে বসবাসরত জনগণের সুপেয় পানি নিশ্চিতের জন্য সহায়ক হয়েছে মর্মে তারা জানান। এছাড়া নির্মিত স্থাপনা যাতে নিয়মিত ভাবে সংস্কারের মাধ্যমে মেইটেনেন্স করা হয় সে বিষয়েও তারা জোর দেন। তারা আরো জানান নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য এ প্রকল্প থেকে যতটুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে তা এলাকার ছিটমহলের জনগনের জন্য যথেষ্ট নয়। সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসির মাঝে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মসূচি আরো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার জন্য উপকারভোগীগণ দাবী জানান।

২৬। প্রকল্পের প্রভাব :

(ক) প্রত্যক্ষ প্রভাব : এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রায় ৩০০০০০ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬২৪৫টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে। নতুন এ সকল পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ছিটমহল ও ছিটমহলের বাহিরের আনুমানিক ৩০০০০০ গ্রামীণ জনগণ পানির সুবিধা পাবে। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২৫০টি উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের যুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ সকল উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রস্তুত এবং নির্মাণ করার ফলে এ সকল ল্যাট্রিন আরো মানসম্মত এবং উন্নত পর্যায়ের সুবিধা সম্পন্ন হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলোশ্রুতিতে আনুমানিক ৬২০০০ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি সুবিধা পাবে।

(খ) পরোক্ষ প্রভাব : পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনগনের মাঝে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে আশা করা যায়। এর ফলস্বরুপ জনস্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি হবে এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং এলাকার পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে প্রকল্পটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

২৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

২৭.১। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run): প্রকল্পটি মূল মেয়াদ কাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১২ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩৩.৩৩% টাইম ওভার রান হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হলে জনসাধারণ সঠিক সময় এর সুফল পেত এবং সময়মত প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাই প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মূল্য লক্ষ্য। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে।

২৭.২। Internal ও External অডিট নিষ্পতি না হওয়া: প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্পটি শুরু হয়ে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত অর্থবছরভিত্তিক Internal ও External অডিট নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন তথ্য প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ প্রতিফলিত হয়নি। অডিট সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প কার্যালয় হতে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক দপ্তর সূত্রে জানা যায়। জরুরী ভিত্তিতে Internal ও External অডিট সম্পন্ন করার বিষটির প্রতি পরিদর্শনকালে বিশেষ ভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২৭.৩। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণে বিলম্ব : প্রকল্প সমাপ্তির ৩(তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ছকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিতে প্রেরণের বিধান থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ১১ মাস বিলম্বে স্থানীয় সরকার বিভাগ গত ১৩ নভেম্বর,২০২২ তারিখে এ প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণ করেছে যা আইএমইডিতে গত ১৭/১১/২০২২ তারিখে পাওয়া যায়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় এটি বড় ধরণের ব্যত্যয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৮। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা:

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>স্থিরচিত্র : প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলায় নির্মিত ইন্সপেকশন বাংলো</td><td>স্থিরচিত্র : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬নং পাম্পযুক্ত রিংওয়েল</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>স্থিরচিত্র : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬নং পাম্পযুক্ত রিংওয়েল</td><td>স্থিরচিত্র : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬নং পাম্পযুক্ত রিংওয়েল</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>স্থিরচিত্র : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬নং অগভীর নলকূপ</td><td>স্থিরচিত্র : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন</td></tr>
</table>

২৯। সুপারিশ :

২৯.১। প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধন ও প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি,২০১৭ হতে ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ১ বছর সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১২ মাস (৩৩.৩৩%) টাইম ওভার রান হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ- ২৭.১);

২৯.২। প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম জরুরীভিত্তিতে সম্পন্ন করে প্রমাণক আবিশ্যিকভাবে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-২৭.২);

২৩.৩। প্রকল্প সমাপ্তির ৩(তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ছকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিতে প্রেরণের বিধান থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ১১ মাস বিলম্বে এ প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে নির্ধারিত ছকে আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ-২৭.৩);

২৩.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহ উপকারভোগীদের ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এ জন্য ভ্রাম্যমান নির্মাণ /মেরামত ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;

২৩.৫। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তা উক্ত ছিটমহলবাসির জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যকোন কমসূচীর মাধ্যমে শতভাগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২৩.৬। উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে আগামী ২০/০৪/২০২৩ তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সহকারী পরিচারক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : মোঃ আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, সেক্টর ৩, আইএমইডি।
পরিদর্শনের তারিখ : ১৮,১৯-০৮-২০২২ খ্রি:
পরিদর্শনকৃত এলাকা : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা।

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন এবং নালা, প্রতিরোধ দেয়াল, ব্রীজ ও কালভার্ট এর নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ।
৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ।
৬। প্রকল্পের পরিচালকের নাম : জনাব রফিকুল ইসলাম
৭। প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল ও অর্থায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
	মোট	জিওবি	চসিক নিজস্ব		
মূল	৭১৬২৮.৫০	৫৩৭২১.৩৭	১৭৯০৭.১২	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	০৬-১২-২০১৬
১ম সংশোধিত	৭৫০৫২.০৫	৫৬২৮৯.০৪	১৮৭৬৩.০১	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০	১১-১২-২০১৯
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধি (১ম বার)	৭৫০৫২.০৫	৫৬২৮৯.০৪	১৮৭৬৩.০১	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১	

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার উন্নয়ন;
- শহরের আন্তঃ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ড্রেইন সমূহের উন্নয়ন;
- খাল সমূহের পাড় অবৈধ দখলমূক্ত রাখা ও প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ করে খালের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ড্রেইনের উন্নয়ন করে ড্রেইনের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৯। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুণগতমান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহ;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
(চ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
(ছ) প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ।

১০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ ও পরিমাণ:

অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা	
	পরিমাণ	টাকা
রাস্তার উন্নয়ন (এডজাসেন্ট ড্রেইনসহ)	১৭৯.৯৯ কি.মি.	৩৯৪৩৪.৬৬
আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ/পুন:নির্মাণ	২১.৭৩৫ কি.মি.	১৪৩৩১.৭১
ড্রেইন নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ	৪৪.৭১৮ কি.মি.	১২০৯৯.৯৭
আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ	২৭৮.৬৫ মি.	৫৪১০.৫৮
আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ	২.২ কি.মি.	১১৬৪.৫৮
ইউটিলিটি শিফটিং (বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাস)	৩০৩২ টি	১৫৫২.০০

১১। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

প্রকল্পের আওতায় সড়ক উন্নয়ন, প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ, ব্রিজ নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, ইউটিলিটি শিফটিং এসব স্কিমসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মূল্যত প্রকল্পটি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কোভিড ১৯ এর কারণে প্রকল্পটির কাজ ধীরগতি হয়ে পরে, তাই পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

১২। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি : (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের ধরন	সংখ্যা/পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন'২০২১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	সড়ক উন্নয়ন	কি. মি.	৩৯৪৩৪.৬৬	১৭৯.৯৯ কি.মি.	৩৯৩২৬.২১	১৭৯.৫৫ কি.মি (১০০%)
২	প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ	কি. মি.	১৪৩৩১.৭১	২১.৭৪ কি.মি.	১৪২৫৬.৩৫	২১.৭১ কি.মি. (১০০%)
৩	ড্রেন নির্মাণ/পুনঃনির্মান	কি. মি.	১২০৯৯.৯৭	৪৪.৭১ কি.মি.	১১৯২৩.৫৮	৪৪.৬৮ কি.মি. (১০০%)
৪	ব্রিজ নির্মাণ	মি.	৫৪১০.৫৮	২৭৮.৬৫ মি.	৫৩৯৮.৮৮	২৭৮.৬২ মি. (১০০%)
৫	কালভার্ট নির্মাণ	কি. মি.	১১৬৪.৫৮	২.২০ কি.মি.	১১৬৩.৩৩	২.২১৮ কি.মি. (১০০%)
৬	ইউটিলিটি স্থানান্তর (বিদ্যুৎ, ওয়াসা গ্যাস)	সংখ্যা	১৫৫২.০০	৩০৩২ টি	১৪৫৬.০০	৯৫%
	উপ-মোট (মূলধন)=		৭৩৯৯৩.৫০		৭৩৫২৪.৩৬	
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি=		৭০৫.৭০		০.০০	০.০০
	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি=		৬৫২.৮৫		০.০০	০.০০
	সর্বমোট =		৭৫০৫২.০৫		৭৩৫২৪.৩৫	৯৭.৯৭%

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী।

১৩। অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ব্যয় ও লক্ষ্যমাত্রা: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			অবমুক্তকৃত টাকা	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		
	জিওবি+চসিক	মোট	বাস্তব %		জিওবি+চসিক	মোট	বাস্তব %
১	২	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৬-১৭	৩৭.৫০+১২০.০০	১৫৭.০০	৪২.৯৯%	৩৭.৫০ (৩৭.৫০+০.০০)	৩৭.৫০+০.০০	৩৭.৫০	০.০৬%
২০১৭-১৮	২০০০০+০.০০	২০০০০	১৭.৭৩%	২০০০০ (২০০০০+০.০০)	২০০০০+০.০০	২০০০০.০০	২৬.৬৬%
২০১৮-১৯	২০০০০+৫৯৩৫.৮৯	২৫৯৩৫.৮৯	০%	২০০০০ (২০০০০+০.০০)	২০০০০+০.০০	২০০০০	২৬.৬৬%
২০১৯-২০	৭৫৮৩+৪৯২৭.৫২	১২৫১০.৫২	১৩.৯৭%	১৯২০৬.০০ (১০৭০০+৮৫০৬)	১৯২০৬.০০ (১০৭০০+৮৫০৬)	১৯২০৬.০০	২৫.৬০%
২০২০-২১	৮৬৬৮.৫৪+৭৭৭৯.৬	১৬৪৪৮.১৪	২৫.২৫%	১৪২৮০.৮৫ (৫৫১২+৮৭৬৮.৮৫)	১৪২৮০.৮৫ (৫৫১২+৮৭৬৮.৮৫)	১৪২৮০.৮৫	১৯.০৩%
মোট=	৭৫০৫২.০৫	৭৫০৫১.৫৫	১০০%	৭৩৫২৪.৩৫ (৫৬২৪৯.৫০+১৭২৭৪.৮৫)	৭৩৫২৪.৩৫ (৫৬২৪৯.৫০+১৭২৭৪.৮৫)	৭৩৫২৪.৩৫	৯৭.৯৭%

নোট: প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলন ছিল ৭৫০৫২.০৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি অংশের ৫৬২৮৯.০৪ লক্ষ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ ১৮৭৬৩.০১ লক্ষ টাকা। জিওবি অংশে ব্যয় করা হয়েছে ৫৬২৪৯.৫০ লক্ষ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ১৭২৭৪.৮৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, সিটি কর্পোরশন অংশের ১৪৮৮.১৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্বকাল
জনাব রফিকুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী	অতিরিক্ত	জানুয়ারি ২০১৭	জুন ২০২১

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর প্রভাব:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ, নালা, প্রতিরোধ দেয়াল, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পড়েনি, বরং পরিবেশ আরো ভালো হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হচ্ছে, ভাসমান ময়লার জন্য নালা তৈরি করা হয়েছে। এসব ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অবস্থা:

১৬.১ রাস্তার উন্নয়ন (এডজাসেন্ট ড্রেইনসহ): প্রকল্পটির আওতায় ১৭৯.৯৯ কি.মি. রাস্তার উন্নয়ন (এডজাসেন্ট ড্রেইনসহ) আরডিপিপি সংস্থান ছিল ৩৯৪৩৪.৬৬ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা হয় ৩৯৩২৬.২১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ অংগে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১০৮.৪৫ লক্ষ টাকা।

১৬.২ আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ/পুন:নির্মাণ: প্রকল্পটির আওতায় ২১.৭৩৫ কি.মি. আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ/পুন:নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিল ১৪৩৩১.৭১ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা হয় ১৪২৫৬.৩৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে এ অংগে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭৫.৩৬ লক্ষ টাকা। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

১৬.৩ ড্রেইন নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ: প্রকল্পটির আওতায় ৪৪.৭১ কি.মি. ড্রেইন নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিল ১২০৯৯.৯৭ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা হয় ১১৯২৩.৫৮ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে এ অংগে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৭৬.৩৯ লক্ষ টাকা। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

১৬.৪ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ: প্রকল্পটির আওতায় ২৭৮.৬৫ মি. আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিল ৫৪১০.৫৮ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা হয় ৫৩৯৮.৮৮ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে এ অংগে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১১.৭ লক্ষ টাকা। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

১৬.৫ আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ: প্রকল্পটির আওতায় ২.২ কি.মি. আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিল ১১৬৪.৫৮ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা হয় ১১৬৩.৩৩ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে এ অংগে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১.২৫ লক্ষ টাকা। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

১৬.৬ ইউটিলিটি শিফটিং (বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাস): প্রকল্পটির আওতায় ৩০৩২ টি ইউটিলিটি শিফটিং (বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাস) বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিল ১৫৫২.০০ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা হয় ১৪৫৬.০০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে এ অংগে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৯৬.০০ লক্ষ টাকা। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
• বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তার উন্নয়ন; • শহরের আন্তঃ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন; • বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ড্রেইন সমূহের উন্নয়ন; • খাল সমূহের পাড় অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ করে খালের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; • জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ড্রেইনের উন্নয়ন করে ড্রেইনের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পটির আওতায় বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে। শহরের আন্তঃ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ড্রেইন সমূহের উন্নয়ন ও খাল সমূহের পাড় অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও প্রতিরোধ দেয়াল নির্মাণ করে খালের পানি ডিসচার্জ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৮। পণ্য, কার্য ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটির আওতায় মোট ৫১টি প্যাকেজ রয়েছে। কার্য প্যাকেজ ৫০টি এবং সেবা প্যাকেজ ১টি।

১৯। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

২০। অডিট সম্পাদন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটির আওতায় উত্থাপিত যাবতীয় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২১। পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধির অনুসরণঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

২২। সুবিধাভোগীদের মতামত:

পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জনসাধারণের সাথে আলাপকালে তারা জানান, প্রকল্পের আওতাধীন এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে এখন বৃষ্টিতে রাস্তায় পানি জমে থাকে না। বন্যায় বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ ড্রেইন সমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং খাল সমূহের পাড় অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত জনসাধারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সরাসরি সুবিধা ভোগ করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের সাথে অন্যান্য সংস্থা যেমন: চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিদুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং গ্যাস কোম্পানী গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে প্রায়ই উন্নয়নকৃত রাস্তাসমূহ কাটা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে মেরামত করা হচ্ছে না। যার ফলে নাগরিক দুর্ভোগ বৃদ্ধি

পায়। এছাড়া ব্রিজ/কালভার্ট এবং রাস্তা অবৈধভাবে দখল করে সেখানে দোকানপাট এবং বাজার বসার কারণে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

২৩। প্রকল্পের পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ:

২৩.১ ওয়ার্ড নং ৩৮ এর DRFD/CCC/W24নং প্যাকেজের স্ট্যান্ড রোড এবং আব্দুল খালেক রোড উন্নয়ন:

আরডিপিপি'তে স্ট্যান্ড রোড দৈর্ঘ্য ১০০০.০ মি. এবং প্রস্থ ৪.৫ মি.। আব্দুল খালেক রোড দৈর্ঘ্য ১২০০.০০ মি. এবং ৫.৫ মি.বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে স্ট্যান্ড রোড ও আব্দুল খালেক রোডের পরিমাপ আরডিপিপি'র সাথে মিল পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাসমূহ চারটি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৩০০.০ মি.মি.হতে ৫০০.০০মি.মি.,সাব বেইজ ২০০.০ মি.মি., ম্যাকাডাম ২০০.০ মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে যা, টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। একাধিক জায়গায় চট্টগ্রাম ওয়াসার পাইপ বসানোর কারণে রাস্তা কেটে ফেলা হয়েছে। কাটা স্থানে মাটি বসে গিয়ে গর্ত তৈরী হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল (স্ট্যান্ড রোড) ২০৭.৬৩ লক্ষ টাকা এবং (আব্দুল খালেক রোড) ২৪৪.৯৯ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ মোট ৪০৭.৩৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্কিমটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

২৩.২ ওয়ার্ড নং ৩৯ এর DRFD/CCC/W25নং প্যাকেজের আকমল আলী রোড ও এস আলম বি আলম রোড এর উন্নয়ন:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী আকমল আলী রোড দৈর্ঘ্য ১৮০০.০ মি. এবং প্রস্থ ৪.৫০ মি. ও এস আলম বি আলম রোড দৈর্ঘ্য ৭০০.০ মি. এবং প্রস্থ ৪.৫৭ মি.বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে আকমল আলী রোড় দৈর্ঘ্য ১৮৫০.০ মি. এবং ৪.৪৫ মি থেকে ৪.৫৯মি. এবং এস আলম বি আলম রোড দৈর্ঘ্য ৭৪৩.০ মি. এবং ৪.৫৫ মি থেকে ৪.৫৯মি পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি তিনটি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৯০০.০ মি.মি.,সাব বেইজ ১৫০.০ মি.মি. এবং সি.সি. ঢালাই ১৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে। যা টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তবে আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল (আকমল আলী রোড) ৩৯০.৮৫ লক্ষ টাকা এবং (এস আলম বি আলম রোড) ১৯৭.৬৯ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ মোট ৫২৯.৬৮৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়। স্কিমটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

২৩.৩ ওয়ার্ড নং ৪০নং- DRFD/CCC/W 25 নং (১) মহাজন বাড়ী রোড (২) বর্মাপাড়া রোড এর উন্নয়ন:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২১৩ মিটার ও ৬০৯ মি এবং প্রস্থ ৪.৫৭ মি ও ১০.৯৭ মিটার বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে রাস্তার দৈর্ঘ্য ২৩৫মি ও ৬৩৯ মি এবং প্রস্থ ৪.৫৮ মি ও ১০.৯৮ মিটার পাওয়া গিয়াছে। FMB (Field measurement bookপর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটির Sand filling ৪৫০ মিমি, সাববেইজ ২০৫ মিমি, ম্যাকাডাম ১৫০ মিমি, কার্পেটিং ৫০ মিমি করা হইয়াছে যাহা টেন্ডার স্পেসিফিসেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ১৬০.৪০ লক্ষ। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ ১৪৪.৩৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয়।

২৩.৪ ওয়ার্ড নং ৪১ এর DRFD/CCC/W26নং প্যাকেজের চরবস্তি ১৪ নং কলোনী রোড এবং পতেঙ্গা পাওয়ার প্ল্যান্ট ও চরবস্তি পেসিফিক অয়েল রোড এর উন্নয়ন:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী চরবস্তি ১৪ নং কলোনী রোড দৈর্ঘ্য ৪৫০.০ মি. ও প্রস্থ ৩.৬৬ মি. এবং পতেঙ্গা পাওয়ার প্ল্যান্ট ও চরবস্তি পেসিফিক অয়েল রোড দৈর্ঘ্য ২৪৪.০ মি. ও প্রস্থ ৪.৫৭ মি.বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে চরবস্তি ১৪ নং কলোনী রোড দৈর্ঘ্য ৪৮৭.০ মি. এবং ৩.৫ মি থেকে ৩.৮ মি. এবং পতেঙ্গা পাওয়ার প্ল্যান্ট ও চরবস্তি পেসিফিক অয়েল রোড দৈর্ঘ্য ২৫৫.০ মি.এবং ৪.৫৭ মি থেকে ৪.৬ মি পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় চরবস্তি ১৪ নং কলোনী রোডটি চার স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৩০০.০ মি.মি.হতে ৪৫০.০০মি.মি.,সাব বেইজ ১৫০-২০০.০ মি.মি., ম্যাকাডাম ১৫০.০-২০০.০ মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে এবং পতেঙ্গা পাওয়ার প্ল্যান্ট রোডের পাশে আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালসহ রোডটি তিন স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৩০০.০ মি.মি.হতে ৪৫০.০০মি.মি.,সাব বেইজ ১৫০-২০০.০ মি.মি.এবং সি.সি.

১৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে যাহা টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল (চরবস্তি ১৪ নং কলোনী রোড) ১০৭.১৮ এবং (পতেঙ্গা পাওয়ার প্ল্যান্ট ও চরবস্তি পেসিফিক অয়েল রোড) ১৪৬.১৮ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ মোট ২২৮.০২৪ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

২৩.৫ ওয়ার্ড ২৭ এর ১৬৭নং প্যাকেজের হালিশহর রোডের উন্নয়ন:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৪৭৫ মিঃ এবং প্রস্থ ৭.৮০ মিঃ বলা আছে। সরজমিনে পরিমাপ করে রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৬৮৩ মিঃ এবং প্রস্থ ৭.৯০ মিঃ পাওয়া যায়। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৩১৮.৩০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদোরের ১০% less এ ২৮৬.৬৪৭ লক্ষ টাকা চুক্তি করা হয়। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

২৩.৬ ওয়ার্ড নং ৯ এর DRFD/CCC/W29নং প্যাকেজের কালির ছড়া খালের উপর প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রতিরোধ দেওয়ালটির দৈর্ঘ্য ১২০০.০০ মি. ও উচ্চতা ৩.৬৬ মি. বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে প্রতিরোধ দেওয়ালটির দৈর্ঘ্য ১২৩২.০০ মি. উচ্চতা ৩.৮২মি পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিরোধ দেওয়ালটি প্রতিটি ২০.০০ মিটার করে করে ৬১টি সেগমেন্টে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ১৬৩৫.০০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে মোট ১৬৩৪.৯০ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়।

২৩.৭ ওয়ার্ড নং ১০ এর DRFD/CCC/W49নং প্যাকেজের নাজির খালের উপর ব্রিজ ও এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৪.০০ মি. ও প্রস্থ ১০.০০ মি.বলা আছে। সরেজমিনে পরিমাপ করে ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৪.৬৫ মি. এবং ১০.০১ মি পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় এপ্রোচ সড়কটি ৪টি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটিরসেন্ড ফিলিং ৩০০.০ মি.মি.হতে ৪৫০.০০মি.মি.,সাব বেইজ ১৫০-২০০.০ মি.মি., ম্যাকাডাম ১৫০.০-২০০.০ মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে । ডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৪১৮.১০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ মোট ৩৭৬.২৯ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়। স্কিমটির যাবতীয় কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা হয়।

২৩.৮ ওয়ার্ড নং ১১ এর DRFD/CCC/W8নং প্যাকেজের হালিশহর এ-ব্লক ২নং রাস্তার উন্নয়ন:

আরডিপিপি'তে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৩৬৬.০০ মি. ও প্রস্থ ১৮.২৭ মি. বলা আছে। সরেজমিনে পরিমাপ করে রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩৭৯.২৫ মি. এবং ১৮.১০ মি থেকে ১৮.৬৫মি. পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি ৪টি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৬০০.০ মি.মি.,সাব বেইজ ২০০.০ মি.মি., ম্যাকাডাম ২০০.০ মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ২৫৬.৭৫ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ মোট ২৩১.০৭৫ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়। স্কিমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

২৩.৯ ওয়ার্ড নং ২৬ এর DRFD/CCC/W32 257নং প্যাকেজের Diversion খালের উপর প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ:

আরডিপিপি'তে প্রতিরোধ দেওয়ালটির দৈর্ঘ্য ৩৭৭.৪৪ মি. ও উচ্চতা ৩.৮০ মি. বলা আছে। সরেজমিনে পরিমাপ করে প্রতিরোধ দেওয়ালটির দৈর্ঘ্য ৩৩৭.৮৪ মি. উচ্চতা ৩.৮২মি পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিরোধ দেওয়ালটি প্রতিটি ২০.০০ মিটার করে করে ১৭টি সেগমেন্টে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৪০৪.১১ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ মোট ৩৬৩.৭০ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়।

২৩.১০ ১নং ওয়ার্ডের ঠান্ডা ছড়ি রোড ড্রেনসহ উন্নয়ন:

আরডিপিপিতে রাস্তাগুলোর দৈঘ্য ১৩৭২.০০ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৫৭ মিটার বলা হয়েছে। সরেজমিনে পরিমাপ করে রাস্তার দৈঘ্য ১৭৬৬.৯০ মিটার এবং প্রস্থ ৩.৫৫ মিটার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৩৪৮.৬৮ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% কমে ৩১৩.৮১ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করা হয়েছে। কাজ আরম্ভের তারিখঃ ২১/০৬/২০১৭ইং এবং কাজ সমাপ্তের তারিখঃ ২০/০৩/২০১৮ইং।

২৩.১১ ৬নং ওয়ার্ডের DRFD/ CCC/W-5 বহদ্দারহাট হইতে খাজা রোড এন.এম.সি. স্কুল পর্যন্ত ও বাসটামিনাল রোডের উন্নয়ন (লট-৫):

আরডিপিপিতে রাস্তাগুলোর দৈঘ্য ৬১৮.২৯ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৮৭ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ১৮২.৯২ মিটার প্রস্থ ১০.৬৭ মিটার বলা হয়েছে। সরেজমিনে পরিমাপ করে রাস্তার দৈঘ্য ৬১৫.৬৬ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৯০ মিটার থেকে ৫.১০ মিটার এবং দৈঘ্য ১৯৬.৫৮ মিটার এবং প্রস্থ ১০.৬০ মিটার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি চারটি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তার Sand Filing ২০০ মিঃ মিঃ, সাব-বেইজ ১৫০ মিঃ মিঃ, ম্যাকাডম ১৫০ মিঃ মিঃ, এবং কার্পেটিং ৫০ মিঃ মিঃ করা হয়েছে। যাহা টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ২৪৪.০৩ লক্ষ এবং ৮১.০৬ লক্ষ টাকা মোট-৩২৫.০৯ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% less এ ২৯২.৫৮১ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয়।

২৩.১২ ৭নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদপুর এলাকা, রৌফাবাদ (পাহাড়িকা আবাসিক) ও বায়োজিদ থানা রোডের উন্নয়ন (লট-৩):

আরডিপিপিতে রাস্তাগুলোর দৈঘ্য ১৬৭৬.৮২ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৯৭ মিটার বলা হয়েছে। সরেজমিনে পরিমাপ করে রাস্তার দৈঘ্য ১৬৭৮.৯৫ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৯৮ মিটার থেকে ৪.৯৬ মিটার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, যায় রাস্তাটি চারটি স্তরে কাজ করা হয়েছে। ডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৪১০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% কমে ৩৬৯ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয়।

২৩.১৩ ওয়ার্ড নং ১৪ এর DRFD/ccc /W11 প্যাকেজে আরডিপিপিতে মতি ঝর্ণা রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৯৭৫.১২ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৪২ মিটার বলা আছে সরেজমিনে পরিমাপ করে রাস্তার দৈর্ঘ্য ৯৮৫.০০ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৩ মিটার পাওয়া যায়। FMB (Field Measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি ৩টি স্তরে কাজ করা হয়েছে । রাস্তার কিছু জায়গায় ওয়াসার পাইপ বসানোর কারণে রাস্তা কেটে ফেলা হয়েছে। রাস্তাগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ১১৮.৯৪ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% Less এ ১৬৬.৪৫ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয়। স্কিমটির কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।

২৪। অন্যান্য পর্যবেক্ষণ:

২৪.১ প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ছিল জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭১৬২৮.৫০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি পেয়ে মেয়াদকাল হয় জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫০৫২.০৫ লক্ষ টাকা যা মূল অনুমোদিত ব্যয় হতে আরডিপিপি'তে ৩৪২৩.৫৫ লক্ষ টাকা বেশি।

২৪.২ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যে সকল মন্ত্রাণালয়/ সংস্থা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়হীনতা মূলত: প্রকল্প বাস্তবায়নে বাঁধাগ্রস্থ হওয়ায় প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শনে দেখা যায়, বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সময়ে নির্মিত স্থাপনাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এতে করে নাগরিক দুর্ভোগ হ্রাসের পরিবর্তে মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পায়।

২৪.৩ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সড়ক এবং ব্রিজসমূহের উপর অবৈধ দোকানপাট এবং বাজার রয়েছে। এ সকল দোকানপাট এবং বাজারসমূহের ময়লা আবর্জনা ব্রিজের নিচে এবং ড্রেনে ফেলা হচ্ছে। এতে করে নালাসমূহের পানির স্বাভাবিক প্রভাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে এবং রাস্তায় অবৈধ দোকানপাট থাকার কারণে যানযটের সৃষ্টি হচ্ছে।

২৪.৪ প্রকল্পটির একটি ভালো দিক ছিলো এ প্রকল্পে কেবল মাত্র এক জন প্রকল্প পরিচালক দ্বারা প্রকল্প কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পে কোন পরামর্শক এবং আউটসোর্সিং জনবল ছিল না। যার ফলে কোন অতিরিক্ত ব্যয় হয়নি।

২৫। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় ধারনকৃত স্থিরচিত্র:















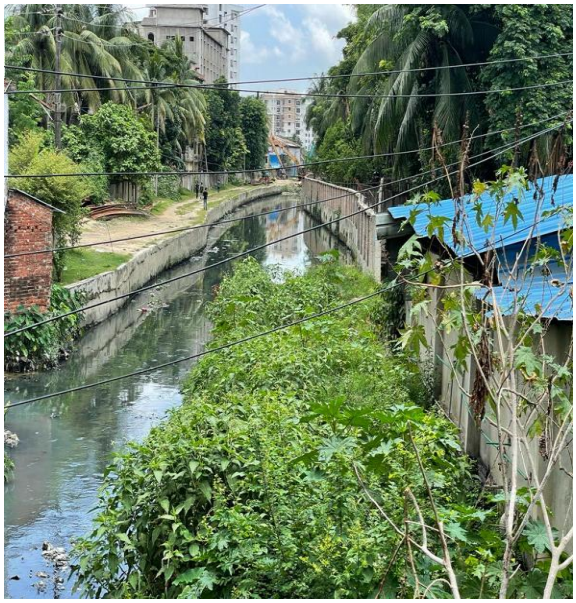





২৬। মতামত/ সুপারিশসমূহ:

ক) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যে সকল মন্ত্রাণালয়/ সংস্থা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়হীনতা মূলত: প্রকল্প বাস্তবায়নে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে।ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সময় ভিন্নতায় একাধিক সংস্থা কর্তৃক পৃথক পৃথক কার্যক্রম পরিচালনা পরিহার করে সম্মিলিত স্বমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

খ) নাগরিক দুর্ভোগ হ্রাসকল্পে, চট্টগ্রাম ওয়াসাসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গ) আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সড়ক এবং ব্রিজসমূহের উপর অবৈধ দোকানপাট এবং বাজার রয়েছে। এ সকল দোকানপাট এবং বাজারসমূহের ময়লা আবর্জনা ব্রিজের নিচে এবং ড্রেনে ফেলছে। এতে করে নালাসমূহের পানির স্বাভাবিক প্রভাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে এবং রাস্তায় অবৈধ দোকানপাট থাকার কারণে যানযটের সৃষ্টি হচ্ছে। নালা এবং

ড্রেনের পানির প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি জনসচেতনা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) স্থানীয় সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি জন-সাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে কি/কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা বিস্তারিত প্রভাব সমীক্ষার মাধ্যমে নিরুপণ করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; এবং

ঙ) রাস্তায় অবৈধভাবে দোকানপাট স্থাপন, ময়লাস্তুপ জমা করে রাখা এবং পার্কিং করার কারণে রাস্তাসমূহ হতে সর্বোত্তম সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না, এতে করে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। রাস্তাসমূহ হতে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য অতি দ্রুত অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে।

২৭। এ পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগে লিখিত ভাবে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আজগর আলী)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম	:	মোঃ আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, সেক্টর ৩, আইএমইডি।
পরিদর্শনের তারিখ	:	১৮,১৯-০৮-২০২২ খ্রি:
পরিদর্শনকৃত এলাকা	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা।

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১।	প্রকল্পের নাম	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রীজসমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সড়ক আলোকায়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪।	প্রকল্পের ধরণ	:	বিনিয়োগ।
৫।	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ।
৬।	প্রকল্পের পরিচালকের নাম	:	জনাব মো: আনোয়ার হোসেন।

৭। প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
	মোট	জিওবি	চসিক নিজস্ব		
মূল	৩৮২১৯.৪৪	৩০৫৭৫.৫৫	৭৬৪৩.৮৯	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	২৬-১২-২০১৭ (একনেক কর্তৃক)
১ম সংশোধিত	৪২০৯৪.৯৭	৩৩৬৭৫.৯৮	৮৪১৮.৯৯	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	২৫-১০-২০১৮ (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক)
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধি (১ম বার)	৪২০৯৪.৯৭	৩৩৬৭৫.৯৮	৮৪১৮.৯৯	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- শহরের যোগাযোগ নেটওর্য়াক উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাঠামোগত দক্ষতার উন্নয়ন;
- কম কার্বন নির্গমন এবং শক্তি শোষণ সম্পর্কিত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রাফিক ও পথচারীর জন্য রাস্তায় আলোর সুবিধা নিশ্চিত করা;
- উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতীকরণ; এবং
- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৯। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুণগতমান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহ;

(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;

(চ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং

(ছ) প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ।

১০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ ও পরিমাণ: (লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের বিবরণ	পরিমাণ	টাকা
সড়ক উন্নয়ন	১০৮.৫০ কি.মি	৩৭১৫২.৯৭
রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক	৪টি	১৪৪৪.০০
কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রনের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়	১টি	১০০.০০
পানি বহনকারী ট্রাক	১টি	৯৫.০০
বিটুমিনাস বহনকারী গাড়ী	১টি	১২৫.০০
এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট	১টি	২২০.০০
মিলিং মেশিন	১টি	৩৭৫.০০
ইনসপেকশন গাড়ী পিকআপ/জীপ	১টি	৯৮.০০
মোটর গ্রেডার	১টি	৪৮০.০০
মাটি কম্পেশন ভাব্রেটর	১টি	১৮০.০০
ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন	১টি	১৭৫.০০
শর্ট বুম এস্কাভেটর (০.৩ কিউবি মি.)	১টি	১৩০.০০
শর্ট বুম এস্কাভেটর (০.৫ কিউবি মি.)	১টি	৩২০.০০

তথ্য সূত্র: আরডিপিপি অনুযায়ী।

১১। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

প্রকল্পের আওতায় সড়ক উন্নয়ন, বিভিন্ন যান যন্ত্রপাতি ক্রয় ছিল মূল কার্যক্রম। করোনা মহামারির কারণে বিদেশ হতে এসব যান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যায়নি। তাছাড়া কোভিড ১৯ এর কারণে প্রকল্পটির কাজ ধীরগতি হয়ে পরে, এবং নির্মাণ সামগ্রীর উর্ধ্বগতীর কারণে প্রকল্পটি সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

১২। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি : (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের ধরন	সংখ্যা/পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন'২০২১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	সড়ক উন্নয়ন	কি.মি.	৩৭১৫২.৯৭	১০৮.৫০ কি.মি.	৩৬৮২৬.০১	১০৭.৯৮ কি.মি. (৯৯.৫২%)
২	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক	টি	১৪৪৪.০০	৪	১৪৩১.২০	৪ (১০০%)
৩	কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রনের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়	টি	১০০.০০	১	১০০.০০	১ (১০০%)
৪	পানি বহনকারী ট্রাক	টি	৯৫.০০	১	৯২.৫০	১ (১০০%)
৫	বিটুমিনাস বহনকারী গাড়ী	টি	১২৫.০০	১	১২২.৭৫	১ (১০০%)
৬	এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট	টি	২২০.০০	১	২১৪.২৫	১ (১০০%)
৭	মিলিং মেশিন	টি	৩৭৫.০০	১	৩৭১.৮০	১

ক্রমিক নং	ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের ধরন	সংখ্যা/পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন'২০২১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
						(১০০%)
৮	ইনসপেকশন গাড়ী পিকআপ/জীপ	টি	৯৮.০০	১	৯৮.০০	১ (১০০%)
৯	মোটর গ্রেডার	টি	৪৮০.০০	১	৪৩২.০০	১ (১০০%)
১০	মাটি কম্পেশন ভাব্রেটর	টি	১৮০.০০	১	১৭৫.০০	১ (১০০%)
১১	ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন	টি	১৭৫.০০	১	-	-
১২	শর্ট বুম এক্সাভেটর (০.৩ কিউবি মি.)	টি	১৩০.০০	১	১০৭.৯৯	১ (১০০%)
১৩	শর্ট বুম এক্সাভেটর (০.৫ কিউবি মি.)	টি	৩২০.০০	১	৩১৯.৬৯	১ (১০০%)
	উপ-মোট =		৪০৮৯৪.৯৭		৪০২৯১.১৯	
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি=		৬০০.০০		-	
	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি=		৬০০.০০		-	
	সর্বমোট =		৪২০৯৪.৯৭		৪০২৯১.১৯	

তথ্য সূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী।

নোট: প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি আর্থিক ৯৫.৭১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। উল্লেখ্য যে পিসিআর এর অংগভিত্তিক অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সড়ক উন্নয়নে আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৫২০.০০ মিটার রাস্তা এবং যান যন্ত্রপাতি অংগের ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন টি ক্রয় করা হয়নি। মাউন্টেড ক্রেন বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিলো ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

১৩। অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ব্যয় ও লক্ষ্যমাত্রা: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			অবমুক্তকৃত টাকা (জিওবি+চসিক)	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		
	জিওবি+চসিক	মোট	বাস্তব %		জিওবি+চসিক	মোট	বাস্তব %
১	২	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৭-১৮	-	-	-	৩২৬৭৫.০০	-	-	-
২০১৮-১৯	(১৪২১০.৪০+৩৫৫২.৬০)	১৭৭৬৩.০০	৪২.২০%	৮০০০.০০ (৮০০০+০.০০)	৮০০০.০০ (৮০০০+০.০০)	৮০০০.০০	১৯%
২০১৯-২০	১৯৪২০.৮৮+৪৯১১.০৯	২৪৩৩১.৯৭	৫৭.৮০%	২৫০০০.০০ (২০০০০+৫০০০)	২৫০০০.০০ (২০০০০+৫০০০)	২৫০০০.০০	৫৯.৩৮%
২০২০-২১				৭৩৩১.১৯ (৪৭১৫+২৬১৬.১৯)	৭৩৩১.১৯ (৪৭১৫+২৬১৬.১৯)	৭৩৩১.১৯	১৭.৪২%
মোট=	৪২০৯৪.৯৭	৪২০৯৪.৯৭	১০০%	৪০২৯১.১৯ (৩২৬৭৫+৭৬১৬.১৯	৪০২৯১.১৯ (৩২৬৭৫+৭৬১৬.১৯)	৪০২৯১.১৯	৯৫.৮০%

তথ্য সূত্র: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী।

নোট: প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলন ছিল ৪২০৯৪.৯৭ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি অংশের ৩৩৬৭৫.৯৮ লক্ষ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ ৮৪১৮.৯৯ লক্ষ টাকা। জিওবি অংশে ব্যয় করা হয়েছে ৩২৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ৭৬১৬.১৯ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরশন অংশের ৮০২.৮ লক্ষ টাকা এবং জিওবি অংশের ১০০০.৯৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে কোন বরাদ্দ না থাকলেও ৭৩৩১.১৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ব্যয় করা হয়। অব্যয়িত অর্থ iBAS++ থেকে ছাড় করা হয়নি।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্বকাল
জনাব মো: আনোয়ার হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী	অতিরিক্ত	জানুয়ারি ২০১৭	জুন ২০২১

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর প্রভাব:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পড়েনি, বরং পরিবেশ আরো ভাল হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন যান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে, ফলে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যানযন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ যেমন বর্জ্য অপসারনের ট্রাক, ক্রেন , পানি বহনকারী গাড়ী এসব যান যন্ত্র পাতির জন্য কাজের গতি বেড়েছে। দ্রুত ময়লা আবর্জনা অপসারণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পরেনি।

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অবস্থা:

রাস্তার উন্নয়ন: প্রকল্পের আওতায় ১০৮.৫০ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিলো ৩৭১৫২.৯৭ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে ৩৬৮২৬.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৭.৯৮ কি.মি. রাস্তা উন্নয়ন করা হয়। এ অংগের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৫২%।

যান-যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত: প্রকল্পের আওতায় ৩৪৬৫.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক, ১ সেট কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রনের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি, ১টি পানি বহনকারী ট্রাক, ১টি বিটুমিনাস বহনকারী গাড়ী, ১টি প্রোটেবল এ্যাসফল্ট, ১টি মিলিং মেশিন, ১টি ইনসপেকশন গাড়ী পিকআপ/জীপ, ১টি মোটর গ্রেডার, মাটি কম্প্রেশন ভাইব্রেটর মেশিন ১টি, ১টি শর্ট রুম ও ১টি লং রুম এস্কাভেটর ক্রয় করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
▪ শহরের যোগাযোগ নেটওর্য়াক উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাঠামোগত দক্ষতার উন্নয়ন; ▪ কম কার্বন নির্গমন এবং শক্তি শোষণ সর্ম্পকিত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রাফিক ও পথচারীর জন্য রাস্তায় আলোর সুবিধা নিশ্চিত করা; ▪ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতীকরণ; এবং ▪ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	▪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শহরের যোগাযোগ নেটওর্য়াক উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাঠামোগত দক্ষতার উন্নয়ন হয়েছে। কম কার্বন নির্গমন এবং শক্তি শোষণ সর্ম্পকিত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রাফিক ও পথচারীর জন্য রাস্তায় আলোর সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে।

১৮। পণ্য, কার্য ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটির আওতায় মোট ৪১টি প্যাকেজ রয়েছে। কার্য প্যাকেজ ২৯টি এবং পণ্য প্যাকেজ ১২টি।

১৯। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

২০। অডিট সম্পাদন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটির আওতায় উত্থাপিত যাবতীয় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২১। পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধির অনুসরণঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

২২। প্রকল্পের পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত রাস্তাসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

২২.১ ওয়ার্ড নং ৩৮ এর DRBEL /CCC/W28 নং প্যাকেজের Dev. Of EPZ mor to Chanderpara Moylerdipo to railbit road:

আরডিপিপি'তে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২৪৫০.০ মি. এবং প্রস্থ ৭.৫ মি. বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২৫১০ মি. এবং প্রস্থ ৭.৩৫ মি. থেকে ৭.৭৫ মি. পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি চারটি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৩০০.০ মি.মি.হতে ৫০০.০০মি.মি.,সাব বেইজ ২০০.০ মি.মি., ম্যাকাডাম ২০০.০ মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে, যা টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৩৮৯.১৭ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% নিম্নদরে এ মোট ৩৫০.২৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়। স্কিমটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা হয়।

২২.২ ওয়ার্ড নং ৩৯ এর DRBEL/CCC/W29 নং প্যাকেজের ফকির মো. রোড ও মাইট্রিল্লা খাল পাড় রোড এর উন্নয়ন:

আরডিপিপি'তে ফকির মোহাম্মদ রোড দৈর্ঘ্য ১০৬৭.০ মি. এবং প্রস্থ ৪.২৫ মি. ও মাইট্রিল্লা খাল পাড় দৈর্ঘ্য ১৫২৫.০ মি. এবং প্রস্থ ৪.৫৭ মি.বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে ফকির মোহাম্মদ রোড দৈর্ঘ্য ১৩০০-.০ মি. এবং ৪.১১ মি থেকে ৪.৫৯মি. এবং মাইট্রিল্লা খাল পাড় রোড় দৈর্ঘ্য ১৬০০.০ মি. এবং প্রস্থ ৪.৫৫ মি থেকে ৬.০ মি.পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি তিনটি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৪৫০.০ মি.মি.,সাব বেইজ ১৫০.০ মি.মি.,ম্যাকাডাম ১০০.০০মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে যা, টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তবে একাধিক জায়গায় চট্টগ্রাম ওয়াসার পাইপ বসানোর কারণে রাস্তা কেটে ফেলা হয়েছে। কাটা স্থানে মাটি বসে গিয়ে গর্ত তৈরী হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল (ফকির মোহাম্মদ রোড) ১৫৭.৫৪ লক্ষ টাকা এবং (মাইট্রিল্লা খাল পাড় রোড়) ১৮৮.৩০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% নিম্নদরে এ মোট ৩১১.২৫৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়। স্কিমটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা হয়।

২২.৩ ওয়ার্ড নং ৪০ এর DRBEL/CCC/W29 (88) নং প্যাকেজের গোল্ডেন বীচ রোডের উন্নয়ন:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী রাস্তাটি দৈর্ঘ্য ১১০০ মিটার এবং প্রস্থ ৭.৫০ মিটার বলা আছে। সরেজমিনে পরিমাপ করে রাস্তার দৈর্ঘ্য ১২৮০.০৯ মি. এর প্রস্থ ৭.৫৮ থেকে ৭.৯২ মিটার পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি Sand filling ২৫০ মি.মি.। ম্যাকাডাম ৭৫ মি.মি., সাববেইজ ১৫ মি.মি., কার্পেটিং ৫০ মি.মি. করা হয়েছে যা, টেন্ডার স্পেসিফিসেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ২৫০.৬৪ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% নিম্নদরে এ ২২৫.৫৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয়। কাজটি নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে।

২২.৪ ওয়ার্ড নং ৪১ এর DRBEL/CCC/W02 নং প্যাকেজের এয়ারপোটরোড(নেভাল হতে বোটক্লাব ভায়া এয়ারপোট) উন্নয়ন:

আরডিপিপি'তে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৪৬০০ মি. ও প্রস্থ ১৭.০০ মি. বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৪৬০০ মি. এবং প্রস্থ ১৬.৭৩ মি. থেকে ১৭.৩ মি. পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটির দু'পাশে প্রস্থ ১.৫ মি. ও ২.৪৪ মি. এর ফুটপাতসহ টাইলস বসানো, মিডিয়ানসহ গাছ লাগানো, এবং চার লেন ও চার স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৪৫০.০০ মি.মি., হতে ৯০০.০০ মি.মি.,সাব বেইজ ১৫০-২০০.০ মি.মি., ম্যাকাডাম ১৫০.০-২০০.০ মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. হতে ৭৫.০০ মি.মি.করা হয়েছে যা, টেন্ডার স্পেসিফিকেশন এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তবে রাস্তাটির একাধিক জায়ঘায় চট্টগ্রাম ওয়াসার পাইপ বসানোর কারণে রাস্তা কেটে ফেলা হয়েছে। কাটা স্থানে মাটি বসে গিয়ে গর্ত তৈরী হয়েছে। আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৫৩১৯.৬২ লক্ষ টাকা। স্কিমটিতে একই প্যাকেজের আওতায় ৫টি লটে ৫ জন ঠিকাদারের সাথে ১০% নিম্নদরে এ ৪৪৯৬.২০ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়। স্কিমটির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা হয়।

২২.৫ ওয়ার্ড ২৭ এর ৬২ নং প্যাকেজে বিচারপতি মোরশেদ খান সড়ক এবং নালা পাড়া বাজার হতে সিএন্ডবি গোডাউন পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন:

আরডিপিপিতে রাস্তা দুটির দৈর্ঘ্য ১০৯২+৪৫৫ মি.=১৫৪৫ মি. এবং প্রস্থ যথাক্রমে ১১.১৫ মি. ও ১২.২০মি. বলা আছে। সরজমিনে পরিমাপ করে রাস্তা ২ টির দৈর্ঘ্য ২০৪৪ মিঃ এবং প্রস্থ ১১.২১ মি. এবং ১২.২০ মি. পাওয়া গেছে। আরডিপিপিত প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৫২১.০৫৭ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% নিম্নদরে এ ৪৬৯.৪১৩ লক্ষ টাকা চুক্তি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি সমাপ্ত করা হয়।

২২.৬ ওয়ার্ড নং ১৩ এর DRBEL/CCC/W14 (Lot-3) (37) নং প্যাকেজের ১৩ নং ওয়ার্ড জমিরি হাউজিং সোসাইটি ও খুলশী ৩নং রোড এবং গার্ডেন ভিউ সোসাইটি রোডের উন্নয়ন:

আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ি রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৭০০.০০ মি. ও প্রস্থ ৬.০০ মি. বলা আছে। সরেজমিন পরিমাপ করে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৭১৮.১৯ মি. এবং প্রস্থ ৫.৯৪ মি ও ৬.১৫ মি. পাওয়া গেছে। FMB (Field measurement book) পর্যালোচনা করে দেখা যায় রাস্তাটি ৪টি স্তরে কাজ করা হয়েছে। রাস্তাটির সেন্ড ফিলিং ৩০০.০ মি.মি., সাব বেইজ ২০০.০ মি.মি., ম্যাকাডাম ২০০.০ মি.মি. এবং কাপেটিং ৫০.০ মি.মি. করা হয়েছে । আরডিপিপিতে প্যাকেজটির প্রাক্কলন ছিল ৫৬৮.৫৫ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারের সাথে ১০% নিম্নদরে মোট ৫১১.৬৯৫ লক্ষ টাকায় চুক্তি হয়।

২২.৭ যান-যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ: পরির্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানযন্ত্রপাতি গুলো সরেজমিনে দেখা হয়। পরিদর্শনকালে ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লষণে দেখা যায়, ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে যানযন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে। তবে প্যাকেজে CCC/G10 এর আওতায় ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন ক্রয় করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সময় পণ্যটি সরবরাহ করতে না পারার কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৩৪৬৫.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক, ১ সেট কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রনের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি, ১টি পানি বহনকারী ট্রাক, ১টি বিটুমিনাস বহনকারী গাড়ী, ১টি এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, ১টি মিলিং মেশিন, ১টি ইনসপেকশন গাড়ী পিকআপ/জীপ, ১টি মোটর গ্রেডার, মাটি কম্প্রেশন ভাইব্রেটর মেশিন ১টি, ১টি শর্ট রুম ও ১টি লং রুম এস্কাভেটর ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রনের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি ব্যতিত সকল ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সামগ্রী সচল অবস্থায় দেখা গেছে। তবে যন্ত্রপাতি গুলোকে টিওএন্ডই ভুক্ত করা হয়নি।

২৩। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

২৩.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদ ছিল জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৮২১৯.৪৪ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধিত হয়ে জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৪২০৯৪.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় হতে সংশোধিত প্রাক্কলন ৩৮৭৫.৫৩ লক্ষ টাকা বেশি।

২৩.২ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যে সকল মন্ত্রাণালয়/ সংস্থা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বমন্বয়হীনতা মূলত: প্রকল্প বাস্তবায়নে বাঁধাগ্রস্থ হওয়ায় প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শনে দেখা যায়, বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সময়ে নির্মিত স্থাপনাসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, যা সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এতে করে নাগরিক দুর্ভোগ হ্রাসের পরিবর্তে মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পায়।

২৩.৩ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সড়কসমূহের উপর অবৈধ দোকানপাট এবং বাজার রয়েছে। এ সকল দোকানপাট এবং বাজারসমূহের ময়লা আবর্জনা রাস্তায় ফেলা হচ্ছে। এতে করে রাস্তায় অবৈধ দোকানপাট থাকার কারণে যানযটের সৃষ্টি হচ্ছে।

২৩.৪ প্রকল্পটির আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা উন্নয়ন/নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষার জন্য একটি ল্যাব স্থাপন করা হয়, যাতে পরীক্ষার জন্য অন্য ল্যাবে পাঠাতে না হয় এবং সময় ও ব্যয় হ্রাস পায়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পটির শেষ হলেও অদ্যাবধি ল্যাবটি চালু করতে পারেনি। এতে করে ল্যাবের যন্তপাতি গুলো নষ্ট হওয়ার উপক্রম প্রায়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ল্যাব চালানোর মতো দক্ষ ট্যাকনেশিয়ান সিটি কর্পোরেশনে নেই তাই ল্যাবটি চালু করা যায়নি। উল্লেখ্য যে ১০-১২-২০১৮ তারিখে ল্যাবটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ ল্যাবটি চালু করতে না পারা এবং দক্ষ জনবল সংস্থান না রেখে ল্যাবটি স্থাপন করার ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ল্যাবটি চালু না করা এবং সরকারি অর্থের অপচয়ের বিষয়ে দায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

২৩.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ অদ্যাবধি টিওএন্ডই ভূক্ত করা হয়নি।

২৩.৬ Right to Information Act 2009 অনুযায়ী জনগণের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের নির্মিত সড়ক/ব্রিজ নির্মাণ কাজের তথ্য বিবরণি সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকার কথা থাকলেও কোন স্কিমেই সাইনবোর্ড পরিলিক্ষিত হয়নি।

২৩.৭ প্রকল্পটির আওতায় যান যন্ত্রপাতি অংগে ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন টি ক্রয় করা হয়নি। মাউন্টেড ক্রেন বাবদ আরডিপিপি সংস্থান ছিলো ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বিভিন্ন অংঙ্গের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প শেষ করতে হলে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্রের বিধি ১৬.১৮ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক হলেও আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

২৪। সুবিধাভোগীদের মতামত:

পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জনসাধারণের সাথে আলাপকালে তারা জানান, প্রকল্প আওতাধীন এলাকায় রাস্তাসমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে ফলে এখন বৃষ্টিতে রাস্তায় পানি জমে থাকে না। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনসাধারণ সরাসরি প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন যান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে যার ফলে রাস্তার পাশে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সহজেই অপসারণ করতে পারে। তারা আরও জানান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের সাথে অন্যান্য সংস্থা যেমন: চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিদুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং গ্যাস কোম্পানী গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে প্রায়ই উন্নয়নকৃত রাস্তাসমূহ কাটা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে মেরামত করা হচ্ছে না। যার ফলে নাগরিক দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ব্রিজ/কালভার্ট এবং রাস্তা অবৈধভাবে দখল করে সেখানে দোকানপাট এবং বাজার বসার কারণে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা বলেন সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান যানবাহন ও যন্ত্রপাতি দীর্ঘ দিনের পুরানো ছিল। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২৫। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

এই প্রকল্পের অধীনে ৫২০.০০ মিটার রাস্তা উন্নয়ন এবং যান যন্ত্রপাতি অংগের ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন টি ক্রয় করা হয়নি। কারণ হিসেবে প্রকল্প পরিচালক জানান, জরুরী ভিত্তিতে অন্য একটি প্রকল্প হতে ৫২০ মিটার রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছিল এবং ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করতে না পারার কারণে চুক্তিটি বাতিল করা হয়।

২৬। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় ধারনকৃত স্থিরচিত্র:








VOLVO
WIRTGEN


চট্টগ্রাম সিটি




VOLVO


Velocity

২৭। পরিদর্শনের আলোকে আইএমইডি'র মতামত/ সুপারিশসমূহ:

ক) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যে সকল মন্ত্রাণালয়/ সংস্থা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়হীনতা মূলত: প্রকল্প বাস্তবায়নে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে।ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সময় ভিন্নতায় একাধিক সংস্থা কর্তৃক পৃথক পৃথক কার্যক্রম পরিচালনা পরিহার করে সম্মিলিত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

খ) নাগরিক দুর্ভোগ হ্রাসকল্পে, চট্টগ্রাম ওয়াসাসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

গ) প্রকল্পটির আওতায় স্থাপনকৃত ল্যাবটি বন্ধ থাকার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং উক্ত ল্যাবটি দ্রুত চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে উদ্যোগী হতে হবে;

ঘ) প্রকল্পটির আওতায় যান যন্ত্রপাতি অংগে ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন টি ক্রয় করা হয়নি। প্রকল্পের বিভিন্ন অংঙ্গের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প শেষ করতে হলে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্রের বিধি ১৮ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক হলেও আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করতে হলে পরিপত্রের বিধি অনুসরণ করতে হবে;

ঙ) স্থানীয় সম্পদে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি জন-সাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে কি/কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা বিস্তারিত প্রভাব সমীক্ষার মাধ্যমে নিরুপণ করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগ/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২৮। এ পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগে লিখিত ভাবে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মো: আজগর আলী
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

''কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার করণ'' প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন/ ২০২১)

১। প্রকল্পের নাম : ''কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার করণ'' প্রকল্প।
২। প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : মোঃ আমিনুর রহমান, সহকারী পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সেক্টর-৩
৩। প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ : ০৬/০৯/২০২৩খ্রি:
৪। প্রকল্পের অবস্থান : কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এর ১ থেকে ২৭নং ওয়ার্ড।
৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।
৬। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (বৈ.মু.)	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন-কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৫০৮.৬৪	৪৫০৮.৬৪	০০	নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০১৯	নভেম্বর ২০১৮- জুন ২০২১	নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০২১	-	২৪ মাস (৩৩.৩৩%)

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

কোড	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		হ্রাস/বৃদ্ধি +/(-)
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
(ক) রাজস্বঃ							
৩২৫৫১	স্টেশনারী, ডিপিপি প্রণয়ন, সিল ও ষ্ট্যাম্প	থোক	৬.০০	-	০.০০	-	-
৩২৩১২	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২.০০	-	০.০০	-	-
৩২১১১	আপ্যায়ন	থোক	০.৫০	-	০.০০	-	-
৩১১১৩	সম্মানীভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	১.৫০	-	০.০০	-	-
	উপমোট রাজস্বঃ		১০.০০	-	০.০০	-	-
(খ) মূলধনঃ							
৪১১১৩০২	রাস্তা নির্মাণ	কি:মি:	১৮০০.০২	১৫.৮৪১	১৭৯৯.৯৫	১৫.৮৪০	
৪১১১৩০৭	ড্রেন নির্মাণ করণ	কি:মি:	২৩২৭.১৪	১০.৭৮৩	২২৬৮.১৮	১০.৭৮০	
৩২৫৮১১০	রাস্তা সংস্কার করণ	কি:মি:	৩২৬.৮৪	৫.২৯৬	৩২৬.৪৫	৫.১৫	
	উপমোট মূলধনঃ		৪৪৫৪.০০	-	-	-	
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি		০.৫০%	২২.৩২	-	-	-	
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি		০.৫০%	২২.৩২	-	-	-	

কোড	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		হ্রাস/বৃদ্ধি +/(-)
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
সর্বমোট (ক+খ+গ):			৪৫০৮.৬৪	-	৪৩৯৪.৫৮	-	

প্রকল্পটি ৪৫০৮.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে দুইবার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৩৯৪.৫৮ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৪৭%। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০৭ %।

০৯। প্রকল্পের পটভূমি:

গত ১০ জুলাই ২০১১খ্রিঃ তারিখে কুমিল্লা পৌরসভা কুমিল্লা সদর দক্ষিণ পৌরসভা নিয়ে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে যার আয়তন (১৭.৯৪+৩৫.১০) = ৫৩.০৪ বর্গকিলোমিটার। এর জনসংখ্যা ০৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর গত ০৩/১১/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ''কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার করণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল যার প্রাক্কলিত মূল্য ৪৫.০৮৬৪ কোটি টাকা। উল্লিখিত প্রকল্পটি মেয়াদকাল শেষ হবে জুন ২০১৯ তারিখে এবং প্রকল্পটির প্রায় সকল কাজই সিটি কর্পোরেশনের ২৭টি ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হয়েছিল। প্রকল্পে ১৫.৮৪১ কিঃমি রাস্তা, ১০..৭৮৩ কিঃমিঃ ড্রেন ও ৫.২৯৬ কিঃমিঃ রাস্তা সংস্কারের কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১০। উদ্দেশ্য (Objectives):
(ক) নগরীতে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
(খ) যানযট নিরসণ।
(গ) জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

১১। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এর ১ থেকে ২৭নং ওয়ার্ড।

১২। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মূল/ পূর্ববর্তী আরডিপিপি'র সাপেক্ষে পরিবর্তন	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৪৫০৮.৬৪	৪৫০৮.৬৪	-	-	নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০১৯	০৩/১১/২০১৮ ২৫/১১/২০১৮ (প্রশাসনিক অনুমোদন)	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম মেয়াদ বৃদ্ধি	৪৫০৮.৬৪	৪৫০৮.৬৪	-	-	নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০২০	০১/০৮/২০১৯	-	১ বছর
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় মেয়াদ বৃদ্ধি	৪৫০৮.৬৪	৪৫০৮.৬৪			নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০২১	০৫/০৭/২০২০	-	১ বছর

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ০%
(গ) মূল মেয়াদের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৩৩.৩৩%

১৩। প্রকল্প সংশোধনের প্রধান কারণ:

ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২১.০০.০০০০.২৩৩.১৪.১০৬. ১৯.১৩১, তারিখ: ২৬ জুন ২০১৯ মূলে কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য়) মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২০.০৬.০০০০.৬১২.০০.১৩৮. ২০২০-৮৭, তারিখ: ২২ জুন ২০২০ মূলে কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বার পুনরায় ১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১৪। আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রাক্কলিত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ		জিওবি অর্থ ছাড়	ব্যয়		অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৮-২০১৯	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০ -	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	-
২০১৯-২০২০	৩৫০৮.৬৪	৩৫০৮.৬৪	৩৫০৮.৬৪	৩৫০৮.৬৪ -	৩৪৭২.৬০	৩৩৯৪.৫৭৮	৩৩৯৪.৫৭৮	৭৮.০২২
২০২০-২০২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ -	-	০.০০	০.০০	
মোট	৪৫০৮.৬৪	৪৫০৮.৬৪	৪৫০৮.৬৪	৪৫০৮.৬৪ -	৪৪৭২.৬০	৪৩৯৪.৫৭৮	৪৩৯৪.৫৭৮	*৭৮.০২২

* প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ৭৮.০২২ লক্ষ্য টাকা চালানের মাধ্যমে কোড নং- ১-৩৭৩১-৫১১৩-২৬৮১ এ জমা প্রদান করা হয়েছে।

১৫। প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতির বর্ণনা:

১৫.১ আরসিসি রাস্তা:

প্রকল্পটি অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন্য আরসিসি রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্র ছিল ১৫.৮৪১ কি. মি. এবং এ খাতে ব্যয় ধরা ছিল ১৮০০.০২ লক্ষ টাকা । লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে ১৫.৮৪০ কি. মি. এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে ১৭৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা । লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৯.৯৯% রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

১৫.২ ড্রেন নির্মাণ:

ডিপিপি অনুযায়ী কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্র ছিল ১০.৭৮৩ কি. মি. এবং এ খাতে ব্যয় ধরা ছিল ২৩২৭.১৪ লক্ষ টাকা। লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে ১০.৭৮০ কি. মি. এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে ২২৬৮.১৮ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৯.৯৭% ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

১৫.৩ বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ:

ডিপিপি অনুযায়ী কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন্য বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্র ছিল ৫.২৯৬ কি. মি. এবং এ খাতে ব্যয় ধরা ছিল ৩২৬.৮৪ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে ৫.১৫ কি. মি. এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে ৩২৬.৪৫ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৭.২৪% বিটুমিনাস কার্পেটিং নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয়/কাজ সংক্রান্ত তথ্য (আরটিএপিপি'র তথ্যানুযায়ী):

মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ৬ টি

প্যাকেজ (১,২,৩)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
	ডিপিপি/ আরটিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত তাং	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ক) আরটিএপিপি-তে বিদ্যমান পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য:												
CUCC/DPP /2018-19/W-01, Tender ID No. 268879	৩০/১০/ ২০১৮ ৬৭৮.০০ (লক্ষ টাকা)	০৭/০১/ ২০১৯ ৬৭৭.৮৭ (লক্ষ টাকা)	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	৩১/১২/২ ০১৮	২১/০৩/ ২০১৯ ৬৭৭.৮৬ (লক্ষ টাকা)	২০/০৩/ ২০২০	২৩/০৩/ ২০২০	০৩দিন কোভিড-১৯	
CUCC/DPP /2018-19/W-02, Tender ID No. 268880	৩০/১০/ ২০১৮ ৭৬৪.২০ (লক্ষ টাকা)	০৭/০১/ ২০১৯ ৭৬২.১৬ (লক্ষ টাকা)	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	৩১/১২/২ ০১৮	২১/০৩/ ২০১৯ ৭৬২.১৩ (লক্ষ টাকা)	২০/০৩/ ২০২০	০১/০৩/২ ০২০	-	
CUCC/DPP /2018-19/W-03, Tender ID No. 268881	৩০/১০/ ২০১৮ ৭৪৬.৯১ (লক্ষ টাকা)	০৭/০১/ ২০১৯ ৭৪৬.৯১ (লক্ষ টাকা)	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	৩১/১২/২ ০১৮	২১/০৩/ ২০১৯ ৭৪৬.৮৯ (লক্ষ টাকা)	২০/০৩/ ২০২০	২৯/০৬/২ ০২১	১৫ মাস কোভিড-১৯	
CUCC/DPP /2018-19/W-04, Tender ID No. 268882	৩০/১০/ ২০১৮ ৭৮৯.০৬ (লক্ষ টাকা)	০৭/০১/ ২০১৯ ৭৮৯.০৪ (লক্ষ টাকা)	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	৩১/১২/২ ০১৮	২১/০৩/ ২০১৯ ৭৮৯.০২ (লক্ষ টাকা)	২০/০৩/ ২০২০	১৫/০৬/২ ০২০	০৩ মাস কোভিড-১৯	
CUCC/DPP /2018-19/W-05, Tender ID No. 268883	৩০/১০/ ২০১৮ ৭২৫.০৮ (লক্ষ টাকা)	০৭/০১/ ২০১৯ ৭২৫.০৬ (লক্ষ টাকা)	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	৩১/১২/২ ০১৮	২১/০৩/ ২০১৯ ৭২৫.০৫	২০/০৩/ ২০২০	১৫/০৩/২ ০২১	১২ মাস কোভিড-১৯	
CUCC/DPP /2018-19/W-06, Tender ID No. 268884	৩০/১০/ ২০১৮ ৭৫০.৭৫ (লক্ষ টাকা)	০৭/০১/ ২০১৯ ৭৫০.৭৪ (লক্ষ টাকা)	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	৩১/১২/২ ০১৮	২১/০৩/ ২০১৯ ৭৪৯.৯৭	২০/০৩/ ২০২০	৩০/০৬/ ২০২০	০৩ মাস কোভিড-১৯	

১৭। প্রকল্পের ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য: প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে যানবাহন খাত রাখা হয়নি।

১৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	দায়িত্ব হস্তান্তর/ প্রকল্পের সমাপ্তিকরণের তারিখ
জনাব মো: তারিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা।	পূর্ণকালীন	-	প্রকল্প শুরু হতে ০২ মে ২০১৯ পর্যন্ত	০২ মে ২০১৯
জনাব শেখ মোহাম্মদ নুরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা।	পূর্ণকালীন	-	০২ মে ২০১৯	১৬ জুন ২০১৯
জনাব মো: আবু সায়েম ভূঁইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:), কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা।	পূর্ণকালীন	-	১৮ জুন ২০১৯	প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পের মূল লক্ষ্য: ➢ নগরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ➢ নগরীর পরিবেশ উন্নয়ন। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ: ➢ নগরীতে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। ➢ যানযট নিরসণ। ➢ জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো: ● যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ● জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখা ● অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ● জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	➢ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৫.৮৪০ কি. মি. আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৯৯%। ➢ ১০.৭৮০ কি. মি. আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৯৭%। ➢ ৫.১৫ কি. মি. বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.২৪%। সার্বিকভাবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৩৯৪.৫৮ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৪৭%। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০৭%।

২০। অডিট:

গত বছরের প্রকল্পকালীন সকল আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ছকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো।

নিরীক্ষা বছর	ইস্যুকৃত প্যারা সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত প্যারা সংখ্যা	অবশিষ্ট প্যারা সংখ্যা	আপত্তিসমূহ
(২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২) জিওবি	০৯	ব্রডশীট আকারে অত্র কার্যালয়ের স্মারক নং-৪৬.১৭.১৯.৫০.০০৫.০০.৭৯০.২০২৩-২৩৩১, তারিখ: ২৪/০৮/২০২৩খ্রি: এ আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ করা হয়।	-	-

প্রকল্পের অডিট সম্পাদন সংক্রান্ত বিষয় :

প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পটি ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে। অডিট কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে ৯টি প্যারায় বেশ কিছু আপত্তি দেন। আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় আপত্তিসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকার আর্থিক ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন উত্থাপিত আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন হয়নি। যা অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

২১। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:

- ✓ করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম পিছিয়ে গেছে।
- ✓ সাইট জটিলতার কারণে প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সকল ধরনের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২২। পিআইসি এবং পিএসসি সভা সংক্রান্ত:

সভার নাম	সময়ের ধরন		এই সময় পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	চলতি বছরে লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর: ২০২১-২২)	চলতি বছরে প্রকৃত অর্জন (অর্থবছর: ২০২১-২২)
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী			
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা (PIC)	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা (PSC)	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-

২৩। সর্বশেষ পিআইসি/পিএসসি/রিভিউ সভার তথ্য

পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চলাকালে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত গাইড লাইন অনুযায়ী প্রতি তিন মাস পর পর পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা করা থাকলেও এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে কেন তা করা হলো না জানতে চাইলে তিনি জানান প্রকল্প চলাকালে কোভিড মহামারির কারণে উক্ত সময়ে সভা করা সম্ভব হয়নি।

২৪। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুর রহমান কর্তৃক ০৬/০৯/২০২৩ তারিখ প্রকল্পটির প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র যাচাই-বাছাই করা হয় এবং প্রকল্পের বিগত ৩ বছরের কার্যকারিতা, ফলাফল এবং বর্তমান অবস্থা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, বিটুমিনাস কার্পেটি কাজ সম্পাদন করা হয়েছে নিম্নের ছকে পরিদর্শিত অংশের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরা হলোঃ

প্যাকেজ নং ও টেন্ডার আইডি	প্যাকেজের নাম	পর্যবেক্ষণ
CUCC/DPP/2018-19/W-01, Tender ID No. 268879	Development & Construction work of 20 Nos of (BC Road, RCC Road, RCC Drain, Retaining wall, Box Culvert & Other's work Under Cumilla City Corporation. (Ward No.01 to 06)	প্যাকেজটির আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ১ থোক ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিসি রাস্তা, আরসিসি রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কাজের মান সন্তোষজনক পর্যায়ে পাওয়া গেছে।

CUCC/DPP/2018-19/W-02, Tender ID No. 268880	Development & Construction work of 32 Nos of (BC Road, RCC Road, RCC Drain, Retaining wall, Box Culvert & Other's work Under Cumilla City Corporation. (Ward No.07 to 12)	প্যাকেজটির আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ৭ থোক ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিসি রাস্তা, আরসিসি রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, , রিটেইনিং ওয়াল, বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কাজের মান সন্তোষজনক পর্যায়ে পাওয়া গেছে।
CUCC/DPP/2018-19/W-03, Tender ID No. 268881	Development & Construction work of 26 Nos of (BC Road, RCC Road, RCC Drain, Retaining wall, Box Culvert & Other's work Under Cumilla City Corporation. (Ward No.13 to 18)	প্যাকেজটির আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ৭ থোক ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বিসি রাস্তা, আরসিসি রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, , রিটেইনিং ওয়াল, বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কিছু কিছু স্থানে রাস্তা ভাংগা পাওয়া গিয়েছে। দীর্ঘদিন পূর্বে নির্মিত রাস্তা বিধায় এরুপ হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। রাস্তার ভাংগা অংশের মেরামত কাজ সিটি কর্পোরেশনের O&M এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
CUCC/DPP/2018-19/W-04, Tender ID No. 268882	Development & Construction work of 16 Nos of (BC Road, RCC Road, RCC Drain, Retaining wall, Box Culvert & Other's work Under Cumilla City Corporation. (Ward No.19 to 21)	প্যাকেজটির আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ১৯ থোক ২১ নম্বর ওয়ার্ডে বিসি রাস্তা, আরসিসি রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, , রিটেইনিং ওয়াল, বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কাজের মান সন্তোষজনক পর্যায়ে পাওয়া গেছে।
CUCC/DPP/2018-19/W-05, Tender ID No. 268883	Development & Construction work of 15 Nos of (BC Road, RCC Road, RCC Drain, Retaining wall, Box Culvert & Other's work Under Cumilla City Corporation. (Ward No.22 to 24)	প্যাকেজটির আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২২ থোক ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিসি রাস্তা, আরসিসি রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, , রিটেইনিং ওয়াল, বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এবং আশে পাশের জনসাধারণ নির্মাণ সামগ্রী রেখে কয়েকটি জায়গায় ভেংগে ফেলেছে যা সিটি কর্পোরেশনের নিয়মিত মেইনটেনেন্স এর আওতায় এনে মেরামত করতে হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।
CUCC/DPP/2018-19/W-06, Tender ID No. 268884	Development & Construction work of 25 Nos of (BC Road, RCC Road, RCC Drain, Retaining wall, Box Culvert & Other's work Under Cumilla City Corporation. (Ward No.25 to 27)	প্যাকেজটির আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ২৫ থোক ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিসি রাস্তা, আরসিসি রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, , রিটেইনিং ওয়াল, বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্যাকেজে আওতায় নির্মিত চৌয়ারা গরু বাজার পার্শ্ববর্তী রাস্তা ও ড্রেন এলাকায় রাস্তায় পানি জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। কমপেক্সন ঠিকমত না হওয়ায় রাস্তাটি নিচু হয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়েছে। প্রকল্প পরিচালককে নিয়মিত মেইনটেনেন্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে রাস্তাটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২৫। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সম্পর্কিতঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পটি ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে। অডিট কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে ৯টি প্যারায় বেশ কিছু আপত্তি দেন। আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় আপত্তিসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকার আর্থিক ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন উত্থাপিত আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন হয়নি। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান স্মারক নং- ৪৬.১৭.১৯.৫০.০০৫.০০.৭৯০.২০২৩-২৩৩১, তারিখ: ২৪/০৮/২০২৩খ্রি: এ আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। জুন ২০২১ এ সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি যা কোন অবস্থায় কাম্য নয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২৬। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘‘কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার করণ” শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৩/১১/২০১৮খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের (পরিকল্পনা-২ শাখা) স্মারক নং- ৪৬.০৯৪.০১১.০১.০০.০৪.২০১৮.৫১৩, তারিখ: ২৫/১১/২০১৮খ্রি: মূলে প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। অনুমোদিত ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায় মেয়াদ নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হওয়ার কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ দুইবার বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ দাঁড়ায় নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ১৫.৮৪০ কি. মি. আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে , ১০.৭৮০ কি. মি. আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৫.১৫ কি. মি. বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৩৯৪.৫৮ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৪৭%। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০৭%।

২৭। প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:

<table>
<tr><td>প্রকল্পের স্থির চিত্র</td><td>প্রকল্পের স্থির চিত্র</td><td>প্রকল্পের স্থির চিত্র</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়</td><td>প্রকল্পের কাজের বিষয়ে জনগনের মতামত</td><td>প্যাকেজ: CUCC/DPP/2018-19/W-01- এর জলিল কাউন্সিলরের বাড়ীর রাস্তা ও ড্রেন</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>প্যাকেজ: CUCC/DPP/2018-19/W-02- এর রানীর বাজার-ধর্মপুর চৌমুহনী রাস্তা ও ড্রেন</td><td>প্যাকেজ: CUCC/DPP/2018-19/W-03- এর অহিদ উল্লাহ্ স্কুল-থিরা পুকুরপাড় রাস্তা ও ড্রেন</td><td>প্যাকেজ: CUCC/DPP/2018-19/W-06- এর চৌয়ারা গরু বাজার পার্শ্ববর্তী রাস্তা ও ড্রেন</td></tr>
</table>

২৮। সুপারিশ/মতামত:

২৮.১ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে আপত্তিকৃত ৯টি প্যারার আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করে প্রমাণক আইএমইডি' তে প্রেরণ করতে হবে ;

২৮.২ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত আরসিসি রাস্তা/কার্পেটিং রাস্তা/আরসিসি ড্রেনসমূহের ভাঙ্গা অংশ দ্রুত সিটি কর্পোরেশনের নিয়মিত মেরামত কার্যক্রমের আওতায় এনে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২৮.৩ প্রতি ৩ মাস পর পর পিআইসি এবং পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন সভা না করা দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ইংগিত বহন করছে। সিটি কর্পোরেশনের চলমান প্রকল্প এবং ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিয়মিত পিআইসি এবং পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষটি গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করতে হবে।

(মোঃ আমিনুর রহমান)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

"কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, ড্রেন ও ফুটপাত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০২১)

১। প্রকল্পের নাম	:	"কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, ড্রেন ও ফুটপাত)" প্রকল্প
২। প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম	:	মোঃ আমিনুর রহমান, সহকারী পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩।
৩। প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ	:	০৫/০৯/২০২৩।
৪। প্রকল্পের অবস্থান	:	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন এলাকা।
৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
৬। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি)।

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (বৈ.মু.)	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন-কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৮৫৫.৫২	৪৮৫৫.৫২	৪৭০৭.৬৪	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১	-	১২ মাস (৫০%)

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কোড	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (৩০.০৬.২০২১)		হ্রাস/বৃদ্ধি +/(-)
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
ক)	রাজস্ব ব্যয়						
৪৮৩০	স্টেশনারী, ডিপিপি প্রণয়ন, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	৬.০০	-	-	-	-
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২.০০	-	-	-	-
৪৮৪৫	আপ্যায়ন	থোক	০.৫০	-	-	-	-
৪৮৮৩	সম্মানীভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	১.৫০	-	-	-	-
	উপ মোট রাজস্ব=		১০.০০				
খ)	মূলধন ব্যয়						
৭০২১	রাস্তা নির্মাণ	কি:মি:	২,১৫৮.৯৫	১৮.৪৫৬	২,১০৬.২৫	১৭.৪৫	-
৭০৪১	ড্রেন নির্মাণ	কি:মি:	২,৫২৮.৫০	১০.৪৫	২,৪৯২.০৫	১৩.৭০	-
৭০৪১	ফুটপাত নির্মাণ	কি:মি:	১১০.০০	২.২০	১০৯.৩৬	১.৪৪	-

কোড	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (৩০.০৬.২০২১)		হ্রাস/বৃদ্ধি +/(-)
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
	উপমোট মূলধন ব্যয়ঃ		৪৭৯৭.৪৫	-	৪৭০৭.৬৪	-	-
	মোট ব্যয়ঃ (ক+খ)		৪৮০৭.৪৫	-	৪৭০৭.৬৪	-	-
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি ০.৫%	-	২৪.০৪	-	-	-	-
	(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি ০.৫%	-	২৪.০৪	-	-	-	-
সর্বমোট=			৪৮5৫.৫২	-	৪৭০৭.৬৪	-	-

প্রকল্পটি ৪৮৫৫.৫২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে একবার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে মেয়াদকাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৭০৭.৬৪ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.৯৫%। বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

০৯। প্রকল্পের পটভূমি:

গত ১০ জুলাই ২০১১খ্রিঃ তারিখে কুমিল্লা পৌরসভা কুমিল্লা সদর দক্ষিণ পৌরসভা নিয়ে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে যার আয়তন (১৭.৯৪+৩৫.১০) = ৫৩.০৪ বর্গকিলোমিটার। এর জনসংখ্যা ০৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর গত ১৬/০২/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন ও ফুটপাত উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছিল যার প্রাক্কলিত মূল্য ৮১৬৬.১২ লক্ষ টাকা। উল্লিখিত প্রকল্পটি মেয়াদকাল শেষ হবে জুন ২০১৮ তারিখে এবং প্রকল্পটির প্রায় সকল কাজই সিটির দক্ষিণাংশে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ফলে সিটি কর্পোরেশনের উত্তরাংশ উন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে। এ এলাকায় রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করে এবং সিটির প্রবেশদ্বার সমূহের রাস্তার উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে ৩.৮০ কিঃমি আর.সি.সি রাস্তা, ১৪.৬৫৬ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, ১০.৪৫ কিঃমিঃ ড্রেন ও ২.২০ কিঃমিঃ ফুটপাত অন্তর্ভূক্ত আছে। প্রকল্পটির উপর গত ১০/০১/২০১৮খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রকল্প যাচাই কমিটির (আইপিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি পূনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮৫৫.৫২ লক্ষ টাকা। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

১০। প্রকল্প এলাকা: কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এর ১ থেকে ২৭নং ওয়ার্ড এবং সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন এলাকা।

১১। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য:

প্রকল্প এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত পরিবেশ তৈরি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:

- সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন
- আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

১৩। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহের উন্নয়ন
- রাস্তাসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে যানবাহনসমূহের মসৃনভাবে চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং যানজট কমিয়ে আনা
- ড্রেন নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরিকরণ
- ফুটপাত নির্মাণের মাধ্যমে পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করা
- ঠেস দেওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে রাস্তাসমূহকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা

১৪। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মূল/ পূর্ববর্তী আরডিপিপি'র সাপেক্ষে পরিবর্তন	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৪৮৫৫.৫২	৪৮৫৫.৫২	-	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০	২২ জুলাই ২০১৮	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম মেয়াদ বৃদ্ধি	৪৮৫৫.৫২	৪৮৫৫.৫২	-	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১	-	-	১বছর

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ০%
(গ) মূল মেয়াদের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৫০%

১৫। আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রাক্কলিত ব্যয়			জিওবি অর্থ ছাড়	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৮-২০১৯	২৫৫৮.৮১	২৫৫৮.৮১	-	১৯৯২.০০	*২০১১.২৭	২০১১.২৭	-	(-) ১৯.২৭
২০১৯-২০২০	২২৯৬.৭১	২২৯৬.৭১	-	২৮০৪.৯৩	১৬৭৫.৯৪	১৬৭৫.৯৪	-	১১২৮.৯৯
২০২০-২০২১	-		-	১১২৮.৯৯ (গত অর্থ বছরের অব্যয়িত)	১০২০.৪৩	১০২০.৪৩	-	১০৮.৫৬
মোট	৪৮৫৫.৫২	৪৮৫৫.৫২	-	৪৭৯৬.৯৩	৪৭০৭.৬৪	৪৭০৭.৬৪	-	**৮৯.২৯

* বৈদেশিক মুদ্রাঃ (ডলার) মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা পরবর্তীতে সমন্বয় করা হয়েছে।
** অব্যয়িত ৮৯.২৯ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

১০। প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতির বর্ণনা:

১০.১ আরসিসি রাস্তা:

প্রকল্পটি অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন্য আরসিসি রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্র ছিল ১৮.৪৫৬ কি. মি. এবং এ খাতে ব্যয় ধরা ছিল ২১৫৮.৯৫ লক্ষ টাকা। লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে ১৭.৪৫ কি. মি. এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে ২১০৬.২৫ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৪.৫৫% রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

১০.২ ড্রেন নির্মাণ:

ডিপিপি অনুযায়ী কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্র ছিল ১০.৪৫ কি. মি. এবং এ খাতে ব্যয় ধরা ছিল ২৫২৮.৫০ লক্ষ টাকা। লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা

হয়েছে ১৩.৭০ কি. মি. এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে ২৪৯২.০৫ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩১% ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

১০.৩ ফুটপাত নির্মাণ:

ডিপিপি অনুযায়ী কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন্য ফুটপাত নির্মাণের লক্ষ্যমাত্র ছিল ২.২০ কি. মি. এবং এ খাতে ব্যয় ধরা ছিল ১১০.০০ লক্ষ টাকা । লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে ১.৪৪ কি. মি. এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে ১০৯.৩৬ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৫.৪৫% বিটুমিনাস কার্পেটিং নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

১১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয়/ কাজ সংক্রান্ত তথ্য (আরটিএপিপি'র তথ্যানুযায়ী):

অনুমোদিত ১ম সংশোধিত আরটিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ৬ টি ।

প্যাকেজ (১,২,৩)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		
	ডিপিপি/ আরটিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত তাং	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
ক) আরটিএপিপি-তে বিদ্যমান পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য:											
CUCC/ DPP/2018-19/W-01 ID No. 215482	০১/০৬/২০১৮ খ্রি: ৭৪৮.০০ (লক্ষ টাকা)	০২/০৮/২০১৮ খ্রি: ৭,৪৭.৮১,৭৩২.৫৩	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	০১/০৮/২০১৮ খ্রি:	১১/১০/২০১৮ খ্রি: ৭,৪৭.৭৫, ৪৮০.৩৬	১১/১০/২০১৯	২৮/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
CUCC/ DPP/2018-19/W-02 ID No. 215483	০১/০৬/২০১৮ খ্রি: ৯৪৩.৪০ (লক্ষ টাকা)	০২/০৮/২০১৮ খ্রি: ৯,৪২,৫১,৬৪২.৩৫	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	০১/০৮/২০১৮ খ্রি:	১১/১০/২০১৮ খ্রি: ৯,৪২,৪২, ৪৬৭.৪৭	১১/১০/২০১৯	২৮/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
CUCC/ DPP/2018-19/W-03 ID No. 215484	০১/০৬/২০১৮ খ্রি: ৮৩৪.৩৩ (লক্ষ টাকা)	০২/০৮/২০১৮ খ্রি: ৮,৩৪,১৮, ৯২৪.৪০	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	০১/০৮/২০১৮ খ্রি:	১১/১০/২০১৮ খ্রি: ৮,৩৪,০৭ ,০৭০.৬৫	১১/১০/২০১৯	১৫/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
CUCC/ DPP/2019-20/W-04 ID No. 272624	০১/০৬/২০১৯ খ্রি: ৮৪২.৫২ (লক্ষ টাকা)	১৫/০১/২০১৯ খ্রি: ৮,৪২,৪৮,৭৩০.৮১	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	০১/০৮/২০১৯ খ্রি:	১৩/০৫/২০১৯খ্রি: ৮,৪২,৪৬ ,৭০৩.১৯	১৩/০৫/২০২০	১৯/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
CUCC/ DPP/2019-20/W-05 ID No. 272625	০১/০৬/২০১৯ খ্রি: ৬৭৫.০০ (লক্ষ টাকা)	১৫/০১/২০১৯ খ্রি: ৬,৭৪,৭৩,৭৫০.৫৫	ওটিএম	ওটিএম (ই-জিপি)	মেয়র সিও সিসি	মেয়র সিও সিসি	০১/০৮/২০১৯ খ্রি:	১৮/০৫/২০১৯খ্রি: ৬,৭৪,৭২, ০১৮.৩৬৯	১৮/০৫/২০২০	০৪/০৪/২০২১	৩০/০৬/২০২১
CUCC/ DPP/2019-20/W-	০১/০৬/২০১৯ খ্রি:	১৫/০১/২০১৯ খ্রি:	ওটিএম	ওটিএম (ই-	মেয়র সিও	মেয়র সিও	০১/০৮/২০১৯	১৩/০৫/২০১৯খ্রি:	১৩/০৫/২০২০	০২/০৫/২০২১	৩০/০৬/২০

প্যাকেজ (১,২,৩)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		
	ডিপিপি/ আরটিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত তাং	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
06 ID No. 272626	৭৫৪.২০ (লক্ষ টাকা)	৭,৫৪,১৯,১৪০.২৫		জিপি)	সিসি	সিসি	খ্রি:	৭,৫৪,১৭, ০২৭.২২৪			২১

১২। প্রকল্পের ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য: প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে যানবাহন খাত রাখা হয়নি।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	দায়িত্ব হস্তান্তর/ প্রকল্পের সমাপ্তিকরণের তারিখ
জনাব মো: তারিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা।	পূর্ণকালীন	-	প্রকল্প শুরু হতে ০২ মে ২০১৯ পর্যন্ত	০২ মে ২০১৯
জনাব শেখ মোহাম্মদ নুরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা।	পূর্ণকালীন	-	০২ মে ২০১৯	১৬ জুন ২০১৯
জনাব মো: মাঈন উদ্দিন চিশতী, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:), কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা।	পূর্ণকালীন	-	১৮ জুন ২০১৯	প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পের মূল লক্ষ্য: ➢ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ➢ প্রকল্প এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত পরিবেশ তৈরি। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ: ➢ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ➢ ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন ➢ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো: ➢ ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাসমূহের উন্নয়ন ➢ রাস্তাসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে যানবাহনসমূহের মসৃনভাবে চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং যানজট কমিয়ে আনা ➢ ড্রেন নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরিকরণ ➢ ফুটপাত নির্মাণের মাধ্যমে পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করা ➢ ঠেস দেওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে রাস্তাসমূহকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা	➢ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ১৭.৪৫ কি. মি. রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৪.৫৫% । ➢ ১৩.৭০ কি. মি. আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩১%। ➢ ১.৪৪ কি. মি. আরসিসি ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৫.৪৫%। সার্বিকভাবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৭০৭.৬৪ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.৯৫%। বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

১৫। অডিট:

নিরীক্ষা বছর	ইস্যুকৃত প্যারা সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত প্যারা সংখ্যা	অবশিষ্ট প্যারা সংখ্যা	আপত্তিসমূহ
(২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২) জিওবি	০৯	ব্রডশীট আকারে অত্র কার্যালয়ের স্মারক নং-৪৬.১৭.১৯.৫০.০০৫.০০.৭৯০.২০২৩-২৩৩১, তারিখ: ২৪/০৮/২০২৩খ্রি: এ আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ করা হয়।	-	-

প্রকল্পের অডিট সম্পাদন সংক্রান্ত বিষয় :

প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পটি ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে। অডিট কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে ৯টি প্যারায় বেশ কিছু আপত্তি দেন। আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় আপত্তিসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকার আর্থিক ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন উত্থাপিত আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন হয়নি। যা অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

১৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:

- ✓ করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম কিছুটা পিছিয়ে যায়।
- ✓ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ✓ করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি হয়েছে।

১৭। পিআইসি এবং পিএসসি সভা সংক্রান্ত:

সভার নাম	সময়ের ধরন		এই সময় পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	চলতি বছরে লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর: ২০২১-২২)	চলতি বছরে প্রকৃত অর্জন (অর্থবছর: ২০২১-২২)
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী			
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা (PIC)	-	-	-	-	-	-	-
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা (PSC)	-	-	-	-	-	-	-

১৮। সর্বশেষ পিআইসি/পিএসসি/রিভিউ সভার তথ্য

পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চলাকালে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত গাইড লাইন অনুযায়ী প্রতি তিন মাস পর পর পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা করা থাকলেও এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে কেন তা করা হলো না জানতে চাইলে তিনি জানান প্রকল্প চলাকালে কোভিড মহামারির কারণে উক্ত সময়ে সভা করা সম্ভব হয়নি।

১৯। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুর রহমান কর্তৃক ০৫/০৯/২০২৩ তারিখ প্রকল্পটির প্রকল্প এলাকা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র যাচাই-বাছাই করা হয় এবং প্রকল্পের বিগত ৩ বছরের কার্যকারিতা, ফলাফল এবং বর্তমান অবস্থা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, রাস্তা উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে নিম্নের ছকে পরিদর্শিত অংশের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরা হলোঃ

প্যাকেজ নং ও টেন্ডার আইডি	প্যাকেজের নাম	**পর্যবেক্ষণ**
CUCC/DPP/2018-19/W-01 ID No. 215482	Development of RCC Drain Start From Shasongasa bus terminal to Doulatpur Chowmohoni Via Dormopur Moddo Chowmohoni	CUCC/DPP/2018-19/W-01 ID No. 215482 প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের জন্য মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ, নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়া, কুমিল্লাকে ৭৪৭৭৫৪৮০.৩৬ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ৫২৮৩ মি. ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১৮৮ মি. ড্রেন নির্মাণ করে। এ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ৪৪৭১৮৩৮১.৩৫ টাকা প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় নির্মিত ড্রেনের কাজ ভালো হয়েছে। ড্রেন টি ব্যবহার হচ্ছে এবং ড্রেনে পানির প্রবাহ ঠিক আছে। স্থানীয় জনসাধারণের ব্যক্তিগত নির্মাণ সামগ্রি রাখার কারণে কয়েকটি জায়গায় ড্রেনের স্লাব কিছুটা ভাংগা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং কয়েকটি স্থানে ধুলাবালির পড়ে পানি পাস হওয়ার ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে। সিটি কর্পোরেশনের নিয়মিত মেইনটেনেন্স-এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ অংশের মেরামত কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
CUCC/DPP/2018-19/W-02 ID No. 215483	(1) Development of Road Start From Shasongasa bus terminal to Doulatpur Chowmohoni Via Dormopur Moddo Chowmohoni	CUCC/DPP/2018-19/W-02 ID No. 215483 প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের জন্য মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ, নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়া, কুমিল্লাকে ৯৪২৪২৪৬৭.৪৭ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ৩৪৩০ মি. রাস্তা উন্নয়ন কাজের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৭৫ মি রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করেন। এ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ৩৮২৮৪১৪৫.২০ টাকা প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় নির্মিত রাস্তার কাজের মান ভালো হয়েছে। রাস্তাটি যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচল উপযোগী আছে।
CUCC/DPP/2018-19/W-03 ID No. 215484	(1) Development of R.C.C Road Start From COLD STORAGE (SHASONGASA BUS TERMINAL ROAD) to Chompok Nagor (Ch.0+00-0+260m) Link-1 (Ch.0+00-0+235m), (2) Development of R.C.C Drain Start From COLD STORAGE (SHASONGASA BUS TERMINAL ROAD) to Chompok Nagor. (Ch.0+00-0+260m).	CUCC/DPP/2018-19/W-03 ID No. 215484 প্যাকেজের মাধ্যমে আরসিসি রোড নির্মাণের জন্য মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ, নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়া, কুমিল্লাকে ৮৩৪০৭০৭.৬৫ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১০/১০/২০১৯। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৪৯৫ মি. কাজ সম্পাদন করে। পরিদর্শনকালে ঠিকাদার কর্তৃক নির্মিত রাস্তার কাজের মান সন্তোষজনক অবস্থায় পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কয়েকটি স্থানে রাস্তা ভাংগা অবস্থায় দেখা গেছে। এই স্কিমটি'র কিছু অংশ O&M এর আওতায় এনে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামতের জন্য

	(3) Development of B.C Road Start From Chowara bazar bridge to Raypur motaleb ar dokan via Hasan counsilor house (Ch.0+00-0+280m), (Ch.0+307-0+870m) Link-1 (Ch.0+00-0+45m), Link-2 (Ch.0+00-0+83m), Cul. Ch. 53.0m, Ch.307.0m ,Ch. 495.0m, Ch. 616.0m, Ch. 723.0m, Ch. 810.0m, Ch. 840.0m,	প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২০। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সম্পর্কিতঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পটি ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে। অডিট কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাই করে ৯টি প্যারায় বেশ কিছু আপত্তি দেন। আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় আপত্তিসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকার আর্থিক ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন উত্থাপিত আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন হয়নি। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান স্মারক নং- ৪৬.১৭.১৯.৫০.০০৫.০০.৭৯০.২০২৩-২৩৩১, তারিখ: ২৪/০৮/২০২৩খ্রি: এ আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। জুন ২০২১ এ সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি যা কোন অবস্থায় কাম্য নয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২১। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘‘কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা, ড্রেন ও ফুটপাত) শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৪/০৬/২০১৮খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের (পরিকল্পনা-২ শাখা) কার্যালয়ের স্মারক নং- ৪৬.০৯৪.০১১.০১.০০.০৩.২০১৭.৩৫৩, তারিখ: ২২/০৭/২০১৮খ্রিষ্টাব্দ মূলে প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। অনুমোদিত ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায় মেয়াদ জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হওয়ার কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ ১ম বার বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ দাঁড়ায় জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের ১৭.৪৫ কি. মি. রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে , ১৩.৭০ কি. মি. আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১.৪৪ কি. মি. ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৪৭০৭.৬৪ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.৯৫%। বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

২২। প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:

		
প্রকল্পের পরিচালকের কার্যালয়, কুসিক	প্রকল্প কাজের বিষয়ে জনগণের মতামত	প্যাকেজ নম্বর CUCC/DPP/2018-19/W-02 (Champaknagar)

		
প্যাকেজ নম্বর CUCC/DPP/2018-19/W-02 (Dharmapur)	প্যাকেজ নম্বর CUCC/DPP/2018-19/W-01 (Dharmapur)	প্যাকেজ নম্বর CUCC/DPP/2018-19/W-02 (Dharmapur)

২৩। সুপারিশ/মতামত:

২৩.১ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত রাস্তা/আরসিসি ফুটপাথ/আরসিসি ড্রেন সমূহের ভাঙ্গা অংশ দ্রুত সিটি কর্পোরেশনের নিয়মিত মেরামত কার্যক্রমের আওতায় এনে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২৩.২ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তিকৃত অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করে প্রমাণক আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে ;

২৩.৩ প্রতি ৩ মাস পর পর পিআইসি এবং পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। সিটি কর্পোরেশনের চলমান প্রকল্প এবং ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিয়মিত পিআইসি এবং পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যক।

(মোঃ আমিনুর রহমান)
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : জনাব মোঃ আজগর আলী, সহকারী পরিচালক, সেক্টর ৩, আইএমইডি।
পরিদর্শনের তারিখ : ২৩-০৭-২০২২ খ্রি:।
পরিদর্শনকৃত এলাকা : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীর ৩০টি ওয়ার্ডে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক ও নর্দমাসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রকল্পের ধরন : বিনিয়োগ।
৪। প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।
৫। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। প্রকল্প পরিচালকের নাম : মো. নূর ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকা।

৮। প্রকল্প অনুমোদন:

ডিপিপি/আরডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
ডিপিপি	১১/০৬/২০১৯	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
আরডিপিপি	৩০/০৬/২০১৯	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৯। প্রকল্পের ব্যয়: (লক্ষ টাকা)

ডিপিপি/আরডিপিপি	মোট	জিওবি	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
ডিপিপি	৪৯৮৬.০০	৪৯৮৬.০০	-
আরডিপিপি	৪৯৮৬.০০	৪৯৮৬.০০	-

১০। বাস্তবায়নকাল:

ডিপিপি/আরডিপিপি	বাস্তবায়নকাল	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
ডিপিপি	জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১	-
আরডিপিপি	জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১	-

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(i) ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তার উন্নতি ঘটিয়ে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(ii) এই ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে টেকসই করা।

(iii) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

(iv) প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশের উন্নয়ন করা।

১২। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে কাজের গুণগতমান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহ;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
(চ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
(ছ) প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ।

১৩। প্রকল্পের পটভূমি:

রাজশাহী শহর বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। ৩০টি ওয়ার্ড অন্তর্ভূক্ত সহ ৯৩ বর্গ কি.মি. আয়তনের শহরটি বিপুল জনসংখ্যার ভার ভোগ করছে। নগরীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার নিজস্ব নাগরিকদের দ্রুত সম্প্রসারণের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী উপজেলা ও জেলা থেকে কর্মসংস্থানের জন্য লোকেদের অভিবাসনের কারণে ফলস্বরূপ, পরিবেশগত পরিস্থিতির সাথে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থার জন্য বিভিন্ন শহরের সুবিধাগুলির অবিলম্বে যথাযথ উন্নতি প্রয়োজন যার মধ্যে রাস্তা এবং ড্রেনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসীদের বেশির ভাগই আন্ডার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ডে বসতি স্থাপন করছে যেগুলো এখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাস্তা ও ড্রেনেজ সুবিধা দিয়ে ডিজাইন করা হয়নি। অন্যদিকে, প্রকৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ট্রাফিকের পরিমাণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রাস্তা সংকীর্ণ এবং প্রতিদিনের বর্জ্য নির্গত জলের ক্ষেত্রে ড্রেনগুলি সরু এবং অগভীর। তাই এসব ওয়ার্ডের এলাকাগুলো জলাবদ্ধতার কারণে বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্কের ব্যাপক ক্ষতির পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর মানসম্পন্ন শহরের পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে।

১৪। প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

(ক) প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে একটি রেলওয়ে কালভার্ট নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার প্রাক্কলিত মূল্য ৫১.২০ লক্ষ টাকা।

(খ) মূল ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনায় ৬টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য এবং বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে প্রকল্পটি সঠিক সময়ে সমাপ্তির লক্ষে ১৩টি প্যাকেজে বিভক্ত করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

(গ) প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে সড়ক নির্মাণ কাজে সড়কের প্রকৃত পরিমাণ ৫২.১২ কি.মি. এর পরিবর্তে ৫৮.৮৩ কি.মি. হয়েছে। অর্থাৎ ৬.৭১ কি.মি. বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঘ) আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজে ড্রেনের প্রকৃত পরিমাণ ৩৯.৮২ কি.মি. এর পরিবর্তে ৩৬.৪২ কি.মি. হয়েছে। অর্থাৎ ৩.৪১ কি.মি. হ্রাস পেয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজে প্রাচীরের প্রকৃত পরিমাণ ৪৯০.০০ মি. এর পরিবর্তে ৯২৪.৪৫ মি. হয়েছে। অর্থাৎ ৪৩৪.৪৫ মি. বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর প্রভাব:

প্রকল্পটির আওতায় সড়ক ও নর্দমা নির্মাণের প্রেক্ষিতে পরিবেশের উপর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি বরং প্রকল্পটির আওতায় সড়ক ও নর্দমা নির্মাণের ফলে পরিবেশ উন্নয়ন হয়েছে।

১৬। অর্থ বছর ভিত্তিক প্রকল্প দলিল অনুযায়ী (ক) আর্থিক লক্ষমাত্রা; (খ) এডিপি বরাদ্দ ও (গ) ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক লক্ষমাত্রা (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১৯-২০২০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০
২০২০-২০২১	৪২৮৬.০০	৪২৮৬.০০	৪২৮৪.৬৪
সর্বমোট	৪৯৮৬.০০	৪৯৮৬.০০	৪৯৮৪.৬৪

১৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ ও পরিমাণ:

(In Lakh Taka)

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per RDPP)			Actual Progress			Reasons for deviation (±)		
		Financial		Physical (Quantity)	Financial		Physical (Quantity)			
		GOB	RCC's Own fund		GOB	RCC's Own fund		GOB	RCC's Own fund	Reasons
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Recurrent Expenditure										
i) Procurement of Petrol, Degiel, Lubricants	Litre	0.75	-	925	0.74469	-	925	-	-	As not required
ii) Tender committee, steering committee	Amount	1.50	-		1.49500	-		-	-	-
iii) Announcement and advertisement	Amount	0.25	-		0.24600	-		-	-	As not required
iv) Printing and stationary goods	Amount	0.50	-		0.49900	-		-	-	-
2. Road and Highway										
i) Construction of carpeting road	km	389.17	-	4.32	389.13	-	4.32	-	-	As not required
ii) Construction of carpeting road (reconstruction)	km	104.94	-	1.42	104.74	-	1.42	-	-	-
iii) Construction of cement concrete road	km	752.33	-	24.29	752.13	-	24.29	-	-	As not required
iv) Construction of cement concrete road (reconstruction)	km	831.51	-	28.80	831.31000	-	28.80	-	-	-
v) Culvert	nos.	51.20	-	01	51.10000	-	01	-	-	-
3. Drainage and Other items										
i) Secondary drain	km	280.36	-	2.70	280.21000	-	2.70	-	-	As not required
ii) Tertiary drain	km	2305.10	-	33.72	2304.80000	-	33.72	-	-	-
iii) RCC retaining wall	m	10.09	-	163.50	97.9000	-	163.50	-	-	As not required
iv) Brick machinery wall	m	44.95	-	346.90	44.93000	-	346.90	-	-	-

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per RDPP)			Actual Progress			Reasons for deviation (±)		
		Financial		Physical (Quantity)	Financial		Physical (Quantity)			
		GOB	RCC's Own fund		GOB	RCC's Own fund		GOB	RCC's Own fund	Reasons
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
v) Footpath	m	37.77	-	0.92	37.75000	-	0.92	-	-	
vi) RCC boundary wall	m	170.58	-	924.	170.56000	-	924.	-	-	As not required
vii) Motorcycle	nos.	3.50	-	02	3.47500	-	02	-	-	-
viii) Computer	nos.	1.50	-	02	1.48500	-	02	-	-	As not required
		4986.00000	-	-	4984.64469	-	-	-	-	-

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

১৮। অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কোড / সাব কোড বর্ণনা	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(ক) রাজস্ব ব্যয়							
১	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা (দরপত্র কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি)	সাকুল্য	১.৫০		১.৪৯	
২	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সাকুল্য	০.২৫		০.২৪	
৩	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৮৮২.৩৫ লি.	০.৭৫		০.৭৪	
৪	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও মনিহারি	সাকুল্য	০.৫০		০.৪৯	
(খ) মূলধন ব্যয়:							
৫	৪১১১৩০২	সড়ক ও মহাসড়ক					
		ক. কার্পেটিং সড়ক নির্মাণ	৪.৩২ কি.মি.	৩৮৯.১৭		৩৮৯.১৩	
		খ. কার্পেটিং সড়ক পুনঃনির্মাণ	১.৪২ কি.মি.	১০৪.৯৪		১০৪.৭৪	
		গ. সিমেন্ট কংক্রিট সড়ক নির্মাণ	২৪.২৯ কি.মি.	৭৫২.৩৩		৭৫২.১৩	
		ঘ. সিমেন্ট কংক্রিট সড়ক পুনঃনির্মাণ	২৮.৮০ কি.মি.	৮৩১.৫১		৮৩১.৩১	
৬	৪১১১৩০৫	কালভার্ট নির্মাণ	০১ টি	৫১.২০			
৭	৪১১১৩০৭	নিকাশ কাঠামো					
		ক. সেকেন্ডারি নর্দমা নির্মাণ	২.৭০ কি.মি.	২৮০.৩৬		২৮০.২১	
		খ. টার্শিয়ারী নর্দমা নির্মাণ	৩৩.৭২ কি.মি.	২৩০৫.১০		২৩০৪.৮০	
৮	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা					
		ক. আরসিসি প্রতিরক্ষামূলক ওয়াল	১৬৩.৫০ মি.	১০.০৯		৯.৭৯	
		খ. ব্রিক ম্যাসনারি প্রতিরক্ষামূলক ওয়াল	৩৪৬.৯০ মি.	৪৪.৯৫		৪৪.৯৩	
		গ. ফুটপাত নির্মাণ	০.৯২ কি.মি.	৩৭.৭৭		৩৭.৭৫	
		ঘ. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৯২৪.৪৫ মি.	১৭০.৫৮		১৭০.৫৬	
৯	৪১১২১০১	মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৩.৫০	২	৩.৪৭	২
১০	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	১.৫০	২	১.৪৮	২

১৯। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

SL. No.	Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/ services and supply of goods	
		As per RDPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ L.C. opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Construction/Re-construction of different CC road, Drain & Retaining wall under the ward no. 01, 02, 04 (WP-01)	4.93 4.39 (-)	4.30	11.11.2019	02.03.2020	30.09.2020	-
2.	Construction of CC Road with RCC Drain under ward no. 03, 14 & 15 (WP-02)	5.13 5.52 (-)	4.30	16.02.2020	05.05.2020	29.03.2021	-
3.	Construction/Re-construction of different CC road & drain under the ward no. 05, 06, 07 (WP-03)	5.25 3.43 (-)	5.01	11.11.2019	02.03.2020	30.09.2020	-
4.	Construction/Re-construction of different CC road & Drain under the ward no. 08, 09, 10 (WP-04)	6.37 3.53 (-)	4.11	11.11.2019	02.03.2020	30.09.2020	-
5.	Construction of CC Road with RCC Drain under ward no. 11, 12 & 13.	6.28 2.07 (-)	3.08	30.10.2019	23.01.2020	29.03.2021	-
6.	Construction of CC road with RCC drain under ward no. 16, 17 (WP-06)	3.04 4.34 (-)	3.99	30.10.2019	23.10.2020	29.03.2021	-
7.	Construction/Re-construction of different CC road, drain & retaining wall order the ward no. 20, 21, 27 (WP-07)	5.38 1.17 (-)	4.36	11.11.2019	02.03.2020	30.09.2020	-
8.	Construction of CC road with RCC drain under ward no. 22, 23 & 24.	8.64 2.59	4.22	16.02.2020	11.05.2020	29.03.2021	-
9.	Construction/Re-construction of different CC road, drain & retaining wall under the ward no. 25, 28, 29 (WP-09)	3.50 3.88 (-)	4.34	11.02.2020	08.06.2020	31.12.2020	-
10	Construction/Re-construction of different CC road & drain under the ward no. 19, 26, 30 (WP-10)	4.57 4.07 (-)	4.76	11.11.2019	02.03.2020	30.09.2020	-
11	Construction of boundary wall & footpath under ward	(-) (-)	2.81	30.10.2019	26.01.2020	29.03.2021	-

SL. No.	Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/ services and supply of goods	
		As per RDPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ L.C. opening date	As per contract	Actual
	no. 9 & 12	0.92					
12	Construction of carpeting works under ward no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 & 30.	5.74 0.41 (-)	5.41	30.10.2019	23.01.2020	30.03.2021	-
13	Construction of railway culvert in front of Rajshahi City Corporation.	01 nos.	51.20	-	-	30.06.2021	-

২০। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পে পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
মো. নূর ইসলাম	প্রকৌশল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২১	নিয়মিত

২১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(i) ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তার উন্নতি ঘটিয়ে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। (ii) এই ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে টেকসই করা। (iii) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। (iv) প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশের উন্নয়ন করা।	(i) ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তার উন্নতি করায় নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। (ii) নিষ্কাশন ব্যবস্থা টেকসই ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। (iii) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নগরবাসীর জীবন মান উন্নতি হয়েছে। (iv) প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন হয়েছে ফলে উদ্দেশ্যের সাথে ফলাফল অর্জিত হয়েছে।

২২। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

২৩। অডিট সম্পাদন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: এক্সটার্নাল অডিট : প্রকল্পটির আওতায় কোন অডিট আপত্তি নেই মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। উল্লেখ্য যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ অডিট সম্পর্কে কোন অডিট আপত্তি নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪। পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত আইন ও বিধির অনুসরণঃ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

২৫। স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২৫, ২৮ এবং ২৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা, ড্রেন এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণঃ প্যাকেজ wp-09 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২৫,২৮ এবং ২৯ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা,ড্রেন এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৩.৫০ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৪.৩৪ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৮/০৬/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩১/১২/২০২০। পরিদর্শনকালে খোজাপুর নদীর পাড় রফিকুলের বাড়ী হতে পূর্বে এমদাদুলের বাড়ী হয়ে বাধেঁর ধার হতে মেসের মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটি দেখা হয়। আরডিপিপি অনুযায়ী রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২২০.২৫ মিটার এবং

প্রস্থ ০.৯৫ মিটারের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনকালে, রাস্তাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে ১৫০.২৫ মিটার পাওয়া যায়। বাকী ৭০.০০ মিটার রাস্তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

২৫.১ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১৯,২৬ এবং ৩০নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা, ড্রেন নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-10 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১৯,২৬ এবং ৩০নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা,ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৪.৫৭ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৪.৭৬ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০২/০৩/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৯/২০২০। পরিদর্শনকালে মোহনপুর বাদলের জমি হতে সদর উদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাসহ ড্রেন পর্যবেক্ষণ করা হয়। আরডিপিপি অনুযায়ী রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৯৪.৮০ মিটার এবং প্রস্থ ১.৫০ মিটার থাকার কথা থাকলেও পরিমাপ করে রাস্তার প্রশস্থতা ০.৮ মিটার পাওয়া গেছে যা আরডিপিপি ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনুরুপভাবে মোহনপুর গনির বাড়ীর গলিপথের রাস্তাটির প্রস্থ ১.২০ মিটারের স্থলে ০.৬ মিটার পাওয়ায় যায়। এছাড়া রাস্তাসমূহের এল্যাইনমেন্ট ঠিক নেই, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মিল নেই এবং ড্রেনের প্রস্থ ০.৮৫ মিটার এবং ড্রেনের পুরত্ব ৪.৫ ইঞ্চি পাওয়া যায়, যা আরডিপিপির ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২৫.২ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১,২,৩,৪,৫,৬,৯,১১,১২,১৫,১৭,১৮,১৯,২১,২২,২৫,২৬,২৭ এবং ৩০নং ওয়ার্ডের অধীনে কার্পেটিং নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-12 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১,২,৩,৪,৫,৬,৯,১১,১২,১৫,১৭,১৮, ১৯,২১,২২,২৫,২৬,২৭ এবং ৩০নং ওয়ার্ডের অধীনে কার্পেটিং নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৫.৭৪ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৫.৪১ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২৩/০১/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৩/২০২১। ৩০ নং ওয়ার্ডের মোহনপুর কালভার্ট হতে উত্তরের গণি মিয়ার চালান পর্যন্ত ৩০২.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ২.৮০ মিটার প্রস্থের রাস্তায় কার্পেটিং এর সংস্থান রয়েছে। আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ২.৮০ মিটার প্রস্থের কার্পেটিং করার সংস্থান থাকলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা ২.৬০ মিটার করা হয়েছে। অনুরুপভাবে, একই ওয়ার্ডের মির্জাপুর বৌ বাজার জান্নাত ভ্যারাইটিজ স্টোর হতে ইউনিক প্যালেস এপার্টমেন্ট পর্যন্ত ৮১.০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫.৫৩ মিটার প্রস্থের রাস্তার আরডিপিপি সংস্থান থাকলেও পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নপর্যায়ে রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আরডিপিপি অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ নেই। পরিদর্শনকালে একই ওয়ার্ডের নির্মাণকৃত ড্রেন সমূহ মাটি ভরাট হয়ে বদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে।

২৫.৩ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১, ২ এবং ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা, ড্রেন এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-01 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১,২, এবং ৪ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা, ড্রেন এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৪.৯৩ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৪.৩০ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০২/০৩/২০২০ এবং সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৯/২০২০।

২৫.৪ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৩, ১৪ এবং ১৫ নং ওয়ার্ডে সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-02 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৩, ১৪, এবং ১৫ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ বাবদ প্রাক্কলন করা হয় ৫.১৩ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৪.৩০ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৫/০৫/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৯/০৩/২০২১ খ্রি:।

২৫.৫ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৫,৬, এবং ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-03 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৫,৬, এবং ৭ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৫.২৫ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৫.০১ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০২/০৩/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৯/২০২০।

২৫.৬ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৮, ৯ এবং ১০ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা, ড্রেন নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-04 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৮,৯, এবং ১০ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৬.৩৭ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৪.১১ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০২/০৩/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৯/২০২০।

২৫.৭ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১১,১২, এবং ১৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা, ড্রেন নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-05 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১১,১২, এবং ১৩ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৬.২৮ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৩.০৮ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২৩/০১/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৯/০৩/২০২১।

২৫.৮ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১৬ এবং ১৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-06 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ১৬ এবং ১৭ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৩.০৪ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৩.৯৯ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২৩/১০/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৯/০৩/২০২১।

২৫.৯ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০,২১ এবং ২৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা, ড্রেন এবং রিটাইনিং ওয়াল নির্মাণঃ প্যাকেজ wp-07 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২০,২১ এবং ২৭ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা, ড্রেন এবং রিটাইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৫.৩৮ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৪.৩৬ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০২/০৩/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৯/২০২০।

২৫.১০ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২২,২৩ এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-08 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২২,২৩ এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের সিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৮.৬৪ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৪.২২ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ১১/০৫/২০২০ এবং এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৯/০৩/২০২১।

২৫.১১ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৯ এবং ১২নং ওয়ার্ডের অধীনে সীমানা প্রাচীর ও ফুটপাত নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-11 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৯ এবং ১২নং ওয়ার্ডের অধীনে সীমানা প্রাচীর ও ফুটপাত নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ০.৯২ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ২.৮১ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২৬/০১/২০২০ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ২৯/০৩/২০২১।

২৫.১২ স্কিমের নামঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সামনে রেলওয়ে কালভার্ট নির্মাণঃ

প্যাকেজ wp-13 এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সামনে রেলওয়ে কালভার্ট নির্মাণ কাজের লক্ষ্যে প্রাক্কলন করা হয় ৫১.২০ কোটি টাকা যার বিপরীতে চুক্তি করা হয় ৫১.২০ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ২৩/০১/২০২০ এবং এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ।

২৫.১৩ প্যাকেজ নং: Wp-11/2019-20 এর ওয়ার্ড নং ৯ এবং ১২ এর দরগাপাড়া সদর হাসপাতাল মোড় হতে মনি চত্বর পর্যন্ত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ ৯২৪.৪৫ মিটার। উল্লেখ্য যে বাউন্ডারি ওয়াল, ড্রেন, ফুটপাত, ইলেকট্রিক ওয়ার্ক অনুমোদিত সংশোধিত ডিজাইনে নেই।

২৫.১৪ প্যাকেজ নং: Wp-11/2019-20 এর ওয়ার্ড নং ২৫ এর রানী নগর জেবের মিয়ার পুরাতন বাড়ীর উত্তর পার্শের বস্তির পুকুর ও সিড়ি ঘাট নির্মাণ ১৫০.০০ মিটার। পরিদর্শনকালে দেখা যায় পুকুরটি ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি পুকুর। পুকুরের চারদিকে সিসি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

২৫.১৫ প্যাকেজ নং: Wp-12/2019-20 এর ওয়ার্ড নং ০১ এর আদুবুড়ি মন্টুর দোকান হতে মাজেদের বাড়ী হয়ে আলমগীরের বাড়ী পর্যন্ত ১৪৪.০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩.৩০ মিটার প্রস্থের রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন করা হয়। পরিদর্শনকালে পরিমাপ করে দেখা যায়- রাস্তাটি ৪০ মি.মি. পুরত্বের কার্পেটিং করা হয়ে।

২৫.১৬ প্যাকেজ নং: Wp-12/2019-20 এর ওয়ার্ড নং ০২ এর হড়গ্রাম নতুন পাড়া আনুর বাড়ীর পশ্চিমে আ: হাকিমের বাড়ী হতে মিনারুলের বাড়ী পর্যন্ত, হড়গ্রাম নতুন পাড়া আরিফা ভিলা হতে হক ম্যানসন পর্যন্ত হড়গ্রাম নতুনপাড়া মাহামুদ এর বাড়ী হতে রফিকুল ইসলাম (আরাই) বাড়ী পর্যন্ত ১৮৭.৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২.৬ মিটার প্রস্থের রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শনকালে পরিমাপ করে রাস্তাটির প্রস্থ ২.৪ মিটার পাওয়া যায়। রাস্তাটিতে ড্রেনের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

২৬। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

২৬.১ প্রকল্পটির আওতায় কোন অডিট আপত্তি নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান আলোচ্য প্রকল্পটিতে কোন অডিট আপত্তিন নেই।

২৬.২ প্যাকেজ wp-09 এর আওতায় ২৯ নং ওয়ার্ডের খোজাপুর নদীর পাড় রফিকুলের বাড়ী হতে পূর্বে এমদাদুলের বাড়ী হয়ে বাদেঁর ধার হতে মেসের মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটির আরডিপিপি অনুযায়ী দৈর্ঘ্য ২২০.২৫ মিটার এবং প্রস্থ ০.৯৫ মিটার। বাস্তবায়ন পর্যায়ে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে ১৫০.২৫ মিটার পাওয়া যায়। বাকী ৭০.০০ মিটার রাস্তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

২৬.৩ প্যাকেজ wp-10 এর আওতায় মোহনপুর বাদলের জমি হতে সদর উদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটির দৈর্ঘ্য আরডিপিপি অনুযায়ী ৯৪.৮০ মিটার এবং প্রস্থ ১.৫০ মিটার থাকার কথা থাকলেও পরিমাপ করে রাস্তার প্রশস্থতা ০.৮ মিটার পাওয়া গেছে যা আরডিপিপি ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনুরুপ ভাবে মোহনপুর গনির বাড়ীর গলিপথের রাস্তাটির প্রস্থ ১.২০ মিটারের স্থলে ০.৬ মিটার পাওয়ায় যায়। এছাড়া রাস্তাসমূহের এল্যাইনমেন্ট ঠিক নেই, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মিল নেই এবং ড্রেনের প্রস্থ ০.৮৫ মিটার এবং ড্রেনের পুরত্ব ৪.৫ ইঞ্চি পাওয়া যায়, যা আরডিপিপির ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২৬.৪ প্যাকেজ wp-12 এর আওতায় ৩০ নং ওয়ার্ডের মোহনপুর কালভার্ট হতে উত্তরের গণি মিয়ার চালান পর্যন্ত ৩০২.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ২.৮০ মিটার প্রস্থের রাস্তায় কার্পেটিং এর সংস্থান থাকলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা রাস্তাটির ২.৬০ মিটার প্রস্থে কার্পেটিং করা হয়েছে। অনুরুপভাবে, একই ওয়ার্ডের মির্জাপুর বৌ বাজার জান্নাত ভ্যারাইটিজ স্টোর হতে ইউনিক প্যালেস এপার্টমেন্ট পর্যন্ত ৮১.০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫.৫৩ মিটার প্রস্থের রাস্তার আরডিপিপি সংস্থান থাকলেও তা বাস্তবায়ন পর্যায়ে আরডিপিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নেই। পরিদর্শনকালে একই ওয়ার্ডের নির্মাণকৃত ড্রেন সমূহ মাটি ভরাট হয়ে বদ্ধ অবস্থায় দেখা গেছে।

২৬.৫ প্যাকেজ নং: Wp-11/2019-20 এর ওয়ার্ড নং ৯ এবং ১২ এর দরগাপাড়া সদর হাসপাতাল মোড় হতে মনি চত্বর পর্যন্ত ৯২৪.৪৫ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ করা হয়। উল্লেখ্য যে বাউন্ডারি ওয়াল, ড্রেন, ফুটপাত, ইলেকট্রিকওয়ার্ক অনুমোদিত সংশোধিত ডিজাইনে নেই।

২৬.৬ প্যাকেজ নং: Wp-11/2019-20 এর ওয়ার্ড নং ২৫ এর রানী নগর জেবের মিয়ার পুরাতন বাড়ীর উত্তর পার্শের বস্তির পুকুর ও সিড়ি ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে ১৫০.০০ মিটার। পরিদর্শনকালে দেখা যায়- পুকুরটি ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুর। পুকুরের তিনদিকে ৮ ফুট প্রস্থের সড়ক নির্মাণ করা হলেও জমি প্রাপ্তি ও মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে একদিকে সিসি সড়ক সম্পূর্ণ নির্মাণ করা সম্ভব নি। ফলে উন্নয়নের সুফল পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

২৬.৭ প্যাকেজ নং: Wp-12/2019-20 এর ওয়ার্ড নং ০২ এর হড়গ্রাম নতুন পাড়া আনুর বাড়ীর পশ্চিমে আ:হাকিমের বাড়ী হতে মিনারুলের বাড়ী পর্যন্ত, হড়গ্রাম নতুন পাড়া আরিফা ভিলা হতে হক ম্যানসন পর্যন্ত, হড়গ্রাম নতুনপাড়া মাহামুদ এর বাড়ী হতে রফিকুল ইসলাম (আরাই) বাড়ী পর্যন্ত ১৮৭.৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২.৬ মিটার প্রস্থের রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়নের সংস্থান থাকলেও পরিদর্শনকালে পরিমাপ করে রাস্তাটির প্রস্থ ২.৪ মিটার পাওয়া যায়। পরিদর্শনকালে আরো দেখা যায়, উক্ত রাস্তাটিতে ড্রেন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

২৬.৮ ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়া: এ প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় ৪৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪৯৮৪.৬৪ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়- প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ৪৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের পর ১.১৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প পরিচালক বছরওয়ারী সরাসরি প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর পত্রের মাধ্যমে সমর্পন করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা (১৩ নভেম্বর,২০১২) অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ জিও জারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সি.এ.ও বরাবরে আদেশ জারীর মাধ্যমে সমর্পনের বিধান থাকলেও এ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

২৭। প্রকল্প পরিদর্শনের ধারণকৃত স্থির চিত্র:










২৮। পরিদর্শনের আলোকে আইএমডির সুপারিশ/মতামত:

ক) অনুমোদিত সংস্থান ও ক্রয়চুক্তির বিপরীতে সড়ক ও ড্রেনের দৈর্ঘ্য কম পাওয়া, ড্রেনের পুরুত্ব কম দেয়া, নির্মিত ড্রেন সচল না থাকা, ডিজাইন অনুসরণ না করে বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেন, ফুটপাত নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন আর্থিক অনিয়ম হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য যাচাইপূর্বক তা আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ২৬.২, ২৬.৩, ২৬.৪, ২৬.৫, ২৬.৭)।

খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুরের চতুর্দিকে প্যালাসাইডিং ওয়াল ও পুকুরের পাড় সিসি দ্বারা উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে কিনা এবং আর্থিক অনিয়ম হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে দায় নির্ধারণ করা যেতে পারে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ২৬.৬)।

গ) প্রকল্পের মেয়াদকালে বছরওয়ারী অব্যয়িত অর্থ যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমাদান সংক্রান্ত বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ২৬.৮)।

ঘ) এ প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

(মো. আজগর আলী)
সহকারী পরিচালক